মাদানী মুন্নাদের জন্য ইসলামিক জ্ঞান সম্বলিত অনন্য কিতাব

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

(৩য় অংশ)

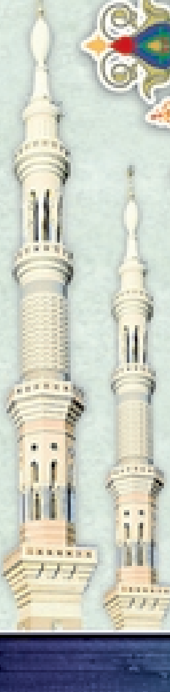

উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাদানী মুন্না-মুন্নীদের জন্য ইসলামের মৌলিক জ্ঞান সম্বলিত অতি উপকারী কিতাব

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

(৩য় অংশ)

উপস্থাপনায়

মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ)

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحٰبِکَ یَا حَبِیۡبَ اللہ

কিতাবের নাম : ইসলামের মৌলিক শিক্ষা (৩য় অংশ)

প্রকাশনা : **মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ**
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

প্রকাশকাল : জমাদিউল আখির, ১৪৪০ হিজরী। মার্চ, ২০১৯ ইং।

সত্যায়ন পত্র

তারিখ- ৩০ রজব, ১৪৩৪ হিজরী সূত্র:-১৮৩

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ و عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصۡحٰبِہٖ اَجۡمَعِیۡن

সত্যায়ন করা যাচ্ছে যে,

“ইসলামের মৌলিক শিক্ষা (৩য় অংশ)”

(প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা) কিতাবটির উপর কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মজলিশ এর চাহিদা ও মতবাদের প্রেক্ষিতে সাধ্যানুযায়ী পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা বাইন্ডিং এর ভুলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
(১০-০৬-২০১৩)

Email:-Ilmia@dawateislami.net

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এই কিতাবটি পাঠ করার ১৮টি নিয়্যত	৯
আল মদীনাতুল ইলমিয়া	১০
প্রথমে এটা পড়ে নিন	১১
১ম অধ্যায় {{সূচনা}}	১২
হামদে বারী তায়ালা	১৩
দরূদে দিল কর মুঝে আতা ইয়া রব!	১৩
নাতে মুস্তফা	১৪
ক্বসিদায়ে নূর	১৪
আসমা-উল-হুসনা	১৫
জুমার রাতের আমল সমূহ	১৯
বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ	১৯
সমস্ত গুনাহের ক্ষমা	১৯
রহমতের ৭০টি দরজা	১৯
ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব	২০
নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ	২০
দোয়া সমূহ	২০
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দোয়া	২০
মুখের জড়তা দূর করার দোয়া	২১
মোরগের ডাক শুনে পাঠ করার দোয়া	২১
কাফেরদের নিদর্শন দেখলে বা শুনলে এই দোয়া পড়ুন	২১
রাগ আসলে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে এবং গাধা ডাকলে পাঠ করার দোয়া	২১
বৃষ্টির সময় পাঠ করার দোয়া	২২
যমযমের পানি পান করার সময় পাঠ করার দোয়া	২২
বাজারে প্রবেশ করার সময়ের দোয়া	২২
ঋণ পরিশোধের দোয়া	২৩
বিপদগস্থকে দেখে পাঠ করার দোয়া	২৩
নক্ষত্র দেখার সময়ের দোয়া	২৩
বদ হজমের দোয়া	২৩
জ্বর থেকে আরোগ্যের দোয়া	২৪
প্রত্যেক ক্ষতিকর রোগ থেকে মুক্তির দোয়া	২৪
বৈঠক শেষের দোয়া	২৪
এক নযরে প্রথম অধ্যায়	২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত নিম্ন লিখিত ২৭টি বিষয় সম্পর্কে জানেন কি?	২৫
২য় অধ্যায় {{ঈমানিয়াত}}	২৭
আকীদা সম্পর্কিত কিছু প্রয়োজনীয় পরিভাষা	২৮
ঈমান	২৮
কুফর	২৮
দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী	২৮
আহলে সুন্নাত মতাদর্শের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী	২৯
শিরক	৩০
ওয়াজিবুল উযুদ (যার অস্তিত্ব বিদ্যমান)	৩০
নিফাক	৩০
মুরতাদ	৩১
আল্লাহ তায়ালার একাত্ববাদ	৩২
তাওহীদের উদ্দেশ্য	৩২
সত্তার সাথে অংশীদার দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৩
গুণাবলীর সাথে অংশীদার দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৩
নাম সমূহে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৪
কাজের মধ্যে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৫
বিধানাবলীর মধ্যে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৫
নবুওয়ত ও রিসালত	৩৬
রিসালাতের উদ্দেশ্য	৪০
রিসালাতের প্রচার প্রসার	৪০
রিসালাতের দলিল	৪১
আম্বিয়া ও রাসূলগণের সংখ্যা	৪২
নবী ও রাসূলগণের পবিত্রতা	৪২
নবী ও রাসূলগণের মর্যাদা	৪৩
নবী ও রাসূলগণের জীবন	৪৪
নবী ও রাসূরগণের জ্ঞান	৪৭
নবীদের কিতাব সমূহ	৪৯
কোরআন খতমের দোয়া	৫৪
খতমে নবুয়ত ও রিসালত	৫৬
মেরাজে মুস্তফা	৫৭
শাফায়াতে মুস্তফা	৬০
মুস্তফার ভালবাসা	৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মুস্তফার আনুগত্য	৬৩	বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা)	৯৮
মুস্তফার আনুগত্য	৬৩	ছোট নাপাকী (নাজাসাতে খফীফা)	৯৯
মুস্তফার দান	৬৪	**গোসল**	১০১
রাসূল ﷺ হাযির নাযির	৬৪	গোসলের ফরয সমূহ	১০১
মুস্তফার নূরানিয়্যত ও বশরিয়্যত	৬৯	গোসলের পদ্ধতি	১০১
এক নযরে দ্বিতীয় অধ্যায়	৭২	গোসলের আদব	১০২
৩য় অধ্যায় {{মুস্তফার জীবনি}}	৭৭	অযু বিহীন বা গোসল বিহীন অবস্থায় যেসকল কাজ করা নিষেধ	১০৩
মুস্তফার বংশ	৭৮	অযু বিহীন বা গোসল বিহীন অবস্থায় যেসকল কাজ করা জায়িয	১০৩
বাপ-দাদা	৭৮		
চাচা	৭৮	**তায়াম্মুম**	১০৫
সম্মানিতা সহধর্মীনি	৭৯	তায়াম্মুমের ফরয সমূহ	১০৬
শাহজাদা	৭৯	তায়াম্মুমের সুন্নাত	১০৭
শাহজাদী	৮০	তায়াম্মুমের পদ্ধতি	১০৮
মুস্তফার সৌন্দর্য্য	৮০	**আযানের বর্ণনা**	১০৯
নূরানী চেহারা	৮০	**ইকামতের বর্ণনা**	১১১
নূরানী চোখ	৮২	**মাদানী ফুল**	১১২
কান মোবারক	৮৩	ইকামতের পরের ঘোষণা	১১২
ভ্রু মোবারক	৮৩	**নামাযের বর্ণনা**	১১৩
নাসিকা মোবারক	৮৪	ইমামতির শর্ত	১১৩
ললাট মোবারক	৮৪	ইকতিদার ১৩টি শর্ত	১১৪
মুখ মোবারক	৮৫	**তারাবীর নামায**	১১৫
মুস্তফার প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী	৮৬	তারাবীর নামাযের শরয়ী মর্যাদা	১১৫
আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয়তম	৮৮	তারাবীর নামাযের সময়	১১৬
মাযারে উপস্থিতি এবং কবর যিয়ারত	৯০	রাকাতের সংখ্যা	১১৬
		তারাবীর নামায আদায় করার পদ্ধতি	১১৬
কবর যিয়ারতের শরয়ী বিধান	৯০	নাবালিগ ইমামের পেছনে তারাবীর হুকুম	১১৭
কবর যিয়ারতের মুস্তাহাব পদ্ধতি	৯১	তারাবীতে খতমে কোরআন	১১৭
কবর যিয়ারতের জন্য দিন বা সময় নির্ধারণ করা	৯২	তারাবীতে কোরআনের তিলাওয়াত	১১৮
		ভুল হয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়ার অবস্থা সমূহ	১১৯
এক নযরে তৃতীয় অধ্যায়	৯৩	তারাবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য	১২০
৪র্থ অধ্যায় {{ইবাদত}}	৯৬	তারাবীহ পড়ানোর পারিশ্রমিক নেয়া	১২১
		বিভিন্ন মাসয়ালা	১২২
পবিত্রতা	৯৭	**বিতিরের নামায**	১২৪
পবিত্রতার মাসয়ালা	৯৭	বিতিরের নামাযের শরয়ী হুকুম	১২৪
নাপাকীর প্রকারভেদ	৯৭	বিতিরের নামাযের সময়	১২৪

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিতিরের নামায পড়ার পদ্ধতি	১২৫	(৯) জুমার দিনের ৫টি বিশেষ আমল	১৪৫
দোয়ায়ে কুনূত	১২৬	**জুমার শর্তাবলী**	১৪৬
সিজদায়ে সাহুর বর্ণনা	১২৮	জুমা আদায় করা ফরয হওয়ার জন্য ১১টি শর্তাবলী	১৪৬
সিজদায়ে সাহু দ্বারা উদ্দেশ্য	১২৮		
সিজদায়ে সাহুর শরয়ী মর্যাদা	১২৮	**খুৎবা সম্পর্কে কিছু উপকারী বিষয়**	১৪৭
সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কিছু অবস্থা	১৩০	খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব	১৪৭
সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি	১৩১	খুৎবা শ্রবণকারী দরূদ শরীফ পড়তে পারবে না	১৪৭
তিলাওয়াতে সিজদা	১৩১	খুৎবার পূর্বের ঘোষণা	১৪৮
তিলাওয়াতে সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য	১৩১	খুৎবার ৭টি মাদানী ফুল	১৪৮
তিলাওয়াতে সিজদার শরয়ী বিধান	১৩১	**জুমার খুৎবা**	১৪৯
তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি	১৩৩	জুমার প্রথম খুৎবা	১৪৯
সিজদার আয়াতের উপকারীতা	১৩৪	জুমার দ্বিতীয় খুৎবা	১৫০
১৪টি সিজদার আয়াত	১৩৫	**মুসলমানদের দুই ঈদ**	১৫২
জুমার নামায	১৩৭	সকল ঈদের সেরা ঈদ	১৫৩
জুমা দ্বারা উদ্দেশ্য	১৩৭	**ঈদদ্বয়ের নামায**	১৫৪
জুমার শরয়ী বিধান	১৩৭	ঈদদ্বয়ের নামায ও জুমার নামাযে পার্থক্য	১৫৪
সর্বপ্রথম জুমা	১৩৮	ঈদের নামাযের পদ্ধতি	১৫৫
প্রিয় নবী ﷺ এর প্রথম জুমা	১৩৮	**জানাযার নামায**	১৫৬
কোরআনে করীমের জুমার আলোচনা	১৩৯	কাফন দাফন	১৫৬
হাদীসে মোবারকায় জুমার আলোচনা	১৪০	মৃত ব্যক্তির গোসলের পদ্ধতি	১৫৭
কবরের আযাব থেকে মুক্ত	১৪০	কাফনের সুন্নাত ও এর বিস্তারিত	১৫৮
প্রত্যেক দোয়া কবুল হয়	১৪০	পুরুষদেরকে কাফন পরানোর পদ্ধতি	১৫৯
মকবুল সময় কোনটি?	১৪০	মহিলাদেরকে কাফন পরানোর পদ্ধতি	১৫৯
জুমার দিনে নেকীর সাওয়াব এবং গুনাহের শাস্তি	১৪১	গোসল ও কাফন এবং জানাযার নামায পড়ার ফযীলত	১৬০
জুমান দিনের আমল সমূহ	১৪১	জানাযার নামাযের শরয়ী মর্যাদা	১৬০
(১) জুমার গোসল	১৪১	জানাযার নামাযের শর্তাবলী	১৬১
(২) জুমার দিন সৌন্দর্য্য বর্ধন করা	১৪১	জানাযার নামাযের ফরয ও সুন্নাত সমূহ	১৬২
(৩) পাগড়ী শরীফ বাঁধার ফযীলত	১৪২	জানাযার নামাযের পদ্ধতি	১৬২
(৪) অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া	১৪২	বালিগ পুরুষ ও মহিলার জানাযার দোয়া	১৬৩
(৫) জামে মসজিদের দিকে তাড়াতাড়ি যাওয়া	১৪৩	নাবালিগ **(অপ্রাপ্ত বয়স্ক)** ছেলের জানাযার দোয়া	১৬৩
প্রথম শতাব্দীতে জুমার প্রতি উৎসাহ	১৪৩	নাবালিগ **(অপ্রাপ্ত বয়স্ক)** মেয়ের জানাযার দোয়া	১৬৩
(৬) জামে মসজিদে অপেক্ষা করা	১৪৪	লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়ার সাওয়াব	১৬৪
(৭) কবরস্থানে উপস্থিত হওয়া	১৪৪	লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি	১৬৪
পিতা-মাতার যিয়ারত করার সাওয়াব	১৪৪	জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন মাদানী ফুল	১৬৫
(৮) সূরা কাহাফের ফযীলত	১৪৫	বালিগের জানাযার পূর্বে এভাবে ঘোষণা করুন	১৬৬

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দাফন	১৬৭	যিলহজ্বের ৮ তারিখের কাজ সমূহ	১৯৫
কবরে মাটি দেওয়ার পদ্ধতি	১৬৮	যিলহজ্বের ৯ তারিখের কাজ সমূহ	১৯৬
দাফনের পরবর্তী কার্যাবলী	১৬৮	যিলহজ্বের ১০ তারিখের কাজ সমূহ	১৯৭
তালকীন	১৬৯	যিলহজ্বের ১১ ও ১২ তারিখের কাজ সমূহ	১৯৮
ইসালে সাওয়াব	১৭০	**কুরবানী**	১৯৮
ইসালে সাওয়াব ও ফাতিহার পদ্ধতি	১৭২	কুরবানী দ্বারা উদ্দেশ্য	১৯৮
ইসালে সাওয়াবের জন্য দোয়ার পদ্ধতি	১৭৫	কুরবানীর শরয়ী মর্যাদা	১৯৮
রোযা	১৭৬	কুরবানীর পশু	১৯৯
রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য	১৭৬	কুরবানীর পদ্ধতি	১৯৯
রোযার শরয়ী মর্যাদা	১৭৬	পশু জবাই করার সময় পড়ার দোয়া	২০০
রোযা কার উপর এবং কখন ফরয হয়েছে?	১৭৭	কুরবানী সম্পর্কিত অন্যান্য মাদানী ফুল	২০০
রোযা তাক্বওয়া ও পরহেযগারীতার নিদর্শন	১৭৮	**বাহারে শরীয়তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিভাষায় ব্যাখ্যা**	২০২
রোযা রাখা ও রোযা খোলার দোয়া	১৭৯		
রোযার প্রকৃতি	১৮০	**এক নযরে চতুর্থ অধ্যায়**	২০৫
চোখের রোযা	১৮১	**৫ম অধ্যায় {{সুন্নাত ও আদব}}**	২২০
কানের রোযা	১৮১		
জিহ্বার রোযা	১৮১		
হাতের রোযা	১৮২	**ইলমে দ্বীন**	২২১
পায়ের রোযা	১৮২	ইলম সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ১৪টি বাণী	২২১
রোযা রাখার ফযীলত	১৮২	আসহাবে সুফফা	২২৩
রোযা না রাখার শাস্তি	১৮৩	**কোরআনে মজীদের তিলাওয়া**	২২৫
সেহেরী সম্পর্কে কিছু মৌলিক বিষয়াবলী	১৮৩	শয়তানের আক্রমণ	২২৬
যাকাত	১৮৫	আলোকিত প্রদীপ	২২৬
যাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য	১৮৫	বুযুর্গানে দ্বীন এবং তিলাওয়াতে কোরআন	২২৭
কোরআনে পাকে বর্ণিত কিছু উপকারীতা	১৮৮	পিতা-মাতার সৌভাগ্য	২২৭
হাদীসে মোবারাকায় বর্ণিত কিছু উপকারীতা	১৯০	কবর থেকে শাস্তি উঠে গেলো	২২৮
যাকাত না দেয়ার কুফল	১৯০	কিয়ামতের দিন হাফিযের পিতা-মাতাকে মুকুট পরানো হবে	২২৮
সদকায়ে ফিতর	১৯১		
সদকায়ে ফিতরের শরয়ী মর্যাদা	১৯১	নেককার সন্তান সদকায়ে জারীয়া স্বরূপ	২২৯
সদকায়ে ফিতর আদায় করার হিকমত	১৯২	**ভালো ভালো নিয়্যত সমূহ**	২৩০
হজ্ব	১৯৩	নিয়্যত কাকে বলে?	২৩০
হজ্বের উদ্দেশ্য	১৯৩	নিয়্যত যতো সাওয়াবও ততো	২৩০
হজ্বের শরয়ী মর্যাদা	১৯৩	প্রত্যেক কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন	২৩১
হজ্বের ফযীলত সম্বলিত হাদীসে মোবারাকা	১৯৪		
হজ্বের প্রকারভেদ	১৯৪	ভালো নিয়্যতের পাঁচটি ফযীলত	২৩১
হজ্বের মাস ও দিন	১৯৫	**খাওয়ার ৪০টি নিয়্যত**	২৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
একত্রে খাওয়ার নিয়্যত	২৩৩	প্রতিবেশীর সম্মান	২৫৭
পানি পান করার ১৫টি নিয়্যত	২৩৪	বন্ধু-বান্ধব ও সফর সঙ্গীদের সম্মান	২৫৮
চা পান করার ৬টি নিয়্যত	২৩৪	**অপরকে সাহায্য করা**	২৫৯
সুগন্ধি লাগানোর নিয়্যত সমূহ	২৩৪	**মনে কষ্ট দেয়া**	২৬০
সুগন্ধি লাগানোর মাদানী ফুল	২৩৬	**লৌকিকতা**	২৬১
উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত	২৩৬	লৌকিকতার সংজ্ঞা	২৬১
মাথায় সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত	২৩৬	লৌকিকতাকারীর হতাশা	২৬২
সুগন্ধির উপহার গ্রহণ করা	২৩৭	**লৌকিকতা ও লৌকিকতাকারীর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী**	২৬৩
কে কিরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করবে?	২৩৭		
সুগন্ধি পুড়িয়ে ধোঁয়া নেয়া সুন্নাত	২৩৭	আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাওয়া	২৬৩
মিসওয়াক শরীফের মাদানী ফুল	২৩৮	শয়তানের বন্ধু	২৬৩
মিসওয়াকের শরয়ী মর্যাদা	২৩৮	লৌকিকতাকারীরদের স্থান	২৬৪
মিসওয়াক পুরুত্ব ও দৈর্ঘ্য	২৩৮	লৌকিকতা ও লৌকিকতাকারীর সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী	২৬৪
মিসওয়াক করা এবং ধরার পদ্ধতি	২৩৮		
মিসওয়াকের সাবধানতা	২৩৯	লোক দেখানো নামায	২৬৬
পাগড়ি শরীফের মাদানী ফুল	২৩৯	**একনিষ্ঠতা**	২৬৭
পাগড়ির শরয়ী মর্যাদা	২৩৯	**একনিষ্ঠতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী**	২৬৭
পাগড়ি শরীফের ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর সাতটি বাণী	২৩৯	একনিষ্ঠ মুমিনের উদাহরণ	২৬৭
		একনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী	২৬৮
পাগড়ির আদব	২৪০	**মিথ্যা**	২৬৯
অতিথি আপ্যায়নের মাদানী ফুল	২৪০	**গীবত**	২৭৩
চলার সুন্নাত ও আদব	২৪২	গীবতের সংজ্ঞা এবং এর শরয়ী বিধান	২৭৩
সফরের মাদানী ফুল	২৪৩	মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া	২৭৪
কথাবার্তা বলার মাদানী ফুল	২৪৬	গীবতের ধ্বংসলীলা	২৭৪
বাবরী চুল রাখার মাদানী ফুল	২৪৯	মুখ থেকে মাংস বের হলো	২৭৫
রোগীকে দেখতে যাওয়ার মাদানী ফুল	২৫০	**চুগলখোরী**	২৭৭
রোগীকে দেখতে যাওয়া সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী	২৫১	চুগলখোরী সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর পাঁচটি বাণী	২৭৭
এক নযরে পঞ্চম অধ্যায়	২৫২	**হিংসা**	২৭৮
৬ষ্ঠ অধ্যায় {{নৈতিকতা}}	২৫৫	হিংসার সংজ্ঞা	২৭৮
		হিংসার শরয়ী বিধান	২৭৮
মুসলমানের সম্মান	২৫৬	হিংসা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী	২৭৮
পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদানকারী জান্নাত হতে বঞ্চিত	২৫৬	হিংসা সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর বাণী	২৭৮
		হিংসা মন্দ মৃত্যুর কারণ	২৭৯
বড় ভাইয়ের সম্মান	২৫৭	**ঘৃণা ও বিদ্বেষ**	২৮১
আত্মীয়-স্বজনের সম্মান	২৫৭	**এক নযরে ষষ্ঠ অধ্যায়**	২৮২

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭ম অধ্যায় {{দা'ওয়াতে ইসলামী}}	২৮৫
নেকীর দাওয়াত	২৮৬
দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার	২৮৮
(১) দোয়ায়ে মদীনার বরকত	২৮৮
(২) ভবঘুরে মানসিকতার গন্তব্য মিলে গেলো	২৮৯
(৩) চোখে লজ্জার কুফলে মদীনা লেগে গেলো	২৯১
(৪) পুরো পরিবার সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেলো	২৯১
(৫) দেখে শুনে মাদরাসায় ভর্তি হোন	২৯২
(৬) বয়স্ক মুবাল্লিগ	২৯৩
(৭) ভুলে সকারে গিয়ে সন্ধায় ফিরে আসলে তখন!	২৯৪
(৮) মাদানী মুন্নার দাওয়াত	২৯৪
(৯) রহমতের দরজা খুললো	২৯৬
ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার পদ্ধতি	২৯৮
দরস শেষে এভাবে তারগীব দিবেন	২৯৯
চল্লিশটি মাদানী ইনআমাত	৩০১
প্রত্যেক ভাল কাজের নিয়্যত সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০১
ইবাদত সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০১
জ্ঞান অন্বেষণ সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০১
নৈতিক চরিত্র সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০১
পোশাক সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৪
চোখের কুফলে মদীনা সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৪
মুখের কুফলে মদীনা সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৫
খাবার খাওয়া সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৫
শয়ন ও জাগরণের আদব সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৬
বড়দের আনুগত্য সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৬
মাদরাসা ও শিক্ষক সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৬
দা'ওয়াতে ইসলামী সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৭
আচরণ উন্নত করা সম্পর্কিত মাদানী ইনআম	৩০৮
দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিভাষা	৩০৯
জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনার জন্য পারিভাষিক শব্দ সমূহ	৩১১
৮ম অধ্যায় {{পরিসমাপ্তি}}	৩১২
ওযীফা সমূহ	৩১৩
মানকাবাতে গাউসে আযম	৩১৫
মেরে খোয়াব মে আ'বী জা গাউছে আযম	৩১৫
মুনাজাত	৩১৬
আল্লাহ! মুজে হাফিযে কোরআন বানা দে	৩১৬
সালাত ও সালাম	৩১৮
দোয়া	৩২০
দোয়ার মর্যাদা	৩২০
দোয়ার আদব	৩২১
দোয়ার ৩টি উপকারীতা	৩২১
তথ্যসূত্র	৩২৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৮টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।[১]

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত এবং (৩) তাউজ ও (৪) তাসমিয়ার মাধ্যমে শুরু করবো। (উপরে উল্লেখিত আরবী ইবারত পড়ে নিলে উপরোক্ত চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো। (৬) যথাসম্ভব তা অযু সহকারে এবং (৭) কিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করবো। (৮) কোরআনের আয়াত এবং (৯) হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো। (১০) যেখানে যেখানে **আল্লাহ তায়ালা**র পবিত্র নাম আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ এবং (১১) যেখানে যেখানে **প্রিয় নবী**র নাম মুবারাক আসবে সেখানে صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়বো। (১২) (নিজের ব্যক্তিগত কপির) সনাক্তিকরণ পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে রাখবো। (১৩) আউলিয়া কেরামের গুণাবলী অবলম্বন করবো। (১৪) অপরকে এই কিতাব পড়ার জন্য উৎসাহিত করবো। (১৫) এই হাদীসে পাক "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا"[২] একে অপরকে উপহার দাও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। এর উপর আমলের নিয়্যতে (অনুযায়ী সংখ্যায়) এই কিতাব ক্রয় করে অপরকে উপহার দিবো। (১৬) নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করবো এবং প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথম দশ তারিখের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিবো এবং (১৭) আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করবো। (১৮) কিতাবে কোন শরয়ী ভূলত্রুটি পাওয়া গেলে তা প্রকাশককে লিখিতভাবে জানাবো। (লিখক ও প্রকাশক প্রমুখকে কিতাবের ভুলত্রুটি শুধুমাত্র মুখে বললে কোন উপকার হয়না)

---

১. আল মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২। ২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪০৭, হাদীস নং- ১৭৩১।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়তকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হল **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ
৪. অনুবাদ বিভাগ
৫. কিতাব পরীক্ষণ বিভাগ
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র সর্বাগ্রে প্রধান কাজ হচ্ছে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়ত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সবধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামীর **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'** মজলিশসহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুন। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুন। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মুবারক ১৪২৫ হিজরী।

www.dawateislami.net

প্রথমে এটা পড়ে নিন

কোরআন মজীদ **আল্লাহ তায়ালা**র সর্বশেষ কিতাব, তা পাঠ করা এবং এর উপর আমলকারীগণ উভয় জগতে সফল হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দেশ ও বিদেশে হিফয ও নাযেরা শিক্ষার অসংখ্য **মাদরাসাতুল মদীনা** প্রতিষ্ঠিত। শুধু পাকিস্তানে এই পর্যন্ত প্রায় ৭৫ হাজার মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের বিনামূল্যে হিফয ও নাযেরার শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। এই সকল মাদরাসায় কোরআনে করীম শিক্ষা দানের পাশাপাশি দ্বীনি বিষয়ে প্রশিক্ষণের প্রতিও বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেয়া হয় যেনো **মাদরাসাতুল মদীনা** সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীন ইসলামের বিষয়াবলির সাথেও পরিচিত হয় এবং তাদের মাঝে ইলম ও আমল উভয়টি যেনো প্রতিফলিত হয়, তারা যেনো সৎ-চরিত্রের অধিকারী হয়, ভাল ও মন্দের পার্থক্য করতে পারে, খারাপ অভ্যাস হতে পবিত্র এবং পাক ও উত্তম গুণের অধিকারী হয় আর বড় হয়ে সমাজে এরূপ কৃতিত্ব সম্পন্ন মুসলমান হয়, যেনো সারা জীবন নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।

"ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ৩য় অংশ" কিতাবটি আসলে কায়েদার মাদানী নিসাব এবং নাযেরার মাদানী নিসাব এর একটি অধ্যায়। মূলতঃ যেহেতু এই তিনটি কিতাব **মাদরাসাতুল মদীনা**য় হিফয ও নাযেরার শিক্ষা অর্জনকারী মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিত করার জন্য লিখা হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের মাঝে চাহিদা বা গ্রহণ যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে মজলিশ এই সিরিজের নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেনো এই কিতাবের উপকারীতা শুধুমাত্র মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বরং প্রত্যেকেই এই কিতাব হতে বরকত লাভ করতে পারে। অতএব শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এই সিরিজের নতুন নাম রাখলেন "ইসলামের মৌলিক শিক্ষা"। অতএব আগামীতে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এই সিরিজ এই নামেই প্রকাশিত হবে। এই কিতাবটি উপস্থাপনের দায়িত্ব **মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ** এবং **মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ** কে প্রদান করা হয়, আর **দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত** হতে শরয়ীভাবে সংশোধন করানো হয়েছে।

ইয়াহি হে আ'রযু তা'লিমে কুরআঁ আম হো জা'য়ে
হার এক পরছম সে উঁচা পরছম ইসলাম হো জা'য়ে

মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ
মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

www.dawateislami.net

১ম অধ্যায়

সূচনা

এই অধ্যায়ে আপনারা পাবেন

হামদ ও নাত, **আল্লাহ তায়ালার** পবিত্র নাম,
বৃহস্পতিবার রাতের যিকির সমূহ এবং বিভিন্ন দোয়া

www.dawateislami.net

হামদে বারী তায়ালা

দরদে দিল কর মুঝে আতা ইয়া রব [১]

দরদে দিল কর মুঝে আতা ইয়া রব
দে মেরে দরদ কি দাওয়া ইয়া রব
লাজ রাখলে গুণাহ গারো কি
নামে রহমান হে তেরা ইয়া রব
বে সবব বখশে দেয় না পুঁচ আমল
নামে গফফার হে তেরা ইয়া রব
ঠেস কম হো নো দরদে উলফত কি
দিল তারফতা রহে মেরা ইয়া রব
সাবাকাত রাহমাতি আলা গাদাভী
তু নে জব সে সুনা দিয়া ইয়া রব
আসরা হাম গুনাহ গারো কা
আউর মঝবুত হো গিয়া ইয়া রব
তো নে মেরে জলীল হা তো মে
দা'মনে মুস্তফা দিয়া ইয়া রব
হার ভালো কী ভালায়ী কা সদকা
ইস বুড়ে কো ভী কর ভালা ইয়া রব
মুঝে দোনো জাঁহা কে গম সে বাঁচা
শাদ রাখ শাদ দা'ইমা ইয়া রব
দুশমনো কে লিয়ে হিদায়াত কি
তুঝ সে করতা হো ইলতিজা ইয়া রব
তো হাসান কো উঠা হাসান কর কে
হো মা'য়াল খাইর খা'তেমা ইয়া রব

কঠিন শব্দের অর্থ:- সাবাকাত রাহমাতি আলা গাদাভী- অর্থাৎ আমার রহমত আমার শাস্তির চেয়েও অগ্রগামী। শাদ- সুখী। দা'ইমা- সর্বদা।

১. যওকে নাত- মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রযা খাঁন কাদেরী, ৫৯ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

নাতে মুস্তফা

ক্বসিদায়ে নূর [১]

সুবহে তৈয়্যবা মে হুয়ী বাট তা'হে বাড়া নূর কা
সদকা লেনে নূর কা আয়া হে তা'রা নূর কা
বাগে তৈয়্যবা মে সুহানা ফুল ফুলা নূর কা
মাসত বু'হে বুলবুলি পড়তি হে কলমা নূর কা
বা'রে হো কে চাঁন্দ কা মুজরা হে সাজদা নূর কা
বারাহ বুর জো সে ঝুকা এক ইক সিতারা নূর কা
মে গদা তু বাদশাহ ভর দে পেয়ালা নূর কা
নূর দিন দো না তেরা দি ঢাল সদকা নূর কা
তা'জ ওয়ালে দেখ কর তেরা ইমামা নূর কা
সর ঝুকা তে হে ইলাহী বোল ভালা নূর কা
জু গদা দেখো লিয়ে যা'তা হে তোরা নূর কা
নূর কি সরকার হে কিয়া উস মে তোড়া নূর কা
ভিখ লে সরকার সে লা জলদে কা-সা নূর কা
মাহে নাও তৈয়্যবা মে বাটতা হে মাহিনা নূর কা
তেরী নসলে পাক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু'হে এ্যয়নে নূর তেরা সাব ঘরানা নূর কা
নূর কি সরকার সে পায়া দো শালা নূর কা
হো মুবারক তোম কো যূন নূরাইন জোড়া নূর কা
চাঁন্দ ঝুক যাতা জিধার উঙ্গলি উঠাতে মাহাদ মে
কিয়া হি চলতা তা ইশারো পর খিলোনা নূর কা
এ্যায় রযা ইয়ে আহমদে নূরী কা ফয়যে নূর হে
হো গেয়ী মেরী গজল বড় কর ক্বসীদা নূর কা

কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ:- বাড়া- দান, ভিক্ষা। মুজরা- সালাম ও আদব সম্পাদনকারী। তোড়া ১- থলে, অর্থাৎ থলে ভর্তি করা। তোড়া ২- কম, অল্প। কাসাহ- ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাত্র। মাহে নাও- নতুন চাঁদ। দোশালা- দুটি চাদর অর্থাৎ দু'জন শাহজাদী, হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا। যূন নূরাইন- দুই নূরের অধিকারী, আমীরুল মু'মীনিন হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ। মাহাদ- দোলনা।

১. হাদায়েকে বখশিশ, ২/২৪২।

www.dawateislami.net

আসমা-উল-হুসনা

প্রশ্ন: আসমায়ে হুসনা বা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: আসমায়ে হুসনা দ্বারা ঐ নাম সমূহ উদ্দেশ্য, যা দ্বারা **আল্লাহ তায়ালাকে** ডাকার হুকুম দেয়া হয়েছে। যেমনটি ৯ম পারা সূরা আ'রাফ এর ১৮০ নং আয়াতে রয়েছে:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহরই** রয়েছে অনেক উত্তম নাম, সুতরাং তোমরা সে সব নামে তাঁকে ডাকো।

প্রশ্ন: আসমায়ে হুসনা কয়টি?

উত্তর: আসমায়ে হুসনা তো অনেক বেশি, কিন্তু প্রসিদ্ধ হলো ৯৯টি।

প্রশ্ন: আসমায়ে হুসনার কোন ফযীলত বলুন?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** এর ৯৯টি আসমায়ে হুসনা রয়েছে, যে তা মুখস্ত করে নিলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৪/৫৩৭, হাদীস ৭৩৯২)

প্রশ্ন: এই আসমায়ে হুসনা কী কোরআন মজীদে আছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালার** জাতি ও গুণবাচক নাম সমূহ কোরআন মজীদের বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন: আসমায়ে হুসনা কোন গুলো?

উত্তর: আসমায়ে হুসনা হচ্ছে:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (তিনিই **আল্লাহ**, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই)	اَلرَّحِيْمُ (অতিশয় দয়ালু)	اَلرَّحْمٰنُ (পরম করুণাময়)
اَلْمَلِكُ (আসল বাদশাহ)	اَلْقُدُّوْسُ (সকল প্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র)	اَلسَّلَامُ (শান্তি প্রদানকারী)
اَلْمُؤْمِنُ (নিরাপত্তা দানকারী)	اَلْمُهَيْمِنُ (রক্ষক)	اَلْعَزِيْزُ (সবচেয়ে বিজয়ী)

www.dawateislami.net

اَلۡجَبَّارُ (মহাপরাক্রমশালী)	اَلۡمُتَكَبِّرُ (অহংকারী)	اَلۡخَالِقُ (সৃষ্টিকর্তা)
اَلۡبَارِئُ (সৃষ্টিকর্তা)	اَلۡمُصَوِّرُ (আকৃতি প্রদানকারী)	اَلۡغَفَّارُ (ক্ষমাশীল)
اَلۡقَهَّارُ (সবচেয়ে ক্ষমতাশীল)	اَلۡوَهَّابُ (অত্যধিক প্রদানকারী)	اَلرَّزَّاقُ (রিযিক দাতা)
اَلۡفَتَّاحُ (উন্মুক্তকারী)	اَلۡعَلِيۡمُ (মহাজ্ঞানী)	اَلۡقَابِضُ (বন্ধকারী)
اَلۡبَاسِطُ (প্রশস্থকারী)	اَلۡخَافِضُ (নিম্ন মর্যাদা দানকারী)	اَلرَّافِعُ (উচ্চ মর্যাদা দানকারী)
اَلۡمُعِزُّ (সম্মান প্রদানকারী)	اَلۡمُذِلُّ (অপদস্থকারী)	اَلسَّمِيۡعُ (সর্বশ্রোতা)
اَلۡبَصِيۡرُ (সর্বদ্রষ্টা)	اَلۡحَكَمُ (বিচারক)	اَلۡعَدۡلُ (ন্যায় পরায়ন)
اَللَّطِيۡفُ (গোপন খবর সম্পর্কে জ্ঞাত)	اَلۡخَبِيۡرُ (সতর্ক)	اَلۡحَلِيۡمُ (অতিশয় ধৈর্যশীল)
اَلۡعَظِيۡمُ (অনেক মহান)	اَلۡغَفُوۡرُ (অতিশয় ক্ষমাশীল)	اَلشَّكُوۡرُ (বড় গুণগ্রাহী)
اَلۡعَلِيُّ (উচ্চ মর্যাদাবান)	اَلۡكَبِيۡرُ (সবচেয়ে বড়)	اَلۡحَفِيۡظُ (সবকিছু সংরক্ষণকারী)
اَلۡمُقِيۡتُ (শক্তি প্রদানকারী)	اَلۡحَسِيۡبُ (হিসাব গ্রহনকারী)	اَلۡجَلِيۡلُ (মর্যাদাশীল)
اَلۡكَرِيۡمُ (দয়াকারী)	اَلرَّقِيۡبُ (অভিভাবক)	اَلۡمُجِيۡبُ (কবুলকারী)
اَلۡوَاسِعُ (অবকাশ প্রদানকারী)	اَلۡحَكِيۡمُ (কৌশলি)	اَلۡوَدُوۡدُ (প্রেমিক)

www.dawateislami.net

اَلْمَجِيْدُ (সম্মানিত)	اَلْبَاعِثُ (রাসূলদের প্রেরণকারী)	اَلشَّهِيْدُ (প্রত্যক্ষদর্শী)
اَلْحَقُّ (সত্যবাদী)	اَلْوَكِيْلُ (কার্যনির্বাহক)	اَلْقَوِيُّ (পরাক্রমশালী)
اَلْمَتِيْنُ (শক্তিশালী)	اَلْوَلِيُّ (বন্ধু)	اَلْحَمِيْدُ (প্রশংসার পাত্র)
اَلْمُحْصِيْ (হিসাব রক্ষণকারী)	اَلْمُبْدِئُ (সূচনাকারী)	اَلْمُعِيْدُ (পুণরুত্থানকারী)
اَلْمُحْيِيْ (জীবন দাতা)	اَلْمُمِيْتُ (মৃত্যু দাতা)	اَلْحَيُّ (চিরঞ্জীব)
اَلْقَيُّوْمُ (চিরস্থায়ী)	اَلْوَاجِدُ (অস্তিত্ব প্রদানকারী)	اَلْمَاجِدُ (গৌরবান্বিত)
اَلْوَاحِدُ (এক)	اَلصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী)	اَلْقَادِرُ (শক্তিমান)
اَلْمُقْتَدِرُ (ক্ষমতাধর)	اَلْمُقَدِّمُ (অগ্রসরকারী)	اَلْمُؤَخِّرُ (অনগ্রসরকারী)
اَلْاَوَّلُ (সর্বপ্রথম)	اَلْاٰخِرُ (সর্বশেষ)	اَلظَّاهِرُ (প্রকাশ্য)
اَلْبَاطِنُ (গোপন)	اَلْوَالِيْ (মালিক)	اَلْمُتَعَالِيْ (সর্বোচ্চ)
اَلْبَرُّ (দয়াকারী)	اَلتَّوَّابُ (তাওবা কবুলকারী)	اَلْمُنْتَقِمُ (প্রতিশোধ গ্রহনকারী)
اَلْعَفُوُّ (ক্ষমাশীল)	اَلرَّءُوْفُ (পরম দয়ালু)	مَالِكُ الْمُلْكِ (বিশ্ব জাহানের মালিক)
ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (সম্মানিত ও নেয়ামত সম্পন্ন)	اَلْمُقْسِطُ (ন্যায় বিচারক)	اَلْجَامِعُ (সমবেতকারী)

www.dawateislami.net

اَلْغَنِیُّ (ধনী)	اَلْمُغْنِی (বিত্তবানকারী)	اَلْمَانِعُ (নিষেধকারী)
اَلضَّآرُّ (ক্ষতির শাস্তি প্রদানকারী)	اَلنَّافِعُ (লাভ প্রদানকারী)	اَلنُّوْرُ (আলোকিত)
اَلْهَادِی (পথ প্রদর্শক)	اَلْبَدِیْعُ (নব স্রষ্টা)	اَلْبَاقِی (চিরস্থায়ী)
اَلْوَارِثُ (মালিক)	اَلرَّشِیْدُ (সকলের পথ নির্দেশক)	اَلصَّبُوْرُ (বড়ই সহনশীল)

প্রশ্ন: আসমায়ে হুসনা মুখস্ত করার কী কোন সহজ পদ্ধতি আছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু তালেব মক্কী عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله الْقَوِيْ তাঁর "কু'তুল কুলুব" কিতাবে আসমায়ে হুসনা মুখস্ত করার খুবই সহজ পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, এই আসমায়ে হুসনা কোরআনে মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। অতএব যে এই বিশ্বাস রেখে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট এর ওসিলায় দোয়া করবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে পুরো কোরআনে করীম খতম করেছে। যদি তার মুখস্ত করা কঠিন হয়ে যায়, তবে তা আরবি বর্ণমালার ভিত্তিতে ভাগ করে নিন অর্থাৎ প্রত্যেক হরফ দ্বারা শুরু হওয়া আসমায়ে হুসনা গুলো মুখস্ত করে নিন, যেমন; ا দ্বারা শুরু করুন এবং দেখুন এই হরফ দ্বারা কোন কোন আসমায়ে হুসনা শুরু হচ্ছে। যেমন: اَللهُ, اَوَّلُ, اٰخِرُ ইত্যাদি। ب দ্বারা بَارِئُ, بَاطِنُ এবং ت দ্বারা تَوَّابُ। তবে কিছু হরফ দ্বারা আসমায়ে হুসনা পাওয়াটা কঠিন হবে, সুতরাং যে হরফ দ্বারা সম্ভব হবে তা দ্বারা প্রকাশ্যে নাম সমূহ বের করে তা একত্র করে নিন আর যখন ৯৯টি নাম হয়ে যাবে, তবে তাই যথেষ্ট। কেননা এক হরফ দ্বারা প্রায় দশটি আসমায়ে হুসনাও পাওয়া যেতে পারে। যদি কোন হরফ দ্বারা কোন নাম পাওয়া না যায়, তবে কোন সমস্যা নেই, তবে শর্ত হলো, সংখ্যা পূর্ণ হলেই হাদীসে পাকে বর্ণিত ফযীলত অর্জন হয়ে যাবে। (কু'তুল কুলুব, ১/৮১)

www.dawateislami.net

জুমার রাতের আমল সমূহ

বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ
الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা)

সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আল মারজিউস সাবিক, আস সালাতুল হাদিয়া আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এই দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জিত হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

(আল কওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

দোয়া সমূহ

স্বরণ শক্তি বৃদ্ধির দোয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام [১]

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির-মহান ও চির-মহিমান্বিত।

১. ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে উল্লেখিত দোয়াটি পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণ থাকবে। (মুস্তাতারাফ, ১/৬০)

www.dawateislami.net

মুখের জড়তা দূর করার দোয়া

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য বক্ষ প্রশস্থ করে দাও এবং আমার জন্য আমার কাজ সহজ করে দাও আর আমার মুখের গিট খুলে দাও যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।

মোরগের ডাক শুনে পাঠ করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ[১]

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার দয়ার প্রার্থনা করছি।[২]

কাফেরদের নিদর্শন দেখলে বা শুনলে এই দোয়া পড়ুন

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

اِلٰهًا وَّاحِدًا لَّا نَعْبُدُ اِلَّآ اِيَّاهُ[৩]

অনুবাদ: আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। তিনি একক মাবুদ, আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি।

রাগ আসলে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে এবং গাধা ডাকলে পাঠ করার দোয়া

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ[৪]

---

১. সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩০৩।

২. মোরগ রহমতের ফিরিশতা দেখে ডাক দেয়। তাই সেই সময়ের দোয়ার ক্ষেত্রে ফিরিশতা কর্তৃক আমিন বলার আশা থাকে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৩২)

৩. মলফুজাতে আ'লা হযরতে উল্লেখ রয়েছে যে, মন্দিরের ঘন্টা বা শঙ্খ বাজানোর শব্দ শুনে ও গীর্জা ইত্যাদির বিল্ডিং দেখেও এই দোয়া পাঠ করবে। (মলফুযাত, ২/২৩৫)

৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১৩০, হাদীস নং- ৬১১৫। মুসনাদে আহমদ, ৫/৩৪, হাদীস নং-১৪২৮৭।

www.dawateislami.net

অনুবাদ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

বৃষ্টির সময় পাঠ করার দোয়া

اَللّٰھُمَّ سُقْیًا نَّافِعًا[১]

অনুবাদ: হে **আল্লাহ!** এমন পানি বর্ষন করো, যা উপকৃত করবে।

যমযমের পানি পান করার সময় পাঠ করার দোয়া

اَللّٰھُمَّ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ[২]

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞানের এবং প্রশস্ত রিযিকের এবং সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।

বাজারে প্রবেশ করার সময়ের দোয়া

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ

وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ[৩]

অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একা, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর জন্যই রাজত্ব, তাঁরই জন্য প্রশংসা, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনই মৃত্যুবরণ করবেন না, সমস্ত কল্যাণ তাঁরই কুদরতের হাতে এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।[৪]

---

১. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুস সালাত, ১/২৯২, হাদীস নং- ১৫২০।

২. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا যমযমের পানি পান করার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যমযমের পানি যে (উদ্দেশ্যে) কাজের জন্য পান করা হবে ফলপ্রসু হবে, আপনারা তা পান করার সময় রোগ মুক্তি কামনা করুন, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আরোগ্য দান করবেন। আর যদি আশ্রয় প্রার্থনা করেন তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে আশ্রয় দান করবেন। (মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২/১৩২, হাদীস- ১৭৮২)

৩. সুনানে তিরমিযী, ৫/২৭১, হাদীস নং- ৩৪৩৯।

৪. আল্লাহ তায়ালা (এই দোয়া পাঠকারীর জন্য) দশ লাখ নেকী লিপিবদ্ধ করেন ও তার দশলাখ গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তার দশ লাখ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন আর তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরী করেন। (মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৩৯)

www.dawateislami.net

ঋণ পরিশোধের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ [১]

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক প্রদান করে হারাম থেকে বাঁচাও এবং আপন দয়া ও অনুগ্রহে তুমি ব্যতীত অন্য সকল থেকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।[২]

বিপদগ্রস্থকে দেখে পাঠ করার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا [৩]

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ তায়ালার** জন্য, যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন যে বিপদে আপনাকে লিপ্ত করেছেন আর আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর মর্যাদা দিয়েছেন। [৪]

নক্ষত্র দেখার সময়ের দোয়া

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এটা অনর্থক সৃষ্টি করোনি, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তুমি আমাকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।

বদ হজমের দোয়া

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ [৫]

---

১. মুসতাদরাক লিল হাকিম, ২/২৩০, হাদীস নং- ২০১৬।

২. এই দোয়া খুব দ্রুত কার্যকরী। যদি সকল মুসলমান সর্বদা প্রত্যেক নামাযের পর অবশ্যই এই দোয়া একবার পাঠ করে নেয় اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ঋণ ও জুলুম থেকে সুরক্ষিত থাকবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৫১)

৩. তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত, ৫/২৭২, হাদীস নং- ৩৪৪২।

৪. শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী পাঞ্জেসুরার ১৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সে ঐ বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে। সব ধরণের রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পাঠ করা যাবে, কিন্তু তিন প্রকারের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে এই দোয়া পড়বে না, কেননা বর্ণিত আছে যে, তিন প্রকারের রোগকে অপছন্দ করো না। (১) সর্দি- কেননা এর কারণে অনেক রোগের শিকড় কেটে যায়। (২) চুলকানী- কেননা এর কারণে চর্ম রোগ ও কুষ্ঠ রোগ ইত্যাদি রোগ দূর হয়ে যায়। (৩) চোখ উঠা- অন্ধত্বকে দূর করে। (এই দোয়া পড়ার সময় একথা স্মরণ রাখবেন! যেন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি না শুনে, কারণ এতে তার মন ভেঙ্গে যেতে পারে)

৫. ফয়যানে সুন্নাত, খাবারের আদব, ১/৪৪৭।

www.dawateislami.net

অনুবাদঃ আহার করো ও পান করো তৃপ্ত হয়ে, আপন কর্ম সমূহের প্রতিদান নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়নদেরকে আমি এমনই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

জ্বর থেকে আরোগ্যের দোয়া

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ [১]

আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি, যিনি মহান আর আমি সম্মানিত ও মহান **আল্লাহ তায়ালার** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, প্রতিটি উত্তপ্ত শিরা ও আগুনের উত্তাপের ক্ষতি থেকে।

প্রত্যেক ক্ষতিকর রোগ থেকে মুক্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَیِّءِ الْاَسْقَامِ ط [২]

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ**! আমি তোমার নিকট কুষ্ঠ, শ্বেত, উম্মাদনা এবং অন্যান্য রোগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

বৈঠক শেষের দোয়া

سُبْحَنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ [৩]

অনুবাদঃ তোমার সত্তা পুতঃপবিত্র এবং হে **আল্লাহ**! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।

---

১. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا হতে বর্ণিত যে, এই দোয়া প্রত্যেক প্রকারের ব্যাথা এবং জ্বর ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শিখিয়েছেন। (আল মু'জামুল কবীর, ১১/১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৫৬৩) অতএব শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী পাঞ্জেসূরার ২১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেনঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি নিজে পাঠ করতে না পারে তাহলে অন্য কোন নামাযী ব্যক্তি সাত বার পাঠ করে ফুঁক দিবে অথবা পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করিয়ে দিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্বর চলে যাবে। একবার জ্বর না গেলে বারবার এই আমল করতে থাকুন।

২. আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, ২/১৩২, হাদীস নং-১৫৫৪।

৩. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৪৮, হাদীস নং-৪৮৫৯।

www.dawateislami.net

এক নযরে প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত নিম্ন লিখিত ২৭টি বিষয় সম্পর্কে জানেন কি?

১.. আপনি কী বলতে পারবেন যে, এই কিতাবের শুরুতে যে হামদ শরীফ রয়েছে, তা কে লিখেছেন?

২.. আপনি কী বলতে পারবেন যে, এই কিতাবের শুরুতে যে নাত শরীফ রয়েছে, তা কে লিখেছেন?

৩.. আসমায়ে হুসনা দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

৪.. আসমায়ে হুসনা কয়টি?

৫.. আসমায়ে হুসনার কোন ফযীলত বর্ণনা করুন?

৬.. এই আসমায়ে হুসনা কী কোরআন শরীফেও রয়েছে?

৭.. আসমায়ে হুসনা কোনগুলো?

৮.. আসমায়ে হুসনা মুখস্ত করার কোন সহজ পদ্ধতি আছে কী?

৯.. ঐ দরূদ শরীফ কোনটি, যা পড়ার দ্বারা মৃত্যু এবং কবরে প্রবেশ করতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হবে।

১০.. ঐ দরূদ শরীফ কোনটি, যা পাঠ করলে দাঁড়ানো থাকলে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়?

১১.. ঐ দরূদ শরীফ কোনটি, যা পাঠ করার দ্বারা রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়?

১২.. ঐ দরূদ শরীফ কোনটি, যা একবার পাঠ করলে ছয় লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জিত হয়?

www.dawateislami.net

১৩.. ঐ দরূদ শরীফ কোনটি, যা পাঠ করার দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভ হয়?

১৪.. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করার দোয়া এবং এর ফযীলতও বলুন?

১৫.. মুখের জড়তা দূর করার দোয়া কী?

১৬.. কাফেরের নিদর্শন দেখলে বা আওয়াজ শুনলে কোন দোয়াটি পড়তে হয়?

১৭.. রাগ আসলে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে এবং গাধা ডাকলে পাঠ করার দোয়াটি শুনান।

১৮.. বৃষ্টির সময় পাঠ করার দোয়াটি শুনান?

১৯.. যমযমের পানি পান করার সময় কী দোয়া করা উচিৎ? তাছাড়া আপনি কী এই দোয়ার কোন ফযীলত বলতে পারবেন?

২০.. বাজারে প্রবেশ করার সময় কোন দোয়াটি পাঠ করতে হয়? এর কী কোন ফযীলত বর্ণিত আছে?

২১.. ঋণ পরিশোধের দোয়া এবং এর ফযীলত বলুন।

২২.. কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেখে কোন দোয়া পড়তে হয়?

২৩.. তারকা সমূহ দেখে কোন দোয়া পড়তে হয়?

২৪.. কারো বদ হজম হয়ে গেলে, তার কোন দোয়া পড়া উচিৎ?

২৫.. যদি কারো জ্বর হয়, তবে তার আরোগ্যের জন্য কোন দোয়া পড়া উচিৎ?

২৬.. ক্ষতিকর রোগ থেকে আরোগ্য লাভের দোয়া শুনান।

২৭.. মজলিশ শেষের দোয়া কোনটি?

www.dawateislami.net

২য় অধ্যায়

ঈমানিয়াত

এই অধ্যায়ে আপনারা পাবেন

আকীদা সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় পরিভাষা ও ব্যাখ্যা, তাছাড়া তাওহীদ ও রিসালত সম্বলিত আকীদা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত মৌলিক বিষয়াবলী

আকীদা সম্পর্কীত কিছু প্রয়োজনীয় পরিভাষা

ঈমান

প্রশ্ন: ঈমান কাকে বলে?

উত্তর: ঈমান শাব্দিকভাবে সত্যায়ন করাকে (অর্থাৎ সত্য মেনে নেয়া) বলা হয়। (তাফসীরে কুরতুবী, সূরা বাকারা, ৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১ম অংশ, ১/১৪৭) ঈমানের শাব্দিক অর্থ হলো: নিরাপত্তা দেয়া। যেহেতু মুমিন উত্তম আকীদা পোষণ করে নিজেকে অনন্ত শাস্তি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে, তাই উত্তম আকীদা পোষণ করাকে ঈমান বলে। (তাফসীরে নঈমী, সূরা বাকারা, ৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১২০) আর শরীয়তের পারিভাষায় ঈমানের অর্থ হলো: "সত্য অন্তরে ঐ সকল বিষয়াবলীকে বিশ্বাস করা, যা দ্বীনের আবশ্যকতার অন্তর্ভূক্ত।"

(বাহারে শরীয়ত, ঈমান ও কুফরের বর্ণনা, ১/১৭২)

কুফর

প্রশ্ন: কুফর অর্থ কী?

উত্তর: কুফর এর শাব্দিক অর্থ হলো: "কোন জিনিসকে গোপন করা।" (আল মুফরাদাত, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) আর পারিভাষায় অর্থ দ্বীনের আবশ্যকীয় কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করাকেও কুফর বলে, যদিও অবশিষ্ট সকল আবশ্যকীয় বিষয়াবলীকে সত্যায়ন করুন না কেন। (বাহারে শরীয়ত, ঈমান ও কুফরের বর্ণনা, ১/১৭২) যেমন; কোন ব্যক্তি যদি দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় সকল বিষয়াবলীকে স্বীকার করে, কিন্তু নামায ফরয হওয়াকে বা খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির। কেননা নামাযকে ফরয হিসাবে মানা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শেষ নবী হিসাবে মানা উভয়টি দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী

প্রশ্ন: দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কাকে বলে?

www.dawateislami.net

উত্তর: দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলামের ঐ সকল বিধি-বিধান, যা সকল বিশেষ ও সাধারণ মানুষই জানে, যেমন; **আল্লাহ তায়ালা** এক হওয়া, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর নবুওয়ত, নামায, রোযা, হজ্ব, জান্নাত, দোযখ, কিয়ামতের সময় উঠানো, হিসাব-নিকাশ নেয়া ইত্যাদি। যেমনটি এই আকীদা পোষন করাও (দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত) **হুযুর রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "শেষ নবী", **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর আর কোন নবী আসতে পারে না।

প্রশ্ন: সকল "বিশেষ ও সাধারণ মানুষ" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: সকল "বিশেষ" দ্বারা উদ্দেশ্য আলেম এবং "সাধারণ" দ্বারা জনসাধারণ, অর্থাৎ ঐ মুসলামান যাদের ওলামাদের স্তরে গন্য করা হয় না, কিন্তু ওলামাদের সঙ্গ অবলম্বন করে এবং ইলমী মাসয়ালা জানার ইচ্ছা রাখে। ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য নয়, যারা দূর দূরান্তে, জঙ্গলে, পাহাড়ে বসবাস করে, যারা শুদ্ধভাবে কলেমাও পড়তে পারে না, এ সমস্ত ব্যক্তিদের দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী না জানাতে এই প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞানকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয় না। তবে! এ সমস্ত ব্যক্তিদের মুসলমান হওয়ার জন্য এই বিষয়টি আবশ্যক যে, দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে অস্বীকারকারী না হওয়া আর এই বিশ্বাস রাখা যে, ইসলামে যা কিছু আছে, সব সঠিক। এসব কিছুর উপর সামগ্রিকভাবে ঈমান রাখা। (বাহারে শরীয়ত, ঈমান ও কুফরের বর্ণনা, ১/১৭২)

প্রশ্ন: দ্বীনের অত্যবশ্যকীয় বিষয় সমূহকে অস্বীকার কারীর হুকুম কি?

উত্তর: দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সমূহকে অস্বীকারকারী বরং এতে সামান্য সন্দেহ প্রকাশকারী নিশ্চিত কাফির হয়ে যাবে, যে তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করবে সেও কাফির হয়ে যাবে। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৯/৪১৩)

আহলে সুন্নাত মতাদর্শের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী

প্রশ্ন: আহলে সুন্নাত মতাদর্শের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: আহলে সুন্নাত মতাদর্শের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, ঐ সকল বিষয়াবলী আহলে সুন্নাতের মতাদর্শের হওয়া তা আহলে সুন্নাতের

www.dawateislami.net

সকল সাধারণ জনগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা জানেন। যেমন; কবরের শাস্তি, আমলের ওজন করা ইত্যাদি। (নুযহাতুল ক্বারী, শরহে সহিহুল বুখারী, ১/২৩৯)

প্রশ্ন: আহলে সুন্নাত মতাদর্শের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলী অস্বীকারকারীর হুকুম কি?

উত্তর: আহলে সুন্নাত মতাদর্শের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলীকে অস্বীকারকারী বদ মাযহাব ও পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৯/৪১৪)

শিরক

প্রশ্ন: শিরকের অর্থ কি?

উত্তর: শিরকের অর্থ হলো: **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া অন্য কাউকে ওয়াজিবুল উযুদ বা ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা এবং এটি কুফরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকারের। এটি ছাড়া কোন বিষয় যতই কঠোর কুফরী হোক না কেন, আসলে তা শিরক নয়।)

(বাহারে শরীয়ত, ১/১৮৩)

ওয়াজিবুল উযুদ (যার অস্তিত্ব বিদ্যমান)

প্রশ্ন: ওয়াজিবুল উযুদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: ওয়াজিবুল উযুদ এমন স্বত্বাক বলে, যার অস্তিত্ব (অর্থাৎ "হওয়া") বিদ্যমান এবং না হওয়াটা অসম্ভব, অর্থাৎ (সেই স্বত্বা) সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদা থাকবেন, যার কোন ধ্বংস নেই, কেউ তাঁকে সৃষ্টি করেনি বরং তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি স্বয়ং নিজ থেকেই বিদ্যমান এবং তা শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**রই স্বত্বা। (হামারা ইসলাম, ১ম অধ্যায়, ২য় অংশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

নিফাক

প্রশ্ন: নিফাকের সংজ্ঞা কি?

উত্তর: মুখে ইসলামের দাবী করা এবং অন্তরে ইসলাম কে অস্বীকার করাই হলো নিফাক। এটাও অকাট্য কুফরী বরং এ সমস্ত লোকের জন্য জাহান্নামের সবচেয়ে নিম্ন স্তর রয়েছে। **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী

www.dawateislami.net

হায়াতের যুগে এই ধরনের কিছু ব্যক্তি মুনাফিক হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলো, তাদের অপ্রকাশ্য কুফরী সম্পর্কে কোরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে বিস্তৃত জ্ঞানে একেক জনের নাম বলে দিয়েছেন যে, এই এই ব্যক্তি মুনাফিক। বর্তমানে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিশ্চিতভাবে বলা যে, সে মুনাফিক, তা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের সামনে যে ইসলামের দাবী করবে, আমরা তাকেই মুসলমান মনে করবো, যতক্ষন পর্যন্ত ঈমানের পরিপন্থি কোন কথা বা কাজ তার থেকে প্রকাশ না পায়। তবে নিফাক অর্থাৎ মুনাফিকের একটি শাখা বর্তমানেও পাওয়া যায় যে, অনেক বদ মাযহাব নিজেকে মুসলমান বলে থাকে এবং দেখা যায় যে, ইসলামের দাবীর পাশাপাশি দ্বীনের অনেক আবশ্যকীয় বিষয়বলীকে অস্বীকার করে। **(বাহারে শরীয়ত, ঈমান ও কুফরের বর্ণনা, ১/১৮২)**

মুরতাদ

প্রশ্ন: মুরতাদ কাকে বলে?

উত্তর: মুরতাদ হলো ঐ ব্যক্তি, যে ইসলামের পর এরূপ বিষয়ের অস্বীকার করে, যা দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়। অর্থাৎ মুখ দিয়ে এমন কুফরী বাক্য বলা যার ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। শুধু তাই নয়, অনেক কাজ এমনও রয়েছে যে, যার দ্বারা সে কাফের হয়ে যায়। যেমন; মুর্তিকে সিজদা করা, কোরআন শরীফকে অপবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করা। **(বাহারে শরীয়ত, মুরতাদের বর্ণনা, ২/৪৫৫)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ

আল্লাহ তায়ালা প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, বিশেষ করে বিপদগ্রস্ত, অসুস্ত এবং মৃত্যুর সময় প্রায় এটা দেখা যায় যে, বড় বড় খোদাদ্রোহীদের মুখ দিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও **আল্লাহ তায়ালা**র নাম চলে আসে। আসুন, জেনে নিই যে, **আল্লাহ তায়ালা** সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কি:

প্রশ্ন: “**প্রত্যেক কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা**” এটা কি সঠিক?

উত্তর: জি হ্যাঁ! এটা সঠিক যে, প্রত্যেক কিছুর সৃষ্টিকর্তা **আল্লাহ তায়ালাই**, কেননা যে ব্যক্তির সামান্য পরিমানও জ্ঞান আছে, সে পৃথিবীর বস্তু সমূহ দেখে এটা বিশ্বাস করে নিবে, নিশ্চয় এই আসমান, এই তারকারাজি এবং গ্রহ, মানুষ, জীবজন্তু এবং সমস্ত সৃষ্ট কেউ না কেউ সৃষ্টি করার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। নিশ্চয় কোন না কোন সত্ত্বা তো আছেই, যিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, কেননা যখন আমরা কোন চেয়ার, দরজা এবং জানালা ইত্যাদি দেখি তখন সাথে সাথেই বুঝে যাই যে, এগুলো কোন কোন কারিগর তৈরি করেছেন, যদিওবা আমরা নিজের চোখে তা তৈরি করতে দেখিনি, কিন্তু আমাদের বিবেক আমাদের নির্দেশনা দেয় ও আমরা এই বিষয়টি বিশ্বাস করে নিয়েছি যে, এই সকল কিছুর কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কেউ সুন্দর একটি কথা বলেছেন, যখন পায়ের চিহ্ন দেখে বুঝা যায় যে, এগুলো কার, তবে আসমান জমিনকে দেখে এটা কেন বিশ্বাস হবেনা যে, এরও কোন সৃষ্টিকর্তা আছে।

তাওহীদের উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: তাওহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: তাওহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **আল্লাহ তায়ালা**র একত্ববাদকে স্বীকার করা, অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** এক এবং **তাঁর** কোন শরীক নেই, না সত্ত্বাগতভাবে না গুণগতভাবে, না নামে, না কাজে আর না কোন বিধানাবলীতে।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ যদি কেউ **আল্লাহ তায়ালা**কে সত্ত্বা, গুণ, নাম, কাজ এবং বিধানাবলী হতে কোন একটিতে **আল্লাহ তায়ালা**র অংশীদার মানলো, তবে তাকে কি বলা হবে?

উত্তরঃ যদি কেউ **আল্লাহ তায়ালা**র সত্ত্বা, গুণ, নাম, কাজ এবং বিধানাবলী হতে কোন একটিতেও কাউকে **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে অংশীদার মানে, তবে তাকে মুশরিক ও কাফির বলা হবে।

সত্ত্বার সাথে অংশীদার দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্নঃ **আল্লাহ তায়ালা**র সত্ত্বার সাথে অংশীদার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ **আল্লাহ তায়ালা**র সত্ত্বার সাথে অংশীদার দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া অন্য কাউকে **খোদা** হিসাবে মানা, অথচ **আল্লাহ তায়ালা** এক এবং **তাঁর** কোন শরীক নেই, এজন্যই যে, যদি আর কোন খোদাও থাকতো, তবে জীবনের এই নিয়ম-নীতি নষ্ট হয়ে যেতো। যেমন কোরআন মজীদে রয়েছেঃ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২২) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**ঃ যদি আসমান ও যমীনের মধ্যে **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কোন খোদা থাকতো, তাহলে অবশ্যই সেগুলো ধ্বংস হয়ে যেতো।

গুণাবলীর সাথে অংশীদার দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্নঃ **আল্লাহ তায়ালা**র গুণাবলীর সাথে অংশীদার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ **আল্লাহ তায়ালা**র কোন গুণের সাথে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা বা **আল্লাহ তায়ালা**র গুণাবলীর মতো অন্য কারো নিকট এই গুণাবলী আছে, এরূপ মানা শিরক। যেমন; **আল্লাহ তায়ালা** সর্বদা বিরাজমান, অনুরূপভাবে অন্য কারো জন্য এই আক্বীদা পোষণ করা যে, সে **আল্লাহ তায়ালা**র মতো সর্বদা বিরাজমান। অথবা **আল্লাহ তায়ালা** সত্ত্বাগতভাবে শ্রবণকারী, অন্য কাউকে সত্ত্বাগতভাবে শ্রবণকারী হিসাবে এই আক্বীদা পোষণ করা গুণগতভাবে শিরক। মনে রাখবেন! কোরআন এবং হাদীসে মোবারাকায় **আল্লাহ তায়ালা**র

www.dawateislami.net

কিছু গুণাবলী আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام তাছাড়া সাধারণ বান্দাদের জন্যও উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন; **আল্লাহ তায়ালা** নিজের দু'টি গুণ উল্লেখ পূর্বক ইরশাদ করেন: اِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ (পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৭) অপর এক স্থানে **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য এই গুণ উল্লেখ করেছেন: رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ (পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮) এটা কখনোই শিরক নয়, কেননা **আল্লাহ তায়ালার** গুণাবলী সত্ত্বাগত, অশেষ এবং প্রাচীন অর্থাৎ কারো সৃষ্ট নয় বরং সর্বদা ছিলো এবং সর্বদা থাকবে, আর **রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী প্রদানকৃত অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালার** প্রদানকৃত, সীমিত এবং **আল্লাহ তায়ালার** সৃষ্টিকৃত। অপর এক জায়গায় **আল্লাহ তায়ালা** নিজের গুণ উল্লেখ করেন: اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡبَصِيۡرُ (পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১) এই দু'টি গুণ বান্দার জন্য উল্লেখ করেন: فَجَعَلۡنٰهُ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا (পারা ২৯, সূরা দাহর, আয়াত ২) এটাও নিঃসন্দেহে গুণাবলীতে শিরক নয়, কেননা বান্দার গুণ হলো দানকৃত, সীমিত এবং **আল্লাহ তায়ালার** সৃষ্টিকৃত, এই পার্থক্য থাকার কারণে কখনোই শিরক হবেনা।

নাম সমূহে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: **আল্লাহ তায়ালার** নাম সমূহে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: **আল্লাহ তায়ালার** নাম সমূহে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা 'নামের মধ্যে শিরক'। যেমন; অন্য কাউকে **আল্লাহ** বলা। আয়াতে মোবারাকা هَلۡ تَعۡلَمُ لَهٗ سَمِيًّا (পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৬৫) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: তুমি তাঁর নামের অন্য কাউকে জানো? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় খাযাইনুল ইরফানে রয়েছে: অর্থাৎ কেউ **তাঁর** সাথে নামগত শরীকও নেই এবং **তাঁর** ওয়াহদানিয়্যাত (একত্ব) এতই সুস্পষ্ট যে, মুশরিকগণও তাদের কোন বাতিল উপাস্যের নাম '**আল্লাহ**' রাখেনি।

www.dawateislami.net

কাজের মধ্যে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: **আল্লাহ তায়ালা**র কাজ সমূহের মধ্যে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: যে কাজ **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য বিশেষায়িত, তাতে অন্য কাউকে শরীক করাকে "কাজের মধ্যে শিরক" বলা হয়। যেমন; নবুওয়ত ও রিসালত প্রদান করা **আল্লাহ তায়ালা**র কাজ, যেমন; **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: اَللّٰهُ يَصۡطَفِىۡ مِنَ الۡمَلٰٓـئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌۢ بَصِيۡرٌ (পারা ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত ৭৫) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** **আল্লাহ** মনোনীত করে নেন ফিরিশতাদের মধ্য থেকে রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয় **আল্লাহ** শুনেন, দেখেন।

এই জন্য অন্য কাউকে নবুওয়ত প্রদানকারী মানা 'কাজের মধ্যে শিরক'।

বিধানাবলীর মধ্যে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: **আল্লাহ তায়ালা**র বিধানাবলীর মধ্যে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: **আল্লাহ তায়ালা**র বিধানাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে শরীক মানা বা গায়রুল্লাহর (**আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো) আদেশকে **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশের সমান মনে করা 'বিধানাবলীর মধ্যে শিরক' বলা হয়। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ (পারা ১২, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নির্দেশ নেই কিন্তু **আল্লাহ**রই। অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: وَّلَا يُشۡرِكُ فِىۡ حُكۡمِهٖۤ اَحَدًا (পারা ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াত ২৬) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তিনি আপন হুকুম দানের মধ্যেও কাউকে শরীক করেন না। মনে রাখবেন! **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন জিনিসকে হালাল ও হারাম করে দেয়াটা **আল্লাহ তায়ালা**র দানক্রমেই হয়ে থাকে, এই কারণে এটা বিধানাবলীর মধ্যে শিরক নয়। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: قَاتِلُوا الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوۡنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوۡلُهٗ (পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ২৯) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যুদ্ধ করো তাদের সাথে যারা ঈমান আনেনা, **আল্লাহ**র উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম বলে মান্য করে না ঐ বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন **আল্লাহ** ও তাঁর রাসূল। **প্রিয় নবী**

www.dawateislami.net

اَلَاوَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَرَّمَ اللهُ অর্থাৎ সাবধান! যে বস্তুকে **আল্লাহ তায়ালার রাসূল** হারাম করে দিয়েছেন, তাও **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে হারাম করে দেয়ার মতোই হারাম। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৫, হাদীস নং- ১২)

নবুওয়ত ও রিসালাত

যে মানুষকে **আল্লাহ তায়ালা** সৃষ্টির হেদায়তের জন্য প্রেরণ করেন, তাকে নবী বলে আর এই নবীদের মধ্য হতে যিনি **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে কোন নতুন আসমানী কিতাব ও নতুন শরীয়ত নিয়ে আসে, তাকে রাসূল বলা হয়।

(শরহুল আকায়িদে নসফীয়া, ৮১ পৃষ্ঠা। জান্নাতী জেওর, ১৭২ পৃষ্ঠা)

নবীরা সবাই পুরুষ ছিলেন, না কোন জ্বিন নবী হয়েছিলো, না কোন মহিলা। (তাফসীরে কুরতুবী, সুরা ইউসুফ, ১০৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৯ম অধ্যায়, ৫/১৯৩) সর্ব প্রথম নবী হলেন হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এবং সর্ব শেষ নবী হলেন হযরত সায়্যিদুনা **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অবশিষ্ট সমস্ত নবী ও রাসূল এই দু'জনের মধ্যখানে হয়েছে।

প্রশ্ন: কোরআন করীমে কতজন নবী ও রাসূলের নাম রয়েছে?

উত্তর: কোরআন করীমে ২৬ জন নবী ও রাসূলের নাম রয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি কি বলতে পারবেন যে, কোন নবী বা রাসূলের নাম কোরআনে করীমের মধ্যে কতোবার এসেছে?

উত্তর: কোরআন করীমে যে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নাম যতোবার এসেছে তা হলো:

১..... হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ২৫ বার এসেছে।

২..... হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ৪৩ বার এসেছে।

www.dawateislami.net

এই দু'জন আম্বিয়ায়ে কিরামের আলোচনা ৩য় পারা, সূরা আলে ইমরানের ৩৩ নং আয়াতে কিছুটা এভাবে এসেছে: اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَنُوْحًا

৩..... হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ৬৯ বার এসেছে।

৪..... হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ১২ বার এসেছে।

৫..... হযরত সায়্যিদুনা ইসহাক عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ১৭ বার এসেছে।

৬..... হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ১৬ বার এসেছে।

এই চার জন বিখ্যাত আম্বিয়ায়ে কিরামের আলোচনা ১ম পারা সূরা বাক্বারার ১৪০ নং আয়াতে কিছুটা এভাবে এসেছে:

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

৭..... হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ২৭ বার এসেছে। যেমনটি ১২তম পারা, সূরা ইউসূফের ৪ নং আয়াতে রয়েছে:

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

৮.....হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ১৬ বার এসেছে। যেমনটি ২য় পারা সূরা বাক্বারার ২৫১নং আয়াতে রয়েছে:

وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ

৯..... হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ১৭ বার এসেছে। যেমনটি ১ম পারা, সূরা বাক্বারার ১০২ নং আয়াতে রয়েছে:

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ

১০....হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআনে মজীদে ৪ বার এসেছে। যেমনটি ১৭তম পারা, সূরা আম্বিয়ার ৮৩ নং আয়াতে রয়েছে:

وَاَيُّوْبَ اِذْنَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ

১১....হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ১৩৬ বার এসেছে।

১২....হযরত সায়্যিদুনা হারুন عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ২০ বার এসেছে।

এই দু'জন নবীর আলোচনা ৯ম পারা, সূরা আরাফের ১২২ নং আয়াতে কিছুটা এভাবে এসেছে: رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

১৩....হযরত সায়্যিদুনা যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ৭ বার এসেছে।

১৪....হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআনে মজীদে ৫ বার এসেছে।

এই দু'জন নবীর আলোচনা ১৬ পারা, সূরা মরিয়মের ৭ নং আয়াতে কিছুটা এভাবে রয়েছে: يٰزَكَرِيَّاۤ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۣاسْمُهٗ يَحْيٰى

১৫....হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ২৫ বার এসেছে। যেমনটি ৩য় পারা, সূরা আলে ইমরানের ৫৯ নং আয়াতে রয়েছে:

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ

১৬....হযরত সায়্যিদুনা ইলইয়াছ عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ৩ বার এসেছে। যেমনটি ২৩তম পারা, সূরা সাফফাতের ১২৩ নং আয়াতে রয়েছে:

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۲۳﴾

১৭....হযরত সায়্যিদুনা ইয়াসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ২ বার এসেছে।

১৮....হযরত সায়্যিদুনা যুল কিফাল عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ২বার এসেছে। যেমনটি ২৩তম পারা, সূরা স'দের ৪৮ নং আয়াতে এই দু'জন নবীর আলোচনা এভাবে এসেছে:

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَاالْكِفْلِ ؕ

১৯....হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ৪ বার এসেছে। যেমনটি ২৩তম পারা, সূরা সাফফাতের ১৩৯ নং আয়াতে রয়েছে:

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾ؕ

২০....হযরত সায়্যিদুনা লূত عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ২৭ বার এসেছে। যেমনটি ২৩তম পারা, সূরা সাফফাতের ১৩৩ নং আয়াতে রয়েছে:

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾ؕ

২১....হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রীস عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ২ বার এসেছে। যেমনটি ১৬তম পারা, সূরা মরিয়মের ৫৬ নং আয়াতে রয়েছে:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ۙ

২২....হযরত সায়্যিদুনা সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ৯ বার এসেছে। যেমনটি ৮ম পারা, সূরা আ'রাফের ৭৩ নং আয়াতে রয়েছে:

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ

২৩....হযরত সায়্যিদুনা হুদ عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ৭ বার এসেছে। যেমনটি ১২তম পারা, সূরা হুদের ৫৮ আয়াতে রয়েছে:

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا

২৪....হযরত সায়্যিদুনা শোয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে ১১ বার এসেছে। যেমনটি ৮ম পারা, সূরা আরাফের ৮৫ নং আয়াতে রয়েছে:

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ

২৫....হযরত সায়্যিদুনা উযাইর عَلَيْهِ السَّلَام এর নাম মুবারক কোরআন মজীদে একবার এসেছে। যেমনটি ১০ম পারা, সূরা তাওবার ৩০ নং আয়াতে রয়েছে:

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ

২৬....আমাদের **প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক محمد কোরআন মজীদে ৪ বার এসেছে। যেমনটি ৪র্থ পারা, সূরা আলে

www.dawateislami.net

ইমরানের ১৪৪ নং আয়াতে রয়েছে: وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ এবং ২৮তম পারা, সূরা সফ এর ৬ষ্ঠ আয়াতে মুবারাকায় اَحْمَدُ একবার এসেছে।

রিসালাতের উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: **আল্লাহ তায়ালা** পয়গম্বর ও রাসূলদেরকে কেন দুনিয়ায় প্রেরণ করেন?

উত্তর: **আল্লাহ তায়ালা** পয়গম্বর ও রাসূলদেরকে দুনিয়ায় এই জন্যই প্রেরণ করেন, যাতে তাঁরা **আল্লাহ তায়ালা**র বিধি-বিধান সৃষ্টি জগতের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে এবং বান্দারা এর উপর আমল করে যেনো হেদায়ত ও মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

(শরহুল আকায়িদিন নসফীয়া, ৮১ পৃষ্ঠা)

রিসালাতের প্রচার প্রসার

প্রশ্ন: তাবলীগ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: তাবলীগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **আল্লাহ**র বিধান মানুষের নিকট পৌঁছানো।

প্রশ্ন: পয়গম্বরগণ (নবী রাসূল) কি **আল্লাহ তায়ালা**র সমস্ত বিধি-বিধান মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা** পয়গম্বরগণের (নবী রাসূলগণের) উপর শরীয়তের যে সমস্ত বিধি-বিধান মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ করেছেন, সেই পয়গম্বরগণ (নবী রাসূলগণ) ঐ সমস্ত বিধি-বিধান **আল্লাহ**র বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। (আল উওয়াকিতু ওয়াল জাওয়াহির, ২৫২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি কেউ এরূপ বলে যে, কোন নবী বা রাসূল **আল্লাহ তায়ালা**র সমস্ত বিধি বিধান মানুষের নিকট পৌঁছায়নি, তখন তাকে কি বলা হবে?

উত্তর: যে এরূপ বলবে যে, কোন নবী বা রাসূল কোন বিধি বিধান কোন কারণে গোপন করেছেন এবং মানুষের নিকট পৌঁছায়নি, তবে সে কাফির।

(আল মু'তাকিদুল মুনতাকিদ মাআ শারহাহুল মু'তামিদুল মুসতানাদ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রিসালতের দলিল

প্রশ্ন: রাসূলদের নিকট নিজের রিসালতের সপক্ষে কি কোন দলিল থাকে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! রাসূলদের নিকট নিজের রিসালতের সপক্ষে দলিল থাকে এবং একে মু'জিযা বলে।

প্রশ্ন: মু'জিযা কি?

উত্তর: **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** পয়গম্বরদের সত্যতা প্রমাণের জন্য তাঁদের হাতে অনেক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর বিষয় প্রকাশ করান, যা অনেক কঠিন এবং সাধারণত অবস্থার পরিপন্থি আর অন্যরা তা করতে পারে না। এই বিষয়াবলীকে "মু'জিযা" বলে। **(শরহে আকাইদে নাসফীয়া, ১৭ পৃষ্ঠা। মাবহাসুন নবুয়ত, ১৩৫ পৃষ্ঠা)**

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর মু'জিযার আলোচনা কি কোরআন মজীদেও রয়েছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর অনেক মু'জিযা কোরআন মজীদেও রয়েছে। যেমন; তুর পাহাড়ে সংঘটিত কিছু মু'জিযা হলো:

১.... হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর লাঠি অজগরে পরিণত হওয়ার মু'জিযা। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

فَاَلۡقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعۡبَانٌ مُّبِيۡنٌ ۚ﴿۱۰۷﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১০৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর মূসা আপন লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তা তৎক্ষণাৎ একটা প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেল।

২.... হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর অসুস্থকে সুস্থ এবং মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَاُبۡرِئُ الۡاَكۡمَهَ وَالۡاَبۡرَصَ وَاُحۡىِ الۡمَوۡتٰى بِاِذۡنِ اللّٰهِ ۚ

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৪৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি নিরাময় করি, জন্মান্ধ ও সাদা দাগ সম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী) কে, আর আমি মৃতকে জীবিত করি, **আল্লাহর** নির্দেশে।

৩.... **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাঁদকে দুই টুকরো করার মু'জিযা। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اِقۡتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انۡشَقَّ الۡقَمَرُ ﴿۱﴾

(পারা ২৭, সূরা ক্বামার, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিকটে এসেছে কিয়ামত এবং দ্বিখন্ডিত হয়েছে চন্দ্র।

আম্বিয়া ও রাসূলগণের সংখ্যা

প্রশ্নঃ নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কি?

উত্তরঃ নবী ও রাসূলগণের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা জায়িজ নেই, কেননা এর ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে এবং নবীগণের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর ঈমান আনাতে এই সন্দেহ রয়ে যায় যে, কোন নবীর নবুওয়তকে অস্বীকার করা হয়ে যাবে বা নবী নয় এমন ব্যক্তিকে নবী মেনে নেয়া হয়ে যাবে আর এই উভয় বিষয়টি কুফরী। (শরহুল আকায়িদিন নাসফীয়া, ৩০২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৫২) তাই এই বিশ্বাস রাখা উচিৎ যে, **আল্লাহ তায়ালার** সকল নবীর উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা মুসলমানের জন্য যেমনিভাবে **আল্লাহ তায়ালার** সত্ত্বা ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনা আবশ্যক। তেমনিভাবে সকল নবীর নবুওয়তের উপরও ঈমান আনা আবশ্যক।

নবী ও রাসূলগণের পবিত্রতা

(নবীগণ গুনাহ ও দোষক্রটি হতে পবিত্র হওয়া)

প্রশ্নঃ কোন নবী ও রাসূল হতে কি কোন গুনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব?

উত্তরঃ নবী ও রাসূল হতে কোন গুনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ঐ সকল ব্যক্তিত্বদেরকে গুনাহ থেকে নিরাপদ রাখার প্রতিজ্ঞা করেছেন। এই কারণে এই সকল ব্যক্তিত্বরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। (বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৩৮)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: নবী ও রাসূলগণ ব্যতিত কি আর কেউ গুনাহ থেকে পবিত্র?

উত্তর: জি হ্যাঁ! নবী ও রাসূলগণ ব্যতিত ফিরিশতারাও গুনাহ হতে পবিত্র। কোন নবী এবং ফীরশতা ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নয়। (আল নাবরাস, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: অনেকে অলী এবং ইমামদেরকেও নিষ্পাপ মনে করে, এটা কি সঠিক?

উত্তর: জি না! এরূপ মনে করা সঠিক নয় বরং অলী এবং ইমামদেরকে নবীদের মতো নিষ্পাপ মনে করাটা মন্দ দ্বীনি ও পথভ্রষ্টতা।

(বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৩৮)

নবী ও রাসূলগণের মর্যাদা

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام কি ফিরিশতা হতেও উত্তম?

উত্তর: জি হ্যাঁ! আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام সমস্ত সৃষ্টি এমনকি সকল ফিরিশতা হতেও উত্তম। (বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৪৭)

প্রশ্ন: কোন অলী কি মর্যাদার ভিত্তিতে কোন নবীর সমান হতে পারে?

উত্তর: জি না! অলী যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন কখনোই কোন নবীর সমান হতে পারবেনা। বরং যদি কেউ নবী নয় এমন কাউকে নবীর চেয়ে উত্তম বা সমান বলে, তবে সে কাফির। (আল মরজিউস সাবিক)

প্রশ্ন: প্রত্যেক নবী কি মর্যাদার দিক দিয়ে পরস্পর সমান?

উত্তর: জি না! সকল নবীদের মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। **আল্লাহ তায়ালা** একজনকে অন্য জনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালার** ইরশাদ করেন:

تِلۡكَ الرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ ۘ (পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**, এরা রাসূল, আমি তাঁদের মধ্যে একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি।

প্রশ্ন: মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম পাঁচজন নবীর নাম মুবারক বলুন?

উত্তর: সবচেয়ে উত্তম ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর সবচেয়ে

www.dawateislami.net

বড় মর্যাদাবান হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَيۡهِ السَّلَام এরপর হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام এএর মর্যাদা। এই পাঁচ ব্যক্তিত্বকে **মুরসালিনে উলুল আযম** বলা হয়। এই পাঁচ জন অবশিষ্ট নবী ও রাসূলগণ হতে উত্তম।

(বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৫২)

নবী ও রাসূলগণের জীবন

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام পবিত্র জীবন সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কি?

উত্তর: আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ السَّلَام পবিত্র জীবন সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা হলো, তাঁরা নিজ নিজ কবরে তেমনিভাবে বাস্তব জীবন সহকারে জীবিত, যেমনিভাবে দুনিয়াতে ছিলো, পানাহার করেন এবং যেখানে ইচ্ছা আসতে যেতে পারেন। **(বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৫৮)**

প্রশ্ন: জীবিত থাকার এই আক্বীদা কি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! জীবিত থাকার এই আক্বীদা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি

১..... ২য় পারা, সূরা বাক্বারার ১৫৪ নং আয়াতে রয়েছে:

وَلَا تَقُوۡلُوۡا لِمَنۡ یُّقۡتَلُ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ اَمۡوَاتٌ ؕ بَلۡ اَحۡیَآءٌ وَّ لٰکِنۡ لَّا تَشۡعُرُوۡنَ ﴿۱۵۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যারা **আল্লাহ**র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের কে মৃত বলো না, তারা জীবিত, হ্যাঁ, তোমাদের খবর নেই।

২..... ৪র্থ পারা, সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ নং আয়াতে রয়েছে:

وَلَا تَحۡسَبَنَّ الَّذِیۡنَ قُتِلُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ اَمۡوَاتًا ؕ بَلۡ اَحۡیَآءٌ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ یُرۡزَقُوۡنَ ﴿۱۶۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যারা **আল্লাহ**র পথে নিহত হয়েছে, কখনো তাদের কে মৃত বলে ধারণা করো না, বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছে, জীবিকা পায়।

www.dawateislami.net

৩..... ১৪তম পারা, সূরা নাহলের ৯৭ নং আয়াতে রয়েছে:

مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَنُحۡيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যে সৎকর্ম করে পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে যদি মুসলমান হয়, তবে অবশ্যই আমি তাকে উত্তম জীবনে জীবিত রাখবো।

প্রশ্নঃ কোরআন মজীদে তো শুধুমাত্র কিছু মু'মিন নর-নারী এবং শোহাদায়ে এযামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জীবিত হওয়াটা প্রমাণিত, আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ السَّلَام জীবিত থাকা কিভাবে প্রমাণিত হবে?

উত্তরঃ ৫ম পারা, সূরা নিসার ৬৯নং আয়াতে রয়েছে:

وَمَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوۡلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيۡقِيۡنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيۡنَ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যে **আল্লাহ** ও রাসূলের হুকুম মান্য করে তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে, যাদের উপর **আল্লাহ** অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদ এবং সৎকর্ম পরায়ন ব্যক্তিগণ।

এ আয়াতে মুবারাকায় যে চারটি দলের কথা আলোচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শোহাদায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى আলোচনা তৃতীয় নম্বরে এবং সাধারণ মানুষের আলোচনা চতুর্থ নম্বরে হয়েছে, যখন নেয়ামত প্রাপ্ত লোকেদের মধ্যে তৃতীয় নম্বরের গণ জীবিত থাকাটা কোরআনে করীম দ্বারা প্রমাণিত, তখন দ্বিতীয় নম্বরে থাকা সিদ্দীকীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এবং প্রথম নম্বরে বিদ্যমান আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ السَّلَام জীবিত থাকাটা আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। (মকামে রাসূল, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ জীবিত থাকার আক্বীদা কি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! জীবিত থাকার আক্বীদা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী উপস্থাপন করা হলো।

১..... اَلۡاَنۡبِيَآءُ اَحۡيَآءٌ فِيۡ قُبُوۡرِهِمۡ يُصَلُّوۡنَ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন এবং নামায আদায় করেন।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৩/২১৬, হাদীস নং- ৩৪১২)

www.dawateislami.net

২..... اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلُ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَآءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام শরীরকে ভক্ষন করা, অতএব **আল্লাহ তায়ালা**র প্রত্যেক নবী জীবিত এবং রিযিক প্রাদান করা হয়। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুজ জানায়িয, ২/২৯১, হাদীস নং- ১৬৩৭)

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام কি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করেছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতিশ্রুতি সত্যায়ন করতে এক মুহুর্তের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيۡهِمُ السَّلَام প্রতি মৃত্যু এসেছে, অতঃপর স্বভাবিকভাবে জীবিত হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৫৮)

সুতরাং আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কতইনা সুন্দরভাবে এর কল্পচিত্র করেছেন:

আম্বিয়া কো ভি আজল আ'নি হে মগর এ্যয়সি কেহ ফকথ আ'নি হে
ফির উসি আ'ন কে বাদ উন কি হায়াত মিচলে সা'বিক ওয়াহি জিসমা'নি হে

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং শোহাদায়ে এজামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মধ্যে জীবিত থাকাতে পার্থক্য কি?

উত্তর: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং শোহাদায়ে এজামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মধ্যে জীবিত থাকাতে পার্থক্য এটাই যে, **আল্লাহ তায়ালা** আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام যে জীবন দান করেছেন তা শহীদদের জীবন হতে অনেক বেশি ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। (হা'শিয়াতুস সা'ভী আলা তাফসীরে জালালাঈন, ৩য় পারা, সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬৯, ১/৩৩৩ ও আয়াত নং ১৮৫, ১/৩৪০) এই কারণেই যে, শহীদদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করে দেয়া হয় এবং তাদের স্ত্রীরা ইদ্দত পালন করার পর অন্যজনকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام পরিত্যক্ত সম্পদ না বন্টন হয় আর না তাঁদের স্ত্রীরা ইদ্দত পালনের পর অন্যজনকে বিবাহ করতে পারে। (বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৫৮)

প্রশ্ন: কোন নবী কি জাহেরী (প্রকাশ্য) হায়াত অবস্থায় এখনো জীবিত আছেন?

উত্তর: চারজন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام জাহেরী হায়াত অবস্থায় জীবিত আছেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রীস عَلَيۡهِ السَّلَام আসমানে এবং দু'জন অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام জমিনে অবস্থান রত আছেন। (হামারা ইসলাম, ৩য় অংশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

নবী ও রাসূলগণের জ্ঞান

প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার নবীগণ কি অদৃশ্যের বিষয়ও জানেন?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** নবীদেরকে অনেক অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান দান করেছেন। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ
(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহর** শান এই নয় যে, হে সর্ব সাধারণ, তোমাদের কে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দিবেন, তবে **আল্লাহ** নির্বাচিত করে নেন তার রসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান।

এবং বিশেষকরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্ঞান সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১১৩) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু আপনি জানতেন না।

প্রশ্ন: আল্লাহ তায়ালার অদৃশ্যের জ্ঞান ও নবী রাসূলগণের অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান এবং **তাঁর** প্রত্যেক পরিপূর্ণতা সত্ত্বাগত, কারো পক্ষ থেকে প্রদানকৃত নয়। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ (পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ২০) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** অদৃশ্য তো **আল্লাহরই** জন্য। আর নবী ও রাসূলের অদৃশ্যের জ্ঞান দানকৃত অর্থাৎ তাঁদেরকে এই জ্ঞান **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কারো সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখে যে, তার **আল্লাহ তায়ালার** দান ব্যতিত অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জিত, তবে তাকে কি বলা হবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: এরূপ বিশ্বাস রাখা সুস্পষ্ট কুফরী। এই জন্য যে, আমাদের বিশ্বাস হলো: যে ব্যক্তিই অদৃশ্যের জ্ঞান পেয়েছে, তা সে **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকেই পেয়েছে। যেমনটি বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ডের ১০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর (**আল্লাহ** নয় এমন কারো জন্য) জন্য সত্ত্বাগত (অর্থাৎ **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে প্রদান করা ব্যতিত) অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মানবে, তবে সে কাফির।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি নবী এবং রাসূল বিশেষ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অদৃশ্যের জ্ঞানকে একেবারেই মানে না, তাকে কি বলবো?

উত্তর: যে লোক নবী ও রাসূল বিশেষ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অদৃশ্যের জ্ঞানকে একেবারেই স্বীকার করে না, সে কাফির, কেননা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফের ২৯তম খন্ডের ৪১৪ পৃষ্ঠায় একেবারেই অদৃশ্যের জ্ঞানকে অস্বীকার করাকে দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকার করা হিসেবে ঘোষনা দিয়েছেন এবং যে লোক দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি অদৃশ্যের জ্ঞানকে তো স্বীকার করে কিন্তু "গুয়ুবে খামেসা" (পাঁচটি অদৃশ্যের জ্ঞান) মানে না, তবে সে বদ মাযহাব ও পথভ্রষ্ট, কেননা গুয়ুবে খামেসার উপর ঈমান আনা আহলে সুন্নাতের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অন্যতম এবং আহলে সুন্নাতের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকারকারী বদ মাযহাব ও পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

নবীদের কিতাব সমূহ

প্রশ্নঃ আল্লাহ তায়ালা কতোটি সহীফা[১] এবং আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা আপন নবীদের প্রতি যে সহীফা এবং আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়, তবে! এক বর্ণনা অনুযায়ী এর সংখ্যা প্রায় **১০০টি**। (আল নাবরাস, বয়ানু আল কিতাবুল মানযিলাতি, ২৯০ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ আল্লাহ তায়ালা কি ঐ সহীফা এবং আসমানী কিতাব সমূহের আলোচনা কোরআন মজীদেও করেছেন?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা** ঐ সহীফা এবং আসমানী কিতাব সমূহের আলোচনা কোরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় করেছেন। যেমনটি,

📖... কিছু সহীফা হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এবং হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অবতীর্ন করেছেন এবং এর আলোচনা কিছুটা এভাবে করেছেন:

اِنَّ هٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاُوْلٰی ﴿۱۸﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِیْمَ وَ مُوْسٰی ﴿۱۹﴾

(পারা ৩০, সূরা আ'লা, আয়াত ১৮ ও ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় এটা পূর্ববর্তী সহিফা গুলোতে রয়েছে, ইবরাহীম ও মূসার সহিফাগুলোতে।

📖... তাওরীত হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং এর আলোচনা কিছুটা এভাবে করেছেন:

وَلَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْکِتٰبَ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৮৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় আমি মূসা কে কিতাব প্রদান করেছি।

খাযাইনুল ইরফানে এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে রয়েছে যে, এই কিতাব দ্বারা তাওরীতকে বুঝানো হয়েছে।

১. সৃষ্টির হেদায়তের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া ছোট ছোট কিতাব বা পত্র যা কোরআন শরীফে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, এগুলোকে সহীফা বলা হয়, এই সহীফা গুলোতে ভাল ভাল উপকারী উপদেশ এবং সহায়ক বিষয় থাকতো। (হামারা ইসলাম, ৪৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

📖... যাবুর হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং এর আলোচনা কিছুটা এভাবে করেছেন:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۵۵﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি নবীগণের মধ্যে একজন কে অন্যজনের উপর অধিকতর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে "যাবুর" দান করেছি।

📖... ইঞ্জিল হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং এর আলোচনা কিছুটা এভাবে করেছেন:

وَقَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি ঐ নবীগণের পশ্চাতে তাঁদের পদচিহ্নের উপর মারয়াম তনয় ঈসাকে এনেছি, তাওরাতের সমর্থকরূপে, যা তাঁর পূর্বে ছিলো এবং আমি তাঁকে ইঞ্জিল দান করেছি, যার মধ্যে পথ-প্রদর্শন ও আলো রয়েছে।

📖... কোরআন মাজীদ যা সবচেয়ে উত্তম কিতাব, তা সর্বশ্রেষ্ট রাসূল হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং এর আলোচনা কিছুটা এভাবে করেছেন:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿۲۳﴾

(পারা ২৯, সূরা দাহর, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি কোরআনকে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছি।

প্রশ্ন: চারটি প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর: ঐ চারটির মধ্যে তাওরীত এবং যাবুর ইবরানী ভাষায়, ইঞ্জিল সুরইয়ানী ভাষায় এবং কোরআন মজীদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়। (হামারা ইসলাম, ৯৯ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: যদি কেউ ঐ সহীফা বা কিতাব সমূহ হতে কোন একটিকে অস্বীকার করে, তবে তার উপর কি হুকুম প্রযোজ্য হবে?

উত্তর: যদি কেউ ঐ সহীফা বা কিতাব সমূহ হতে কোন একটিকে অস্বীকার করে, তবে তার উপর কুফরের হুকুম প্রযোজ্য হবে, কেননা যেকোন আসমানী কিতাব বা সহীফাকে অস্বীকার করা কুফরী। (আশ শিফা, ২য় অংশ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: **আল্লাহ তায়ালা** যতোগুলো সহীফা ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর উপর ঈমান আনা কি আবশ্যক?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা** যতোগুলো সহীফা ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সবগুলো সত্য এবং সব **আল্লাহ তায়ালার** কালাম (বাণী), ঐ কিতাব সমূহে যা কিছু **আল্লাহ তায়ালা** বাণী রয়েছে, সবগুলোর উপর ঈমান আনা এবং তা সত্য হিসাবে মানা আবশ্যক। **(বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৩০)**

প্রশ্ন: আমাদের উপর কি সকল আসমানী কিতাব ও সহীফা সমূহের অবতীর্ণ বিধি বিধানের উপর আমল করা আবশ্যক?

উত্তর: জি না! আমাদের উপর সকল আসমানী কিতাব ও সহীফা সমূহে অবতীর্ণ বিধি-বিধানের আমল করা আবশ্যক নয় বরং আমাদের উপর শুধুমাত্র কোরআন কারীমের বিধি-বিধানের উপর আমল করা ফরয।

প্রশ্ন: কোরআন মজীদে কি হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব?

উত্তর: জি না! কোরআন মজীদে হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। ইসলাম যেহেতু স্থায়ী ধর্ম, সেহেতু কোরআন মজীদের সংরক্ষণের দায়িত্ব **আল্লাহ তায়ালা** নিজের কাছেই রেখেছেন, তাই কোরআন মজীদে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করা এটা কখনোই হতে পারে না। **(বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৩০)** যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ ﴿۹﴾

(পারা ১৪, সূরা হিযর, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই কোরআনকে এবং নিশ্চয় আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

প্রশ্ন: যদি কেউ কোরআন মজীদে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করার দাবী করে, তবে তাকে কি বলা হবে?

উত্তর: যদি কেউ কোরআন মজীদে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করার দাবী করে, তবে তাকে কাফির বলা হবে। (আশ শেফা, ২য় অংশ, ২৬৪ পৃষ্ঠা) কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

لَّا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿۴۲﴾

(পারা ২৪, সূরা হা মীম সাজদা, আয়াত ৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সেটার প্রতি মিথ্যার রাহা (পথ) নেই, না সেটার অগ্র থেকে, না পশ্চাত থেকে, নাযিলকৃত প্রজ্ঞাময় সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিতের।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **খাযাইনুল ইরফানে** এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ কোনভাবে এবং কোন দিক থেকেও মিথ্যা তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছার অবকাশ পেতে পারেনা। তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত। শয়তান তাতে (নিজের পক্ষ থেকে কিছু অন্তর্ভুক্ত করা বা বানিয়ে দেয়ার) ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।

প্রশ্ন: কোরআন মজীদে মোট কতোটি পারা এবং সূরা রয়েছে?

উত্তর: কোরআন মজীদে মোট ৩০টি পারা এবং ১১৪টি সূরা রয়েছে।

প্রশ্ন: কোরআন পাকের কোন আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর: সর্ব প্রথম সূরা আলাকের এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ হয়েছে:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ﴿۱﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (৩০ পারা, সূরা আলাক, আয়াত ১)

(আল ইতকান, বাবু মারিফাতিল মক্কী ওয়াল মাদানী, ১/১৪)

প্রশ্ন: কোরআন পাকে কোন আয়াতটি সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে?

উত্তর: কোরআন পাকে সর্বশেষ সূরা বাক্বারার এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ হয়:

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۲۸۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভয় করো সে দিনকে, যে দিন **আল্লাহ**র দিকে প্রত্যবর্তন করবে, আর প্রত্যেক আত্মাকে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না। (পারা ৩, সূরা বাক্বারা, আয়াত ২৮১)

(বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, ৩/১৮৭, হাদীস নং- ৪৫৪৪)

প্রশ্ন: কোরআন পাক হিফয করা সম্পর্কে শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর: একটি আয়াত হিফয করা প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর ফরযে আইন এবং সম্পূর্ণ কোরআন হিফয করা ফরযে কিফায়া। (অর্থাৎ যদি

www.dawateislami.net

কিছু মুসলামান হিফয করে নেয় তবে বাকিদের মুখস্ত করা আর আবশ্যক থাকবে না) এবং সূরা ফাতিহা এবং আরো একটি ছোট সূরা বা এর মতো ৩টি ছোট আয়াত বা একটি বড় আয়াত মুখস্ত করা ওয়াজিবে আইন (অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য মুখস্ত করা ওয়াজিব)। (বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৫৪৫)

প্রশ্ন: কোরআন মজীদ শূন্য অন্তর কেমন?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার অন্তরে কিছু কোরআন (কোরআনের কিছু আয়াত) নেই তা মরুভূমির ন্যায়।

(তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলে কোরআন, ৪/৪১৯, হাদীস নং- ২৯২২)

প্রশ্ন: যে ব্যক্তিকোরআন পাক পড়ে এবং এর উপর আমল করে, তার ফযীলত কি?

উত্তর: হাদীসে পাকে রয়েছে, যে ব্যক্তিকোরআন পড়ে এবং তা মুখস্ত করে নেয় এবং হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম হিসাবে জানলো, তার পরিবারের মধ্য হতে ঐ দশ জনের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালা** তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের উপর জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলে কোরআন, ৪/৪১৪, হাদীস নং- ২৯১৪)

প্রশ্ন: কোরআন মজীদ তেলাওয়াতের ফযীলত কি?

উত্তর: যে কোরআন মজীদের ১টি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে।

প্রশ্ন: মুখের তোৎলামীর কারণে থেমে থেমে কোরআন পাক পাঠকারী সম্পর্কে হুকুম কি?

উত্তর: এরূপ ব্যক্তির দ্বিগুণ সাওয়াব অর্জিত হয়। (মুসলিম, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬৯-{৮১৬})

প্রশ্ন: কোরআন মজীদ দেখে পাঠ করা এবং মুখস্ত পাঠ করার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: কোরআন মজীদ দেখে দেখে পাঠ করা মুখস্ত পাঠ করার চেয়ে উত্তম, কেননা এতে পাঠ করাও হচ্ছে এবং দেখাও হচ্ছে আর হাত দ্বারা স্পর্শও করা হচ্ছে এবং এই সব কাজ ইবাদত। (বাহারে শরীয়ত, নামাযের বাইরে কিরাতের মাসআলা, ১/৫৫০)

প্রশ্ন: কোরআন মজীদ কি অযু ছাড়া পাঠ করা যাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! কোরআন মজীদ অযু ছাড়া পাঠ করা যাবে।

প্রশ্ন: কোরআন মজীদ কি অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে?

উত্তর: জি না! কোরআন মজীদ অযু ছাড়া স্পর্শ করা হারাম।

www.dawateislami.net

কোরআন খতমের দোয়া

اَللّٰھُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِیْ فِیْ قَبْرِیْ۔ اَللّٰھُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ وَاجْعَلْہُ لِیْۤ اِمَامًا وَّ نُوْرًا وَّ ھُدًی وَّ رَحْمَۃً۔ اَللّٰھُمَّ ذَکِّرْنِیْ مِنْہُ مَا نَسِیْتُ وَ عَلِّمْنِیْ مِنْہُ مَا جَھِلْتُ وَارْزُقْنِیْ تِلَاوَتَہٗ اٰنَآءَ الَّیْلِ وَاَطْرَافَ النَّھَارِ وَاجْعَلْہُ لِیْ حُجَّۃً یَّا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اٰمِیْن۔

(জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৭১)

অনুবাদঃ আল্লাহ আমার কবরে আমার কষ্টকে দূর করে দাও এবং কোরআন মজীদের ওসিলায় আমার উপর দয়া করো আর কোরআনকে আমার জন্য পথ প্রদর্শক বানিয়ে দাও এবং আলোকিত হওয়ার উপকরণ এবং হিদায়ত ও রহমতের উপায় বানিয়ে দাও আর কোরআন হতে যা কিছু আমি ভুলে গেছি তা স্মরণ করিয়ে দাও এবং যা কিছু কোরআন থেকে আমি জানতে পারিনি তা শিখিয়ে দাও এবং রাত দিন আমাকে এর তেলাওয়াত করা নসীব করো এবং (কিয়ামতের দিন) একে আমার জন্য দলীল বানাও। হে **বিশ্ব জগতের প্রতিপালক!** আমার দোয়া কবুল করো।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ১৫, ৫/১৩২)

প্রশ্নঃ কম সময়ে হিফযকারী কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর নাম বলুন এবং এটাও বলুন যে, তাঁরা কতোদিনে হিফয করেছেন?

উত্তরঃ কম সময়ে হিফযকারী কয়েকজন বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর নাম হলোঃ

✡... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সাত দিনে হিফয করেছেন।

✡... সায়্যিদি আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক মাসে হিফয করেছেন।

✡... হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মাসুম নকশবন্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৩ মাসে হিফয করেছেন। (আনওয়ারুল ইরফান, ২৮-৩০)

প্রশ্নঃ সাতজন প্রসিদ্ধ ক্বারী সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর নাম বলুন?

উত্তরঃ সাতজন প্রসিদ্ধ ক্বারী সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর নাম হলোঃ

www.dawateislami.net

(১)... আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান বিন আফফান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ।

(২)... আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم ।

(৩)... হযরত সায়্যিদুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ।

(৪)... হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ ইবনে সাবিত رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ।

(৫)... হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ।

(৬)... হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ।

(৭)... হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশয়ারী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ।

(ইতকান, আন নু'ইল ইশরুন, ১/১০৩)

প্রশ্ন: সাত কিরাতের ইমামদের নাম বর্ণনা করুন?

উত্তর: সাত কিরাতের ইমামদের নাম হলো:

(১)... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম না'ফে رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ।

(২)... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে কাছীর رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ।

(৩)... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু আমর رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ।

(৪)... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে আমের رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ।

(৫)... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে আসেম رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ।

(৬)... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হামযাহ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ।

(৭)... হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কিসায়ি رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ।

(কিতাবুত তাইসির ফিল কিরায়াতিস সাবয়ি, ১৭-১৯)

প্রশ্ন: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর তৈরীকৃত কোরআন পাকের সংখ্যা কতো ছিলো?

উত্তর: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর তৈরীকৃত কোরআনের সংখ্যা ছিলো ৫টি।

www.dawateislami.net

খতমে নবুয়ত ও রিসালত

প্রশ্ন: খতমে নবুওয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: খতমে নবুওয়ত দ্বারা উদ্দেশ্য এটা মান্য করা যে, আমাদের **আক্বা ও মাওলা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "শেষ নবী"। অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বায় নবুওয়তের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে বা এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবী আসতে পারে না। (বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৬৩)

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি খতমে নবুয়তকে মানবে না, তার সম্পর্কে শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর: যে ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে বা **তাঁর** পর কারো নবুওয়ত অর্জনের বিশ্বাস রাখে বা কোন নতুন নবীর আসা সম্ভব বলে মনে করে, তবে সে কাফির। (আল মু'তাকিদুল মুনতাকিদ মাআ শারাহাহুল মুতামিদুল মুসতানিদ, ১২০ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দ্বিতীয়বার আগমনে কি খতমে নবুওয়তের আক্বীদায় কোন পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে?

উত্তর: জি না! হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দ্বিতীয়বার আগমনে খতমে নবুওয়তের আক্বীদায় কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না, এই জন্য যে, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দ্বিতীয়বার আগমন নবী হিসাবে নয় বরং উম্মত হিসাবেই হবে। যেমনটি তাফসীরে নাসাফীতে রয়েছে যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপর কোন নবী নেই, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দ্বিতীয়বার আগমন নবী হিসেবে নয় বরং শরীয়তে মুহাম্মদীর একজন অনুসারী হিসেবেই হবে, যেনো তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতই।

(তাফসীরে নাসাফী, ২২ পারা, সূরা আহযাব, আয়াত ৪৪, ৯৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: খতমে নবুওয়তের প্রমান কি কোরআন করীমে আছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! খতমে নবুওয়তের প্রমাণ কোরআন করীমের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ۝۴۰

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। হ্যাঁ **আল্লাহর** রাসূল হন এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ এবং **আল্লাহ** সব কিছু জানেন।

ইমাম খাযিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় লিখেন। خَتَمَ اللهُ بِهِ النُّبُوَّةَ فَلَا نُبُوَّةَ بَعْدَهٗ اَیْ وَلَا مَعَهٗ **অনুবাদঃ আল্লাহ তায়ালা নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে নবুওয়তের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করে দিয়েছেন, এখন **তাঁর** পর কোন নবী আসবে না এবং না কেউ নবুওয়তের দিক দিয়ে **তাঁর** সমকক্ষ। (তাফসীরে ইবনে কাসির, ২২ পারা, সূরা আহযাব, আয়াত ৪৪, ৬/৩৯১)

মে'রাজে মুস্তফা

প্রশ্নঃ মে'রাজ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুওয়ত صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ তায়ালা** মক্কা মুকাররমা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত, অতঃপর সেখান থেকে সাত আসমান এবং আরশ ও কুরসী পর্যন্ত আর সেখান থেকে উপরে যতটুকু পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা** ইচ্ছা করেছেন, রাতের কিছু অংশের মধ্যে পরিভ্রমন করিয়েছেন। এই রাতে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়েছে, যা কোন নবী এবং ফিরিশতার না কখনো অর্জিত হয়েছে, না কখনো অর্জন হবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই আসমানী সফরকে "মে'রাজ" বলা হয়। (তাফসীরে আহমদীয়া, বনী ইসরাঈল, আয়াত ১, মাসয়ালাতুল মে'রাজ ৫০২-৫০৬ পৃষ্ঠা। নাবরাস, বয়ানুল মিরাজ, ২৯২-২৯৫)

প্রশ্নঃ মে'রাজ শরীফ কখন হয়েছে?

উত্তরঃ মে'রাজ শরীফ রযবুল মুরাজ্জবের ২৭ তারিখ রাতে হয়েছে।

প্রশ্নঃ মে'রাজ শরীফের আলোচনা কোরআন মজীদের কোন সূরায় হয়েছে?

www.dawateislami.net

উত্তর: মে'রাজ শরীফের আলোচনা কোরআন মজীদের ১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে কিছুটা এরূপ রয়েছে:

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ۝

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন, মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত, যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শন সমূহ দেখাই, নিশ্চয় তিনি শুনেন এবং দেখেন।

প্রশ্ন: মে'রাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি কি দেখেছেন?

উত্তর: মে'রাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরশ ও কুরসি, লৌহ ও কলম, জান্নাত ও দোযখ, যমীন ও আসমানের প্রতিটি কণা এবং **আল্লাহ তায়ালার** অন্যান্য অসংখ্য বড় বড় নিদর্শন সমূহ দেখেছেন, সবচেয়ে বড় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই রাতে স্বয়ং কপালের চোখ দ্বারা **আল্লাহ তায়ালার** সৌন্দর্যের দিদার লাভ করেন এবং কোন মাধ্যম ছাড়া **আল্লাহ তায়ালার** কথা শুনেছেন। (বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৬৭)

প্রশ্ন: মে'রাজ রজনীতে কোন আসমানে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাত কোন কোন নবী عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে হয়েছে?

উত্তর: মে'রাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো:

(১)... ১ম আসমানে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে।

(২)... ২য় আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহয়া ও হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَیۡہِمَا السَّلَام এর সাথে।

(৩)... ৩য় আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে।

(৪)... ৪র্থ আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইদরীস عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে।

(৫)... ৫ম আসমানে হযরত সায়্যিদুনা হারুন عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে।

(৬)... ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে।

(৭)... ৭ম আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে।

(সীরাতে মুস্তফা, ৭৩৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসমানী সফরকে অস্বীকার কারীর জন্য হুকুম কি?

উত্তর: মে'রাজের সফর ৩টি অংশে বিভক্ত: (১) আসরা (২) মে'রাজ (৩) ই'রাজ বা উরুজ। অতএব,

১.. 'আসরা' অর্থাৎ মক্কা মুকাররমা হতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রাতের কিছু অংশে তাশরীফ নিয়ে যাওয়া নসসে কোরআনী (অর্থাৎ কোরআনে পাকের স্পষ্ট আয়াত এবং উজ্জল দলিল) দ্বারা প্রমাণিত। একে অস্বীকারকারী কাফির।

২.. 'মে'রাজ' অর্থাৎ আসমানের পরিভ্রমন এবং নৈকট্যের সীমা পর্যন্ত পৌঁছা বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, একে অস্বীকারকারী (গোমরাহ) পথভ্রষ্ট।

৩.. 'ই'রাজ বা উরুজ' অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং নিজ চোখে **আল্লাহ তায়ালা**র দীদার লাভ করা এবং আরশের উপর গমন করাকে অস্বীকারকারী গুনাহগার। (কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২২৬-২২৭ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মে'রাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাসে কোন নামাযের ইমামতি করেছেন?

উত্তর: মে'রাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাসে যে নামাযের ইমামতি করেছেন তা ছিলো তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায। যেমনটি হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করেন আর প্রকাশ্য যে, এটাই ছিলো সেই নামায, যাতে **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ السَّلَام ইকতিদা করেছিলেন আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্ণবান ব্যক্তিবর্গের ইমাম হয়েছিলেন। (মিরকাত, কিতাবুল ফাযাছিল, ১০/১৬৭, ৫৮৬৩ নং হাদীসের পাদটিকা)

শাফায়াতে মুস্তফা

প্রশ্ন: শাফায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: শাফায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুপারিশ, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালার** নবী ও রাসূল এবং অন্যান্য নেককার বান্দারা গুনাহগারদেরকে ক্ষমা করার জন্য **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে সুপারিশ করবেন।

প্রশ্ন: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুপারিশ কে করবেন?

উত্তর: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুপারিশ করবেন। **আল্লাহ তায়ালা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিয়ামতের দিন শাফায়াতে কোবরা (বড় সুপারিশ) এবং মকামে মাহমুদ (সুমহান মর্যাদা) এর সম্মান দান করবেন। যতক্ষন **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুপারিশের দরজা খুলবেনা, কারোরই সুপারিশের ক্ষমতা হবে না, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশের পর সমস্ত আম্বিয়া, আউলিয়া, নেককার বান্দা ও শহীদগণ সবাই সুপারিশ করবে।

(বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৭০)

প্রশ্ন: মকামে মাহমুদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: মকামে মাহমুদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ বিশেষ মর্যাদা যা **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করবেন যে, সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হামদ ও প্রশংসা করবে।

(সুন্নী বেহেশতী জেওর, ৩৩)

প্রশ্ন: **لِوَاءُ الْحَمْد** (প্রশংসনীয় পতাকা) কি এবং কিয়ামতের দিন কার নিকট থাকবে?

উত্তর: **لِوَاءُ الْحَمْد** (প্রশংসনীয় পতাকা) একটি পতাকার নাম, যা কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করা হবে, সব লোক এর নিচে থাকবে। (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৩৫৪, হাদীস নং- ৩৬২৫)

www.dawateislami.net

মুস্তফার ভালবাসা

প্রশ্ন: আমাদের **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি কিরূপ ভালবাসা থাকা উচিৎ?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা উচিৎ, কেননা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ঈমানের মূল আর যতক্ষন পর্যন্ত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি বরং পৃথিবীর সব কিছু থেকে বেশি হবে না, কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ﰳقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝۲۴

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, যদি তোমাদের পিতা তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের স্ব-গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা বানিজ্য যার ক্ষতি হবার তোমরা আশংকা করো এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান এ সব বস্তু **আল্লাহ** ও **তাঁর** রাসূল এবং **আল্লাহ**র পথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে পথ দেখো **আল্লাহ তাঁর** নির্দেশ আনা পর্যন্ত এবং **আল্লাহ** ফাসিকদেরকে সৎপথ প্রদান করেন না।

এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ- অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি ততক্ষন পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হবো না।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১/১৭, হাদীস নং- ১৫)

প্রশ্ন: **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবী কি?

উত্তর: **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবী এটাই যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবী ও আহলে বাইত এবং **তাঁর** সকল

www.dawateislami.net

সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কীতদেরকে ভালবাসা আর **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষন করা। যদিওবা সে নিজ পিতা বা সন্তান অথবা আত্মীয় স্বজন যে কেউ হোক, কেননা এটা সম্ভব নয় যে, রাসূলের সাথেও ভালবাসা থাকবে এবং **তাঁর** শত্রুদের সাথেও। (আশ শিফা, ২য় অংশ, ২১ পৃষ্ঠা)

যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ (পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আপন পিতা ও নিজ ভাইদের কে অন্তরঙ্গ মনে করো না, যদি তারা ঈমানের উপর কুফরকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে তবে তারাই যালিম।

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

(পারা ২৮, সূরা মুজাদালাহ, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি পাবেন না, ঐ সব লোককে, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে **আল্লাহ** ও শেষ দিনের উপর এমনি যে, তারা বন্ধুত্ব রাখেনা ঐ সব লোকের সাথে, যারা **আল্লাহ** ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র, অথবা ভাই, কিংবা নিজ জাতি গোত্রের লোক হয় এরা হচ্ছে ঐ সব লোক, যাদের অন্তরগুলোতে **আল্লাহ** ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তার নিকট রূহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন এবং তাদের কে বাগান সমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর পাদদেশে নহর সমূহ প্রবাহমান, সেগুলোর মধ্যে স্থায়ী হবে। **আল্লাহ** তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও **আল্লাহ**র প্রতি সন্তুষ্ট, এটা **আল্লাহ**র দল, শুনছো! **আল্লাহ**রই দল সফলকাম।

www.dawateislami.net

মুস্তফার আনুগত্য

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মহান ফরয বরং ঈমানের প্রাণ। (বাহারে শরীয়ত, নবুয়ত সম্পর্কীত আক্বীদা, ১/৭৪) যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তার প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো।

প্রশ্ন: **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের থেকে কি দাবী করে?

উত্তর: **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের থেকে দাবী করে যে, ঐ সকল বিষয় ও বস্তু যার সাথে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক আছে, তা সম্মানের পাত্র এবং সম্মান করা ওয়াজিব।

(মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, ৩/৩৯৩)

❁------❁------❁

মুস্তফার আনুগত্য

প্রশ্ন: আমাদের উপর কি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ফরয?

উত্তর: জি হ্যাঁ! আমাদের উপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ফরয, কেননা **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** প্রতিনিধি (অর্থাৎ খলিফা), **তাঁর** বাণী **আল্লাহ তায়ালার** বাণী এবং **তাঁর** আনুগত্য **আল্লাহ তায়ালার** আনুগত্য। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ব্যক্তি রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে **আল্লাহরই** নির্দেশ মান্য করেছে।

❁------❁------❁

www.dawateislami.net

মুস্তফার দান

প্রশ্নঃ **আল্লাহ তায়ালা** কি কাউকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত পৃথিবীতে প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

প্রশ্নঃ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত পৃথিবীতে কিভাবে প্রদান করে থাকেন?

উত্তরঃ **আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আসমান ও যমীনের সকল ধন-ভান্ডারের চাবি প্রদান করে রেখেছেন, এখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালা**র সমস্ত নেয়ামত এবং দান সমূহকে সারা জগতে বন্টন করে থাকেন। سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, ১২৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০(২২৯৬)। মাওয়াহিবু লিদুনিয়া, ২য় অধ্যায়, ২/৬৩৯)

রব হে মু'তী ইয়ে হে কাসিম
রিযক উস কা হে কিলাতে ইয়ে হে

রাসূল ﷺ হাযির নাযির

প্রশ্নঃ হাযির ও নাযির দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ হাযির এর শাব্দিক অর্থ "উপস্থিত, যা সামনে আছে" এবং নাযির অর্থ "দর্শনকারী"। সতরাং যতটুকু আমাদের দৃষ্টিশক্তি কাজ করে, ততটুকু পর্যন্ত আমরা নাযির আর যে স্থানে আমরা পৌঁছতে পারবো, সেখান পর্যন্ত আমরা হাযির। যেমন; আসমান পর্যন্ত দৃষ্টি কাজ করে, সেখান পর্যন্ত আমরা নাযির (দর্শনকারী) কিন্তু হাযির নই, কেননা সেখান পর্যন্ত আমাদের পৌঁছার ক্ষমতা নেই এবং কক্ষ বা ঘরে আমরা বিদ্যমান, সেখানে আমরা হাযির, কেননা সেই জায়গায় আমার পৌঁছার ক্ষমতা আছে। আর হাযির ও নাযিরের শরয়ী অর্থ এটাই যে, **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র দানক্রমে এক জায়গায়

www.dawateislami.net

অবস্থান করে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের হাতের তালুর মতো দেখতে পায় এবং দূরের ও কাছের আওয়াজ শুনে বা এক মুহূর্তেই সারা জগত ঘুরে আসে এবং শত শত মাইল দূরের অভাবীদের অভাব পূরণ করে। এই গতি রূহানী ভাবে হোক বা শারীরিক ভাবে হোক, কবরে দাফনরত অবস্থায় হাক বা অন্য কোন জায়গায় বিদ্যমান শরীর থেকে হোক। (জা'আল হক, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: **আল্লাহ তায়ালাকে** হাযির নাযির বলা কেমন?

উত্তর: **আল্লাহ তায়ালাকে** হাযির নাযির বলা উচিৎ নয়, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** জায়গা ও স্থান থেকে পবিত্র। হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক জায়গায় হাযির ও নাযির থাকা **আল্লাহ তায়ালার** গুণ কখনোই হতে পারে না, **আল্লাহ তায়ালা** জায়গা ও স্থান হতে পুতঃপবিত্র। (জা'আল হক, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি হাযির ও নাযির?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাযির নাযির অর্থাৎ **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন কবরে আনওয়ারে থাকাবস্থায় **তাঁর** নবুওয়তের নূর দ্বারা নিজ উম্মতের সকল আমল পর্যবেক্ষণ করছেন, সমস্ত জগতকে নিজ হাতের তালুর ন্যায় দেখেন, দূরের ও কাছের আওয়াজ শুনেন, যেখানে ইচ্ছা, যতোগুলো স্থানে ইচ্ছা **আল্লাহ তায়ালার** দানকৃত ক্ষমতা দ্বারা দীপ্তি ছড়াতে পারেন।

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি আপন মানবীয় শরীর সহকারে প্রত্যেক স্থানে বিদ্যমান?

উত্তর: জি না! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মানবীয় শরীর সহকারে প্রত্যেক স্থানে বিদ্যমান নন বরং **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নূরানিয়্যাত (উজ্জলতা), রূহানিয়্যত (প্রাণচঞ্চলতা) এবং ইলমিয়্যত (জ্ঞান পরিধি) এর মাধ্যমে প্রত্যেক স্থানে এমনভাবে বিদ্যমান, যেমনিভাবে সূর্য আসমানের উপর থাকে, কিন্তু নিজের আলো এবং উজ্জলতার সহিত সারা পৃথিবীতে বিদ্যমান

www.dawateislami.net

থাকে। তবে! যদি চায় তবে মানবীয় শরীর সহকারে যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত হতে পারেন।

প্রশ্ন: হাযির ও নাযিরের আক্বীদা কি কোরআনে মজীদ দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! হাযির নাযিরের আক্বীদা অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি

১.... ২২তম পারা, সূরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: اِنَّآ اَرۡسَلۡنٰكَ شَاهِدًا **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত পর্যবেক্ষন কারী হিসাবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে **রুহুল মায়ানী**তে উল্লেখ রয়েছে: অর্থাৎ আমি আপনাকে তাদের সবার উপর সাক্ষী স্বরূপ প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আপনি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন। আপনি তাদের অবস্থা সমূহ দেখেন এবং তাদের আমল সমূহ পর্যবক্ষেণ করেন। যা কিছুই অনুমোদন এবং বর্জন তাদের থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এর প্রতি সাক্ষী তৈরী হচ্ছে, সৎপথ ও অসৎপথের মধ্যে যাতেই মানুষ থাকবে তার উপরও আপনি সাক্ষী এবং এই সাক্ষ্য আপনি কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন, যা উম্মতের পক্ষেও গৃহিত হবে এবং বিপক্ষেও। (তাফসীরে রুহুল মায়ানী, ২২ পারা, সূরা আহযাব, ৪৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ২২ তম অংশ, ৩০৪) আর এসব তখনই হবে, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের আমলের ব্যাপারে হাযির ও নাযির হবেন।

২.... ২য় পারা, সূরা বাক্বারার ১৪৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَكَذٰلِكَ جَعَلۡنٰكُمۡ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوۡنُوۡا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوۡنَ الرَّسُوۡلُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيۡدًا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং কথা হলো এরূপ যে, আমি তোমাদের কে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও আর এ রাসূল তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ানে রয়েছে: **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরের জ্যোতি দ্বারা দ্বীনের উপর অটল প্রত্যেক দ্বীনদার (সৎ) ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে জানেন এবং তাদের দ্বীনের বাস্তবতাও

www.dawateislami.net

জানেন, তাছাড়া এই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কেও অবহিত, যা উম্মতকে দ্বীনের পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিরত রেখেছে। অতএব **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের গুনাহ গুলো চিনতে পারেন, তাদের ঈমানের বাস্তবতাও, উম্মতের আমল, তাদের নেকী সমূহ, মন্দ কাজ সমূহ, একনিষ্ঠতা এবং কপটতা সবকিছু নূরের জ্যোতির মাধ্যমে জানেন এবং চিনে থাকেন। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা ২, সূরা বাক্বারা, ১৪৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৪৮) আর এসব কিছু ঐ অবস্থাতেই সম্ভব, যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের আমলের বিষয়ে হাযির ও নাযির হবেন।

প্রশ্ন: হাযির ও নাযিরের আক্বীদা কি হাদীসে মুবারাকা দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! হাযির নাযিরের আক্বীদা হাদীসে মুবারাকা দ্বারাও প্রমাণিত। যেমনটি,

১.... হযরত সায়্যিদুনা সওবান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তায়ালা** আমার জন্য যমীনকে সংকুচিত করে দিয়েছেন, অতএব আমি এর পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত অংশ দেখে নিই এবং অচিরেই আমার উম্মতের শাসন ততটুকু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যতটুকু পর্যন্ত যমীনকে আমার জন্য সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতন ওয়া শরায়িতিস সা'আতি, ১৫৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৮৯) জানা গেলো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক জায়গায় উপস্থিত থেকে পুরো পৃথিবী পরিদর্শন করছেন।

২.... হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা বিনতে আবি বকর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূর্য গ্রহনের নামায আদায় করলেন, নামায শেষ করার পর **আল্লাহ তায়ালার** হামদ ও প্রশংসা করলেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন: প্রত্যেক ঐসকল বস্তু যা আমি পূর্বে দেখিনি, তা আমি এই জায়াগায় বসে দেখে নিয়েছি, এমনকি জান্নাত ও দোযখও দেখে নিয়েছি। (বুখারী, কিতাবুল ওযু, ১/৮৭, হাদীস নং- ১৮৪) জানা গেলো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যমীনে অবস্থান করে জান্নাত ও দোযখ পর্যবেক্ষণ করেছেন।

www.dawateislami.net

৩.... উম্মুল মু'মীনিন, হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا হতে বর্ণিত, এক রাতে **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জাগ্রত হলেন এবং ইরশাদ করলেন: سُبۡحٰنَ اللّٰہِ! এই রাতে কিরূপ ফিতনা এবং ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে। (বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, ১/৩৮৩, হাদীস নং- ১১২৬) জানা গেলো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ভবিষ্যতে সংগঠিত হওয়া ফিতনাকে নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করছেন।

৪.... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ, হযরত সায়্যিদুনা জাফর এবং হযরত সায়্যিদুনা ইবনে রাওয়াহা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمۡ এর শাহাদাতের সংবাদ লোকদেরকে এভাবেই দিলেন, যেনো মূতা যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে অনেক দূরে, সেখানে যা কিছু হচ্ছে তা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফ হতে দেখছেন।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৩/৯৬, হাদীস নং ৪০৪২)

৫.... উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মায়মুনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا হতে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক রাতে আমার নিকট তাশরীফরত ছিলেন, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অভ্যাস অনুযায়ী তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য উঠলেন এবং অযু করার জায়গায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, আমি শুনলাম যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তিনবার ইরশাদ করলেন যে, আমি তোমার নিকট পৌঁছেছি এবং তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে। যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অযু করে বাইরে তাশরীফ আনলেন, তখন আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি শুনেছি যে, **আপনি** তিন বার لَبَّیۡکَ এবং তিন বার نُصِرۡتَ বললেন, যেনো **আপনি** কারো সাথে কথা বলছেন, **আপনার** সাথে কি কেউ ছিলো? তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "রাজিয" আমার নিকট প্রার্থনা করছিলো। (আল মু'জামুস সগীর, ২য় অংশ, ৭৩ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা রাজিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ মক্কা মুকাররমায় এবং **হুয রে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনা মুনাওয়ারায় ছিলেন।

www.dawateislami.net

মুস্তফার নূরানিয়্যত ও বশরিয়্যত

প্রশ্ন: এটা কি সম্ভব, কেউ নূরও এবং মানুষও?

উত্তর: জি হ্যাঁ! এটা অবশ্যই সম্ভব, কেননা নূর ও মানব দু'টি পরস্পর বিপরীত নয়। হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام নূরের সৃষ্টি হওয়ার পরও হযরত সায়্যিদাতুনা মরিয়ম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর নিকট মানুষের আকৃতি ধারণ করে আসতেন। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَیْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا ﴿۱۷﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারপর তার প্রতি আমি আপন রূহানী প্রেরণ করেছি, সে তার সামনে একজন সুস্থ মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

প্রশ্ন: নূর ও মানব হওয়ার ভিত্তিতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কি?

উত্তর: নূর ও মানব হওয়ার ভিত্তিতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা এটা যে, আমাদের **আক্বা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরও এবং মানবও। অর্থাৎ আসল স্বত্বার দিক দিয়ে নূর এবং আকৃতির দিক দিয়ে অতুলনীয় মানব।

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূর হওয়া কি কোরআনে পাক দ্বারা প্রমানিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূর হওয়া কোরআনে পাক দ্বারা প্রমানিত। যেমনটি ৬ষ্ঠ পারা, সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۵﴾

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে আগমন করেছে এক নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব।

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে: অর্থাৎ নূরে আযীম (মহান নূর) এবং ঐ নূরের নূর হচ্ছেন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী, ৬ পারা, সূরা মায়েদা, ১৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৬ষ্ঠ অংশ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) আর

www.dawateislami.net

ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, উলামারা বলেন: এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭০৭)

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি নিজে নূর হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং উল্লেখ করেছেন?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে নূর হওয়া সম্পর্কে স্বয়ং ইরশাদও করেছেন। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পিতা-মাতা আপনার (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রতি উৎসর্গিত! আমাকে বলুন যে, **আল্লাহ তায়ালা** সর্বপ্রথম কোন জিনিস বানিয়েছেন? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে জাবির! নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবীর নূর আপন নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। (আল জুযউল মাফকুদ মিনাল জুযউল আওয়াল মিনাল মুসান্নিফ, কিতাবুল ঈমান, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৬৫৮। মাওয়ায়িহিবু লিদুনিয়া, ১/৩৬)

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (বশরীয়ত) মানব হওয়াকে অস্বীকার করা কেমন?

উত্তর: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর (বশরীয়ত) মানব হওয়াকে একেবারেই অস্বীকার করা কুফরী। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৩৫৮) বরং এতে সন্দেহ করাও কুফরী, কেননা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বশরীয়ত (মানব) হওয়াটা কোরআন করীমের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। তবে হ্যাঁ! আমাদের মতো মানব বলবেন না, খাইরুল বশর (মহামানব), সায়্যিদুল বশর (শ্রেষ্ঠ মানব) বলুন। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২২৪ পৃষ্ঠা) কেননা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মানুষই ছিলেন। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি আপনার পূর্বে যতো রাসূল প্রেরণ করেছি সবাই পুরুষ ছিলো।

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমাদের মতো মানুষ বলা কেমন?

www.dawateislami.net

উত্তর: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমাদের মতো মানুষ বলা ঈমানদারদের পন্থা নয়, কেননা ইচ্ছাকৃত ভাবে অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে এরূপ বলা অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে নিঃসন্দেহে কুফরী। নিশ্চয় **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানবও কিন্তু **তাঁর** মানব হওয়া সাধারণ মানুষের মতো নয়, অতএব **তাঁর** মানব হওয়াকে সাধারণ মানুষের মতো বলা মুসলমানের মতবাদ নয় বরং কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে একে কাফিরদের পদ্ধতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কেননা তারা তাদের নবীকে তাদের মতো মনে করতো। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ

(পারা ১৮, সূরা মু'মিনুন, আয়াত ২৩, ২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি, সুতরাং সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! **আল্লাহ**র ইবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন খোদা নেই, তবে কি তোমাদের ভয় নেই? অতঃপর তার সম্প্রদায়ের যে সব সরদার কুফর করেছে, তারা বললো, এতো নয়, কিন্তু তোমাদের মতো মানুষ।

জানা গেলো, নবীর শানে আঘাত করার জন্য মানুষ মানুষ বলে বেড়ানো দুষ্ট কাফিরদের পদ্ধীত এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষ তো বটে কিন্তু আমাদের মতো নয় বরং মহা মানব।

www.dawateislami.net

এক নযরে দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাম্মদ নামের সংখ্যার সাথে সম্পর্ক রেখে একত্ববাদ ও রিসালতের আক্বীদা সম্পর্কে নিম্ন বর্ণিত ৯২টি প্রশ্নোত্তর জেনে নিন।

(১) ঈমান কাকে বলে?

(২) কুফরের অর্থ কি?

(৩) দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কাকে বলে?

(৪) দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকারকারীর হুকুম কি?

(৫) আহলে সুন্নাত অত্যাবশ্যকীয় বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(৬) আহলে সুন্নাত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলীকে অস্বীকারকারীর হুকুম কি?

(৭) শিরক এর অর্থ কি?

(৮) ওয়াজিবুল উযুদ (যারা অস্থিত্ব বিদ্যমান) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(৯) নিফাকের সংজ্ঞা কি?

(১০) মুরতাদ কাকে বলে?

(১১) "প্রত্যেক কিছুর স্রষ্টা **আল্লাহ তায়ালা**" এটা বলা কি সঠিক?

(১২) একত্ববাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(১৩) **আল্লাহ তায়ালা**র সত্ত্বার সাথে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(১৪) **আল্লাহ তায়ালা**র গুণাবলীর সাথে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(১৫) **আল্লাহ তায়ালা**র আসমা-উল-হুসনা অর্থাৎ নাম সমূহের সাথে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(১৬) **আল্লাহ তায়ালা**র কাজের সাথে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(১৭) **আল্লাহ তায়ালা**র বিধানাবলীর সাথে শিরক দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(১৮) কোরআন কারীমে কতজন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ রয়েছে?

(১৯) আপনি কি বলতে পারবেন যে, কোন নবী বা রাসূলের নাম কোরআন কারীমে কতবার এসেছে?

(২০) **আল্লাহ তায়ালা** পয়গম্বর এবং রাসূলদেরকে দুনিয়ায় কেন প্রেরণ করেছেন?

www.dawateislami.net

(২১) পয়গম্বরা কি **আল্লাহ তায়ালা**র সকল বিধি-বিধান মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন?

(২২) যদি কেউ এরূপ বলে যে, কোন নবী বা রাসূল **আল্লাহ তায়ালা**র সকল বিধি-বিধান মানুষের নিকট পৌঁছাননি, তবে তাকে কি বলা হবে?

(২৩) রাসূলগণের নিকট কি আপন রিসালাতের পক্ষে কোন প্রমাণ থাকে?

(২৪) মুজিযা কি?

(২৫) আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام মুজিযার আলোচনা কি কোরআন মজীদেও রয়েছে?

(২৬) নবী এবং রাসূলের সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কি?

(২৭) কোন নবী ও রাসূল হতে কি কোন গুনাহ হওয়া সম্ভব?

(২৮) নবী এবং রাসূলগণ ব্যতিত কি কেউ গুনাহ হতে মুক্ত?

(২৯) অনেকে অলী এবং ইমামকেও নিষ্পাপ মনে করেন, এটা কি সঠিক?

(৩০) আম্বিয়ায়ে কেরামরা عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কি ফিরিশতাদের চেয়েও উত্তম?

(৩১) কোন অলী মর্যাদার দিক দিয়ে কি কোন নবীর সমান হতে পারে?

(৩২) সকল নবী কি মর্যাদার দিক দিয়ে পরস্পর সমান?

(৩৩) মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম পাঁচজন নবীর নাম মুবারক বলুন?

(৩৪) আম্বিয়ায়েয় কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام পবিত্র জীবন সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কি?

(৩৫) জীবিত থাকার আক্বীদা কি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত?

(৩৬) কোরআন মজীদে শুধুমাত্র কয়েকজন মু'মিন নর-নারী এবং শুহাদায়ে এযামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জীবিত থাকাটা প্রমাণিত, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর জীবন কিভাবে প্রমাণিত হবে?

(৩৭) জীবিত থাকার আক্বীদা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

(৩৮) আম্বিয়ায়ে কিরামরা عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে?

(৩৯) আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং শুহাদায়ে এযামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জীবনের মধ্যে পার্থক্য কি?

(৪০) কোন নবী কি এখনো যাহেরী (প্রকাশ্য) হায়াত অবস্থায় জীবিত আছেন?

www.dawateislami.net

(৪১) **আল্লাহ তায়ালা**র নবীগণ কি অদৃশ্যের বিষয়ও জানেন?

(৪২) **আল্লাহ তায়ালা**র অদৃশ্যের জ্ঞান ও নবী রাসূলগণের অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি?

(৪৩) যদি কোন ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত অন্য কারো সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখে যে, তার **আল্লাহ তায়ালা**র দান ব্যতিত অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জিত, তবে তাকে কি বলবো?

(৪৪) যে ব্যক্তি নবী এবং রাসূল বিশেষ করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অদৃশ্যের জ্ঞানকে একেবারেই মানে না, তাকে কি বলবো?

(৪৫) **আল্লাহ তায়ালা** কতটি সহীফা এবং আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন?

(৪৬) চারটি প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে?

(৪৭) যদি কেউ এই সহীফা বা কিতাব সমূহ হতে কোন একটিকে না মানে, তবে তার উপর কি হুকুম প্রযোজ্য হবে?

(৪৮) **আল্লাহ তায়ালা** যতগুলো সহীফা ও কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর উপর কি ঈমান আনা আবশ্যক?

(৪৯) আমাদের উপর কি সকল আসমানী কিতাব ও সহীফা সমূহে অবতীর্ণ বিধি-বিধানের উপর আমল করা আবশ্যক?

(৫০) কোরআন মজীদে কি হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব?

(৫১) যদি কেউ কোরআন মজীদে কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করার দাবী করে, তবে তাকে কি বলবো?

(৫২) কোরআন মজীদে মোট কতটি পারা ও সূরা রয়েছে?

(৫৩) কোরআনে পাকের কোন আয়াত সর্ব প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে?

(৫৪) কোরআন পাকের কোন আয়াত সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে?

(৫৫) কোরআনে পাক হিফয করা সম্পর্কে শরয়ী হুকুম কি?

(৫৬) কম সময়ে হিফযকারী কিছু বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن নাম বলুন এবং এটাও বলুন যে, তাঁরা কতদিনে হিফয করেছেন?

www.dawateislami.net

(৫৭) সাতজন প্রসিদ্ধ কুররা (যারা কোরআনের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবগত) সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নাম বলুন?

(৫৮) সাত কিরাতের ইমামদের নাম বলুন?

(৫৯) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ এর প্রস্তুতকৃত কপি (অর্থাৎ কোরআনে পাক) এর সংখ্যা কত ছিলো?

(৬০) খতমে নবুয়ত (নবুয়তের সমাপ্তি) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(৬১) যে ব্যক্তি নবুয়তের সমাপ্তিকে অস্বীকার করে, তার সম্পর্কে শরয়ী হুকুম কি?

(৬২) হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর দ্বিতীয়বার আগমনে কি খতমে নবুয়তের আক্বীদায় কোনরূপ পার্থক্য সংঘটিত হতে পারে?

(৬৩) খতমে নবুয়তের আক্বীদা কি কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

(৬৪) মে'রাজ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(৬৫) মে'রাজ শরীফ কখন হয়েছে?

(৬৬) মে'রাজ শরীফের আলোচনা কোরআন করীমের কোন সূরায় রয়েছে?

(৬৭) মে'রাজ রজনীতে কোন আসমানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাত কোন নবীর عَلَيۡهِمُ السَّلَام সাথে হয়েছে?

(৬৮) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসমানি সফরকে অস্বীকারকারীর জন্য হুকুম কি?

(৬৯) মে'রাজ রজনীতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাসে কোন নামাযের ইমামতি করেছেন?

(৭০) শাফায়াত (সুপারিশ) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(৭১) কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুপারিশ কে করবেন?

(৭২) মকামে মাহমুদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(৭৩) **لِوَاءُالۡحَمۡد** কি এবং কিয়ামতের দিন তা কার নিকট থাকবে?

(৭৪) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আমাদের কিরূপ ভালবাসা হওয়া চাই?

(৭৫) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার দাবী কি?

(৭৬) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও শ্রদ্ধার শরয়ী মর্যাদা কি?

www.dawateislami.net

(৭৭) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান ও শ্রদ্ধা আমাদের থেকে কি দাবী করে?

(৭৮) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা কি আমাদের উপর ফরয?

(৭৯) **আল্লাহ তায়ালা** কি সমস্ত পৃথিবীতে কাউকে কি বন্টনের ক্ষমতা দিয়েছেন?

(৮০) হাযির ও নাযির দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

(৮১) **আল্লাহ তায়ালাকে** হাযির নাযির বলা কেমন?

(৮২) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি হাযির ও নাযির?

(৮৩) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মানবীয় শরীরসহ প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান?

(৮৪) হাযির ও নাযিরের আক্বীদা কি কোরআন পাক দ্বারা প্রমাণিত?

(৮৫) হাযির ও নাযিরের আক্বীদা কি হাদীসে মুবারাকা দ্বারা প্রমাণিত?

(৮৬) এটা কি সম্ভব যে, কেউ নূরও আবার মানুষও?

(৮৭) নূর ও বশর হওয়ার ভিত্তিতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কি?

(৮৮) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর হওয়া কি কোরআন পাক দ্বারা প্রমাণিত?

(৮৯) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে নূর হওয়ার আলোচনা কি নিজেই করেছেন?

(৯০) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বশরীয়ত (মানুষ হওয়াকে) অস্বীকার করা কেমন?

(৯১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমাদের মতো মানুষ বলা কেমন?

www.dawateislami.net

তৃতীয় অধ্যায়

মুস্তফার জীবনি

এই অধ্যায়ে আপনারা পাবেন

মুস্তফার বংশ, **মুস্তফা**র সৌন্দর্য্য এবং এই সৌন্দর্য্যে প্রাণ উৎসর্গকারী **আল্লাহ** ও **মুস্তফা**র প্রিয়দের সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর সম্বলিত সংক্ষিপ্ত মৌলিক বিষয়

www.dawateislami.net

মুস্তফার বংশ

বাপ-দাদা

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক আরবের কোন বংশের সাথে ছিলো?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক আরবের প্রসিদ্ধ ও পরিচিত এবং সম্মানিত ও বিখ্যাত কুরাইশ বংশের সাথে ছিলো?

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন নবীর বংশধর ছিলেন?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** খলিল হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর বংশধর ছিলেন।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **আল্লাহ তায়ালার** খলিল হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মধ্যখানে কতজন মাধ্যম আছে?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **আল্লাহ তায়ালার** খলিল হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মধ্যখানে ২২ জন মাধ্যম ছিলো।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংক্ষিপ্ত পবিত্র বংশ পরিচিতি বলুন।

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংক্ষিপ্ত পবিত্র বংশ পরিচিতি হলো: সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মানাফ বিন কুছাই বিন কিলাব বিন মুররাহ।

(বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, ২/৫৭৩)

চাচা

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কতজন চাচা ছিলেন?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ১২ জন চাচা ছিলেন।

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সব চাচা কি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো?

উত্তর: জি না! **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সব চাচা মুসলমান ছিলো না বরং শুধু দু'জন চাচা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এবং হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ মুসলমান হয়ে ছিলো।

www.dawateislami.net

সম্মানিতা সহধর্মীনি

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা সহধর্মীনি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُنَّ এর সংখ্যা কতো ছিলো?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সম্মানিতা সহধর্মীনি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُنَّ এর সংখ্যা ছিলো ১১ জন এবং তাঁদেরকে "উম্মাহাতুল মু'মিনিন" অর্থাৎ মু'মিনদের মা বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: উম্মাহাতুল মু'মিনিন رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُنَّ এর নাম মুবারক বলুন।

উত্তর: উম্মাহাতুল মু'মিনিন رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُنَّ এর পবিত্র নাম হলো:

১. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
২. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা সাওদা বিনতে যাময়াহ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
৩. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা বিনতে আবু বকর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
৪. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা হাফসা বিনতে ওমর ফারুক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
৫. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
৬. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
৭. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নাব বিনতে জাহস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
৮. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নাব বিনতে খুযাইমা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
৯. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা বিনতে হিলালিয়া رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
১০. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা জুওয়ায়রিয়া বিনতে হারিস খুযাইয়্যা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا
১১. উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা ছফিয়া বিনতে মুহাইয়া বিন আখতাব رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهَا

(মাওয়াহিবে লাদুনিয়্যা, ১/৪০১)

শাহজাদা

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা কতোজন ছিলো? তাঁদের নাম বলুন।

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনজন শাহজাদা ছিলেন, তাঁদের পবিত্র নাম মুবারক হলো:

১.. হযরত সায়্যিদুনা কাসিম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنۡهُ

www.dawateislami.net

২.. হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ

৩.. হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, তাঁর উপাধি ছিলো তৈয়্যব ও তাহের। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়্যা, ১/৩৯১)

শাহজাদী

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদীর সংখ্যা কতোজন ছিলেন এবং তাঁদের নাম কি ছিলো?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চারজন শাহজাদী ছিলেন এবং তাঁদের পবিত্র নাম মুবারক হলো:

১.. হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا

২.. হযরত সায়্যিদাতুনা রুকাইয়্যা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا

৩.. হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا

৪.. হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا (মাওয়াহিবে লাদুনিয়্যা, ১/৩৯১)

মুস্তফার সৌন্দর্য্য

নূরানী চেহারা

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা কিরূপ ছিলো?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহেরা, **আল্লাহ তায়ালার** সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব, খুবই সুন্দর, মাংসল এবং গোলাকার ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন সামুরাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, আমি **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে একবার চাঁদনী রাতে দেখেছি, আমি একবার চাঁদের দিকে তাকাই আর একবার **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে তাকাই, তখন আমি **তাঁর** চেহারা মুবারক চাঁদের চাইতে বেশি সুন্দর দেখেছি। (শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি হযরত ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام হতেও অধিক সুন্দর ছিলেন?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর চেয়েও অধিক সুন্দর ছিলেন, যেমনটি বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام সমস্ত নবী ও রাসূল বরং সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন, কিন্তু **আমাদের আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ তায়ালা** যে সৌন্দর্য্য দান করেছেন তা আর অন্য কাউকে দান করেননি। তাছাড়া হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلَيۡهِ السَّلَام এর এই সৌন্দর্য্যের একটি অংশ অর্জিত হয়েছিলো, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমস্ত সৌন্দর্য্য দান করেছেন। (খাসায়িসে কুবরা, ২/৩০৯)

হুসনে হে বে মিসল ছুরত লা জাওয়াব
মে ফিদা, তুম আ'প হো আপনা জাওয়াব

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা সম্পর্কে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর দু'টি নাতের কোন পঙক্তি শোনান।

উত্তর: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্দর নূরানী চেহেরা সম্পর্কে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কতই সুন্দরই না বলেছেন:

১... চাঁন্দ সে মুহ পে তা'বাঁ দরাখশাঁ দরূদ
নমক আগেয়ীঁ ছাবা'হাত পে লাখো সালাম

কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ:

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
চাঁন্দ সে	চাঁদের ন্যায়	তা'বাঁ	উজ্জল	দরাখশাঁ	আলোকিত
নমক আগেয়ীঁ	সৌন্দর্য্য পূর্ণ	ছাবা'হাত	শোভা		

পঙতির ভাবার্থ: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর নূরানি চেহারার প্রতি নূর সমৃদ্ধ দরূদ ও রহমত বর্ষন হোক, **তাঁর** অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের প্রতি লাখো সালাম।

১.. জিস সে তা'রীখ দিল জগমগানে লাগে
উস চমক ওয়ালি রঙ্গত পে লাখো সালাম

www.dawateislami.net

নূরানি চোখ

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চক্ষু মুবারক কেমন ছিলো?

উত্তর: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চক্ষু মুবারক বড় বড় এবং কুদরতী ভাবে সুরমা লাগানো ছিলো অর্থাৎ সুরমা ছাড়াই মনে হতো যে, সুরমা লাগিয়েছে। চোখের পলক ঘন এবং বিস্তৃত ছিলো। চোখের মনি ঘন কালো এবং চোখ সাদা অংশ ধবধবে সাদা ছিলো, যাতে চিকন চিকন লালচে রেখা ছিলো।

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চোখের দৃষ্টিশক্তি কিরূপ ছিলো?

উত্তর: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চোখের দৃষ্টিশক্তিতে মু'জিযাময় শান ছিলো, **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই সময়ে সামনে-পেছনে, ডানে-বামে, উপরে-নিচে, দিনে-রাতে, অন্ধকারে-আলোতে একই রকম দেখতে পেতেন।

(খাচায়িসে কুবরা, ১/১০৪)

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চোখের মহত্ব সম্পর্কে কিছু পঙতি শোনান?

উত্তর: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চোখের মহত্ব সম্পর্কে আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

জিস তরফ উঠ গেয়ী দম মে দম আ'গেয়া
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখো সালাম
কিস কো দেখা ইয়ে মূসা সে পুঁছে কোয়ী
আঁকোঁ ওয়ালোঁ কি হিম্মত পে লাখো সালাম
সর আরশে পে হে তেরী গুযর দিলে ফরশ পে তেরী নযর
মালকুত ওয়া মুলক মে কোয়ী শে' নেহী ওহ জু তুজ পে ইয়াঁ নেহী

www.dawateislami.net

কান মুবারক

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান মুবারক সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই কান মুবারক পরিপূর্ণ ছিলো।

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণশক্তি কেমন ছিলো?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণশক্তিতে মু'জিযাময় শান ছিলো, কেননা **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দূরের ও কাছের আওয়াজ একইভাবে শুনতেন। যেমনটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করতেন: اِنِّیْ اَرٰی مَالَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুননা।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৪৬৪, হাদীস নং- ৪১৯০)

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শ্রবণশক্তি সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শ্রবণশক্তি সম্পর্কে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

দূর ও নযদিক কে সুননে ওয়ালে ওহ কান
কানে লা'লে কারামত পে লাখো সালাম

কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ:

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
(প্রথম) কান	যা দ্বারা শুনা হয়	(দ্বিতীয়) কান	খনি, যা থেকে হীরা জহরত বের হয়	লা'ল	হীরা, জহরত

পঙতির ভাবার্থ: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান মুবারক আসলেই সম্মানের মুক্তা এবং মর্যাদা ও মহত্বের হীরা, জহরতের খনি (ভান্ডার) এবং তা দূরের ও কাছের আওয়াজ একইভাবে শোনেন। এরূপ মুবারক কানের শ্রবণশক্তির প্রতি লাখো সালাম।

ভ্রু মুবারক

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রু কেমন ছিলো?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রু বিস্তৃত ও চিকন এবং ঘন ছিলো আর উভয় ভ্রু এমনভাবে সম্পৃক্ত ছিলো যে, দূর থেকে মিলানো মনে হতো এবং

www.dawateislami.net

এই উভয় ভ্রুর মধ্যখানে একটি রগ ছিলো, যা রাগান্বিত অবস্থায় প্রকাশিত হতো। (শামাইলে মুহাম্মদীয়া, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭)

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রু সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

উত্তর: আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه ভ্রু মুবারকের প্রশংসায় বলেন:

জিন কে সিজদে কো মেহরাবে কাবা ঝুঁকি
উন ভুয়োঁ কি লাতাফত পে লাখো সালাম

নাসিকা মুবারক

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাসিকা (নাক মুবারক) কেমন ছিলো?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় নাক খুব সুন্দর বিস্তৃত এবং উচ্চ ছিলো, যার উপর একটি নূর চমকাতো। যে ব্যক্তি ভালোভাবে দেখতো না, সে মনে করতো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাক মুবারক অনেক উচুঁ। অথচ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাক মুবারক অনেক বেশি উঁচু ছিলো না বরং উঁচু সেই নূরের কারণেই মনে হতো, যা **তাঁর** পবিত্র নাকের উপর বিচ্যুরিত হতো। (শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭)

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাক মুবারক সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

উত্তর: আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه নাক মুবারকের প্রশংসায় বলেন:

নি'ছি আঁখোঁ কি শরম ও হায়া পর দরূদ
উঁছি বী'ণি কি রিফ'আত পে লাখো সালাম

ললাট মুবারক

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ললাট অর্থাৎ কপাল মুবারক কেমন ছিলো?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপাল মুবারক প্রশস্থ এবং বিস্তৃত ছিলো আর অলৌকিক ভাবে **তাঁর** কপাল মুবারকে একটি নূর জলমল করতো।

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপাল মুবারক সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

www.dawateislami.net

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে রাসূলের প্রশংসাকারী শায়ের হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন সাবিত رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ঐ সুন্দর নূরানী দৃশ্য দেখে এরূপ বললেন:

مَتٰى يَبْدُ فِي الدَّاجِي الْبَهِيْمِ جَبِيْنُهٗ ! يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ

অর্থাৎ যখন রাতের অন্ধকারে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ললাট প্রকাশিত হতো তখন এমনভাবে ঝলমল করতো যেভাবে রাতের অন্ধকারে আলোকিত প্রদীপ ঝলমল করতো।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতই সুন্দর বলেছেন:

জিস কে মা'থে শাফায়াত কা সেহ্‌রা রাহা
উস জবীনে সাআদাত পে লাখো সালাম

মুখ মুবারক

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মুবারক সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গাল নরম ও পাতলা এবং মসৃণ ছিলো এবং মুখ প্রশস্ত, দাঁত বিস্তৃত ও উজ্জ্বল ছিলো। যখন **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা বলতেন তখন **তাঁর** সামনের উভয় দাঁতের মাঝখান থেকে একটি নূর বের হতো এবং যখন কখনো অন্ধকারে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসকি হাসতেন তখন দাঁত মুবারকের আলোয় আলোকিত হয়ে যেতো।

(সিরাতে মুস্তফা, ৫৭৪ পৃষ্ঠা। শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ২১-২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭, ১৪)

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মুবারক সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

উত্তর: আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুখ মুবারকের প্রশংসায় বলেন:

ওহ দাহান জিস কি হার বাত ওহীয়ে খোদা
চশমায়ে ইলম ও হিকমত পে লাখো সালাম

www.dawateislami.net

মুস্তফার প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর: পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, শিশুদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এবং মহিলাদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা খাদীজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম কোন সাহাবী রক্ত প্রবাহিত করেন?

উত্তর: ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রক্ত প্রবাহিত করেন।

প্রশ্ন: ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জেহেলকে কে হত্যা করেছিলো?

উত্তর: ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জেহেলকে হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায এবং সায়্যিদুনা মুয়াওয়িয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا হত্যা করেছিলো।

প্রশ্ন: আমীনুল উম্মত (উম্মতের আমিন) কোন সাহাবীর উপাধি?

উত্তর: আমীনুল উম্মত হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদা বিন জররাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপাধি।

প্রশ্ন: মুয়াল্লিমুল উম্মত (উম্মতের শিক্ষক) কোন সাহাবীর উপাধি?

উত্তর: মুয়াল্লিমুল উম্মত হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপাধি।

প্রশ্ন: শায়খাইন দ্বারা কোন সাহাবায়ে কিরাম উদ্দেশ্য?

উত্তর: শায়খাইন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আমীরুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক এবং আমীরুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا ।

প্রশ্ন: মেজবানে রাসূল কোন সাহাবীকে বলে?

উত্তর: মেজবানে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বলে।

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসুস্থতার সময় কোন সাহাবী ফরয নামাযের ইমামতি করেছিলেন?

www.dawateislami.net

উত্তর: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসুস্থতার সময় আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ফরয নামাযের ইমামতি করেছিলেন।

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাহেরী ওফাতের পর কোন কোন সাহাবী **তাঁকে** গোসল দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাহেরী ওফাতের পর যে সমস্ত সাহাবীরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গোসল দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদের নাম হলো:

১.. আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

২.. হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৩.. হযরত সায়্যিদুনা ফযল ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৪.. হযরত সায়্যিদুনা কাসিম ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৫.. হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৬.. হযরত সায়্যিদুনা উসামা ইবনে যায়েদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৭.. হযরত সায়্যিদুনা সালেহ হাবশী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর মুবারক কোন সাহাবী তৈরী করেছেন?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কবর মুবারক হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা আনসারী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তৈরি করেছিলেন।

প্রশ্ন: ঐসকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নাম বলুন, যাঁরা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূরানী কবরে নামানোর মর্যাদা পেয়েছেন?

উত্তর: যে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূরানী কবরে নামানোর মর্যাদা পেয়েছেন, তাঁদের নাম হলো:

১.. আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم

২.. হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৩.. হযরত সায়্যিদুনা ফযল ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৪.. হযরত সায়্যিদুনা কাসিম ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ

www.dawateislami.net

আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয়তম

প্রশ্ন: বেলায়ত কাকে বলে?

উত্তর: বেলায়ত একটি বিশেষ নৈকট্য, যা **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** নেক বান্দাদেরকে শুধুমাত্র আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় প্রদান করে থাকেন।

প্রশ্ন: বেলায়ত কি মুর্খরা পেতে পারে?

উত্তর: জি না! বেলায়ত মূর্খরা পেতে পারেনা বরং এরজন্য জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন: জ্ঞানার্জন দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: জ্ঞানার্জন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, প্রকাশ্যেভাবে জ্ঞানার্জন করা বা বেলায়তের মর্যাদায় পৌছার পূর্বেই **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি জ্ঞানকে প্রকাশ করে দেন।

প্রশ্ন: সবচেয়ে উত্তম আউলিয়ায়ে কিরাম কার উম্মত।

উত্তর: সবচেয়ে উত্তম আউলিয়ায়ে কিরাম **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত।

প্রশ্ন: কোন অলী কি কোন সাহাবী থেকেও উত্তম?

উত্তর: জি না! কোন অলী যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, কোন সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। (বাহারে শরীয়ত, ইমামতের বর্ণনা, ১/২৫৩)

প্রশ্ন: তরীকত কি শরীয়তের বিপরীত?

উত্তর: জি না? তরীকত শরীয়তেরই বাতেনী অংশ। (বাহারে শরীয়ত, বেলায়াতের বর্ণনা, ১/২৬৪)

প্রশ্ন: কোন অলী কি শরীয়তের বিধান পালন করা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে?

উত্তর: জি না! শরীয়তের বিধান পালন করা থেকে কোন অলী যতই মহান হোক না কেন পরিত্রাণ পেতে পারে না। (বাহারে শরীয়ত, বেলায়তের বর্ণনা, ১/২৬৬)

প্রশ্ন: আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং শুহাদায়ে এজামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মতো কি আউলিয়ায়ে কিরামরাও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ওফাতের পর জীবিত থাকে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং শুহাদায়ে এজামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মতো আউলিয়ায়ে কিরামরাও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ওফাতের পর জীবিত থাকেন। যেমনটি,

www.dawateislami.net

❀... আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২৯তম খন্ডের ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন: আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ওফাতের পর জীবিত থাকেন, কিন্তু নবীদের মতো নয় (অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মতো জীবিত নয়, কেননা) আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام জীবন "রূহানী, শারীরিক, দুনিয়াবী" হয়, (আর তা) একেবারেই সেভাবে জীবিত থাকেন, যেভাবে দুনিয়ায় ছিলেন এবং আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জীবন তাঁদের চেয়ে কম আর শুহাদায়ে এজামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চেয়ে বেশি, যাঁদের ব্যাপারে কোরআনে মজীদে ইরশাদ হয়েছে: এদের (শহীদদের) মৃত বলোনা, তাঁরা জীবিত।

(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৯/৫৪৫)

❀... হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালার** অলী এই নশ্বর (অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া পৃথিবী) থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে স্থানান্তর (Transfer) হয়ে থাকে, তাঁরা আপন **পরওয়ারদিগারের** নিকট জীবিত, তাঁদেরকে রিযিক দেয়া হয় এবং খুশি ও আনন্দে রয়েছেন কিন্তু মানুষের সেই ব্যাপারে অনুভুতি নেই।

(আশইয়াতুল লুময়াত, ৩/৪২৩)

❀... হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: لَافَرْقَ لَهُمْ فِى الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوْلِيَآءُ اللهِ لَا يَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنْ يَّنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামের উভয় অবস্থার (অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু) মধ্যে বাস্তবে কোন পার্থক্য নেই, তাই বলা হয়েছে যে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করেন না বরং এক ঘর থেকে অপর ঘরে গমন করে থাকেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/৪৫৯)

আউলিয়া হে কওন কেহতা মর গেয়ে ফানি ঘর সে নিকলে বাকী ঘর গেয়ে

প্রশ্ন: **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কারো (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে ওফাতের পর) থেকে সাহায্য চাওয়া কি জায়িয?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কারো (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে ওফাতের পর) থেকে সাহায্য চাওয়া জায়িয। যেমনটি শায়খুল ইসলাম

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা শাহাব রামলী আনসারী শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ (ওফাত ১০০৪ হিজরী) এর নিকট ফতোয়া চাওয়া হলো: (ইয়া সায়্যিদি! বলুন:) সাধারণ মানুষ যারা বিপদের সময় যেমন; "হে শায়খ অমুক!" বলে ডেকে থাকে এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজামের নিকট ফরিয়াদ করে থাকে, এর শরীয়তে হুকুম কি? তখন তিনি ফতোয়া দিলেন: নবী ও রাসূলগণ عَلَیۡهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়া, উলামা ও সালেহীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নিকট থেকে তাঁদের ওফাতের পরও সাহায্য চাওয়া জায়িয। (ফতোওয়ায়ে রামলী, ৪/৭৩৩)

প্রশ্ন: আমরা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হানাফী, আমাদের ইমাম, ইমামে আযম আবু হানীফা رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ হতেও কি **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া প্রমাণিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের ইমাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবু হানীফা رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ হতেও **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া প্রমাণিত। যেমনটি তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সাহায্যের আবেদন করে "ক্বসীদায়ে নুমান" এ আরয করেন:

يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرٰى   جُدْ لِيْ بِجُوْدِكَ وَاَرْضِنِيْ بِرِضَاكَ

اِنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ   لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ হে জিন ও মানুষ হতে উত্তম এবং **আল্লাহর** নেয়ামতের ভান্ডার! আমাকে আপনার দয়া ও দাক্ষিণ্য থেকে দান করুন এবং আপনার সন্তুষ্টি দ্বারাও ধন্য করে দিন। আমি আপনার বদন্যতার আশায় রয়েছি, আপনি ছাড়া আবু হানীফার জন্য সৃষ্টির মধ্যে কেউ নেই।

(ক্বসীদায়ে নুমানীয়া মায়াল খাইরাতিল হাসসান, ২০০ পৃষ্ঠা)

মাযারে উপস্থিতি এবং কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারতের শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: মাযারে উপস্থিত হওয়া বা সাধারণ মানুষের কবর যিয়ারতের হুকুম কি?

www.dawateislami.net

উত্তর: মাযারে উপস্থিত হওয়া বা সাধারণ মানুষের কবর যিয়ারত করা জায়িয ও মুস্তাহাব বরং মাসনুন (অর্থাৎ সুন্নাত), **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ যুদ্ধে শহীদদের কবর যিয়ারতের জন্য গমন করতেন। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৭। আল মুসান্নিফ লি আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল জানায়িয, ৩/৩৮১, হাদীস নং- ৬৭৪৫) এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন আর এটাও ইরশাদ করেন যে, তোমরা কবর যিয়ারত করো, তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ এবং আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, ২/২৫২, হাদীস নং- ১৫৭১)

প্রশ্ন: আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে উপস্থিত হওয়াতে কি বরকত অর্জিত হয়?

উত্তর: জি হ্যাঁ! আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার যিয়ারতে হাজারো বরকত ও সৌভাগ্যের মাধ্যম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/২৮২)

কবর যিয়ারতের মুস্তাহাব পদ্ধতি

প্রশ্ন: কবর যিয়ারতের মুস্তাহাব পদ্ধতি কিরূপ?

উত্তর: যখন কোন কবর যিয়ারতে যাবেন তখন নিম্ন লিখিত বিষয়ের উপর আমল করা মুস্তাহাব:

❀.... প্রথমে নিজের বাড়িতে (মাকরূহ সময় ব্যতীত) দুই রাকাত নফল নামায পড়ুন, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়ুন আর এই নামাযের সাওয়াব ঐ কবরবাসীর প্রতি পৌঁছিয়ে দিন, **আল্লাহ তায়ালা** ঐ মৃত বান্দার কবরে নূর সৃষ্টি করবেন এবং এই ব্যক্তিকে (সাওয়াব প্রেরণকারীকে) অনেক সাওয়াব দান করবেন।

(আলমগীরি, কিতাবুল কারাহিয়া, ৫/৩৫০)

❀.... কবরস্থানে যাওয়ার সময় রাস্তায় অযথা কথাবার্তায় লিপ্ত হবেন না।

❀.... যখন কবরস্থানে পৌঁছবেন তখন পায়ের দিকে গিয়ে এভাবে দাঁড়াবেন যে, ক্বিবলার দিকে পিঠ হবে এবং মৃত ব্যক্তির চেহেরার দিকে মুখ। মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে আসবেন না, কেননা তা মৃত ব্যক্তির কষ্টের কারণ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হয় যে, কে এসেছে।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৯)

❀.... এরপর এরূপ বলুন:

www.dawateislami.net

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

(তিরমিযী, কিতাবুল জানায়িয, ২/৩২৯, হাদীস নং- ১০৫৫)

অনুবাদঃ হে কবরবাসী তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে এসেছ, আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী।

❀.... অথবা এভাবে বলুনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

(বাহারে শরীয়ত, কিতাবুল জানায়িয, যিয়ারাতে কুবুর, ১/৮৪৯)

অনুবাদঃ হে মুসলমান জাতির পরিবারেরা তোমাদের সালাম! তোমরা আমাদের পূর্বে গেছো আর আমরা তোমাদের পরে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

❀.... এবং সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা যিলযাল ও সূরা তাকাছুর পড়ুন। সূরা মুলক এবং অন্যান্য সূরাও পড়তে পারেন আর এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তির প্রতি পৌঁছিয়ে দিন।

❀.... যদি বসতে চান তবে এতোটুকু দূরত্বে বসুন, যতোটুকু জীবিত অবস্থায় বসতেন। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৯)

কবর যিয়ারতের জন্য দিন বা সময় নির্ধারন করা

প্রশ্নঃ কবর যিয়ারতের জন্য কি কোন বিশেষ দিন বা সময় নির্ধারিত আছে?

উত্তরঃ জি না! যিয়ারতের জন্য কোন বিশেষ দিন বা সময় নির্ধারিত নেই, তবে! চার দিন যিয়ারতের জন্য অবশ্য উত্তমঃ সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার।

প্রশ্নঃ যিয়ারতের জন্য সবচেয়ে উত্তম দিন বা সময় কোনটি?

উত্তরঃ যিয়ারতের জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো জুমার দিন। যদি জুমার দিন যাওয়া হয় তবে জুমার নামাযের পূর্বে যাওয়া উত্তম এবং শনিবার সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বৃহস্পতিবার দিনের শুরুর দিকে এবং কিছু উলামায়ে কিরাম বলেন যে, দিনের শেষের দিকে উত্তম। অনুরূপভাবে বরকতময় রাত সমূহে যিয়ারত করা উত্তম। যেমন; শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদি। অনুরূপভাবে দুই ঈদের দিন এবং ১০ই যিলহজ্বেও উত্তম। (হামারা ইসলাম, ৫ম অংশ, ২য় অধ্যায়, ৩৬০)

www.dawateislami.net

এক নযরে তৃতীয় অধ্যায়

আপনারা কি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজরতের পূর্বের ৫৩ বছর জীবনের সাথে সম্পর্কে রেখে তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৩ প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছেন।

১... আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক আরবের কোন বংশের সাথে ছিলো?

২... আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন নবীর বংশধর?

৩... আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **আল্লাহ তায়ালার** খলীল হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর মধ্যখানে কতোজন মাধ্যম রয়েছে?

৪... আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংক্ষিপ্ত পবিত্র বংশ পরিচিতি বলুন?

৫... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়জন চাচা ছিলো?

৬... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সব চাচা কি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো?

৭... আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিতা সহধর্মীনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ এর সংখ্যা কতো ছিলো?

৮... উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُنَّ নাম মুবারক বলুন।

৯... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়জন শাহজাদা ছিলো? তাঁদের নাম বলুন।

১০... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদীর সংখ্যা কতো এবং তাঁদের নাম কি ছিলো?

১১... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা কেমন ছিলো?

১২... আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি হযরত সায়্যিদুনা ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام থেকেও বেশি সুন্দর ছিলেন?

১৩... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার সৌন্দর্য্য সম্পর্কে আলা হযরত عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن এর কোন দু'টি পঙতি শোনান।

১৪... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চক্ষু কেমন ছিলো?

www.dawateislami.net

১৫... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চোখের দৃষ্টিশক্তি কেমন ছিলো?

১৬... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চোখের মহত্ব সম্পর্কে কিছু পঙতি শোনান।

১৭... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কান মুবারক সম্পর্কে কিছু বলুন?

১৮... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রবণশক্তি কেমন ছিলো?

১৯... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শ্রবণশক্তি সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

২০... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রু কেমন ছিলো?

২১... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রু মুবারক সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

২২... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাক মুবারক কেমন ছিলো?

২৩... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাক মুবারক সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

২৪... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ললাট অর্থাৎ কপাল মুবারক কেমন ছিলো?

২৫... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ললাট মুবারক সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

২৬... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মুবারক সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

২৭... সরকার মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মুবারক সম্পর্কে কোন পঙতি শোনান।

২৮... সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন?

২৯... ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম কোন সাহাবী রক্ত প্রবাহিত করেন?

৩০... ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু জেহেলকে কে হত্যা করে?

৩১... আমীনুল উম্মত (উম্মতের আমিন) কোন সাহাবীর উপাধি?

৩২... মুয়াল্লিমুল উম্মত (উম্মতের শিক্ষক) কোন সাহাবীর উপাধি?

৩৩... শায়খাইন দ্বারা কোন সাহাবায়ে কিরাম উদ্দেশ্য?

৩৪... মেজবানে রাসূল কোন সাহাবীকে বলে?

৩৫... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসুস্থতার সময় কোন সাহাবী ফরয নামাযের ইমামতি করেছেন।

www.dawateislami.net

৩৬... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যাহেরী ওফাতের পর কোন কোন সাহাবী **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন?

৩৭... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওজা মুবারক কোন সাহাবী প্রস্তুত করেছিলেন?

৩৮... ঐ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নাম বলুন, যারা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূরানী কবরে নামানোর মর্যাদা লাভ করেছেন?

৩৯... বেলায়ত কাকে বলে?

৪০... বেলায়ত কি মূর্খ ব্যক্তি লাভ করতে পারে?

৪১... জ্ঞানার্জন দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৪২... সবচেয়ে উত্তম আউলিয়ায়ে কিরাম কার উম্মত?

৪৩... কোন অলী কি কোন সাহাবী থেকেও উত্তম?

৪৪... তরীকত কি শরীয়তের বিপরীত?

৪৫... কোন অলী কি শরীয়তের বিধান পালন করা থেকে পরিত্রান পেতে পারে?

৪৬... আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং শুহাদায়ে এজামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মতো আউলিয়ায়ে কেরামরাও رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام কি ওফাতের পর জীবিত?

৪৭... **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ওফাতের পর) নিকট সাহায্য চাওয়া কি জায়িয?

৪৮... আমরা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হানাফী, আমাদের ইমাম, ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হতেও কি **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া প্রমাণিত?

৪৯... মাযারে উপস্থিত হওয়া বা সাধারণ মানুষের কবর যিয়ারতের বিধান কি?

৫০... আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে উপস্থিত হওয়া কি বরকত লাভের উপায়?

৫১... কবর যিয়ারতের মুস্তাহাব পদ্ধতি কি?

৫২... যিয়ারতের জন্য কি কোন বিশেষ দিন বা সময় নির্ধারিত আছে?

৫৩... যিয়ারতের জন্য সবচেয়ে উত্তম দিন বা সময় কোনটি?

www.dawateislami.net

চতুর্থ অধ্যায়

ইবাদত

এই অধ্যায়ে আপনারা পাবেন

পবিত্রতা, নাপাকীর প্রকারভেদ ও বিধানাবলী, গোসল ও তায়াম্মুমের পদ্ধতি ও আদব, আযান, ইকামত, ইমামতি ও ইক্তিদার শর্তসমূহ, তারাবীহ ও বিতিরের নামায আদায়ের পদ্ধতি এবং বিধি-বিধান ও মাসয়ালা, সাহু সিজদা ও তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি ও বিধান, জুমার নামাযের ফযীলত ও বিধান এবং জুমার খুতবা, দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি, জানাযার নামায এবং কাফন দাফন ও তালকীন ইত্যাদির পদ্ধতি ও মাসায়েল, রোযা, যাকাত, সদকায়ে ফিতর, হজ্ব ও কুরবানী সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর সম্বলিত সংক্ষিপ্ত মৌলিক বিষয়

www.dawateislami.net

পবিত্রতা

পবিত্রতার মাসয়ালা

প্রশ্ন: পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাযির শরীর, তার কাপড় এবং ঐ স্থান যেখানে সে নামায পড়বে, তা নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া।

প্রশ্ন: পবিত্রতা কতো প্রকার?

উত্তর: পবিত্রতা দুই প্রকার: ১... ছোট পবিত্রতা ২... বড় পবিত্রতা। ছোট পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওযু এবং বড় পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গোসল।

(বাহারে শরীয়ত, কিতাবুত তাহারাত, ১/২৮২)

নাপাকীর প্রকারভেদ

প্রশ্ন: নাপাকী কতো প্রকার?

উত্তর: নাপাকী দুই প্রকার: ১... অপ্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হুকমীয়া) ২... প্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হাকীকিয়া)।

প্রশ্ন: অপ্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হুকমীয়া) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: অপ্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হুকমীয়া) হলো, যা দেখা যায় না, অর্থাৎ শুধুমাত্র শরীয়তের বিধান অনুসারে তাকে অপবিত্রতা বলে। যেমন; অযু ছাড়া থাকা বা গোসলের প্রয়োজন হওয়া।

প্রশ্ন: অপ্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হুকমীয়া) হতে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর: এই নাপাকী হতে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি হলো: যে অবস্থায় অযু করার প্রয়োজন হয় তখন অযু করে নেয়া এবং যখন গোসল করার প্রয়োজন হবে তখন গোসল করে নেয়া।

প্রশ্ন: প্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হাকীকিয়া) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: প্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হাকীকিয়া) ঐ অপবিত্র বস্তুকে বলে, যা কাপড় বা শরীর ইত্যাদিতে লেগে গেলে, তা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায়। যেমন; পায়খানা, প্রস্রাব ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: প্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হাকীকিয়া) হতে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর: তা থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি হলো: কাপড় বা শরীর ইত্যাদিকে ঐ অপবিত্র বস্তু ধৌত করে পবিত্র করে নিবে। প্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হাকীকিয়া) দুই প্রকার: ১... বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা) ২... ছোট নাপাকী (নাজাসাতে খফীফা)।

বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা)

প্রশ্ন: বড় নাপাকীর (নাজাসাতে গলীজা) বিধান কি?

উত্তর: বড় নাপাকীর (নাজাসাতে গলীজা) বিধান কঠিন আর তা হলো:

✡.... যদি কাপড় বা শরীরে এক দিরহাম (পরিমাণ) থেকে অধিক লেগে যায়, তবে তা পাক করা ফরয। পাক না করলে নামায হবে না।

✡.... যদি দিরহাম (পরিমাণ) এর সমান হয়, তবে তা পাক করা ওয়াজিব। পাক না করে নামায আদায় করলে তা মাকরূহে তাহরীমি হবে অর্থাৎ এই নামায পুনঃরায় আদায় করা ওয়াজিব।

✡.... যদি দিরহাম (পরিমাণ) থেকে কম হয়, তবে পাক করা সুন্নাত। পাক না করে নামায আদায় করলে তা হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নাতের পরিপন্থি, পুনঃরায় আদায় করা উত্তম।

প্রশ্ন: বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা) দিরহাম (পরিমাণ) বা তার চেয়ে কম বা বেশি হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা) দিরহাম (পরিমাণ) বা তার চেয়ে কম বা বেশি হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা) যদি ঘন হয় যেমন; পায়খানা, পশুর মল ইত্যাদি, তবে দিরহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওজনে সাড়ে চার মা'শা (অর্থাৎ ৪.৩৭৪ গ্রাম), অতএব যদি নাপাকী দিরহাম হতে বেশি বা কম হয় তবে তা দ্বারা উদ্দেশ্য ওজনে সাড়ে চার মা'শা থেকে কম বা বেশি হওয়া। আর যদি নাজাসাতে গলীজা পাতলা হয়, যেমন; প্রস্রাব ইত্যাদি, তবে দিরহাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অর্থাৎ হাতের তালুকে প্রশস্থ করে বিছিয়ে রাখবেন এবং এর উপর ধীরে ধীরে এতটুকু পানি

www.dawateislami.net

ঢালবেন, যেনো এর চেয়ে বেশি হলে পানি আটকে থাকবে না, এখন পানি যতটুকু পরিমাণ স্থান দখল করেছে, ততটুকুই দিরহামের পরিমাণ। (বাহারে শরীয়ত, নাজাসাতের বর্ণণা, ১/৩৮৯) কোন কাপড় কিংবা শরীরের কয়েকটি স্থানে বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা) লেগে গেলো এবং কোন স্থানেই দিরহাম সম পরিমান নয়, কিন্তু সব মিলিয়ে দিরহামের সমপরিমাণ হবে, তবে তা দিরহামের সমান ধরা হবে আর বেশি হলে তা বেশি ধরা হবে। ছোট নাপাকীতেও (নাজাসাতে খফীফা) একত্রিত করনের উপরই হুকুম দেয়া হবে। (আল মারজিউস সাবিক, ১/৩৯৩)

প্রশ্ন: কোন কোন বস্তু বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা)?

উত্তর: মানুষের প্রস্রাব, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, মুখ ভর্তি বমি, ব্যাথার কারণে চোখ থেকে বের হওয়া পানি, হারাম চতুষ্পদ প্রাণীর প্রস্রাব-পায়খানা, ঘোড়ার মল এবং প্রত্যেক হালাল পশুর গোবর, ছাগলের বিষ্ঠা, মুরগী এবং হাঁসের বিষ্ঠা, সব ধরনের মদ, শুকরের মাংস, হাড় এবং লোম, টিকটিকি বা গিরগিটির রক্ত এবং চতুষ্পদ প্রাণীর লালা, এসব কিছু বড় নাপাকীর (নাজাসাতে গলীজা) অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া দুধপানকারী শিশুর প্রস্রাব এবং তাদের মুখভর্তি বমিও বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা) এবং সাধারণের মাঝে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, "দুধপানকারী শিশুর প্রস্রাব পাক" এই ধারণাটা ভূল। (আল মারজিউস সাবিক, ১/৩৯০-৩৯১)

ছোট নাপাকী (নাজাসাতে খফীফা)

প্রশ্ন: ছোট নাপাকীর (নাজাসাতে খফীফা) হুকুম কি?

উত্তর: ছোট নাপাকীর (নাজাসাতে খফীফা) হুকুম সহজ অর্থাৎ কাপড় বা শরীরের যে অঙ্গে লেগেছে:

✡.... যদি তা এর চতুর্থাংশের কম হয়, তবে ক্ষমাযোগ্য।

✡.... যদি তা এর চতুর্থাংশের সমান হয়, তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব।

✡.... যদি বেশি হয়, তবে তা পাক করা ফরয। ধৌত না করলে নামাযই হবে না। (আল মারজিউস সাবিক, ১/৩৮৭)

প্রশ্ন: ছোট নাপাকী (নাজাসাতে খফীফা) কি কি?

www.dawateislami.net

উত্তর: হালাল প্রাণী ও ঘোড়ার প্রস্রাব এবং হারাম পাখির বিষ্ঠা ছোট নাপাকীর (নাজাসাতে খফীফা) অন্তর্ভূক্ত আর যদি বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা) ছোট নাপাকীর সাথে মিলে যায়, তবে সবই বড় নাপাকীর (নাজাসাতে গলীজা) অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, নাজাসাতের বর্ণনা, ১/৩৯১-৩৯২)

প্রশ্ন: শরীর বা কাপড় নাপাক হয়ে গেলে তা পাক করার পদ্ধতি কি?

উত্তর: শরীর বা কাপড় নাপাক হলে তবে তা পাক করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে:

১.... যদি নাপাকী তরল হয়, তবে শরীর বা কাপড় ৩ বার ধৌত করাতে পাক হয়ে যাবে, কিন্তু কাপড়কে ৩ বার নিজের সর্বশক্তি দ্বারা এমন ভাবে নিংড়ানো আবশ্যক যে, যাতে আর কোন পানির ফোটা না পড়ে, প্রথমবার ও ২য়বার নিংড়ানোর পর হাতও ধুয়ে নিন আর ৩য়বার নিংড়ানোতে কাপড় ও হাত উভয়টিই পাক হয়ে যাবে এবং আর যদি নাপাকী শক্ত হয়, যেমন; গোবর, রক্ত, পায়খানা ইত্যাদি তখন তা দূর করা আবশ্যক। দু'তিন বারের কোন শর্ত নেই, যদিওবা চার পাঁচবারও ধৌত করতে হয়। (বাহারে শরীয়ত, নাজাসাতের বর্ণনা, ১/৩৯৭-৩৯৮) কিন্তু এই তিনবার ধৌত করা এবং নিংড়ানোর হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য হবে, যখন তা অল্প পানিতে ধৌত করা হয়।

২.... যদি বড় হাউজে (যার দৈর্ঘ্য দাহদারদা অর্থাৎ ২৫ গজ বা ২২৫ ফুট হয় অথবা এর চেয়ে বড় হাউজ, খাল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি) ধৌত করা হয় বা (নল, পাইপ বা বদনা ইত্যদির মাধ্যমে) অনেক পানি এর উপর প্রবাহিত করেছে বা (নদী ইত্যাদির) প্রবাহিত পানিতে ধৌত করলো তবে নিংড়ানোর শর্ত নেই। (ফতোয়ায়ে আমজাদিয়া, ১/৫৩) বরং ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰہُ السَّلَام বলেন: সুতার কার্পেট বা চট অথবা কোন নাপাক কাপড় প্রবাহিত পানিতে রাতভর চুবিয়ে রাখলে পাক হয়ে যাবে এবং আসলে যতক্ষণে এই ধারনা বদ্ধমুল হবে যে, পানি নাপাকীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, প্রবাহিত পানি দ্বারা পাক করাতে নিংড়ানো শর্ত নয়। (বাহারে শরীয়ত, নাজাসাতের বর্ণনা, ১/৩৯৯)

www.dawateislami.net

গোসল

গোসলের ফরয সমূহ

প্রশ্ন: গোসলের ফরয কয়টি? এবং তা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: গোসলের ফরয তিনটি:

১.. **কুলি করা:** মুখে সামান্য পানি নিয়ে নড়াচড়া করে ফেলে দেয়ার নাম কুলি নয়, বরং মুখের ভিতরের প্রতিটি অংশে, প্রান্তে ও ঠোঁট হতে কন্ঠনালীর গোড়া পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে পানি পৌঁছতে হবে। (খুলাছাতুল ফাতাওয়া, কিতাবুত তাহারাত, ১/২১)

২.. **নাকে পানি দেয়া:** দ্রুত নাকের অগ্রভাগে পানি লাগিয়ে নেয়াতে কাজ চলবে না বরং যতটুকু পর্যন্ত নরম জায়গা রয়েছে অর্থাৎ শক্ত হাঁড়ের শুরু পর্যন্ত ধৌত করা আবশ্যক। (আল মারজিউস সাবিক)

৩.. **সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা:** মাথার চুল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরের প্রতিটি অংশে এবং প্রতিটি লোমের গোড়ায় পানি প্রবাহিত করা আবশ্যক, শরীরে কিছু স্থান এমনও রয়েছে যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না হয় তবে শুষ্ক থেকে যাবে এবং গোসল হবে না। (আলমগিরী, কিতাবুত তাহারাত, ১/১৪)

গোসলের পদ্ধতি

✡.... মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে এভাবে নিয়্যত করুন যে, আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করছি।

✡.... প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবরা ধৌত করুন।

✡.... অতঃপর ইস্তিনজার স্থান ধৌত করুন, যদিও নাপাকী থাকুক বা না থাকুক।

✡.... অতঃপর শরীরের কোথাও নাপাকী থাকলে তা দূর করুন।

✡.... অতঃপর নামাযের মতো অযু করুন, কিন্তু পা ধৌত করবেন না, হ্যাঁ! তবে যদি চৌকি ইত্যাদির উপর গোসল করছে বা এমন জায়গায় রয়েছে যেখানে পানি জমে না, তবে পাও ধুয়ে নিন।

www.dawateislami.net

✡.... অতঃপর শরীরে তেলের মতো করে পানি মালিশ করে নিন, বিশেষকরে শীতের দিনে (এই সময় সাবানও লাগানো যাবে)।

✡.... অতঃপর তিনবার ডান কাঁধে পানি প্রবাহিত করুন। এরপর তিনবার বাম কাঁধে অতঃপর মাথায় এবং সমস্ত শরীরে তিনবার।

✡.... অতঃপর গোসলের স্থান থেকে সরে দাঁড়ান, যদি অযু করার সময় পা না ধুয়ে থাকেন তবে এখন পা ধুয়ে নিন।

গোসলের আদব

প্রশ্ন: গোসল করার সময় কোন বিষয়টির প্রতি সজাগ থাকা উচিৎ?

উত্তর: গোসল করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা উচিৎ:

✡.... গোসল করার সময় কিবলামুখী না হওয়া।

✡.... সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে ভালভাবে মালিশ করে গোসল করা।

✡.... এমন জায়গায় গোসল করা, যেনো কারো দৃষ্টি না পড়ে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে পুরুষেরা নিজের সতর (নাভী থেকে উভয় হাঁটুসহ) একটি মোটা কাপড় দ্বারা ঢেকে নেওয়া আর মোটা কাপড় না হলে প্রয়োজনানুসারে দু'টি বা তিনটি কাপড় নেওয়া, কেননা কাপড় পাতলা হলে পানি পড়ার সাথে সাথে তা শরীরের সাথে লেগে যায় এবং **আল্লাহ**র পানাহ! হাঁটু বা উরু ইত্যাদির আকৃতি প্রকাশ পাবে। মহিলাদের তো আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

✡.... গোসল করার সময় কোনরূপ কথাবার্তা না বলা।

✡.... কোন দোয়াও না পড়া।

✡.... গোসলের পর তোয়ালে ইত্যাদি দ্বারা শরীর মুছাতে অসুবিধা নেই।

✡.... গোসলের পর দ্রুত কাপড় পরিধান করে নিন। যদি মাকরূহ সময় না হয় তবে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (নামাযের আহকাম, ৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অযু বিহীন বা গোসল বিহীন অবস্থায় যেসকল কাজ করা নিষেধ

প্রশ্ন: নাপাকী অবস্থায় কোন কোন কাজ করা যাবে না?

উত্তর: নাপাকী অবস্থায় এসব কাজ করা নিষেধঃ

(১) যার উপর গোসল ফরয হয়েছে, তার নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হারামঃ

❀....মসজিদে গমন করা, ❀....তাওয়াফ করা, ❀.... পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা, ❀....স্পর্শ না করে মুখস্ত পড়া, (দুররে মুখতার, ১/৩৪৩-৩৪৮) ❀....কোন আয়াত লেখা, ❀....কোন আয়াতের তাবীয লেখা, ❀....এরূপ তাবীয বা আংটি স্পর্শ করা বা পরা, যাতে আয়াত বা হুরুফে মুকাত্তা'আত লেখা রয়েছে, তা হারাম। (বাহারে শরীয়ত, গোসলের বর্ণনা, ১/৩২৬)

(মোম দ্বারা ভর্তিকারী বা প্লাস্টিক মোড়ানো কাপড় বা চামড়া ইত্যাদি দ্বারা সেলাই করা তাবীয পড়া বা স্পর্শ করাতে কোন অসুবিধা নেই)

(২) যে অযু বিহীন অবস্থায় রয়েছে, তার নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হারামঃ

❀....যে পাত্র বা পেয়ালায় কোন সূরা বা আয়াতে মুবারাকা লেখা হয়, তা অযু বিহীন ও গোসল বিহীন উভয় অবস্থায় স্পর্শ করা হারাম। (আলমগিরী, কিতাবুত তাহারাত, ১/৩৯) ❀....কোরআনে পাকের অনুবাদ বাংলায় হোক বা উর্দুতে হোক অথবা অন্য কোন ভাষায় হোক, তাও পড়া ও স্পর্শ করাতে কোরআনে পাকেরই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (বাহারে শরীয়ত, গোসলের বর্ণনা, ১/৩২৭)

অযু বিহীন ও গোসল বিহীন অবস্থায় যেসকল কাজ করা জায়িয

প্রশ্ন: নাপাকী অবস্থায় কোন কোন কাজ করাতে অসুবিধা নেই?

উত্তর: নাপাকী অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজসমূহ করাতে অসুবিধা নেই:

(১) অযু বিহীন অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যাবেঃ

১.... যদি কোরআনে পাক জুযদানে (অর্থাৎ গিলাপ) মেড়ানো থাকে, তবে অযুবিহীন বা গোসল বিহীন অবস্থায় জুযদান স্পর্শ করাতে কোন ক্ষতি নেই।

(আল হেদায়া, কিতাবুত তাহারাত, ১/৩৩)

www.dawateislami.net

২.... কোন এরূপ কাপড় বা রুমাল ইত্যাদি দ্বারা কোরআনে পাক ধরা বা স্পর্শ করা জায়িয, যা না আপনার অধীন অথবা না কোরআন পাকের অধীন।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুত তাহারাত, ১/৩৪৮)

৩.... অযু বিহীন অবস্থায় কোরআনে মজীদ বা এর কোন আয়াত স্পর্শ করা হারাম। স্পর্শ করা ব্যতিত মুখস্ত বা দেখে দেখে পড়াতে কোন সমস্যা নেই।

(আল মারজিউস সাবিক)

(২) যার উপর গোসল ফরয হয়েছে, সে নিম্নোক্ত কাজসমূহ করতে পারবে:

১.... কোরআনে পাকের আয়াতে মুবারকা দোয়ার নিয়্যতে বা তবাররুকের জন্য যেমন: بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ অথবা কোন মুসলমানের মৃত্যুতে বা কোন ধরনের বিপদের সংবাদ শুনে اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ কিংবা প্রশংসার নিয়্যতে পুরো সূরা ফাতিহা বা আয়াতুল কুরসী অথবা সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ে এবং সর্বাবস্থায় কোরআন পড়ার নিয়্যত না হলে কোন ক্ষতি নেই।

(আলমগিরী, কিতাবুত তাহারাত, ১/৩৮। বাহারে শরীয়ত, গোসলের বর্ণনা, ১/৩২৬)

২.... শেষের তিন قُلۡ, قُلۡ শব্দ ব্যতিত প্রশংসার নিয়্যতে পড়তে পারবে। قُلۡ শব্দ সহকারে প্রশংসার নিয়্যতেও পড়া যাবে না, কেননা এই অবস্থায় তা কোরআন থেকে পড়াটা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, নিয়্যতের কোন গ্রহনযোগ্যতা নেই।

(বাহারে শরীয়ত, গোসলের বর্ণনা, ১/৩২৬)

৩.... কোরআন মজীদের দিকে দেখাতে কোন ক্ষতি নেই, যদিও হরফের দিকে দৃষ্টি যায় এবং শব্দ বুঝে আসে এবং মনে মনে পড়তে থাকে, কেননা মনে মনে পড়ার ক্ষেত্রে কোন বিধান নেই।

৪.... দরূদ শরীফ এবং বিভিন্ন দোয়া পড়াতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু উত্তম হলো যে, অযু বা কুলি করে পড়া।

৫.... আযানের উত্তর দেয়াও জায়িয।

www.dawateislami.net

তায়াম্মুম

প্রশ্নঃ তায়াম্মুম কি?

উত্তরঃ তায়াম্মুম আসলে অযু ও গোসলের স্থলাবিষিক্ত, অর্থাৎ যার অযু নেই বা গোসলের প্রয়োজন এবং পানি ব্যবহারের ক্ষমতা রাখেনা তখন সে অযু এবং গোসলের স্থলে তায়াম্মুম করতে পারবে।

প্রশ্নঃ অযু ও গোসল আর তায়াম্মুমের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তরঃ জি না! অযু ও গোসল আর তায়াম্মুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্নঃ যদি কারো উপর গোসল ফরয হয় তখন কি সে তায়াম্মুম করে নামায ইত্যাদি আদায় করতে পারবে? নাকি নামাযের জন্য পৃথকভাবে অযুর তায়াম্মুম করা আবশ্যক?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! যদি কারো উপর গোসল ফরয হয়, তবে সে তায়াম্মুম করে নামায ইত্যাদি আদায় করতে পারবে এবং তার জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, গোসল ও অযুর জন্য দু'টি তায়াম্মুম করতে হবে বরং একটির মধ্যেই উভয়টির নিয়্যত করলে দু'টিই আদায় হয়ে যাবে আর যদি শুধু গোসল বা অযুর নিয়্যত করে তবে তাও যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ তায়াম্মুমের আলোচনা কি কোরআন মজীদেও আছে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! তায়াম্মুমের আলোচনা ৬ষ্ঠ পারা, সূরা মায়েদার ৬নং আয়াতে কিছুটা এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى
اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا
صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ
وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৬)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ**</u> এবং তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো, অতঃপর তোমাদের থেকে কেউ পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান থেকে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করো এবং এ সমস্ত অবস্থায় পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো, তখন আপন মুখ ও হাতগুলো তা দ্বারা মাসেহ করো।

www.dawateislami.net

তায়াম্মুমের ফরয সমূহ

প্রশ্ন: তায়াম্মুমের ফরয কয়টি?

উত্তর: তায়াম্মুমের ফরয ৩টি:

১... নিয়্যত করা, ২... সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা, ৩... কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করা।

প্রশ্ন: তায়াম্মুমের নিয়্যত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: তায়াম্মুম করার সময় এই নিয়্যত থাকা ফরয: আমি অযুহীনতা কিংবা গোসলহীনতা অথবা উভয়টি হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য এবং নামায ইত্যাদি জায়িয হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করছি। মনে রাখবেন! নিয়্যত যদিও অন্তরের ইচ্ছার নাম কিন্তু মুখে উচ্চারণ করাও উত্তম।

প্রশ্ন: তায়াম্মুমে সমস্ত মুখমন্ডলে মাসেহ করার সময় কোন বিষয়টির প্রতি সজাগ থাকতে হবে?

উত্তর: তায়াম্মুমে সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকতে হবে:

❁....হাত এমনভাবে বুলাতে হবে, যেনো মুখের কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে, যদি একচুল পরিমাণ অংশও অবশিষ্ট থাকে, তবে তায়াম্মুম হবেনা।

❁....দাড়ি, গোঁফ এবং ভ্রু’র লোমের উপরও মাসেহ করা আবশ্যক।

❁....ভ্রু’র নিচে এবং চোখের উপরের অংশে যে জায়গা আছে তা এবং নাকের নিচের অংশের প্রতি সজাগ থাকুন, যদি সজাগ থাকা না হয় তবে এর উপর মাসেহ করা হবে না এবং তায়াম্মুম হবেনা।

❁....ভালোভাবে চোখ বন্ধ রাখলেও তায়াম্মুম হবেনা।

❁....ঠোঁটের ঐ অংশ, যা সাধারণত মুখ বন্ধ রাখা অবস্থায়ও দেখা যায়, তাতেও মাসেহ করা আবশ্যক, যদি কেউ হাত দ্বারা মাসেহ করার সময় ঠোঁটকে জোরে চেপে রাখে যে, কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে তায়াম্মুম হবেনা।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: তায়াম্মুমে উভয় হাতের কনুইসহ মাসেহ করার সময় কোন বিষয়ে সজাগ থাকা চাই?

উত্তর: তায়াম্মুমে উভয় হাতের কনুইসহ মাসেহ করার সময় এই বিষয়ে সজাগ থাকা চাই, যেনো কোন জায়গা কণা পরিমাণও অবশিষ্ট না থাকে অন্যথায় তায়াম্মুম হবেনা এবং এজন্য হাতের আংটি, রিং বা বালা, চুড়ি ইত্যাদি পরিহিত থাকলে তবে তা খুলে এর নিচে মাসেহ করা ফরয।

তায়াম্মুমের সুন্নাত

প্রশ্ন: তায়াম্মুমের সুন্নাত কয়টি?

উত্তর: তায়াম্মুমর সুন্নাত দশটি:

১... بِسۡمِ اللّٰه শরীফ পাঠ করা।

২... উভয় হাত মাটিতে মারা।

৩... মাটিতে হাত মারার পর ফেরানো।[১]

৪... আঙ্গুলসমূহ ফাঁক রাখা।

৫... হাত ঝেড়ে নেয়া অর্থাৎ এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোঁড়ায় অপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোঁড়ার সাথে মারা, কিন্তু মারার সময় এই সতর্কথা অবলম্বন করা, যেনো তালির আওয়াজ না হয়।

৬... প্রথমে মুখমন্ডল অতঃপর উভয় হাত মাসেহ করা।

৭... উভয় মাসেহ একের পর এক হওয়া।

৮... প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত মাসেহ করা।

৯... দাড়ি খিলাল করা।

১০.. আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা, যদি ধুলা-বালি লেগে থাকে, আর যদি ধুলা-বালি লেগে না থাকে, যেমন; পাথর ইত্যাদিতে হাত মারা হলো যাতে ধুলা-বালি নেই, তবে খিলাল করা ফরয, খিলাল করার জন্য পুনরায় মটিতে হাত মারার প্রয়োজন নেই। **(বাহারে শরীয়ত, তায়াম্মুমের বর্ণনা, ১/৩৫৬)**

---

১. অর্থাৎ প্রথমে উভয় হাত সামনের দিকে নিয়ে পরে পিছনের দিকে ফিরিয়ে আনা।

www.dawateislami.net

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

❀.... তায়াম্মুমের নিয়্যত করুন।

❀.... بِسۡمِ اللّٰه পাঠ করে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে এমন কোন পবিত্র বস্তুতে যা মাটির সমগোত্রিয় (যেমন; পাথর, চুনা, ইট, দেয়াল, বালি ইত্যাদি) মেরে ফিরিয়ে নিন (অর্থাৎ সামনে পেছনে নেড়ে নিন)।

❀.... যদি ধুলা-বালি বেশি লেগে যায়, তবে ঝেড়ে নিন এবং তা দ্বারা সমস্ত মুখমন্ডল এভাবে মাসেহ করুন যাতে কোন অংশই বাদ না যায়, যদি চুল পরিমাণ স্থানও বাদ যায় তবে তায়াম্মুম হবেনা।

❀....অতঃপর দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে তা দ্বারা উভয় হাতের নখ থেকে কনুইসহ মাসেহ করুন।

❀....এর উত্তম পদ্ধতি হলো যে, বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া চার আঙ্গুলের পেট ডান হাতের উপর রাখুন এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যান অতঃপর সেখান থেকে বাম হাতে তালু দ্বারা ডান হাতের নিচের দিকে মাসেহ করতে করতে বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট ও পিঠে মাসেহ করে নিন। অনুরূপভাবে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের মাসেহ করুন।

❀....আর যদি একবারেই সম্পূর্ণ তালু ও আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করে নেন, তবুও তায়াম্মুম হয়ে যাবে। কনুই হতে আঙ্গুল পর্যন্ত মাসেহ করুন বা আঙ্গুল হতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করুন, সর্বাবস্থায় মাসেহ শুদ্ধ হবে, তবে তা সুন্নাতের বিপরীত। তায়াম্মুমে মাথা ও পায়ের মাসেহ নেই। (নামাযের আহকাম, ৯৫ পৃষ্ঠা)

সূরা তাকভীরের ফযীলত

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ **খাযাইনুল ইরফানে** সূরা তাকভীর সম্পর্কে বলেন: সূরা তাকভীর মক্কী, এতে একটি রুকু, ২৯টি আয়াত, ১০৪টি বাক্য এবং ৫৩০টি বর্ণ রয়েছে। হাদীস শরীফে রয়েছে, **নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির এ বিষয়টি পছন্দ যে, কিয়ামত দিবসকে এমনভাবে দেখবে, যেনো তা চোখের সামনে রয়েছে, তবে তার উচিৎ সূরা اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ এবং সূরা اِذَا السَّمَآءُ انۡشَقَّتۡ ও সূরা اِذَا السَّمَآءُ انۡفَطَرَتۡ পাঠ করা। (তিরমিযী)

www.dawateislami.net

আযানের বর্ণনা

প্রশ্ন: আযান দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিশেষ ঘোষণা। যা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে বিশেষ শব্দাবলি দ্বারা করা হয়ে থাকে, যেনো নামাযীরা মসজিদে এসে জামাআত সহকারে আপন **রবে**র দরবারে এসে উপস্থিত হতে পারে।

প্রশ্ন: আযান দেয়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর: আযান দেয়ার পদ্ধতি হলো:

❋.... আযান প্রদানকারী অযু সহকারে কিবলামুখী হবে।

❋.... মসজিদের বাইরে উঁচু জায়গায় দাঁড়াবে।

❋.... কানের ছিদ্রে শাহাদাত আঙ্গুল প্রবেশ করাবে।

❋.... আযানের শব্দগুলো উচ্চ আওয়াজে থেমে থেমে বলা, যাতে লোকেরা ভালোভাবে শুনতে পারে।

❋.... এবং حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ ডান দিকে মুখ করে এবং حَیَّ عَلَی الْفَلَاح বাম দিকে মুখ করে বলবে।

প্রশ্ন: আযান প্রদানকারীকে কি বলে?

উত্তর: আযান প্রদানকারীকে মুয়াজ্জিন বলে।

প্রশ্ন: আযান শ্রবণকারীরা কি করবে?

উত্তর: যখন আযান হবে তখন কিছুক্ষণের জন্য সালাম, কথাবার্তা সমস্ত কাজ এমনকি কোরআনের তিলাওয়াতও বন্ধ করে দিবে, আযান মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং উত্তর দিবে।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি আযানের সময় কথাবার্তা বলতে থাকে, তার ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: যে ব্যক্তি আযানের সময় কথাবার্তা বলতে থাকে, তার مَعَاذَ الله মন্দ মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। **(জামিউর রামুয লিল কাহাসতানী, কিতাবুস সালাত, ১/১২৪)**

প্রশ্ন: আযানের উত্তর প্রদান করা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: আযানের উত্তর প্রদান করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো:

✡.... মুয়াজ্জিন যে বাক্যগুলো বলবে তারপর শ্রবণকারীও ঐ বাক্যগুলো বলবে। কিন্তু حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ ও حَیَّ عَلَی الفَلَاح এর উত্তরে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللہِ বলবে।

✡.... যখন মুয়াজ্জিন اَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله বলবে তখন শ্রবণকারীরা দরূদ শরীফ পড়বে এবং মুস্তাহাব হচ্ছে যে, বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে চোখে লাগানো আর বলা: قُرَّۃُ عَیْنِیْ بِكَ یَا رَسُوْلَ اللہِ اَللّٰھُمَّ مَتِّعْنِیْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ!** আমার চোখের শীতলতা আপনার মাঝে। **ইয়া ইলাহী!** আমাকে শুনা ও দেখাতে কল্যাণ দাও। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৮৪)**

✡.... ফজরের আযানে যখন মুয়াজ্জিন اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْم বলবে, তখন শ্রবণকারী বলবে: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৮৩)**

✡.... যখন আযান শেষ হয়ে যাবে, তখন মুয়জ্জিন এবং আযান শ্রবণকারী প্রত্যেকেই দরূদ শরীফ পাঠ করে এই দোয়া পড়বে:

اَللّٰھُمَّ رَبَّ ھٰذِہِ الدَّعْوَۃِ التَّآمَّۃِ وَالصَّلٰوۃِ الْقَآئِمَۃِ اٰتِ سَیِّدَنَا مُحَمَّدَا نِ الْوَسِیْلَۃَ وَالْفَضِیْلَۃَ وَالدَّرَجَۃَ الرَّفِیْعَۃَ وَابْعَثْہُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِیْ وَعَدْتَّہٗ وَاجْعَلْنَا شَفَاعَتَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ط

(বাহারে শরীয়ত, আযানের বর্ণনা, ১/৪৭৪)

<u>**অনুবাদ:**</u> হে **আল্লাহ!** এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠত নামাযের তুমিই প্রভু। তুমি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দান করো ওয়াসীলা, সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাকে প্রশংশিত স্থানে অধিষ্ঠিত করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছ এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তার সুপাারিশ নসীব করো। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।

www.dawateislami.net

ইকামতের বর্ণনা

প্রশ্ন: ইকামত কাকে বলে?

উত্তর: জামায়াত শুরু হওয়ার পূর্বে দ্রুত মধ্যম স্বরে আযানের শব্দাবলি পড়াকে ইকামত বা তাকবীর বলা হয়।

প্রশ্ন: আযান ও ইকামতের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: আযান ও ইকামতের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে এবং তা হলো:

✪.... আযানে কানের ছিদ্রে আঙ্গুল রাখা হয়, আর ইকামাতে এরূপ করা হয় না।

✪.... আযান সাধারণত মসজিদের বাইরে এবং উঁচু স্থানে দেয়া হয়, আর ইকামত মসজিদের ভিতরে ইমামের ঠিক পিছনে ডান দিকে অথবা বাম দিকে দাঁড়িয়ে দেয়া হয়।

✪.... আযান ও নামাযের মধ্যখানে যথেষ্ঠ সময় থাকে, আর ইকামতের পরপরই নামায শুরু হয়ে যায়।

✪.... পাঁচ ওয়াক্তে শুধু ইকামতে حَیَّ عَلَی الْفَلَاح এরপর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃُ (অর্থাৎ নামায আরম্ভ হয়ে গেছে) বলা হয়।

প্রশ্ন: ইকামতের উত্তর কিভাবে প্রদান করবে?

উত্তর: এর উত্তর সেভাবেই দিবে যেভাবে আযানের দেয়া হয়। তবে হ্যাঁ এতে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوۃُ এর উত্তরে এই বাক্য বলবে: اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ অর্থাৎ **আল্লাহ** তায়ালা একে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যতদিন আসমান ও জমিন বিদ্যমান থাকে।

www.dawateislami.net

মাদানী ফুল

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইকামতের পূর্বে দরূদ সালাম এবং ঘোষনা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللہ

ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, মোবাইল ফোন থাকলে বন্ধ করে দিন। সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্য বসে ইকামত শ্রবণ করুন এবং উত্তর দিন حَیَّ عَلَی الفَلَاح বলার সময় দাঁড়ানো সুন্নাত।

ইকামতের পরের ঘোষনা

অতঃপর ইকামতের পর ইমাম সাহেব বা মুকাব্বির (ইকামত প্রদানকারীকে মুকাব্বির বলা হয়) এভাবে ঘোষনা করবেঃ

পায়ের গোড়ালি, গর্দান এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে নিন। দুই ব্যক্তির মাঝখানে জায়গা খালি রাখা গুনাহ, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রাখা ওয়াজিব, কাতার সোজা রাখা ওয়াজিব এবং যতক্ষন পর্যন্ত সামনের কাতার উভয় পার্শ্বে পূর্ণ হয়ে না যায়, পিছনের কাতারে নামায শুরু করে দেয়া ওয়াজিবের পরিপন্থি, নাজায়িয এবং গুনাহ। ১৫ বছরের কম ছোট অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে কাতারের মধ্যখানে দাঁড় করাবেন না, তাদেরকে কাতারের একপার্শ্বেও রাখবেন না, ছোট শিশুদের কাতার সবার শেষে তৈরি করুন।

www.dawateislami.net

নামাযের বর্ণনা

ইমামতির শর্ত

প্রশ্ন: ইমামতের শর্ত কয়টি?

উত্তর: যে ব্যক্তি শরয়ীভাবে অপারগ নয়, তার ইমামতের জন্য ৬টি শর্ত:

১... বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন মুসলমান হওয়া। ২... প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। ৩... সজ্ঞান হওয়া। ৪... পুরুষ হওয়া। ৫... কিরাত বিশুদ্ধ হওয়া। ৬... (শরয়ীভাবে) অপারগ[১] না হওয়া। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৩৩৭)**

প্রশ্ন: ইমামতের জন্য সবচেয়ে বেশি হকদার কে?

উত্তর: ইমামতের জন্য সবচেয়ে বেশি হকদার ঐ ব্যক্তি, যিনি নামায ও পবিত্রতার বিধি-বিধান সবচেয়ে বেশি জানেন, যদিওবা অবশিষ্ট বিষয়সমূহ জানার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা নাও হয়, শর্ত হচ্ছে কোরআনের এতটুকু (অংশ) মুখস্ত থাকা, যেনো সুন্নাত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং শুদ্ধভাবে পড়তে পারে অর্থাৎ হরফ মাখরাজ সহকারে যথাযথ ভাবে উচ্চারণ করতে পারে এবং মাযহাব (মতবাদ) সম্পর্কে কোন বৈষম্য পোষণ করে না এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে।

(বাহারে শরীয়ত, ইকামাতের বর্ণনা, ১/৫৬৭)

প্রশ্ন: যে ইমামের আক্বীদা বিশুদ্ধ নয় তার পেছনে কি নামায হয়ে যাবে?

উত্তর: ঐ বদ মাযহাব যার বদ মাযহাবীর সীমা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তার পেছনে নামায হবে না এবং যার বদ মাযহাবীর সীমা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছেনি, তার পেছনে নামায মাকরূহে তাহরীমি (যা পুনঃরায় আদায় করা ওয়াজিব) হবে। **(দূররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৩৩৭-৩৪০)**

---

১. ঐ সকল ব্যক্তি, যার কোন এমন রোগ রয়েছে, এক ওয়াক্ত এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে যে, অযু সহকারে ফরয নামায আদায় করতে পারেনি, সেই হলো শরয়ীভাবে অপারগ।

(বাহারে শরীয়ত, ইস্তিখাযার বিধান, ১/৩৮৫)

www.dawateislami.net

ইকতিদার ১৩টি শর্ত

১.... নিয়্যত।

২.... ইকতিদা করা এবং ইকতিদার নিয়্যত তাহরীমার (নামাযের নিয়্যত বাঁধার সময় প্রথমবার হাত উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার) সাথে হওয়া অথবা তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে হওয়া অবস্থায় অন্য কোন বাহ্যিক কাজ নিয়্যত ও তাহরীমার মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টিকারী যেনো না হয়।

৩.... ইমাম ও মুকতাদি উভয়েই একই স্থানে হওয়া।

৪.... উভয়ের নামায এক হওয়া বা ইমামের নামায মুকতাদির নামাযকে নিজের যিম্মায় নেওয়া।

৫.... ইমামের নামায মুকতাদির মাযহাবের আলোকে বিশুদ্ধ হওয়া এবং

৬.... ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে একে বিশুদ্ধ মনে করা।

৭.... শর্তানুযায়ী মহিলা পাশে না থাকা।

৮.... মুকতাদি ইমামের আগে না হওয়া।

৯.... ইমামের রুকন পরিবর্তন সম্পর্কে মুকতাদি অবগত থাকা।

১০... ইমাম মুকীম বা মুসাফির হওয়ার ব্যাপারে মুকতাদি অবগত হওয়া।

১১... রুকন আদায়ে শরীক থাকা।

১২... রুকন আদায়কালে মুকতাদি ইমামের সাথে সমতা থাকা বা একটু দেরী করা।

১৩... অনুরূপভাবে শর্তাবলীর ক্ষেত্রে মুকতাদি ইমামের চেয়ে বেশি না হওয়া।

(বাহারে শরীয়ত, ইমামতির বর্ণনা, ১/৫৬২)

www.dawateislami.net

তারাবীর নামায

তারাবীর নামাযের শরয়ী মর্যাদা

প্রশ্ন: তারাবীর নামায কি ফরয?

উত্তর: জি না! তারাবীর নামায ফরযও নয়, ওয়াজিবও নয় বরং প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর তারাবীর নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং তা বর্জন করা জায়িয নেই। (দূররে মুখতার, কিতাবুস সালাত ২/৫৯৬)

প্রশ্ন: তারাবীর নামাযের জামাআত কি ওয়াজিব?

উত্তর: জি না! তারাবীর নামাযের জামাআত ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। অর্থাৎ যদি মসজিদের সবাই ছেড়ে দেয় তবে সবাই তিরস্কার যোগ্য কাজ করলো (অর্থাৎ মন্দ কাজ করলো) আর যদি কয়েকজন মিলে জামাআত সহকারে পড়ে তবে একাকী আদায়কারীরা জামাআতের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হলো। (হেদায়া, কিতাবুস সালাত, ১/৭০)

প্রশ্ন: মসজিদ ব্যতিত ঘরে বা অন্য কোন জায়গায় জামাআত সহকারে তারাবীর নামায আদায় করার হুকুম কি?

উত্তর: তারাবীর নামায জামায়াত সহকারে মসজিদে আদায় করা উত্তম। যদি জামায়াত সহকারে ঘরে পড়ে নেয়, তবে জামাআত বর্জনের গুনাহ হবেনা, কিন্তু ঐ সাওয়াব পাবেনা, যা মসজিদে পড়লে পেতো। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১১৬) মসজিদে ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করে ঘর বা হল ইত্যাদিতে তারাবীর নামায আদায় করুন, যদি শরয়ী গ্রহনযোগ্য কারণ ব্যতিত ঘরে বা হল ইত্যাদিতে ইশার ফরয নামাযের জামাআত করা হয়, তবে ওয়াজিব বর্জনকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে গুনাহগার হবে।

(এর বিস্তারিত মাসআলা ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ড, ১১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রশ্ন: তারাবীর নামায কি বসে আদায় করা যাবে?

উত্তর: জি না! তারাবীর নামায বিনা কারণে বসে পড়া মাকরূহ (তানযীহি), বরং কোন কোন সম্মানিত ফকীহ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মতে তো (বিনা কারণে বসে পড়ালে) তারাবীই হবেনা। (দূররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৬০৩)

www.dawateislami.net

তারাবীর নামাযের সময়

প্রশ্ন: তারাবীর সময় কতক্ষন?

উত্তর: তারাবীর সময় ইশারের ফরয নামায আদায় করার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। ইশার ফরয আদায় করার পূর্বে পড়ে নিলে তবে তা হবেনা। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১১৫) সাধারণত তারাবীর নামায বিতরের পূর্বে পড়া হয়ে থাকে কিন্তু যদি কেউ প্রথমে বিতর পড়ে নেয় তবে তারাবীহ পরেও পড়তে পারবে।

প্রশ্ন: যদি তারাবীহ ছুটে যায় তবে এর কাযা কখন আদায় করবে?

উত্তর: তারাবীহ যদি (সময় মতো আদায় না করে) ছুটে যায়, তবে এর কাযা নেই।

(দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৫৯৮)

রাকাতের সংখ্যা

প্রশ্ন: তারাবীর নামায কতো রাকাত?

উত্তর: তারাবীর নামায ২০ রাকাত। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর শাসনামলে ২০ রাকাতই পড়া হতো।

(মা'রিফাতিস সুনান ওয়াল আ'চারে লিল বায়হাকী, কিতাবুস সালাত, ২/৩০৫, হাদীস নং- ১৩৬৫)

তারাবীর নামায আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন: তারাবীর ২০ রাকাত আদায় করার পদ্ধতি কি?

উত্তর: তারাবীর ২০ রাকাত আদায় করার পদ্ধতি হলো:

❋.... উত্তম হচ্ছে তারাবীর ২০ রাকাত নামায দুই দুই রাকাত করে ১০ সালাম সহকারে আদায় করা।

❋.... যদি কেউ ২০ রাকাত তারাবীহ একত্রে আদায় করে শেষে সালাম ফিরায় তবে যদি প্রতি দুই রাকাত পর কাদাহ (বসা) করে তবে হয়ে যাবে। কিন্তু তা অপছন্দনীয় এবং যদি কাদাহ না করে তবে তা দু'রাকাতের স্থলাবিষিক্ত হবে।

(বাহারে শরীয়ত, তারাবীর বর্ণনা, ১/৬৮৯)

❋.... প্রত্যেক দু'রাকাত পর কাদাহ করা (বসা) ফরয।

❋.... প্রত্যেক কাদাহ এর মধ্যে (বসার মধ্যে) তাশাহুদের পর দরূদ শরীফ এবং দোয়াও পড়ুন।

www.dawateislami.net

❋.... যদি মুক্তাদীদের কষ্ট না হয় (অর্থাৎ তাদের বোঝা অনুভূত হয়) তবে তাশাহুদের পর اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ এতটুকুতেই সংক্ষিপ্ত করুন।

❋....বিজোড় রাকাতে (অর্থাৎ ১ম, ৩য়, ৫ম ইত্যাদি) সানা পড়ুন আর ইমাম তাআ'উয ও তাসমিয়া পড়ুন।

❋....যখন দু'রাকাত করে পড়বেন তখন প্রতি দু'রাকাতের পৃথক পৃথক নিয়্যত করুন এবং যদি বিশ রাকাতের একত্রে নিয়্যত করে নিলেও জায়িয।

(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে তারাবী, ১/৮০০)

নাবালিগ ইমামের পেছনে তারাবীর হুকুম

প্রশ্ন: নাবালিগ ইমামের পেছনে তারাবীহ পড়া যাবে কি?

উত্তর: জি না! নাবালিগ ইমামের পেছনে শুধু নাবালিগরাই তারাবীহ পড়তে পারবে। বালিগের তারাবীহ (বরং কোন নামাযই, এমনকি নফল নামাযও) নাবালিগের পেছনে হবেনা।

তারাবীতে খতমে কোরআন

প্রশ্ন: তারাবীতে সম্পূর্ণ কোরআনে মজীদ পড়া বা শুনার শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তর: তারাবীতে সম্পূর্ণ কোরআনে মজীদ পড়া এবং শুনা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ৭/৪৫৮)

প্রশ্ন: যদি তারাবীতে কোন কারণে কোরআন খতম করা সম্ভব না হয় তবে কি করা উচিৎ?

উত্তর: যদি তারাবীতে কোন কারণে কোরআন খতম করা সম্ভব না হয়, তবে তারাবীতে যে কোন সূরা পাঠ করে নিন, যদি চান তবে কোরআন মজীদের শেষ দশটি সূরা ফিল হতে সূরা নাস পর্যন্ত দু'বার করে পড়ে নিন, এভাবে ২০ রাকাত স্মরণ রাখাও সহজ হবে।

প্রশ্ন: তারাবীতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ উচ্চ আওয়াজে পড়বে নাকি নিম্ন আওয়াজে?

উত্তর: তারাবীতে একবার بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ উচ্চ স্বরে পড়া সুন্নাত এবং প্রত্যেক সূরার শুরুতে নিম্ন স্বরে পড়া মুস্তাহাব।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ যদি তারাবীহ শুধু শেষ দশটি সূরা সহকারে পড়া হয় তখনও কি بِسۡمِ اللّٰهِ শরীফ একবার উচ্চ স্বরে পড়া সুন্নাত?

উত্তরঃ জি না! তারাবীহ শুধু শেষ দশ সূরা সহকারে পড়া হয় তখন بِسۡمِ اللّٰهِ শরীফ উচ্চ স্বরে পড়া সুন্নাত নয়।

প্রশ্নঃ তারাবীতে কোরআনে করীমের খতম কিভাবে হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ পরবর্তী যুগের ফকীহরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی খতমে তারাবিতে তিনবার قُلۡ هُوَ اللّٰه শরীফ পড়া মুস্তাহাব বলেছেন। তাছাড়া উত্তম হচ্ছে, খতমে কোরআন শেষ করার দিন সর্বশেষ রাকাতে الٓمّٓ থেকে مُفۡلِحُوۡن পর্যন্ত পড়া। (বাহারে শরীয়ত, ১/৬৯৪-৬৯৫)

প্রশ্নঃ খতমে কোরআন শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট দিনগুলোতে কি তারাবীহ ছেড়ে দিবে?

উত্তরঃ যদি ২৭তম দিন বা এর পূর্বে কোরআনে পাক খতম হয়ে যায়, তবুও শেষ রমযান পর্যন্ত তারাবীর নামায আদায় করতে হবে, কেননা তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১১৮)

তারাবীতে কোরআনের তিলাওয়াত

প্রশ্নঃ তারাবীর নামাযে কোরআন মজীদ কি দ্রুত পড়বে নাকি ধীরে ধীরে?

উত্তরঃ তারাবীর নামাযে কোরআন মজীদ দ্রুত পড়া ঠিক নয় বরং তারতীল সহকারে অর্থাৎ ধীরে ধীরে পড়া উচিৎ। যেমনটি বাহারে শরীয়তে রয়েছেঃ ফরয নামাযে ক্বিরাত ধীরে ধীরে পড়বে এবং তারাবীহ নামাযে মধ্যম গতিতে পড়বে আর রাতের নফল নামাযে দ্রুত পড়ার অনুমতি রয়েছে, তবে এমনভাবে পড়বে যেনো বুঝা যায় অর্থাৎ কমপক্ষে "মদ্দ" এর যে স্থর ক্বারী সাহেবরা রেখেছেন, তা আদায় করতে হবে অন্যথায় হারাম। এই জন্য যে, তারতীল সহকারে (অর্থাৎ একেবারে ধীরে ধীরে) কোরআন তেলাওয়াত করার বিধান রয়েছে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৩২০)

প্রশ্নঃ আজকালকার খুবই দ্রুততার সহিত পাঠকারী হাফিয সম্পর্কে বিধান কি?

www.dawateislami.net

উত্তর: আজকালকার অধিকাংশ হাফিয এমনভাবে পড়ে যে “মদ্দ” আদায় হওয়া তো অনেক দূরের কথা تَعۡلَمُوۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ ছাড়া আর কোন শব্দ বুঝা যায় না, হরফও বিশুদ্ধ উচ্চারণে আদায় হয় না বরং দ্রুত পড়ার কারণে শব্দাবলী চিবিয়ে চলে যায় আর এতে গর্বও করে যে, অমুক এমনভাবে দ্রুততার সহিত পড়ে, অথচ এভাবে কোরআন মজীদ পড়া হারাম ও কঠোর হারাম।

প্রশ্ন: যদি দ্রুত পড়ার কারণে হাফিয সাহেব কোরআনে মজীদের কোন শব্দ চিবিয়ে ফেলে, তবে কি খতমে কোরআনের সুন্নাত আদায় হবে?

উত্তর: যদি দ্রুত পড়ার কারণে হাফিয সাহেব সম্পূর্ণ কোরআন মজীদ থেকে শুধু একটি হরফও চিবিয়ে ফেলে, তবে খতমে কোরআনের সুন্নাত আদায় হবে না।

প্রশ্ন: যদি কোন আয়াতে কোন হরফ চিবিয়ে ফেলা হয় বা নিজস্ব মাখরাজ থেকে বের না হয়, তখন কি করা উচিৎ?

উত্তর: যদি কোন আয়াতের কোন হরফ চিবিয়ে ফেলা হয় বা নিজস্ব মাখরাজ থেকে বের না হয়, তবে মানুষকে লজ্জা না করে পুনরায় পড়ে নিবে এবং বিশুদ্ধভাবে পড়ে তবেই সামনের দিকে অগ্রসর হবে।

ভূল হয়ে যাওয়া বা ভূলে যাওয়ার অবস্থাসমূহ

প্রশ্ন: যদি কোন কারণে তারাবীর নামায ভঙ্গ হয়ে যায় তখন কি করা উচিৎ?

উত্তর: যদি কোন কারণে তারাবীর নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে যতটুকু কোরআনে পাক ঐ রাকাতে পড়েছে তা আবারো পড়বে, যেনো খতমে ত্রুটি না থাকে।

প্রশ্ন: যদি ইমাম সাহেব ভূলে কোন আয়াত বা সূরা বাদ দিয়ে চলে যায়, তখন কি করবে?

উত্তর: যদি ইমাম সাহেব যদি ভূলে কেনো আয়াত বা সূরা বাদ দিয়ে চলে যায়, তখন মুস্তাহাব হচ্ছে যে, (স্মরণ আসা মাত্র) তা পড়েই সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১১৮)

প্রশ্ন: তারাবীর নামাযে দুই রাকাত পর বসতে ভুলে গেলে তখন কি করবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: দুই রাকাত পর বসতে ভুলে গেলে তখন নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত:

★.... যতক্ষন পর্যন্ত ৩য় রাকাতের সিজদা করবে না, বসে যাবে আর শেষে সাহু সিজদা করবে।

★.... যদি ৩য় রাকাতের সিজদা করে নেয়া হয়, তবে ৪র্থ রাকাত সম্পন্ন করে নিবে, কিন্তু তখন দু'রাকাত বলে গন্য হবে। তবে হ্যাঁ, যদি প্রথম দু'রাকাতের পর কা'দা করা হয়, তবে চার রাকাত হয়ে যাবে।

★.... তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরালো, যদি ২য় রাকাতে বসা না হয়, তবে নামায হবে না, এর পরিবর্তে পুনরায় দুই রাকাত পড়বে।

প্রশ্ন: তারাবীর নামাযে যদি কোন রাকাতের সংখ্যা ভূলে যায়, তখন কি করবে?

উত্তর: তারাবীর নামাযে যদি রাকাতের সংখ্যা ভূলে যায়, তখন নিম্নোক্ত অবস্থা সমূহের প্রতি আমল করবে:

★.... সালাম ফিরানোর পর কেউ বললো দুই রাকাত হয়েছে, কেউ বললো তিন রাকাত হয়েছে, তখন ইমাম সাহেবের যা স্মরণ আছে, তাই মেনে নিবে, যদি ইমাম নিজেই অনিশ্চয়তার শিকার হয়, তখন যার উপর ভরসা করা যায় তার কথাই মেনে নিবে।

★.... যদি মানুষের সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, বিশ রাকাত হয়েছে নাকি আঠারো রাকাত হয়েছে, তখন দুই রাকাত করে একা একাই পড়ে নিবে।

তারাবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: তারওয়ীহা বা তারাবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: তারাবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক চার রাকাতের পর ততটুকু সময় পর্যন্ত বিশ্রামের জন্য বসা, যতক্ষন সময় চার রাকাত পড়তে লেগেছে এবং তা মুস্তাহাব।

প্রশ্ন: তারাবীর সময় কি করা বা পড়া উচিত?

www.dawateislami.net

উত্তর: তারাবীর সময় স্বাধীনতা রয়েছে: চাইলে চুপ বসে থাকুক, কিংবা যিকির ও দরূদ এবং তিলাওয়াত করুক অথবা একাকী নফল পড়ুক। (গুনয়াতুল মুতমালী, ৪০৪ পৃষ্ঠা) এটাও পড়তে পারবে:

سُبْحٰنَ ذِی الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ، سُبْحٰنَ ذِیْ الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَیْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِیَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ، سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَیِّ الَّذِیْ لَایَنَامُ وَلَا یَمُوْتُ، سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَّبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ، یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ، بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ۔ (ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে তারাবী, ১/৮০৪)

তারাবীহ পড়ানোর পারিশ্রমিক নেয়া

প্রশ্ন: তারাবীহ পড়ানোর পারিশ্রমিক নেয়া কেমন?

উত্তর: তারাবীহ পড়ানোর পারিশ্রমিক নেয়া নাজায়িয ও হারাম। যেমনটি আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর দরবারে পারিশ্রমিক দিয়ে মৃতের ইসালে সাওয়াবের জন্য খতমে কোরআন এবং **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করানো সম্পর্কে যখন ফতোয়া চাওয়া হয়, তখন তিনি বললেন: তিলাওয়াতে কোরআন ও যিকিরে ইলাহীর জন্য পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়টিই হারাম। লেনদেনকারী উভয়ই গুনাহগার হবে যখন তারা হারাম কাজ সম্পাদনকারী হলো, তখন কোন জিনিসের সাওয়াব মৃতের জন্য পাঠাবে? গুনাহের কাজের উপর সাওয়াবের আশা করা আরো বেশি জঘন্যতম অপরাধ। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৫৩৭)

প্রশ্ন: যদি তারাবীর নামায পড়ানোর জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে এবং লোকেরা বা পরিচালনা কমিটি কোন কিছু উপহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তখন কি তা নেয়া জায়িয?

উত্তর: যদি তারাবীর নামায পড়ানোর জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারন না করে এবং লোকেরা বা পরিচালনা কমিটি কোন উপহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তবে তা

নেয়া জায়িয নেই, কেননা নির্ধারন করাকে পারিশ্রমিক বলেনা বরং যদি এখানে তারাবীহ পড়ানোর জন্য এজন্যই আসে, জানে যে, এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদিও নির্ধারন না হয়, তবুও তা পারিশ্রমিকই। (সুতরাং তা নাজায়িয ও হারাম তাছাড়া) পারিশ্রমিক টাকারই নাম নয় বরং কাপড় কিংবা ফসল ইত্যাদির আকৃতিতেও পারিশ্রমিক পারিশ্রমিকই হয়ে থাকে। তবে যদি হাফিয সাহেব বিশুদ্ধ নিয়্যতে স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, আমি কিছুই নিবো না, কিংবা যিনি পড়াবেন তিনি বলে দেন যে, কিছুই দেবো না। অতঃপর পরে হাফিয সাহেবকে উপাহর স্বরূপ দেন তবে কোন ক্ষতি নেই, কেননা কর্মফল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। **(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে তারাবী, ৭৮৯ পৃষ্ঠা)**

প্রশ্ন: যদি হাফিয সাহেব পারিশ্রমিক না নেয়, কিন্তু নিজের দ্রুততা দেখানো, সুন্দর কণ্ঠের প্রশংসা পাওয়া এবং নাম কামানোর জন্য কোরআনে পাক পড়ে তাহলে কি সাওয়াব পাবে?

উত্তর: যদি হাফিয সাহেব পারিশ্রমিক না নেয়, কিন্তু নিজের দ্রুততা দেখানো বা সুন্দর কণ্ঠের প্রশংসা পাওয়া এবং নাম কামানোর জন্য কোরআনে পাক পড়ে তবে সাওয়াব তো দূরের কথা, উল্টো সম্মানের লোভ ও লৌকিকতার গুনাহে নিমজ্জিত হবে, সুতরাং পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের মাঝে একনিষ্টতা থাকা আবশ্যক।

বিভিন্ন মাসয়ালা

প্রশ্ন: যদি কেউ পৃথক পৃথক মসজিদে তারাবীহ পড়ে, তার কি এরূপ করা উচিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! যদি কেউ পৃথক পৃথক মসজিদে তারাবীহ পড়তে চায় তবে সে এরূপ করতে পারবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, খতমে কোরআনের যেন কোন ক্ষতি না হয়। যেমন; তিনটি মসজিদ এমনি যে, সেগুলোতে প্রতিদিন সোয়া একপারা পড়া হয়, তবে তিনটিতেই প্রতিদিন পালা করে যেতে পারবে।

প্রশ্ন: কিছু লোক ইমামের রুকুতে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে, তাদের সম্পর্কে বিধান কি?

www.dawateislami.net

উত্তর: যে সমস্ত লোক ইমামের রুকুতে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এটা মুনাফিকদের মতো কাজ, যেমনটি সূরা নিসার **১৪২** নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ یُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ یُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِیْلًا ﴿۱۴۲﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় মুনাফিক লোকেরা নিজেদের ধারণায় **আল্লাহ**কে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুত: তিনিই তাদেরকে অন্য মনস্ক করে মারবেন, আর যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন মনভোলা অবস্থায় মানুষকে দেখায় (মাত্র) এবং **আল্লাহ**কে স্মরণ করে না কিছু অল্প সংখ্যক লোক।

সুতরাং কোন অপারগতা না থাকলে তবে ফরযের জামাআতেও যদি ইমাম রুকু থেকে উঠে যায়, তবে সিজদা ইত্যাদিতে তাৎক্ষণিকভাবে শরীক হয়ে যাবে, তাছাড়া ইমাম যদি কাদায়ে উলায়ও (প্রথম বা মধ্যবর্তী বৈঠক) থাকেন তবুও তার দাঁড়ানোর অপেক্ষা করবে না, বরং শরীক হয়ে যাবে। যদি ক্বাদায় শরীক হয়ে গেলো এবং ইমাম দাঁড়িয়ে গেলো, তবে আত্তাহিয়্যাত (শুরু করে দিলে) পূর্ণ না করে দাঁড়াবে না।

প্রশ্ন: ইশার ফরয এক ইমামের পেছনে এবং তারাবীহ অন্য ইমামের পেছনে কি পড়া যাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! শুধু এইটা নয় বরং এক ইমামের পেছনে ফরয, ২য় ইমামের পেছনে তারাবীহ এবং ৩য় ইমামের পেছনে বিতির পড়লেও ক্ষতি নেই। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ফরয ও বিতিরের জামায়াত পড়াতেন আর হযরত সায়্যিদুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তারাবীহ পড়াতেন। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১১৬)

www.dawateislami.net

বিতিরের নামায

বিতিরের নামাযের শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন: বিতিরের নামায পড়া কি ফরয?

উত্তর: জি না! বিতির নামায পড়া ফরয নয় বরং ওয়াজিব।

প্রশ্ন: ফরযের ন্যায় বিতিরের ও কি কাযা আদায় করতে হয়?

উত্তর: জি হ্যাঁ! ফরযের ন্যায় বিতিরেরও কাযা আদায় করা আবশ্যক।

বিতিরের নামাযের সময়

প্রশ্ন: বিতরের নামায কখন পড়া হয়ে থাকে?

উত্তর: বিতিরের নামায ইশার নামাযের পর পড়া হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: যদি কেউ ইশার নামাযের পূর্বে বিতিরের নামায পড়ে নেয় তবে কি হয়ে যাবে?

উত্তর: জি না! ইশা ও বিতিরের নামাযের সময় যদিওবা এক, কিন্তু এতে পারস্পরিক ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আদায় করা ফরয, অতএব ইশার নামাযের পূর্বে বিতিরের নামায পড়ে নিলে তবে হবেই না, অবশ্য ভূলে যদি বিতির পূর্বে পড়ে নেয় বা পরে মনে পরলো যে, ইশার নামায অযু ছাড়াই পড়েছিলো এবং বিতির অযু অবস্থায় পড়েছে, তবে হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৪৫১)

প্রশ্ন: বিতিরের নামায কতোক্ষন পর্যন্ত আদায় করা যাবে?

উত্তর: বিতির ইশারের ফরয নামাযের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আদায় করতে পারবে।

প্রশ্ন: বিতিরের নামায আদায় করার উত্তম সময় কোনটি?

উত্তর: যে ঘুমানোর পর উঠার প্রতি সক্ষম তার জন্য উত্তম হচ্ছে যে, রাতের শেষ ভাগে উঠে প্রথমে তাহাজ্জুদ আদায় করা অতঃপর বিতিরের নামায পড়া।

(নামাযের আহকাম, নামাযের পদ্ধতি, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

যেমনটি এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: “যার সন্দেহ হচ্ছে যে, রাতের শেষ ভাগে উঠতে পারবে না, সে প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নিবে আর যে বিশ্বাস রাখে যে, রাতের শেষ ভাগে উঠতে পারবে, সে রাতের শেষ ভাগে পড়বে, কেননা রাতের শেষ ভাগের নামাযে রহমতের ফিরিশতারা উপস্থিত হয়ে থাকে এবং এটাই উত্তম।” (মুসলিম, কিতাবুস সালাত, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫৫)

প্রশ্ন: বিতিরের নামায কি জামাআত সহকারে আদায় করতে পারবে?

উত্তর: জি না! বিতিরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করা নিষেধ। তবে! রমযান শরীফে জামাআত সহকারে বিতিরের নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

বিতিরের নামায পড়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন: বিতিরের নামায কতো রাকাত এবং তা আদায় করার পদ্ধতি কি?

উত্তর: বিতিরের নামায তিন রাকাত এবং এতে কাদায়ে উলা ওয়াজিব।

❋.... বিতিরের নামায আদায়কারী কাদায়ে উলায় শুধু আত্তাহিয়্যাত পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে, দরূদ শরীফও পড়বে না, সালামও ফিরাবে না, যেমনিভাবে মাগরিবের নামাযে পড়ে সেভাবেই করবে।

❋.... বিতিরের ৩ রাকাতেই সাধারণত ক্বিরাত পড়া ফরয এবং প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলিয়ে পড়া ওয়াজিব আর উত্তম এটাই যে, প্রথম রাকাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى বা اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ ২য় রাকাতে قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ৩য় রাকাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়া। মাঝে মাঝে অন্য সূরাও পড়ুন।

❋.... তৃতীয় রাকাতে ক্বিরাতের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে, যেভাবে তাকবীরে তাহরীমায় করে থাকে, এই তাকবীর বলাও ওয়াজিব, অতঃপর হাত বেঁধে নিবে এবং দোয়ায়ে কুনূত পড়বে।

❋.... অতঃপর রুকু করবে এবং অবশিষ্ট নামাযের মতো শেষ রাকাত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে।

www.dawateislami.net

দোয়ায়ে কুনূত

প্রশ্ন: দোয়ায়ে কুনূত পড়া কি ফরয?

উত্তর: জি না! দোয়ায়ে কুনূত পড়া ফরয নয় বরং ওয়াজিব।

প্রশ্ন: দোয়ায়ে কুনূত কি কোন নির্দিষ্ট দোয়ার নাম?

উত্তর: জি না! দোয়ায়ে কুনূত কোন নির্দিষ্ট দোয়ার নাম নয় এবং বিতিরের নামাযে কোন বিশেষ দোয়া পড়াই আবশ্যক নয়, বরং ঐ সকল প্রতিটি দোয়া যা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণিত তা পড়ে নিন, তাতে কোন ক্ষতি নেই, তবে! সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ দোয়া এটাই এবং সাধারণত লোকেরা একেই দোয়ায়ে কুনূত বলে থাকে:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ط

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার উপর ঈমান রাখি। আর তোমার উপর ভরসা রাখি এবং তোমার খুবই উত্তম প্রশংসা করি এবং তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা এবং আলাদা রাখি ও প্রত্যাখ্যান করি ঐ ব্যক্তিকে, যে তোমার নির্দেশ অমান্য করে। **হে আল্লাহ!** আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই জন্য নামায পড়ি, সিজদা করি এবং একমাত্র তোমার প্রতিই দৌড়ে আসি এবং খিদমতের জন্য হাজির হই এবং তোমার রহমতের আশাবাদী এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি শুধু কাফিরদের জন্য রয়েছে।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: অবশিষ্ট দোয়ার মতো কি দোয়ায়ে কুনূতের পরও দরূদ শরীফ পড়া যাবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! দোয়ায়ে কুনূতের পর দরূদ শরীফ পড়া যাবে বরং এটা উত্তমও।

(বাহারে শরীয়ত, বিতিরের বর্ণনা, ১/৬৫৫)

প্রশ্ন: যদি কেউ দোয়ায়ে কুনূত না জানে, তবে সে কি পড়বে?

উত্তর: যদি কেউ দোয়ায়ে কুনূত না জানে তবে সে এটা পড়বে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতের কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

অথবা এটা পড়ুন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ অর্থাৎ- হে **আল্লাহ**! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

প্রশ্ন: যদি কেউ দোয়ায়ে কুনূত পড়তে ভূলে যায়, তখন কি করবে?

উত্তর: যদি কেউ দোয়ায়ে কুনূত পড়তে ভূলে যায় এবং রুকুতে চলে যায় তবে ফিরে আসবে না বরং শেষে সিজদায়ে সাহু করে নিবে। **(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১১১)**

প্রশ্ন: বিতিরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করছে এবং ইমাম মুকতাদীর দোয়ায়ে কুনূত শেষ হওয়ার পূর্বে রুকুতে চলে গেলো তখন মুকতাদী কি করবে?

উত্তর: রমযানুল মুবারকে বিতিরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করছিলো এবং ইমাম সাহেব মুকতাদীর কুনূত পড়া শেষ হওয়ায় পূর্বে যদি রুকুতে চলে যায়, তবে মুকতাদীরও উচিৎ যে, তারাও যেনো ইমামকে অনুস্বরন করে দ্রুত রুকুতে চলে যাওয়া এবং অবশিষ্ট দোয়ায়ে কুনূত পড়বে না।

(আল মারজিউস সা'বিক)

www.dawateislami.net

সিজদায়ে সাহুর বর্ণনা

সিজদায়ে সাহু দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: সিজদায়ে সাহু দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: নামাযের ওয়াজীব সমূহের মধ্য থেকে যদি কোন ওয়াজিব ভুলে বাদ পরে যায় অথবা নামাযের ফরয ও ওয়াজিব সমূহের মধ্যে ভুলে দেরী হয়ে যায়, তবে সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার জন্য সাহু সিজদা দেয়া হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: যদি কেউ জেনে শুনেই ওয়াজিব বর্জন করে, তবে কি সাহু সিজদা দ্বারা তা পূর্ণতা লাভ করবে?

উত্তর: জি না! যদি কেউ জেনে শুনেই ওয়াজিব বর্জন করলো, তবে সাহু সিজদা দ্বারা সেই ক্ষতি পূর্ণতা লাভ করবে না বরং ইয়াদা অর্থাৎ পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব।

সিজদায়ে সাহুর শরয়ী মর্যাদা

প্রশ্ন: সিজদায়ে সাহুর শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তর: সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। **(দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৬৫৫)**

প্রশ্ন: যদি কেউ সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার পরও আদায় না করে, তবে তার জন্য শরয়ী বিধান কি?

উত্তর: যদি কেউ সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার পরও আদায় না করে, তবে নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন: এমন কোন ওয়াজিব আছে কি, যা বাদ গেলেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না?

উত্তর: জি হ্যাঁ! এমন কিছু ওয়াজিব বাদ পরলো, যা নামাযের ওয়াজিব গুলোর অন্তর্ভূক্ত নয়, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। যেমন; ধারাবাহিক ভাবে কোরআনে পাক পড়া ওয়াজিব কিন্তু এর সম্পর্ক নামাযের ওয়াজিবের সাথে নয় বরং তিলাওয়াতের ওয়াজিবের সাথে, অতএব যদি কেউ নামাযে ধারাবাহিকতার সহিত কোরআন কারীমের তিলাওয়াতের করলো না, যেমন;

www.dawateislami.net

প্রথমে সূরা নাস পড়লো এবং পরে সূরা ফালাক পড়লো, তবে এর দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

প্রশ্ন: যদি কোন ফরয বাদ পরে তবে কি সিজদায়ে সাহু দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে?

উত্তর: জি না! ফরয বাদ পরার কারণে নামাযই বাতিল হয়ে যায়, সিজদায়ে সাহু দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হয় না, সুতরাং নামায পুনরায় পড়তে হবে।

প্রশ্ন: যদি সুন্নাত বা মুস্তাহাব বাদ পরে যায়, তখন এই অবস্থায়ও কি সিজদায়ে সাহু করা উচিৎ?

উত্তর: সুন্নাত বা মুস্তাহাব যেমন; সানা, তাআ'উয, তাসমিয়া, আমিন, এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার তাকবীর সমূহ ও তাসবীহ সমূহ বর্জন করাতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়না, নামায হয়ে যাবে (সুতরাং এ অবস্থায় সিজদায়ে সাহু করবেনা)। **(ফতহুল কদীর, কিতাবুস সালাত, ১/৪৩৮)** তবে পুনরায় পড়ে নেয়া মুস্তাহাব, ভূলক্রমে বর্জন হোক বা ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক।

প্রশ্ন: যদি একের অধিক ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়, তবে কি প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা সিজদায়ে সাহু করতে হবে?

উত্তর: জি না! নামাযে যদিওবা সকল ওয়াজিবই বাদ পরে যায়, তবে দু'টি সিজদায়ে সাহুই সবগুলোর জন্য যথেষ্ট। **(দুররে মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৬৫৫)**

প্রশ্ন: যদি নামাযে ইমাম সাহেবের কোন ওয়াজিব বাদ পরে যায়, তবে কি মুকতাদীর উপরও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব?

উত্তর: জি হ্যাঁ! যদি ইমামের ভূল হয় এবং সিজদায়ে সাহু দেয়, তবে মুকতাদীরও সিজদা ওয়াজিব। **(দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৬৫৮)**

প্রশ্ন: যদি মুকতাদীর ইকতিদা অবস্থায় কোন ভূল হয়, তবে কি এতে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব?

উত্তর: জি না! যদি মুকতাদীর ইকতিদা অবস্থায় কোন ভূল হয়, তবে এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব নয়। **(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১২৮)** এবং নামায পুনরায় পড়ারও প্রয়োজন নেই।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ সিজদায়ে সাহু কি শুধু ফরয নামাযের জন্যই ওয়াজিব, নাকি অন্যান্য নামাযেও ওয়াজিব?

উত্তরঃ সিজদায়ে সাহুর সম্পর্ক নামাযের সাথে, হোক তা ফরয বা সুন্নাত, বিতর বা নফল। যেকোন নামাযেই ওয়াজিব বাদ পরাতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কিছু অবস্থা

প্রশ্নঃ কিছু অবস্থা সম্পর্কে বলুন, যাতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়?

উত্তরঃ সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কিছু অবস্থা হলোঃ

❀.... তা'দীলে আরকান (যেমন; রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো বা দুই সিজদার মাঝখানে একবার سُبْحٰنَ اللهِ বলার সমপরিমান সোজা হয়ে বসা) ভূলে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত ১/১২৭)

❀.... দোয়ায়ে কুনূত বা কুনূতের তাকবীর বলতে ভূলে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১২৮)

❀.... কিরাত ইত্যাদির কোন অবস্থায় চিন্তা করতে করতে তিনবার سُبْحٰنَ اللهِ বলার সমপরিমান বিরতি হয়ে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

(বাহারে শরীয়ত, সিজদায়ে সাহুর বর্ণনা, ১/৭১৫)

❀.... রুকু ও সিজদা এবং কা'দায় কোরআন পাঠ করলে তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৬৫৭)

❀.... কা'দায়ে উলায় তাশাহুদের পর এতটুকু পড়লো اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّد তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব। এই কারণে নয় যে, দরূদ শরীফ পড়েছে, বরং এই কারণে যে, ফরয অর্থাৎ ৩য় রাকাতে দাঁড়াতে দেরী করেছে। (দুররে মুখতার, ২/৬৫৭)

❀.... ইমাম সাহেব উচ্চ স্বরে পড়ার নামাযে এক আয়াত নিম্ন স্বরে পড়লো বা নিম্ন স্বরে পড়ার স্থলে উচ্চ স্বরে পড়লো, তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব এবং এক বাক্য নিম্ন স্বরে বা উচ্চ স্বরে পড়লো, তবে তা ক্ষমাযোগ্য।

(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১২৮)

❀.... একাকী নামাযরত অবস্থায় নিম্ন স্বরে পড়ার স্থলে উচ্চ স্বরে পড়লো তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব, আর উচ্চ স্বরে পড়ার স্থলে নিম্ন স্বরে পড়লো, তবে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না। (বাহারে শরীয়ত, সিজদায়ে সাহুর বর্ণনা, ১/৭১৪)

সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি

প্রশ্ন: সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি কি?

উত্তর: সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি হলো:

❀.... তাশাহুদের পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা করা, অতঃপর তাশাহুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরানো। (শরহে বেকায়া, কিতাবুস সালাত, ১/২২০)

❀.... সিজদায়ে সাহুর পরও আত্তাহিয়্যাত পড়া ওয়াজিব। আত্তাহিয়্যাত পড়ে সালাম ফিরাবে আর উত্তম হলো যে, উভয় কা'দায় (অর্থাৎ সিজদায়ে সাহুর পূর্বে ও পরে) দরূদ শরীফও পড়া। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১২৫)

❁------❁------❁

তিলাওয়াতে সিজদা

তিলাওয়াতে সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: তিলাওয়াতে সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: কোরআনে পাকের এমন কিছু আয়াতে মুবারাকা রয়েছে, যা পাঠ করা বা শ্রবণ করাতে সিজদা করা হয়, তাকে তিলাওয়াতে সিজদা বলা হয়।

প্রশ্ন: কোরআনে পাকে সিজদার মোট কতটি আয়াত রয়েছে?

উত্তর: কোরআনে পাকে সিজদার মোট ১৪টি আয়াত রয়েছে।

তিলাওয়াতে সিজদার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: সিজদার আয়াতের শরয়ী বিধান কি?

উত্তর: সিজদার আয়াত পাঠ করা বা শ্রবণ করাতে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়।

(হেদায়া, কিতাবুস সালাত, ১/৭৮)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যদি কেউ সিজদার আয়াতের অনুবাদ পাঠ করলো বা শ্রবণ করলো, তবেও কি সিজদা করা আবশ্যক?

উত্তর: জি হ্যাঁ! যদি কেউ ফার্সী বা যেকোনো ভাষায় সিজদার আয়াতের অনুবাদ পাঠ করে, তবে পাঠকারী ও শ্রবণকারীর ওপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে গেলো।

(বাহারে শরীয়ত, তিলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা, ১/৭৩০)

প্রশ্ন: যদি কেউ সিজদার আয়াত পুরো পাঠ করলো না বরং কিছু অংশ পাঠ করলো বা শুনলো, তবে এ ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?

উত্তর: সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য পুরো আয়াত পাঠ করা আবশ্যক নয়, বরং যে শব্দটিতে সিজদার মূল অংশটি রয়েছে তার আগের বা পরের যে কোন শব্দ মিলিয়ে পড়াই যথেষ্ট হবে। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৬৯৪)**

প্রশ্ন: সিজদার আয়াত পাঠ করা বা শ্রবণ করার সাথে সাথেই কি সিজদায়ে সাহু করা আবশ্যক নাকি পরবর্তীতেও করা যাবে?

উত্তর: যদি সিজদার আয়াত নামাযে পাঠ করা হয়, তবে সিজদাও নামাযে সাথে সাথেই দেয়া ওয়াজিব আর যদি নামাযের বাইরে সিজদার আয়াত পড়া হয়, তবে সাথে সাথেই সিজদা দেয়া ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ! তবে উত্তম হচ্ছে সাথে সাথেই করে নেয়া এবং অযু থাকলে দেরী করা মাকরূহে তানযীহি। **(বাহারে শরীয়ত, তিলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা, ১/৭৩০)** এবং কোন কারণে যদি সাথে সাথেই সিজদা করতে না পারে, তবে পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ে এটা বলা মুস্তাহাব:

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾

(৩য় পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমরা শুনলাম আর অনুগত হলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বস্তুত: তোমার দিকেই প্রত্যবর্তন করতে হবে। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ২/৭০৩)**

প্রশ্ন: মাদরাসার ছাত্ররা কোরআনে কারীম মুখস্ত করার জন্য একই আয়াত একই জায়গায় বসে বার বার পড়তে থাকে, তবে কি সিজদার আয়াত বার বার পাঠকরা এবং শ্রবণকরার কারণে বার বার সিজদা করতে হবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: জি না! একই বৈঠকে সিজদার একটি আয়াত বার বার পাঠকরা বা শুনা হলে, তবে একটি সিজদাই ওয়াজিব হবে, যদিওবা কয়েকজন থেকে শুনা হয়, অনুরূপভাবে যদি আয়াতটি পড়েছে আর একই আয়াত অন্যের মুখে শুনেছে, তবুও একটি সিজদাই ওয়াজিব হবে। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, কিতাবুসসালাত, ২/৭১২)**

প্রশ্ন: যদি কেউ সম্পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করলো কিন্তু সিজদার আয়াতটি পড়লো না, তবে এ সম্পর্কে বিধান কি?

উত্তর: সম্পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করা আর সিজদার আয়াতটি বাদ দেয়া মাকরূহে তাহরীমী এবং শুধু সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করাতে কোন অসুবিধা নেই, তবে উত্তম হলো পূর্বের ও পরের দুই একটি আয়াত সাথে মিলিয়ে পড়া।

(দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৭১৭)

তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি

প্রশ্ন: সিজদা করার সুন্নাত পদ্ধতি কি?

উত্তর: সিজদা করার সুন্নাত পদ্ধতি হলো: দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলতে বলতে সিজদায় চলে যান এবং কমপক্ষে তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলুন, অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলতে বলতে দাঁড়িয়ে যান, প্রথম ও শেষে উভয়বার اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলা সুন্নাত এবং দাঁড়ানো থেকে সিজদায় যাওয়া ও সিজদা হতে দাঁড়ানো এই দু'টি কিয়াম করা মুস্তাহাব। **(দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৬৯৯)** সুতরাং বসেও তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা যায়।

প্রশ্ন: তিলাওয়াতে সিজদায় এই নিয়্যত করা কি আবশ্যক যে, এটি অমুক আয়াতের সিজদা?

উত্তর: জি না! তিলাওয়াতে সিজদায় এই নিয়্যত করা আবশ্যক যে, অমুক আয়াতের সিজদা আদায় করছি, বরং সাধারণভাবে তিলাওয়াতে সিজদার নিয়্যত থাকলেই যথেষ্ট।

প্রশ্ন: তিলাওয়াতে সিজদায় اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলার সময় কি কানে হাত লাগাতে হয়?

উত্তর: জি না! তিলাওয়াতে সিজদায় اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলার সময় কানে হাত লাগাতে হবে না। **(তানভীরুল আবছার, কিতাবুস সালাত, ২/৭০০)**

www.dawateislami.net

সিজদার আয়াতের উপকারীতা

প্রশ্ন: যদি কেউ সিজদার সমস্ত আয়াত একসাথে পড়ে তাহলে এর ফযীলত কি?

উত্তর: বাহারে শরীয়তে রয়েছে যে, যে উদ্দেশ্য পূরনের জন্য একই বৈঠকে সিজদার সবকটি (অর্থাৎ ১৪টি) আয়াত পাঠ করে সিজদা করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিবেন। চাই একটি একটি আয়াত পাঠ করে একটি একটি করে সিজদা করুক অথবা সকল আয়াত এক সাথে পাঠ করার পর অবশেষে ১৪টি সিজদা করে নিক। (বাহারে শরীয়ত, তিলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা, ১/৭৩৮)

সূরা ইখলাসের ফযীলত

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফান এ সূরা ইখলাস সম্পর্কে বলেন: সূরা ইখলাস মক্কী, অপর এক অভিমতানুসারে মাদানী, এতে একটি রুকু, ৪ টি আয়াত, পনেরটি বাক্য এবং সাতচল্লিশটি বর্ণ রয়েছে। হাদীস শরীফ সমূহে এ সূরার অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, একে কোরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা সম্পন্ন বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি এ সূরাটি ৩ বার পড়া হয় তবে সম্পূর্ণ কোরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করলেন: এই সূরার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা রয়েছে, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এর প্রতি ভালবাসা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। (তিরমিযী) শানে নুযুল: আরবের কাফিরগণ সৈয়্যদে আলম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট **আল্লাহ তায়ালা** সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছিলো। কেউ বলেছিলো যে, **আল্লাহ**র বংশ কি? কেউ বলেছিলো যে, তিনি স্বর্ণের নাকি রূপার, না লৌহার নাকি কাঠের? কিসের তৈরী? কেউ বললো; তিনি কি আহার করেন? পান করেন? তিনি প্রতিপালকত্ব কার নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন? আর তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হবেন? এর উত্তরে **আল্লাহ তায়ালা** এ সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপন সত্ত্বা ও গুণাবলী বর্ণনা করে পরিচয় লাভের পথ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং অন্ধকার যুগের ধারণাও কল্পনার অন্ধকার রাশিকে, যার মধ্যে তারা নিমজ্জিত ছিলো আপন সত্ত্বা ও গুণাবলীর আলোকে বর্ণনা দিয়ে দূরীভূত করেছেন।

www.dawateislami.net

১৪টি সিজদার আয়াত

প্রশ্ন: সিজদার আয়াত সমূহ কোরআনে পাকের কোন পারায় ও কোন সূরায় রয়েছে বিস্তারিত বলুন?

উত্তর: সিজদার আয়াত মোট ১৪টি, এর বিস্তারিত হলো:

১.... ৯ম পারা, সূরা আরাফ, আয়াত ২০৬:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩ ﴿٢٠٦﴾﴾

২.... ১৩তম পারা, সূরা রা'আদ, আয়াত ১৫:

﴿وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٥﴾﴾

৩.... ১৪তম পারা, সূরা নাহল, আয়াত ৪৯:

﴿وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٩﴾﴾

৪.... ১৫তম পারা, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১০৭ থেকে ১০৯:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ

سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾﴾

৫.... ১৬তম পারা, সূরা মরিয়াম, আয়াত ৫৮:

﴿اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾﴾

৬.... ১৭তম পারা, সূরা হজ্ব, আয়াত ১৮:

﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ

وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ

فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾﴾

৭.... ১৯তম পারা, সূরা ফুরকান, আয়াত ৬০:

﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩ ﴿٦٠﴾﴾

www.dawateislami.net

৮.... ১৯তম পারা, সূরা নামাল, আয়াত ২৫-২৬:

﴿اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ یَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۲۵﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ﴿۲۶﴾﴾

৯.... ২১তম পারা, সূরা সাজদাহ, আয়াত ১৫:

﴿اِنَّمَا یُؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۵﴾﴾

১০... ২৩তম পারা, সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৪-২৫:

﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ ﴿۲۴﴾ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۲۵﴾﴾

১১... ২৪তম পারা, সূরা হামীম আস সাজদাহ, আয়াত ৩৭-৩৮:

﴿وَمِنْ اٰیٰتِهِ الَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ یُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَهُمْ لَا یَسْـَٔمُوْنَ ﴿۳۸﴾﴾

১২... ২৭তম পারা, সূরা নাজম, আয়াত ৬২:

﴿فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوْا ﴿۶۲﴾﴾

১৩... ৩০তম পারা, সূরা ইনশিকাক, আয়াত ২০-২১:

﴿فَمَا لَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰﴾ وَ اِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ ﴿۲۱﴾﴾

১৪... ৩০তম পারা, সূরা আলাক, আয়াত ১৯:

﴿وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ ﴿۱۹﴾﴾

www.dawateislami.net

জুমার নামায

আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদেরকে **জুমাতুল মুবারকে**র নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। আফসোস! আমরা যথাযত গুরুত্ব না দিয়ে **জুমা** শরীফকেও অন্যান্য দিনের মতো অলসতায় অতিবাহিত করে দিই। অথচ

☞... জুমা হচ্ছে ঈদের দিন। **☞... জুমা**র দিন সকল দিনের সরদার।

☞... জুমার দিনে জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয় না।

☞... জুমার দিনে দোযখের দরজা খোলা হয় না।

☞... জুমাকে কিয়ামতের দিন নব বধুর মতো উঠানো হবে।

☞... জুমার দিনে মৃত্যুবরণ কারী সৌভাগ্যবান মুসলমান শহীদের মর্যাদা লাভ করে এবং কবরের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

জুমা দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: জুমা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: জুমা সম্পর্কে অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। অতএব প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জুমাকে জুমা বলার কারণ কিছুটা এরূপ উদ্ধৃত করেন:

✡.... এই দিন সৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

✡.... হযরত সায়্যিদুনা আদম সফীউল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মাটি এই দিনেই একত্রিত হয়।

✡.... এদিনই লোকেরা একত্রিত হয়ে জুমার নামায আদায় করে। তাই এইদিনকে জুমা বলা হয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, জুমা কা বাব, ২/৩১৭)**

জুমার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: জুমার শরয়ী বিধান কি?

www.dawateislami.net

উত্তর: জুমা ফরযে আইন আর তা ফরয হওয়ার ব্যাপারে যোহরের নামায থেকে বেশি গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। (দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/৫)

প্রশ্ন: যদি কেউ জুমা না পড়ে, তবে তার ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তিন জুমা (নামায) অলসতার কারণে পরিত্যাগ করবে **আল্লাহ তায়ালা** তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। (মুসতাদরাক, কিতাবুস সালাত, ১/৫৮৯, হাদীস নং- ১১২০)

প্রশ: যদি কেউ জুমার ফরযিয়্যতকে (অর্থাৎ ফরয হওয়াকে) অস্বীকার করে, তবে তার ব্যাপারে শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর: যদি কেউ জুমার ফরযিয়্যতকে (অর্থাৎ ফরয হওয়াকে) অস্বীকার করে, তবে সে কাফির। (দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/৫)

সর্বপ্রথম জুমা

প্রশ্ন: জুমার সূচনা কখন ও কোথায় হয়েছে?

উত্তর: জুমার সূচনা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজরতের পূর্বে মদীনা শরীফেই হয়েছিলো।

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম জুমা কে পড়িয়েছিলেন?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশে সর্বপ্রথম জুমা হযরত সায়্যিদুনা মুসয়াব বিন ওমাইর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ পড়িয়েছিলেন।

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম জুমার নামায কি মসজিদে নববীতে আদায় করা হয়েছিলো?

উত্তর: জি না! তখনো মসজিদে নববী তৈরি হয়নি বরং এই নামায হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন খাইচামা আনসারী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ঘরে আদায় করা হয়েছিলো।

প্রশ্ন: যে মসজিদে জুমার নামায হয় তাকে কি বলে?

উত্তর: যে মসজিদে জুমার নামায হয় তাকে জামে মসজিদ বলে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম জুমা

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বপ্রথম জুমা কখন এবং কোথায় আদায় করেছেন?

www.dawateislami.net

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হিজরত করে মদীনা শরীফ তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার শরীফে চাশতের (দ্বিপ্রহর) সময় কুবা নামক স্থানে অবস্থান করেন। সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার সেখানে অবস্থান করেন এবং একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর জুমার দিন মদীনা শরীফ যাত্রা করলেন, পথে বনী সালেম ইবনে আউফ এর উপত্যাকায় জুমার সময় হলো, তখন সেই জায়গার লোকেরা মসজিদ তৈরী করলো এবং এখানেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১৬ রবিউল আউয়াল সর্বপ্রথম জুমা আদায় করেন।

(খাযাইনুল ইরফান, ২৮ পারা, সূরা জুমা, ৯নং আয়াতের পাদটিকা, টিকা নম্বর-২১)

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** পবিত্র জাহেরী হায়াতে মোট কতটি জুমা আদায় করেছেন?

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** পবিত্র জাহেরী হায়াতে প্রায় ৫০০টি জুমা আদায় করেছেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, খুতবা এবং নামায, ২/৩৪৬)**

কোরআনে করীমে জুমার আলোচনা

প্রশ্ন: জুমার আলোচনা কি কোরআনে কারীমেও আছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র কোরআনে জুমার নামে একটি পরিপূর্ণ সূরা অর্থাৎ **সূরাতুল জুমা** অবতীর্ণ করেছেন, যা কোরআনুল করীমের ২৮তম পারায় শোভা পাচ্ছে। **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** সূরা জুমার নবম আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹﴾

(পারা ২৮, সূরা জুমা, আয়াত ৯)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> হে ঈমানদারগণ! যখন নামাযের আযান হয়, জুমা দিবসে, তখন **আল্লাহ**র যিকরের দিকে দৌড়াও এবং বেচাকেনা বা ক্রয় বিক্রয় পরিত্যাগ করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।

www.dawateislami.net

হাদীসে মুবারাকায় জুমার আলোচনা

কবরের আযাব থেকে মুক্ত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন কিংবা জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে) মৃত্যুবরণ করবে, তাকে কবরের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠবে যে, তার উপর শহীদদের মোহর থাকবে।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮১, হাদীস নং- ৩৬২৯)

প্রত্যেক দোয়া কবুল হয়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুমার দিন এমন একটা মূহুর্ত রয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান তা পেয়ে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট কিছু চায়, তবে **আল্লাহ তায়ালা** অবশ্যই তা দান করবেন।"

(মুসলিম, কিতাবুল জুমা, ৪২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫-{৮৫২})

মকবুল সময় কোনটি?

প্রশ্ন: ঐ মুহুর্তটি কোনটি, যাতে প্রত্যেক দোয়া কবুল হয়?

উত্তর: প্রখ্যাত মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক রাতে দোয়া কবুলিয়্যতের সময় আসে কিন্তু দিনের মধ্যে শুধুমাত্র জুমার দিনই। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানা নেই যে, সেই সময়টি কখন। সম্ভবত তা দুই খোৎবার মধ্যবর্তী সময় কিংবা মাগরিবের কিছু পূর্বে।

(মিরাতুল মানাজিহ, জুমা অধ্যায়, ২/৩১৯)

প্রশ্ন: এই সময় কি দোয়া করা উচিৎ?

উত্তর: উত্তম হচ্ছে যে, এই সময় কোন পূর্ণাঙ্গ দোয়া করা, যেমন; কোরআনী দোয়া:

رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

(২য় পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২০১)

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও, আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

জুমার দিনে নেকীর সাওয়াব এবং গুনাহের শাস্তি

প্রখ্যাত মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর বর্ণনা অনুসারে "**জুমা**র দিন হজ্ব হলে এর সাওয়াব সত্তরটি হজ্বের সমান, **জুমা**র দিনের একটি নেকীর সাওয়াব সত্তরগুণ।" (মিরাতুল মানাজিহ, জুমা অধ্যায়, ২/৩২৫) (যেহেতু এর মর্যাদা অনেক বেশী, সেহেতু) **জুমা**র দিনে গুনাহের শাস্তিও সত্তরগুণ বেশি। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৩৬)

জুমার দিনের আমলসমূহ

প্রশ্ন: জুমার দিনে কিরূপ আমল করা উচিৎ?

উত্তর: জুমার দিনে এই আমল করা উচিৎ:

(১) জুমার গোসল

জুমার নামাযের পূর্বে গোসল করা উচিত। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে যে, "জুমার গোসল লোমের গোড়া থেকে ত্রুটিসমূহ টেনে নেয়।" (আল মু'জামুল কবীর, ৮/২৫৬, হাদীস নং- ৭৯৯৬) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে, তার গুনাহ ও ত্রুটিসমূহ মুছে দেয়া হয় এবং যখন সে (মসজিদের দিকে) চলতে শুরু করে, তখন প্রতিটি কদমে ২০ বছরের আমল লিখা হয়। আর যখন নামায শেষ করে তখন তার ২০০ বছরের আমলের সাওয়াব অর্জিত হয়। (আল মু'জামুল আওসাত, ২/৩১৪, হাদীস নং- ৩৩৯৭)

(২) জুমার দিন সৌন্দর্য বর্ধন করা

জুমার দিন সৌন্দর্য বর্ধন করা উচিত। অর্থাৎ পোষাক ও শরীর পরিষ্কার করার পাশপাশি মিসওয়াক করা উচিৎ, সুগন্ধি লাগানো উচিৎ, নখ কাটা উচিৎ, চুল কাটা উচিৎ।

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন করে, তেল লাগায়, ঘরে সুগন্ধি যা পায় তা লাগায়, অতঃপর নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয় এবং পাশাপাশি বসা দুইজন ব্যক্তিকে সরিয়ে তাদের মাঝখানে না বসে এবং যে নামায তার জন্য লিখা হয়েছে, তা আদায় করে এবং ইমাম যখন খোৎবা পড়ে তখন চুপ থাকে, তবে তার জন্য এই জুমা এবং পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

(বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, ১/৩০৬, হাদীস নং- ৮৮৩)

বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি জুমার দিন নিজের নখ কাটে, **আল্লাহ তায়ালা** তার অসুস্থতা দূর করে সুস্থতা প্রবেশ করিয়ে দেন।"

(আল মুসান্নিফ লিইবনে আবি শেয়বা, কিতাবুল জুমুআ, ২/৬৫, হাদীস নং- ২)

প্রশ্ন: ক্ষৌরকর্ম করা এবং নখ কাটার কাজ জুমার পূর্বে করা উচিৎ নাকি জুমার পর?

উত্তর: ক্ষৌরকর্ম করা এবং নখ কাটার কাজ জুমার পূর্বেও করা যায়, কিন্তু জুমার পর এই কাজ করা উত্তম। **(দুররে মুখতার, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহা, ৯/৬৬৮)**

(৩) পাগড়ী শরীফ বাঁধার ফযীলত

পাগড়ী শরীফ চাইলে প্রতিদিন বাঁধতে পারেন, কিন্তু বিশেষভাবে জুমার দিন পাগড়ী বাঁধার ফযীলতও বর্ণিত রয়েছে। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর** ফিরিশতারা জুমার দিনে পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, ২/৩৯৪, হাদীস নং- ৩০৭৫)

(৪) অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া

জুমার দিন অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়া উচিত। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার দিন আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা এই দিন প্রত্যক্ষদর্শী, এতে ফিরিশতারা উপস্থিত হয় এবং যে দরূদ পাঠ করা হয় তা আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়, এমনটি সে শেষ

www.dawateislami.net

করা পর্যন্ত। হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি আরয করলাম, এটা কি **আপনার** জাহেরী জীবন থেকে পর্দা করার পরও? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! এর পরেও! কেননা اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَآءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ۔ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** মাটির জন্য নবীগণের শরীরকে খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন, **আল্লাহ তায়ালার** নবীগণ জীবিত, রিযিক প্রদান করা হয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, ২/২৯১, হাদীস নং- ১৬৩৭)

(৫) জামে মসজিদের দিকে তাড়াতাড়ি যাওয়া

যেভাবেই সম্ভব জামে মসজিদে তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করা। যেমনটি

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন জুমার দিন আসে তখন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফিরিশতারা আগমনকারীদের নাম লিখে থাকে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে আগমন করে তার নাম সর্বপ্রথম লিখেন। জুমার দিন সর্বপ্রথম মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি **আল্লাহ**র পথে একটি উট সদকাকারীর মতো এবং এরপর আগমনকারী একটি গরু সদকাকারীর মতো, এরপর আগমনকারী একটি ভেড়া সদকাকারীর মতো, এরপর আগমনকারী একটি মুরগী সদকাকারীর মতো, এরপর আগমনকারী একটি ডিম সদকাকারীর মতো আর যখন ইমাম সাহেব (খুৎবা দেওয়ার জন্য) মিম্বরে আরোহন করেন, তখন তাঁরা আমলনামাটি বন্ধ করে দেয় এবং এসে খুৎবা শ্রবণ করতে থাকে।" **(বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, ১/৩১৯, হাদীস নং- ৯২৯)**

প্রথম শতাব্দীতে জুমার প্রতি উৎসাহ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: "প্রথম শতাব্দীতে সেহেরীর সময় ও ফজরের পর রাস্তায় মানুষের ভিড় দেখা যেতো, তারা প্রদীপ নিয়ে (জুমার নামাযের জন্য) জামে মসজিদের দিকে যেতো, মনে হতো যেনো ঈদের দিন, অথচ এ প্রবণতা শেষ হয়ে গেলো। অতএব বর্ণিত আছে যে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে বিদআতটি প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো জামে মসজিদে দ্রুত যাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করা।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু আসরারুল সালাত ওয়া মুহমাতাহা, ৫ম অধ্যায়, ১/২৪৬)

www.dawateislami.net

(৬) জামে মসজিদে অপেক্ষা করা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মাদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (জুমার নামাযের পর) আসরের নামায আদায় করা পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করো আর যদি মাগরিবের নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়, তবে উত্তম, বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি জামে মসজিদে (জুমা আদায় করার পর সেখানেই অবস্থান করে) আসরের নামায আদায় করে, তার জন্য হজ্বের সাওয়াব এবং যে ব্যক্তি (সেখানেই অবস্থান করে) মাগরিবের নামায আদায় করে, তার জন্য হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব রয়েছে।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু আসরারুন সালাত ওয়া মুহমাতাহা, ৫ম অধ্যায়, ১/২৪৯)

(৭) কবরস্থানে উপস্থিত হওয়া

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: জুমার দিন রূহসমূহ একত্রিত হয়, তাই সেদিন কবর যিয়ারত করা উচিত এবং এদিন জাহান্নামকে (ও) প্রজ্বলিত করা হয় না।

(বাহারে শরীয়ত, জুমার বর্ণনা, ১/৭৭৭)

প্রশ্ন: জুমার দিন কবর যিয়ারত করার উত্তম সময় কোনটি?

উত্তর: জুমার দিন কবর যিয়ারত করার উত্তম সময় হলো ফযরের নামাযের পর।

(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ৯/৫৩৩)

পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করার সাওয়াব

প্রশ্ন: যদি কারো পিতা-মাতা উভয়েই বা কেউ একজন মৃত্যুবরণ করে, তবে কি জুমার দিন তাদের কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে কোন বর্ণনা রয়েছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! যদি কারো পিতা-মাতা উভয়েই বা কেউ একজন মৃত্যুবরণ করে তবে জুমার দিন তাদের কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং নিম্নে ৩ টি বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো:

❀... যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়ের কিংবা একজনের কবরে প্রত্যেক জুমার দিন যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয়, **আল্লাহ তায়ালা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তাকে পিতা-মাতার সহিত উত্তম আচরণকারী হিসাবে লিখে নেয়া হয়।

(নাওয়ারিদুল উসূল লিত তিরমিযী, ২৪ পৃষ্ঠা)

❀... সোম এবং বৃহস্পতিবার **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আমল সমূহ উপস্থাপন করা হয় আর আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং পিতা-মাতার সামনে প্রত্যেক শুক্রবার, তারা নেকীসমূহ দেখে খুশি হয় এবং তাদের চেহারা পরিষ্কার ও উজ্জলতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়, অতএব **আল্লাহ**কে ভয় করো এবং নিজ মরহুমদেরকে নিজের গুনাহ দ্বারা কষ্ট দিওনা। (নাওয়াদিরুল উসূল লিত তিরমিযী, ২১৩ পৃষ্ঠা)

❀... যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার দিন পিতা-মাতা কিংবা একজনের কবর যিয়ারত করে, সেখানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তবে এই সূরায় যতটি হরফ রয়েছে তত সংখ্যক **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য ক্ষমা প্রদর্শন করবেন।

(ইত্তেহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ১০/৩৬৩)

জানা গেলো যে, জুমার দিন মৃত পিতা-মাতা কিংবা একজনের কবরে উপস্থিত হয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠকারীর তো তরী পাড় হয়ে যাবে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সূরা ইয়াসীন শরীফে ৫টি রুকু, ৮৩টি আয়াত, ৭২৯টি বাক্য এবং ৩০০০টি হরফ আছে, যদি বাস্তবে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আমাদের এই গণনা সঠিক হয়, তবে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিন হাজার মাগফিরাতের সাওয়াব অর্জিত হবে।

(৮) সূরা কাহাফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার পা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর ছেয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকিত হবে আর দুই জুমার মধ্যবর্তী যে গুনাহ হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল জুমুআ, ১/২৯৮, হাদীস নং- ২) অপর বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুমার মধ্যবর্তী নূর দ্বারা আলোকিত হবে।" (আল মারজিউস সাবেক, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১)

(৯) জুমার দিনের ৫টি বিশেষ আমল

রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পাঁচটি কাজ যে একদিন করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জান্নাতী হিসাবে লিখে

দিবেন: (১) যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যাবে (২) জানাযার নামাযে উপস্থিত হবে (৩) রোযা রাখবে (৪) জুমার নামাযে যাবে এবং (৫) গোলাম আযাদ (মুক্ত) করবে। (আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুস সালাত, ৪/১৯১, হাদীস নং- ২৭৬০)

জুমার শর্তাবলী

জুমা ওয়াজিব হওয়ার জন্য ১১টি শর্ত রয়েছে, এগুলো থেকে একটিও কম হলে তবে ফরয হবে না, এরপরও যদি কেউ পড়ে নেয়, তবে হয়ে যাবে বরং সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য জুমা আদায় করা উত্তম। অপ্রাপ্তবয়স্করা জুমার নামায আদায় করলে তা নফল হিসাবে গণ্য হবে, কেননা তাদের উপর নামাযই ফরয হয়নি। (নামাযের আহকাম, ২৮০ পৃষ্ঠা)

জুমা আদায় করা ফরয হওয়ার জন্য ১১টি শর্তাবলী

(১) শহরে মুকীম হওয়া। (২) সুস্থ হওয়া অর্থাৎ অসুস্থের উপর জুমা ফরয নয়। অসুস্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, জামে মসজিদ পর্যন্ত যেতে অক্ষম অথবা চলে গেলে রোগ বৃদ্ধি পাবে কিংবা দেরীতে সুস্থ হবে। শায়খে ফানি[১] (অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি) অসুস্থ ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। (৩) স্বাধীন হওয়া, গোলামের উপর জুমা ফরয নয় এবং তার মুনিব বাঁধা দিতে পারবে। (৪) পুরুষ হওয়া। (৫) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। (৬) সজ্ঞান হওয়া। এই দু'টি শর্ত অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ও সজ্ঞান হওয়া শুধুমাত্র জুমার জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং প্রত্যেক ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার জন্যই শর্ত। (৭) দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হওয়া। (৮) হাঁটতে সক্ষম হওয়া। (৯) বন্দী না হওয়া। (১০) বাদশা বা চোর ইত্যাদি কোন অত্যাচারির ভয় না থাকা। (১১) ঝড় বা তুফান

১. শায়খে ফানি হলো ঐ বৃদ্ধ, যার বয়স এমন হয়ে গেছে যে, এখন দিন দিন দূর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যখন সে রোযা রাখতে অপারগ অর্থাৎ না এখন রাখতে পারছে, না ভবিষ্যতে তার মাঝে এই ক্ষমতা আসার আশা রয়েছে যে, রোযা রাখতে পারবে (তবে সে শায়খে ফানি)। (বাহারে শরীয়ত, পরিভাষা, ১/৫৫)

www.dawateislami.net

অথবা শিলাবৃষ্টি কিংবা ঠান্ডা ইত্যাদির না হওয়া অর্থাৎ এতটুকু পরিমাণ হওয়া, যাতে ক্ষতি হওয়ার সত্যিই সম্ভাবনা রয়েছে। (দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/৩০-৯৯) যার উপর নামায ফরয কিন্তু শরয়ী কারণে জুমার নামায ফরয নয়, তার জন্য জুমার দিন যোহরের নামাযে ছাড় নেই, তা তো আদায় করতেই হবে।

খুৎবা সম্পর্কে কিছু উপকারী বিষয়

যে ব্যক্তি ইমাম জুমার খুৎবা দেয়ার সময় কথা বলে, তার উদাহরণ ঐ গাধার মতো, যে বোঝাবহন করে আর ঐ সময় যে কেউ তার সাথীকে এরূপ বললো যে, “চুপ থাক”, তবে সে জুমার সাওয়াব পাবে না। (মুসনাদে আহমদ, ১/৪৯৪, হাদীস নং- ২০৩৩)

খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব

যে সমস্ত কাজ নামাযের মধ্যে হারাম, যেমন; পানাহার করা, সালাম ও সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি এসব কিছু খুৎবার সময়ও হারাম, এমন কি নেকীর দাওয়াত দেয়াও। তবে খতিব সাহেব নেকীর দাওয়াত দিতে পারবেন। যখন খুৎবা পাঠ করা হয়, তখন উপস্থিত সকল মুসল্লীর উপর খুৎবা শুনা এবং নিরব থাকা ওয়াজিব আর যে সমস্ত লোক ইমাম থেকে দূরে এবং খুৎবার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না, তাদের উপরও নিরব থাকা ওয়াজিব। যদি কাউকে খারাপ কথা বলতে দেখে, তবে তাকে হাত বা মাথা দ্বারা ইশারা করে নিষেধ করতে পারবে, মুখ দ্বারা নাজায়িয। (দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/৩৯)

খুৎবা শ্রবণকারী দরূদ শরীফ পড়তে পারবে না

খতিব সাহেব খুৎবায় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক উচ্চারণ করলো, তবে মনে মনে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কেননা তখন মুখে পড়ার অনুমতি নেই, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর নাম উচ্চারণ করার সময়ও মুখে رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمۡ বলার অনুমতি নেই। (আল মারজিউস সা'বিক, ৪০-৪১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খুৎবার পূর্বের ঘোষণা

বর্তমান সময় ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের সময়, মানুষ অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় খুৎবা শুনার মতো মহান ইবাদতেও ভুল ভ্রান্তি করে অনেক গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। তাই মাদানী অনুরোধ হলো যে, অসংখ্য নেকী অর্জনের জন্য প্রত্যেক জুমায় খতিব সাহেব খুৎবার আযানের পূর্বে মিম্বরে বসার আগে এই ঘোষনা করুন:

খুৎবার ৭টি মাদানী ফুল

১.... হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে ব্যক্তি জুমার দিন মানুষের গর্দান টপকায়, সে যেনো জাহান্নামের দিকে পুল (সেতু) তৈরী করলো।" (তিরমিযী, কিতাবুল জুমুআ, ২/৪৮, হাদীস নং- ৫১৩) এর একটি অর্থ হলো যে, এর উপর আরোহন করে মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২.... খতিবের দিকে মুখ করে বসা সাহাবীদের সুন্নাত। (মিশকাত শরীফ, ২৩১ পৃষ্ঠা)

৩.... বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِمۡ اَجۡمَعِیۡن বলেন: দু'যানু হয়ে বসে খুৎবা শ্রবণ করুন, প্রথম খুৎবায় হাত বাঁধুন এবং দ্বিতীয় খুৎবায় উরুর উপর হাত রাখুন, তবে اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দুই রাকাত নামাযের সাওয়াব পাওয়া যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৩৮)

৪.... আলা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: "খুৎবায় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক শুনলে মনে মনে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কেননা এই সময় চুপ থাকা ফরয।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৩৬৫)

৫.... দুররে মুখতারে রয়েছে: খুৎবার সময় পানাহার করা, কথা বলা যদিও سُبۡحٰنَ اللّٰه বলুক না কেন, সালামের উত্তর দেয়া বা সৎকাজের কথা বলা ইত্যাদি হারাম। (দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/৩৯)

৬.... আলা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: খুৎবা চলাকালীন সময়ে হাঁটা হারাম। এমনকি ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: যদি এমন সময় কেউ এলো যে, খুৎবা শুরু হয়ে গেছে, তবে মসজিদে যতটুকুতেই এসেছে সেখানেই থেমে যাবে, সামনে অগ্রসর হবে না, কেননা তা কাজ হিসেবে গন্য হবে আর খুৎবার সময় কোন কাজ করা জায়িয নেই। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৩৩৪)

www.dawateislami.net

৭.... আলা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ আরো বলেন: "খুৎবার সময় কোন দিকে ঘাঁড় ফিরিয়ে দেখাও হারাম।" (আল মারজিউস সাবিক)

❁-----❁-----❁

জুমার খুৎবা

জুমার প্রথম খুৎবা

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ فَضَّلَ سَیِّدَنَا وَمَوۡلٰنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیۡهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الۡعٰلَمِیۡنَ جَمِیۡعًاؕ وَاَقَامَهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ لِلۡمُذۡنِبِیۡنَ الۡمُتَلَوِّثِیۡنَ الۡخَطّآئِیۡنَ
الۡهَالِكِیۡنَ شَفِیۡعًاؕ فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَیۡهِؕ وَعَلٰى كُلِّ مَنۡ هُوَ
مَحۡبُوۡبٌ وَّمَرۡضِیٌّ لَّدَیۡهِ صَلٰوةً تَبۡقٰى وَتَدُوۡمُ بِدَوَامِ الۡمَلِكِ الۡحَیِّ الۡقَیُّوۡمِؕ وَاَشۡهَدُ
اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهٗ لَا شَرِیۡكَ لَهٗؕ وَاَشۡهَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَمَوۡلٰنَا مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ
وَرَسُوۡلُهٗؕ بِالۡهُدٰى وَدِیۡنِ الۡحَقِّ اَرۡسَلَهٗؕ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَیۡهِ وَعَلٰۤى اٰلِهٖ وَصَحۡبِهٖ
اَجۡمَعِیۡنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَؕ اَمَّا بَعۡدُ! فَیَاۤ اَیُّهَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَؕ رَحِمَنَا وَرَحِمَكُمُ اللّٰهُ
تَعَالٰىؕ اُوۡصِیۡكُمۡ وَنَفۡسِیۡ بِتَقۡوَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فِی السِّرِّ وَالۡاِعۡلَانِؕ فَاِنَّ التَّقۡوٰى
سَنَامُ ذُرَى الۡاِیۡمَانِؕ وَاذۡكُرُوا اللّٰهَ عِنۡدَ كُلِّ شَجَرٍ وَّحَجَرٍؕ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعۡمَلُوۡنَ بَصِیۡرٌؕ وَاَنَّ اللّٰهَ لَیۡسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَؕ وَاقۡتَفُوۡۤا اٰثَارَ سُنَنِ سَیِّدِ
الۡمُرۡسَلِیۡنَؕ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسَلَامُهٗ عَلَیۡهِ وَعَلَیۡهِمۡ اَجۡمَعِیۡنَؕ فَاِنَّ السُّنَنَ هِیَ
الۡاَنۡوَارُ وَزَیِّنُوۡا قُلُوۡبَكُمۡ بِحُبِّ هٰذَا النَّبِیِّ الۡكَرِیۡمِؕ عَلَیۡهِ وَعَلٰۤى اٰلِهٖ اَفۡضَلُ
الصَّلٰوةِ وَالتَّسۡلِیۡمِ فَاِنَّ الۡحُبَّ هُوَ الۡاِیۡمَانُ كُلُّهٗؕ اَلَا لَاۤ اِیۡمَانَ لِمَنۡ لَّا مَحَبَّةَ لَهٗؕ

www.dawateislami.net

اَلَا لَآ اِیْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّۃَ لَہٗ ط اَلَا لَآ اِیْمَانَ لِمَنْ لَّا مَحَبَّۃَ لَہٗ ط رَزَقَنَا اللہُ تَعَالٰی وَاِیَّـکُمْ حُبَّ حَبِیْبِہٖ ھٰذَا النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ ط عَلَیْہِ وَعَلٰۤی اٰلِہٖ اَکْرَمُ الصَّلٰوۃِ وَالتَّسْلِیْمِ ط کَمَا یُحِبُّ رَبُّنَا وَیَرْضٰ ط وَاسْتَعْمَلَنَا وَاِیَّـکُمْ بِسُنَّتِہٖ ط وَحَیَّانَا وَاِیَّا کُمْ عَلٰی مَحَبَّتِہٖ ط وَتَوَفَّانَا وَاِیَّا کُمْ عَلٰی مِلَّتِہٖ ط وَحَشَرَنَا وَاِیَّا کُمْ فِیْ زُمْرَتِہٖ ط وَسَقَانَا وَاِیَّا کُمْ مِنْ شَرْبَتِہٖ ط شَرَابًا ھَنِیْئًا مَّرِیْئًا سَآئِغًا لَّانَظْمَاُ بَعْدَہٗۤ اَبَدًا ط وَاَدْخَلَنَا وَاِیَّا کُمْ فِیْ جَنَّتِہٖ ط بِمَنِّہٖ وَرَحْمَتِہٖ وَکَرَمِہٖ وَرَاْفَتِہٖ ط اِنَّہٗ ھُوَ الرَّءُوْفُ الرَّحِیْمُ ط عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ط اَلْبِرُّ لَا یَبْلٰی وَالذَّنْبُ لَا یُنْسٰی وَالدَّیَّانُ لَایَمُوْتُ ط اِعْمَلْ مَاشِئْتَ کَمَا تَدِیْنُ تُدَانُ ط اَعُوْذُ بِاللہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط ﴿**فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ خَیْرًا یَّرَہٗ ۝۷ وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ شَرًّا یَّرَہٗ ۝۸**﴾ بَارَکَ اللہُ لَنَا وَلَکُمْ فِی الْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ ط وَنَفَعَنَا وَاِیَّا کُمْ بِالْاٰیَاتِ وَالذِّکْرِ الْحَکِیْمِ ط اِنَّہٗ تَعَالٰی مَلِکٌ کَرِیْمٌ ط جَوَادٌ بَرٌّ رَّءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ط اَقُوْلُ قَوْلِیْ ھٰذَا ط وَاَسْتَغْفِرُ اللہَ لِیْ وَلَکُمْ وَلِسَآئِرِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط اِنَّہٗ ھُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ط

❁-----❁-----❁

জুমার দ্বিতীয় খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَکَّلُ عَلَیْہِ ط وَنَعُوْذُ بِاللہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّاٰتِ اَعْمَالِنَا ط مَنْ یَّھْدِہِ اللہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضْلِلْہُ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ وَنَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ وَحْدَہٗ لَاشَرِیْکَ لَہٗ ط وَنَشْھَدُ اَنَّ سَیِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ ط بِالْھُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ اَرْسَلَہٗ ط صَلَّی اللہُ

www.dawateislami.net

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَعَلٰۤی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اَبَدًا ط لَاسِیَّمَ عَلٰی اَوَّلِھِمْ

بِالتَّصْدِیْقِ ط وَاَفْضَلِھِمْ بِالتَّحْقِیْقِ ط اَلْمَوْلَی الْاِمَامِ الصِّدِّیْقِ ط اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ

وَاِمَامِ الْمُشَاھِدِیْنَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط سَیِّدِنَا وَمَوْلٰنَا الْاِمَامِ ط اَبِیْ بَکْرِ ن الصِّدِّیْقِ ط

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ط وَعَلٰۤی اَعْدَلِ الْاَصْحَابِ ط مُزَیِّنِ الْمِنْبَرِ وِالْمِحْرَابِ ط

اَلْمُوَافِقِ رَاْیُہٗ لِلْوَحْیِ وَالْکِتَابِ ط سَیِّدِنَا وَمَوْلٰنَا الْاِمَامِ ط اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَغَیْظِ

الْمُنَافِقِیْنَ ط اِمَامِ الْمُجَاھِدِیْنَ فِیْ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط اَبِیْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ط

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ط وَعَلٰی جَامِعِ الْقُرْاٰنِ کَامِلِ الْحَیَآءِ وَالْاِیْمَانِ ط مُجَھِّزِ جَیْشِ

الْعُسْرَۃِ فِیْ رِضَی الرَّحْمٰنِ ط سَیِّدِنَا وَمَوْلٰنَا الْاِمَامِ ط اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَاِمَامِ

الْمُتَصَدِّقِیْنَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط اَبِیْ عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ط رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ط

وَعَلٰۤی اَسَدِ اللّٰہِ الْغَالِبِ ط اِمَامِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ط حَلَّالِ الْمُشْکِلَاتِ

وَالنَّوَآئِبِ ط دَفَّاعِ الْمُعْضَلَاتِ وَالْمَصَآئِبِ ط اَخِ الرَّسُوْلِ وَزَوْجِ الْبَتُوْلِ ط سَیِّدِنَا

وَمَوْلٰنَا الْاِمَامِ ط اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَاِمَامِ الْوَاصِلِیْنَ اِلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط اَبِی الْحَسَنِ

عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ ط کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْمِ ط وَعَلٰی ابْنَیْہِ الْکَرِیْمَیْنِ

السَّعِیْدَیْنِ الشَّھِیْدَیْنِ ط اَلْقَمَرَیْنِ الْمُنِیْرَیْنِ النَّیِّرَیْنِ ط اَلزَّاھِرَیْنِ الْبَاھِرَیْنِ

الطَّیِّبَیْنِ الطَّاھِرَیْنِ ط سَیِّدَیْنَا اَبِیْ مُحَمَّدِ ن الْحَسَنِ وَاَبِیْ عَبْدِ اللّٰہِ الْحُسَیْنِ ط

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمَا ط وَعَلٰۤی اُمِّھِمَا سَیِّدَۃِ النِّسَاءِ ط اَلْبَتُوْلِ الزَّھْرَآءِ ط فِلْذَۃِ کَبِدِ

خَیْرِ الْاَنْبِیَآءِ ط صَلَوَاتُ اللّٰہِ تَعَالٰی وَسَلَامُہٗ عَلٰۤی اَبِیْھَا الْکَرِیْمِ ط وَعَلَیْھَا وَعَلٰی

www.dawateislami.net

بَعْلِهَا وَابْنَيْهَا ط وَعَلٰى عَمَّيْهِ الشَّرِيْفَيْنِ الْمُطَهَّرِيْنَ مِنَ الْاَدْنَاسِ ط سَيِّدَيْنَا اَبِىْ
عُمَارَةَ حَمْزَةَ وَاَبِى الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ ط رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ط وَعَلٰى سَآئِرِ فِرَقِ
الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ط وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَااَهْلَ التَّقْوٰى وَاَهْلَ الْمَغْفِرَةِ ط اَللّٰهُمَّ
انْصُرْ مَنْ نَّصَرَ دِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ
وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط رَبَّنَا يَا مَوْلٰنَا وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ
خَذَلَ دِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ط رَبَّنَا يَا مَوْلٰنَا وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ ط عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْىِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلٰى وَاَوْلٰى وَاَجَلُّ وَاَعَزُّ
وَاَتَمُّ وَاَهَمُّ وَاَعْظَمُ وَاَكْبَرُ ط

মুসলমানদের দুই ঈদ

প্রশ্ন: বছরে কয়টি ঈদ?

উত্তর: বছরে দুইটি ঈদ অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

প্রশ্ন: এই দু'টি ঈদ কখন এবং কোন মাসে পালন করা হয়?

উত্তর: ঈদুল ফিতর পবিত্র রমযানুল মুবারক মাস শেষ হওয়ার পর ১লা শাওয়ালুল মুকাররম পালন করা হয় এবং ঈদুল আযহা যুল হিজ্জাতুল হারাম মাসের ১০ তারিখ পালন করা হয়।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ এই দুই ঈদে মুসলমানরা কি করে?

উত্তরঃ এই দুই ঈদে মুসলমানরা আনন্দ উদযাপন করে থাকে। যেমন;

❋... ঈদুল ফিতরকে মিষ্টান্ন ঈদও বলা হয়। এই দিনে নানা রকমের খাবার তৈরী করা হয়, ঈদের নামাযের পূর্বে গরীবদেরকেও নিজেদের আনন্দে অংশীদার করতে ফিতরা দেয়া হয়।

❋... ঈদুল আযহাকে কুরবানীর ঈদও বলা হয়, এই দিনে ঈদের নামাযের পর **আল্লাহ**র রাস্তায় পশু কুরবানী দেওয়া হয়।

প্রশ্নঃ এই দুই ঈদ ছাড়া কি অন্য কোন দিনকে ঈদ বলা হয়?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! জুমার দিনকেও ঈদের দিন বলা হয়।

সকল ঈদের সেরা ঈদ

প্রশ্নঃ এই দুই ঈদ ব্যতিত আর কোন দিন এমন আছে কি, যে দিনে মুসলমানরা খুশি উদযাপন করে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! এই দুই ঈদ ব্যতিত রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখও মুসলমানরা আনন্দ উদযাপন করে থাকে, কেননা এই দিনে **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুবহে সাদিকের সময় দয়া ও অনুগ্রহ হয়ে সুভাগমন করেন। তাই তো ১২ রবিউল আওয়ালের দিনটি মুসলমানদের জন্য সকল ঈদের সেরা ঈদ, এই কারণেই যে, যদি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পৃথিবীতে জল-স্থলের মহান বাদশাহ হিসাবে আগমন না করতেন, তবে কোন ঈদই ঈদ হতো না আর কোন রাতই শবে বরাত হতো না। নিঃসন্দেহে আসমান জমিনের যাবতীয় সৌন্দর্য ও শান শওকত এই **জাহানের প্রাণ, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম শরীফের ধুলোর ছদকা।

ওহ জু না থে তো কুছ না থা ওহ জু না হো তো কুছ না হো,
জান হ্যয় ওহ জাহান কি জান হে তো জাহান হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ ঈদে মিলাদুন্নবীর সময় মুসলমানরা কি করে?

উত্তরঃ ঈদে মিলাদুন্নবীর সময় মুসলমানরা ঘরকে রবিউল আউয়ালের আগমনের সাথে সাথেই পতাকা এবং লাইটিং ইত্যাদির মাধ্যমে সাজায়, অতঃপর ১২ তারিখে মিলাদের খুশিতে জলসা, জুলুসের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে আনন্দচিত্তে হেলে দূলে নাত পড়া হয় এবং চারিদিকে "প্রিয় নবীর আগমন, মারহাবা" শ্লোগান প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

ঈদদ্বয়ের নামায

প্রশ্নঃ ঈদদ্বয়ের নামায আদায় করা কি ফরয?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! ঈদদ্বয়ের নামায আদায় করা ফরয নয় বরং ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ ঈদদ্বয়ের নামায আদায় করা কি সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব?

উত্তরঃ জি না! ঈদদ্বয়ের নামায আদায় করা সকলের উপর ওয়াজিব নয় বরং শুধু ঐ সমস্ত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যাদের উপর জুমা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ জুমার নামায আদায়ের মতো ঈদদ্বয়ের নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও কি কোন শর্ত রয়েছে?

উত্তরঃ জি না! জুমার নামায আদায়ের মতো ঈদদ্বয়ের নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও কিছু শর্ত রয়েছে আর তা হলো জুমার শর্তই।

ঈদদ্বয়ের নামায ও জুমার নামাযে পার্থক্য

প্রশ্নঃ জুমার নামায ও ঈদদ্বয়ের নামাযের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! জুমার নামায এবং ঈদদ্বয়ের নামাযের মধ্যে মূলত তিনটি পার্থক্য রয়েছেঃ

★.... জুমায় খুৎবা শর্ত এবং ঈদদ্বয়ে খুৎবা সুন্নাত। যদি জুমার নামাযে খুৎবা না পড়ে, তবে জুমা হবে না এবং ঈদ দ্বয়ের নামাযে খুৎবা না পড়লে, নামায হয়ে যাবে, কিন্তু মন্দ কাজ।

www.dawateislami.net

★.... জুমায় খুৎবা নামাযের পূর্বে হয়ে থাকে এবং ঈদদ্বয়ে খুৎবা নামাযের পর। যদি পূর্বে পড়ে নেয়, তবে মন্দ কাজ করলো, কিন্তু নামায হয়ে যাবে, পুনরায় আদায় করতে হবে না।

★.... জুমার নামাযের পূর্বে আযান ও ইকামত হয়ে থাকে, কিন্তু ঈদদ্বয়ের নামাযে না আযান হয় না ইকামত। শুধুমাত্র ২ বার اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ বলার অনুমতি আছে।

ঈদের নামাযের পদ্ধতি

প্রশ্ন: ঈদদ্বয়ের নামায এবং সাধারণ নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও কি কোন পার্থক্য রয়েছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! ঈদদ্বয়ের নামায এবং সাধারণ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন: ঈদের নামাযের পদ্ধতি কি?

উত্তর: ঈদের নামাযের পদ্ধতি হলো:

★.... সর্বপ্রথম নামাযির উচিৎ যে, এভাবে নিয়্যত করা:

আমি **আল্লাহ**র ওয়াস্তে কিবলামূখী হয়ে এই ইমামের পেছনে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের (অথবা ঈদুল আযহার) দুই রাকাত নামাযের নিয়্যত করছি।

★.... অতঃপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে اَللهُ اَكْبَرُ বলে সাধারণভাবে নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবে।

★.... সানা পড়বে।

★.... এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং اَللهُ اَكْبَرُ বলে হাত ঝুলিয়ে রাখবে।

★.... পুনরায় কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং اَللهُ اَكْبَرُ বলে ঝুলিয়ে রাখবে।

★.... অতঃপর আবারো কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং اَللهُ اَكْبَرُ বলে সাধারণভাবে হাত বেঁধে নিবে।

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ ১ম তাকবীরের পর হাত বাঁধবে এরপর ২য় ও ৩য় তাকবীরে হাত ঝুলিয়ে রাখবে এবং ৪র্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবে। এটাকে এভাবে স্মরণ রাখা যায় যে, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরের পর যখন কিছু পড়তে হয়, তখন হাত বাঁধবে আর যখন কিছু পড়তে হবে না তখন হাত ঝুলিয়ে রাখবে)

★.... অতঃপর ইমাম সাহেব তাআ'উজ ও তাসমিয়াহ নিম্নস্বরে পড়বেন এবং সূরা উচ্চ স্বরে পড়বেন, অতঃপর রুকু ও সিজদা ইত্যাদি করে প্রথম রাকাত সম্পন্ন করে নিন।

★.... অতঃপর ২য় রাকাতে প্রথমেই সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা উচ্চ স্বরে পড়বেন।

★.... অতঃপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলবে এবং হাত বাঁধবে না, এরপর ৪র্থ তাকবীরে হাত না উঠিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলে রুকুতে যাবে।

★.... অবশিষ্ট নামায অন্যান্য নামাযের মতোই নিয়মানুযায়ী সম্পন্ন করবে, সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব দুটি খুৎবা পাঠ করুন। অতঃপর দোয়া করুন, প্রথম খুৎবা শুরু করার পূর্বে ৯ বার এবং ২য় খুৎবা প্রদানের পূর্বে ৭ বার আর মিম্বর থেকে নামার পূর্বে ১৪ বার নিম্নস্বরে اَللّٰهُ اَكْبَرْ বলবে, কেননা তা সুন্নাত।

জানাযার নামায

কাফন দাফন

প্রশ্ন: জানাযার নামাযের পূর্বে কি মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয়?

উত্তর: জি হ্যাঁ! জানাযার নামাযের পূর্বে মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রশ্ন: তাযহিয ও তাকফিন দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: তাযহিয দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তিকে গোসল ইত্যাদি দেয়া এবং তাকফিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করানো।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির গোসলের ফরয সমূহ বলুন?

উত্তর: একবার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা ফরয আর ৩ বার প্রবাহিত করা সুন্নাত।

মৃত ব্যক্তির গোসলের পদ্ধতি

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির গোসলের পদ্ধতি বলুন?

উত্তর: মৃত ব্যক্তির গোসলের পদ্ধতি হলো:

★.... আগরবাতি বা লোবান বাতি জ্বালিয়ে তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার গোসলের খাটে ধোঁয়া দিন অর্থাৎ ততবার খাটের চারপাশে ঘুরান।

★.... মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর এমনভাবে শোয়ান, যেভাবে কবরে শোয়ানো হয়।

★.... নাভী থেকে হাঁটুসহ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন।[১]

★.... গোসল প্রদানকারী নিজের হাতে কাপড় জড়িয়ে ইস্তিঞ্জা করাবে (অর্থাৎ পানি দ্বারা ধৌত করবে)।

★.... তারপর নামাযের মত অযু করান অর্থাৎ তিনবার মুখমন্ডল অতঃপর কনুইসহ উভয় হাত তিনবার করে ধুইয়ে দিন, অতঃপর মাথা মাসেহ করান এরপর তিনবার উভয় পা ধুইয়ে দিন।[২]

★.... অতঃপর দাড়ি ও চুল থাকলে, তা ধুইয়ে দিন।

★.... এবার বাম পাশে কাত করে কুল (বরই) পাতা দ্বারা সিদ্ধ করা কুসুম গরম পানি আর তা না হলে বিশুদ্ধ কুসুম গরম পানি মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে প্রবাহিত করুন, যাতে পানি তক্তা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

★.... অতঃপর ডান পাশে কাত করেও অনুরূপভাবে পানি প্রবাহিত করুন।

---

১. বর্তমানে গোসলের সময় সাদা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়, যা পানি লাগার সাথে সাথেই তার গোপনস্থান ভেসে উঠে, তাই খয়েরী বা গাঢ় রঙের এমন মোটা কাপড় যেনো হয়, যাতে পানি পরলে সতর ভেসে উঠে না, কাপড়কে দুই ভাঁজ করে দিলে আরো বেশি উত্তম।

২. মৃত ব্যক্তির অযুতে প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করানো, কুলি করানো ও নাকে পানি না দেয়া। তবে কাপড় বা রুইয়ের টুকরো ভিজিয়ে দাঁত, মাঁড়ি, ঠোঁট ও নাকের ছিদ্রে বুলিয়ে দিন।

www.dawateislami.net

★.... তারপর হেলান দিয়ে বসান এবং ধীরে ধীরে পেটের নিচের অংশে হাত দ্বারা মালিশ করুন, কিছু বের হলে তা ধুইয়ে দিন। পুনরায় অযু ও গোসল করানোর প্রয়োজন নেই।

★.... অতঃপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনবার কাপুরের পানি প্রবাহিত করুন।

★.... অতঃপর কোন পাক কাপড় দ্বারা শরীর আস্তে আস্তে মুছে দিন।

কাফনের সুন্নাত ও এর বিস্তারিত

প্রশ্ন: পুরুষ ও মহিলার সুন্নাত অনুযায়ী কাফন কয়টি?

উত্তর: পুরুষের কাফনে তিনটি কাপড় থাকে: (১)... লিফাফাহ (২)... ইযার ও (৩)... কামীস।

আর মহিলাদের জন্য উল্লেখিত ৩টি ব্যতিত অতিরিক্ত আরো ২টি অর্থাৎ (৪)... সীনাবন্দ এবং (৫)... ওড়না।

(১)...লিফাফাহ (অর্থাৎ চাদর): মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য হতে এতটুকু পরিমাণ বড় হবে, যাতে উভয় প্রান্তে বাঁধা যায়।

(২)...ইযার (অর্থাৎ লুঙ্গি): মাথার উপর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত হবে।

(৩)...কামীস (অর্থাৎ জামা): গর্দান থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত হবে এবং তা সামনে ও পেছনে উভয় দিকে সমান হবে, এতে বুক ফারা ও আস্তিন থাকবে না। পুরুষদের কামীস কাঁধের দিকে আর মহিলাদের কামীস বুকের দিকে ছিঁড়বে।

(৪)...সীনাবন্দ: স্তন থেকে নাভী পর্যন্ত হবে এবং উত্তম হচ্ছে রান পর্যন্ত হওয়া।

(৫)...ওড়না তিন হাত অর্থাৎ দেড় গজ হবে।

প্রশ্ন: হিজড়াদেরকে (নপুংসক) কি পুরুষের কাফন দিবে নাকি মহিলাদের?

উত্তর: হিজড়াদেরকে মহিলাদের কাফন দিবে।

প্রশ্ন: পুরুষ এবং মহিলাদেরকে কাফন পরানোর পদ্ধতি বর্ণনা করুন?

উত্তর: পুরুষ এবং মহিলাদেরকে কাফন পরানোর পদ্ধতি নিম্নরূপ:

www.dawateislami.net

পুরুষদেরকে কাফন পরানোর পদ্ধতি

★.... কাফনে একবার, তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার ধোঁয়া দিন।

★.... অতঃপর এমনভাবে বিছাবেন যেনো প্রথমে লিফাফা অর্থাৎ বড় চাদর এর উপর ইযার এবং এর উপর কামীস রাখুন।

★.... এবার মৃত ব্যক্তিকে এর উপর শুয়ান এবং কামীস পরান।

★.... এবার দাড়িতে (না থাকলে চিবুকে) ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মালিশ করুন।

★.... ঐ সকল স্থানে যা দ্বারা সিজদা করা হয় অর্থাৎ কপাল, নাক, উভয় হাত এবং পায়ে কাপুর লাগান।

★.... অতঃপর তোহবন্দ (ইযার) প্রথমে বাম দিকে তারপর ডান দিক থেকে জড়ান।

★.... এবার শেষে লিফাফাহও অনুরূপভাবে প্রথমে বাম দিকে তারপর ডান দিক থেকে জড়ান, যেনো ডান দিকের অংশ উপরে থাকে।

★.... অবশেষে মাথা ও পায়ের দিকে বেঁধে দিন।

মহিলাদেরকে কাফন পরানোর পদ্ধতি

★.... কামীস পরিধান করিয়ে তাদের চুলগুলো দুই ভাগ করে কামীসের উপর দিয়ে বুকের উপরে রেখে দিন।

★.... ওড়নাকে অর্ধেক পিটের নিচে বিছিয়ে তা মাথার উপর দিয়ে এনে মুখের উপর নিকাবের মতো করে দিন, যেনো বুকের উপর থাকে। এর দৈর্ঘ্য অর্ধ পিঠ এর নিচে পর্যন্ত এবং প্রস্থ এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত হবে। অনেকে ওড়না এমনভাবে পড়ায়, যেমনিভাবে মহিলারা জীবদ্দশায় মাথায় পরিধান করতো, এটা সুন্নাতের পরিপন্থি।

★.... অতঃপর রীতিমতো ইযার ও লিফাফাহ অর্থাৎ চাদর জড়ান।

★.... অতঃপর অবশেষে সীনাবন্দ স্তনের উপরিভাগ থেকে রান পর্যন্ত এনে কোন সূতা দ্বারা বেঁধে দিন।

www.dawateislami.net

গোসল ও কাফন এবং জানাযার নামায পড়ার ফযীলত

প্রশ্ন: গোসল ও কাফন এবং জানাযার নামায পড়ার কি কোন ফযীলত বর্ণিত আছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! গোসল ও কাফন এবং জানাযার নামায পড়ার অনেক ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। যেমনটি;

★.... আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم হতে বর্ণিত, **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়, কাফন পরায়, সুগন্ধি লাগায়, জানাযা কাঁধে উঠায়, নামায পড়ে এবং (গোসল করানোর সময়) যে সব মন্দ বিষয় লক্ষ্য করেছে, তা গোপন রাখে, তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক হয়ে যায়, যেনো মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ট হয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, ২/২০১, হাদীস নং- ১৪৬২)

★.... **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি (ঈমানী দায়িত্ব মনে করে ও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে) আপন ঘর থেকে জানাযার সাথে চলে, জানাযার নামায পড়ে এবং দাফন পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকে, তার জন্য দুই ক্বীরাত[১] সাওয়াব রয়েছে। যাতে প্রত্যেক ক্বীরাত উহুদ (পাহাড়) সমপরিমাণ আর যে শুধুমাত্র জানাযার নামায পড়ে ফিরে আসে (এবং দাফনে অংশগ্রহন না করে) তবে তার জন্য এক ক্বীরাত সাওয়াব রয়েছে।

(মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, ৪৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬-{৯৪৫})

জানাযার নামাযের শরয়ী মর্যাদা

প্রশ্ন: জানাযার নামাযের শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তর: জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ যদি কোন এক একজনও আদায় করে তবে সকলের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে, অন্যথায় যারাই সংবাদ পেয়েছে এবং আসেনি তারা সবাই গুনাহগার হবে। (ফতোয়ায়ে তা'তারখানিয়্যাহ, কিতাবুস সালাত, ২/১৫৩)

---

১. ক্বীরাত মূলত অর্ধ দানিক অর্থাৎ দিরহামের দ্বাদশ অংশকে বলে। (উমদাতুল ক্বারী, ১৪/৪৮৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: জানাযার নামাযের জন্য কি জামাআত শর্ত?

উত্তর: জি না! জানাযার নামাযের জন্য জামাআত শর্ত নয়, একজনও যদি আদায় করে নেয়, তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে। **(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬২)**

প্রশ্ন: যদি কেউ জানাযার নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তবে তার সম্পর্কে শরয়ী বিধান কি?

উত্তর: যদি কেউ জানাযার নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের।

জানাযার নামাযের শর্তাবলী

প্রশ্ন: জানাযার নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী বর্ণনা করুন?

উত্তর: জানাযার নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য দুই প্রকারের শর্তাবলী রয়েছে, একটি হলো ঐ যার সাথে নামাযীর সম্পর্ক এবং দ্বিতীয়টি হলো ঐ যার সাথে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক।

প্রশ্ন: নামাযীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তগুলো কি?

উত্তর: নামাযীর সাথে সম্পৃক্ত শর্ত তাই, যা সাধারণ নামাযীর ক্ষেত্রে প্রজোয্য:

❁... শরীর, জায়গা এবং কাপড় পাক হওয়া ❁... সতর ঢাকা

❁... কিবলামুখী হওয়া ❁... নিয়্যত করা ❁... এতে সময় এবং তাকবীরে তাহরীমা শর্ত নয়।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্ত সমূহ কি?

উত্তর: মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত শর্ত সমূহ হলো:

❁... মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া।

❁... মৃত ব্যক্তির শরীর ও কাফন পাক হওয়া।

❁... লাশ সামনে উপস্থিত থাকা অর্থাৎ সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ অথবা অর্ধেক শরীর মাথাসহ উপস্থিত থাকা, অতএব গায়েবানা (অর্থাৎ লাশের অনুপস্থিতিতে) জানাযার নামায হতে পারে না।

❁... লাশ নামাযীর সামনে কিবলার দিকে থাকা, যদি লাশ নামাযীর পেছনে থাকে তবে নামায বিশুদ্ধ হবে না।

www.dawateislami.net

❋… মৃতের শরীরের ঐ অংশ ঢেকে রাখা, যা ঢেকে রাখা ফরয।

❋… লাশ ইমাম সাহেবের সোজাসুজি সামনে থাকা অর্থাৎ যদি একটি লাশ হয় তবে তার শরীরের কোন অংশ ইমাম সাহেবের সোজাসুজি থাকা এবং যদি কয়েকটি হয় তবে কোন একটির শরীরের অংশ ইমামের সোজাসুজি হওয়াই যথেষ্ট।

জানাযার নামাযের ফরয ও সুন্নাত সমূহ

প্রশ্ন: জানাযার নামাযের ফরয ও সুন্নাত সমূহ বর্ণনা করুন?

উত্তর: জানাযার নামাযের ফরয দুইটি: (১) ৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা (২) কিয়াম করা। এতে ৩টি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা: (১) সানা পড়া (২) দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং (৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

জানাযার নামাযের পদ্ধতি

❋… মুক্তাদী এভাবে নিয়্যত করুন: আমি **আল্লাহ**র ওয়াস্তে এই ইমামের পেছনে এই মৃত ব্যক্তির দোয়ার জন্য এই জানাযার নামাযের নিয়্যত করছি।

❋… এবার ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে কান পর্যন্ত হাত উঠান এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে দ্রুত নিয়মানুযায়ী নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিন।

❋… সানা পাঠ করুন। এতে وَتَعَالٰى جَدُّكَ এরপর وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ পাঠ করুন।

❋… অতঃপর হাত উঠানো ব্যতীত اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলুন।

❋… অতঃপর দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করুন।

❋… এরপর হাত না উঠিয়ে আবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলুন এবং দোয়া পাঠ করুন। (ইমাম সাহেব তাকবীর সমূহ উচ্চ আওয়াজে বলবে আর মুকতাদী নিম্ন স্বরে। অবশিষ্ট সকল যিকির ইমামও মুকতাদী সবাই নিম্ন স্বরে পাঠ করবে)

❋… দোয়ার পর পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলুন এবং উভয় হাত ছেড়ে দিন।

❋… অতঃপর উভয় দিকে সালাম ফিরান। (নামাযের আহকাম, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক) পুরুষ ও মহিলার জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَآئِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا
وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا ؕ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ
عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ[১]

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ!** ক্ষমা করে দাও আমাদের প্রত্যেক জীবিতকে ও আমাদের প্রত্যেক মৃতকে, আমাদের প্রত্যেক উপস্থিতকে ও প্রত্যেক অনুপস্থিতকে। আমাদের প্রত্যেক ছোটদেরকে ও আমাদের বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও আমাদের নারীদেরকে। হে **আল্লাহ!** তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করবে তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করো।

নাবালিগ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলের জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَآ اَجْرًا
وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا[২]

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ!** এই (ছেলে) কে আমাদের জন্য আগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারী করে দাও, তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো কাজে আসার উপযোগী করে দাও। আর তাকে আমাদের জন্য সুপারিশ কারী বানিয়ে দাও এবং তেমনই করো যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) মেয়ের জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَآ اَجْرًا
وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً

---

১. তিরমিযী, কিতাবুজ জানায়িয, ২/৩১৪, হাদীস নং- ১০২৬।
২. কানযুদ দাকায়িক, কিতাবুস সালাত, ৫২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ!** এই (মেয়ে) কে আমাদের জন্য আগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারীনী করে দাও, তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো উপকারে আসার উপযোগী করো, তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারীনী বানিয়ে দাও এবং এমনই যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়ার সাওয়াব

প্রশ্নঃ লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়া কি সাওয়াবের কাজ?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়া অনেক বেশী সাওয়াবের কাজ। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি লাশবাহী খাটের চার পায়ার ৪টি পায়াই কাঁধে নিবে, তবে তার চল্লিশটি কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আল মু'জামুল আওসাত, ৪/২৬০, হাদীস নং- ৫৯২০)

প্রশ্নঃ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে কি কোন লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়ার প্রমাণ আছে?

উত্তরঃ জি হ্যাঁ! **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন মুয়ায رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর লাশবাহী খাট কাঁধে নিয়েছিলেন।

লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি

প্রশ্নঃ লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ লাশবাহী খাট কাঁধে নেয়াতে সুন্নাত হলোঃ

◈... চারজন ব্যক্তি লাশবাহী খাট নিবে, এক একটি পায়া এক একজন কাঁধে নিবে আর যদি শুধুমাত্র দুইজন ব্যক্তি লাশবাহী খাট কাঁধে নেয় যে, একজন মাথার দিকে আর একজন পায়ের দিকে, তবে তা মাকরূহ আর যদি একান্ত প্রয়োজনে নেয়, যেমন; জায়গা সংকীর্ণ, তবে কোন ক্ষতি নেই।

◈... একের পর এক পালাক্রমে চারটি পায়াই কাঁধে নিন এবং প্রতিবার দশ কদম করে চলুন।

◈... প্রথমে মাথার দিকের ডান পাশ কাঁধে নিবে এরপর ডান পায়ের দিকের ডান পাশ, অতঃপর মাথার দিকের বাম পাশ এবং সর্বশেষ পায়ের দিকের বাম

পাশ কাঁধে বহন করবে এবং দশ কদম করে চলবে, তাহলে মোট চল্লিশ কদম হবে। (বাহারে শরীয়ত, লাশ নিয়ে চলার বর্ণনা, ১/৮২২)

◈... অনেকে লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় ঘোষনা করে থাকে যে, দুই কদম করে চলুন, তাদের উচিত হচ্ছে এভাবে ঘোষণা করা, "**প্রত্যেক পায়া কাঁধে নিয়ে দশ দশ কদম করে চলুন।**"

জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন মাদানী ফুল

প্রশ্ন: জুতা পরিহিত অবস্থায় কি জানাযার নামায পড়তে পারবে?

উত্তর: যদি জুতা পরিহিত অবস্থায় জানাযার নামায পড়ে, তবে জুতা এবং মাটি দুটোই পবিত্র হওয়া আবশ্যক আর জুতা খুলে যদি এর উপর দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে জুতার তলা এবং মাটি পবিত্র হওয়া আবশ্যক নয়। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ৯/১৮৮)

প্রশ্ন: জানাযার নামাযে কতোটি কাতার হওয়া উচিৎ?

উত্তর: জানাযার নামাযে ৩টি কাতার হওয়া উত্তম, কেননা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার জানাযার নামায তিন কাতারে আদায় করা হয়েছে, নিশ্চয় তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো।

(তিরমিযী, কিতাবুজ জানায়িয, ২/৩১৭, হাদীস নং- ১০৩০)

প্রশ্ন: জানাযার নামাযে সবচেয়ে উত্তম কাতার কোনটি?

উত্তর: জানাযার নামাযে পিছনের কাতার সব কাতারের চেয়ে উত্তম।

(দূররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৩১)

www.dawateislami.net

বালিগের জানাযার পূর্বে এভাবে ঘোষণা করুন

মরহুমের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব মনোযোগী হোন! মরহুম জীবিত অবস্থায় যদি কারো অন্তরে কষ্ট বা হক নষ্ট করে থাকলে বা আপনাদের থেকে ঋন গ্রহিতা হয়, তবে তাকে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করে দিন, اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ মরহুমেরও কল্যাণ হবে এবং আপনারাও সাওয়াব পাবেন। যদি ব্যবসায়িক কোন লেনদেন থাকে তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের সাথে যোগাযোগ করুন। জানাযার নামাযের নিয়্যত এবং তার পদ্ধতিও শুনে নিন। "আমি **আল্লাহ**র ওয়াস্তে এই ইমামের পিছনে এই মৃত ব্যক্তির দোয়ার জন্য এই জানাযার নামাযের নিয়্যত করছি।" যদি এই শব্দাবলি স্মরণ না থাকে তবে কোন ক্ষতি নেই। আপনাদের অন্তরে এই নিয়্যত হওয়াটা আবশ্যক যে, "আমি এই মৃতের জানাযার নামায পড়ছি।" যখন ইমাম সাহেব اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলবে তখন কান পর্যন্ত হাত উঠানোর পর اَللّٰہُ اَکْبَرُবলে দ্রুত নিয়মানুযায়ী নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন, সানা পড়ার সময় وَتَعَالٰی جَدُّكَ এরপর وَجَلَّ ثَنَاءُكَ অতিরিক্ত পাঠ করবেন। দ্বিতীয়বার ইমাম সাহেব اَللّٰہُ اَکْبَرُ বললে আপনারা হাত উঠানো ব্যতিত اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলবেন, অতঃপর দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করবেন। তৃতীয়বার ইমাম সাহেব اَللّٰہُ اَکْبَرُ বললে আপনারা হাত না উঠিয়েই اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলবেন এবং বালিগের জানাযার দোয়া পাঠ করবেন। যদি নাবালিগ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ছেলে বা মেয়ে হয়, তবে তার দোয়া পাঠ করার ঘোষণা করতে হবে। যখন চতুর্থবার ইমাম সাহেব اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলবে তখন আপনারাও اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলে উভয় হাত ছেড়ে দিবেন এবং ইমাম সাহেবের সাথে নিয়ম অনুযায়ী সালাম ফিরিয়ে নিবেন।

www.dawateislami.net

দাফন

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর জন্য কবরের পাশে কিভাবে রাখা উচিৎ?

উত্তর: মৃত ব্যক্তিকে কবরের নিকট কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব, যাতে মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো যায়।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর জন্য কতোজন লোক হওয়া চাই?

উত্তর: মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় প্রয়োজনানুসারে দুই বা তিনজন লোকই যথেষ্ট। উত্তম হচ্ছে যে, তারা সবল ও নেক হওয়া।

প্রশ্ন: মহিলার লাশ কবরে নামানোর সময় কোন দিকে সজাগ থাকতে হবে?

উত্তর: মহিলার লাশ কবরে মুহরিমই[১] কবরে নামাবে। মুহরিম না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়রা, তারাও না থাকলে কোন পরহেযগার ব্যক্তির মাধ্যমে নামাবে। তাছাড়া লাশ নামানো থেকে শুরু করে তক্তা লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় কোন দোয়াটি পড়া উচিৎ?

উত্তর: মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় এই দোয়াটি পাঠ করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰه

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোয়ানোর সময় কি করা উচিত?

উত্তর: মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোয়ানোর সময় নিম্ন লিখিত বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা উচিৎ:

◈... মৃত ব্যক্তিকে কবরে ডান কাত করে শুয়ান।

◈... যদি ডান কাত করে শুয়ানো সম্ভব না হয় তবে তার চেহেরা ফিরিয়ে কিবলার দিকে করে দিন। শর্ত হলো নম্রতার সহিত সম্ভব হলেই ফিরাবেন অন্যথায় জোড়া করবেন না, কেননা এতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হবে।

◈... কাফনের বাঁধন গুলো খুলে দিন, কেননা এখন আর এর প্রয়োজন নেই, বাঁধন না খুললেও কোন অসুবিধা নেই।

---

১. অর্থাৎ এমন নিকটতম আত্মীয়, যার সাথে এই মহিলার জীবিত অবস্থায় বিবাহ হারাম ছিলো।

www.dawateislami.net

কবরে মাটি দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন: কবরে মাটি দেওয়ার পদ্ধতি বলুন?

উত্তর: কবরের উপর মাটি দেওয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো যে, মাথার দিক থেকে উভয় হাত দ্বারা তিনবার মাটি ঢালা, প্রথমবার مِنۡهَا خَلَقۡنٰكُمۡ, দ্বিতীয়বার وَفِيۡهَا نُعِيۡدُكُمۡ ও তৃতীয়বার وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً اُخۡرٰى বলুন। এবার অবশিষ্ট মাটি কোদাল ইত্যাদি দ্বারা ঢেলে দিন।

প্রশ্ন: কবরে কতোটুকু মাটি ঢালা উচিৎ?

উত্তর: কবরে শুধুমাত্র এতটুকু মাটি ঢালা উচিত, যতটুকু মাটি কবর থেকে বের করা হয়েছিলো, এর চেয়ে বেশি ঢালা মাকরূহ।

প্রশ্ন: কবর কিরূপ তৈরী করা উচিত?

উত্তর: কবর উটের কুজেঁর ন্যায় ঢালু করে তৈরী করা উচিৎ।

প্রশ্ন: কবর মাটি থেকে কতটুকু উচুঁ হওয়া উচিৎ?

উত্তর: কবর মাটি থেকে এক বিঘত উচুঁ বা এর চাইতে সামান্য উচুঁ করবেন।

(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৬৮)

দাফনের পরবর্তী কার্যাবলী

প্রশ্ন: দাফনের পর কি করা উচিত?

উত্তর: দাফনের পর নিম্ন বর্ণিত কাজগুলো করা উচিত:

◈... পানি ছিটনো সুন্নাত। এছাড়াও পরবর্তীতে চারা ইত্যাদিতে পানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পানি ছিটানো জায়িয। বর্তমানে বিনা প্রয়োজনে কবরে যে পানি ছিটানো হয়, তা ফতোয়ায়ে রযবীয়া শরীফ, ৪র্থ খন্ডের ১৮৫ পৃষ্ঠায় অপচয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

◈... দাফনের পর কবরের শিয়রে الٓمّٓ থেকে مُفۡلِحُوۡنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মুস্তাহাব।

◈... তালকীন করুন।

www.dawateislami.net

◈... কবরের শিয়রে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দিন।

◈... কবরের উপর ফুল দেয়া উত্তম, কেননা যতদিন পর্যন্ত এ ফুল সতেজ থাকবে, তা তাসবীহ পাঠ করবে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পাবে।

(দুররে মুহতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৮৪)

তালকীন

প্রশ্ন: তালকীনের শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তর: দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে তালকীন করা শরয়ী ভাবে জায়িয।

প্রশ্ন: তালকীন করা কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! তালকীন করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন: তালকীন করার পদ্ধতি কি?

উত্তর: তালকীনের পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীসে পাকে এভাবে বর্ণিত রয়েছে: যখন কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে, তখন তাকে কবরে সমাহিত করার পর একব্যক্তি তার কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনবার এরূপ বলবে: হে অমুকের ছেলে অমুক! (অমুকের স্থলে মৃতের মায়ের নাম এবং অমুকের স্থলে মৃতের নাম নিন) প্রথমবার সে শুনবে কিন্তু উত্তর দিবে না। দ্বিতীয়বার সে শুনে সোজা হয়ে বসে যাবে এবং তৃতীয়বার সে উত্তর দিবে: **আল্লাহ তায়ালা** তোমার উপর দয়া করুক! আমাকে বলে দাও। কিন্তু আহবানকারী তার উত্তর শুনবে না, অতঃপর তিনবার অমুকের ছেলে অমুক! বলার পর বলবে:

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) **وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) **نَبِيًّا وَّ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا**

অনুবাদ: তুমি তা স্মরণ করো, যা বলে তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছো অর্থাৎ এই কথা সাক্ষ্য দাও যে, **আল্লাহ** ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর

www.dawateislami.net

বান্দা ও রাসূল এবং এটাও যে, তুমি **আল্লাহ**কে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে, **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নবী হিসাবে এবং কোরআনে মজিদকে ইমাম হিসাবে সন্তুষ্ট ছিলে। (আল মু'জামুল কবীর ৮/২৪৯, হাদীস নং- ৭৯৭৯)

প্রশ্ন: তালকীন করার উপকারিতা কি?

উত্তর: তালকীন করার উপকারিতা হলো যে, যখন মুনকার নকীর প্রশ্ন করার জন্য আসেন এবং লোকদেরকে মৃত ব্যক্তির তালকীন করতে দেখে তখন তারা একে অপরের হাত ধরে বলেন: চলো! আমরা এখানে বসে থেকে কোন লাভ নেই, যাকে লোকেরা দলীল শিখিয়ে দিচ্ছে।

প্রশ্ন: যদি কোন মৃতের মায়ের নাম জানা না থাকে, তবে তালকীন করার সময় কি বলবে?

উত্তর: যদি কোন মৃতের মায়ের নাম জানা না থাকে তবে মায়ের নামের স্থলে হযরত সায়্যিদাতুনা হাওয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর নাম নিবে। (নামাযের আহকাম, ৩০১ পৃষ্ঠা)

❁------❁------❁

ইসালে সাওয়াব

প্রশ্ন: ইসালে সাওয়াব দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: ইসালে সাওয়াব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, **জীবিত ব্যক্তি নিজের প্রত্যেক নেক আমল এবং প্রত্যেক প্রকারের ইবাদত হোক তা আর্থিক বা শারিরীক, ফরয ও নফল এবং দান-খয়রাতের সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌঁছানো।**

প্রশ্ন: ইসালে সাওয়াবের আলোচনা কি কোন হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায় ইসালে সাওয়াবের আলোচনা পাওয়া যায়। যেমনটি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তির অবস্থা কবরে পানিতে ডুবন্ত মানুষের ন্যায়, সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে যে, বাবা বা মা অথবা ভাই কিংবা কোন বন্ধু বান্ধবের দোয়া কখন তার নিকট পৌঁছে এবং কারো দোয়া তার নিকট পৌঁছে, তখন তা তার নিকট দুনিয়া ও

www.dawateislami.net

দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে সব কিছু থেকেই প্রিয় হয়। **আল্লাহ তায়ালা** কবরবাসীদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ পাঠানো সাওয়াবকে পাহাড়ের সমতুল্য করে দান করেন, মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার হচ্ছে মাগফিরাতের দোয়া করা। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররিল ওয়ালিদাইন, ৬/২০৩, হাদীস নং-৭৯০৫) আর তাবরানী শরীফে রয়েছে: যখন কোন ব্যক্তি মৃতের জন্য ইসালে সাওয়াব করে, তখন জিব্রাঈল আমীন তা নূরানী থালায় নিয়ে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যান আর বলেন: "হে কবরবাসী! এই উপহার তোমার পরিবারের সদস্যরা পাঠিয়েছে, এগুলো কবুল করো।" এ কথা শুনে সে আনন্দিত হয় আর তার প্রতিবেশীরা নিজেদের বঞ্চিত হওয়ার কারণে দুঃক্ষিত হয়। (আল মু'জামুল আওসাত, ৫/৩৭, হাদীস নং- ৬৫০৪)

প্রশ্ন: ইসালে সাওয়াবের জন্য কি দিন নির্দিষ্ট করা জায়িয? যেমন: তৃতীয় দিবস, দশম দিবস, চেহলাম এবং বার্ষিক (অর্থাৎ বার্ষিক ফাতেহা) ইত্যাদি।

উত্তর: জীবিতদের ইসালে সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদেরকে উপকৃত করে থাকে। কিন্তু শরীয়তে ইসালে সাওয়াবের জন্য বিশেষ কোন দিন নির্দিষ্ট করেনি বরং যখন কারো মন চাইবে নিজের সুবিধার জন্য যেকোন সময় এবং দিন নির্দিষ্ট করতে পারবে। হোক তা ৩য় দিবস বা দশম দিবস অথবা চেহলাম বা অন্য কোন দিন, বরং ইন্তিকালের পর থেকেই কোরআন মজীদের তিলাওয়াত এবং দান খয়রাতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

প্রশ্ন: ইসালে সাওয়াব কি শুধুমাত্র মৃতের জন্যই করা যাবে?

উত্তর: জি না! ইসালে সাওয়াব মৃতের পাশাপাশি জীবিতদের জন্যও করা যাবে।

প্রশ্ন: বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن নিয়াজ এবং তাবাররুক ইত্যাদি খাওয়া কেমন?

উত্তর: বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن নিয়াজ এবং তাবাররুক ইত্যাদি খাওয়া শুধু জায়িয নয় বরং বরকত লাভের উপায়ও বটে।

প্রশ্ন: বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن নিয়াজ কি ধনীরাও খেতে পারবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن নিয়াজ ধনীরাও খেতে পারবে। যেমন; রজব শরীফের ফিন্নি, মুহররমের শরবত বা খিচুরী, রবিউল আখিরের

www.dawateislami.net

গেয়ারভী শরীফ যাতে হযরত সায়্যিদুনা গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ফাতিহার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রজবের ৬ তারিখ খাজা গরীবে নেওয়াজ হযরত সায়্যিদুনা মঈন উদ্দীন চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ফাতিহা করা হয়। অনুরূপভাবে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ফাতিহার তাবাররুক এবং হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ফাতিহার তাবাররুক, এসব কিছু ঐ কাজ যা বহুকাল যাবত মুসলমান জনসাধারণ এবং আলেম ওলামাগণের মাঝে প্রচলিত রয়েছে আর এতে বিশেষ ফাতিহার ব্যবস্থা করে থাকেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্গরাও এতে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহন করে এবং ভোজ ইত্যাদি খেয়ে ফয়েয পেয়ে থাকে।

ইসালে সাওয়াব ও ফাতিহার পদ্ধতি

প্রশ্ন: ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি কি?

উত্তর: ইসালে সাওয়াব করা কোন কঠিন কাজ নয়, শুধুমাত্র এতোটুকু বলা বা অন্তরে নিয়্যত করে নেয়াটাই যথেষ্ট: হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমি যা কোরআনে পাক পড়েছি (বা অমুক অমুক আমল করেছি) এর সাওয়াব আমার পিতা-মাতা বা আমার অমুক আত্মীয়কে পৌঁছিয়ে দাও। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব পৌঁছে যাবে।

প্রশ্ন: ফাতিহার পদ্ধতি কি?

উত্তর: বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে বিশেষ ভোজকে কেন্দ্র করে ফাতিহার যে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে তাও খুবই উত্তম, এতে তিলাওয়াত ইত্যাদিও ইসালে সাওয়াব করা যেতে পারে। যেসব খাবারের ইসালে সাওয়াব করবেন, তা সব কিংবা প্রত্যেক আইটেম থেকে কিছু তুলে নিয়ে এক গ্লাস পানিসহ সামনে রাখুন।

এবার اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ পাঠ করে একবার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

www.dawateislami.net

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ ۝٢ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ
اَعْبُدُۚ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ ۝٤ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُؕ ۝٥
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

তিনবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْۙ ۝٣
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

একবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ ۝٣
وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِۙ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

একবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ۝١ مَلِكِ النَّاسِۙ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِۙ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ
الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

একবার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِؕ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُؕ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

www.dawateislami.net

এবার নিচের ৫টি আয়াত পাঠ করুন:

(১) وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۳﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৬৩)

(২) اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾

(পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬)

(৩) وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)

(৪) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

(৫) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

এরপর দরূদ শরীফ পাঠ করুন:

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

এরপর নিচের দোয়াটি পাঠ করুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾ (পারা ২৩, আয়াত ১৮০-১৮২)

এবার হাত উঠিয়ে ফাতিহা পাঠকারী উচ্চ স্বরে “আল ফাতিহা” শব্দটি বলবেন। উপস্থিত সবাই নিম্ন স্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। এরপর ফাতিহা পাঠকারী এভাবে ঘোষণা দিন: “আপনারা যা কিছু পাঠ করলেন সেগুলোর সাওয়াব আমাকে দান করে দিন।” উপস্থিত সকলে বলবে: “আপনাকে দিয়ে দিলাম।” এবার ফাতিহা পাঠকারী ইসালে সাওয়াব করে দিবেন।

www.dawateislami.net

ইসালে সাওয়াবের জন্য দোয়ার পদ্ধতি

হে **আল্লাহ তায়ালা**! যা কিছু পাঠ করা হয়েছে (যদি খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তবে এভাবেও বলুন) এবং যে সব খাবারের ব্যবস্থা করা হলো বরং আজ পর্যন্ত যা কিছুই ত্রুটিপূর্ণ আমল করতে পেরেছি, এর সাওয়াব আমাদের অসম্পূর্ণ আমলের মতো করে নয় বরং তোমার পরিপূর্ণ রহমতের মতো করে কবুল করে নাও এবং এর সাওয়াব আমাদের পক্ষ থেকে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপহার স্বরূপ পৌঁছিয়ে দাও। **তোমার হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সকল আউলিয়ায়ে এজামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দরবারে পৌঁছিয়ে দাও। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় হযরত সায়্যিদুনা আদম ছফিউল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যত মানুষ ও জ্বিন মুসলমান হয়েছে অথবা কিয়ামত পর্যন্ত হবে, সকলের রূহে পৌঁছিয়ে দাও। এর মধ্যে বিশেষভাবে যেসব বুযুর্গানে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইসালে সাওয়াব করা হচ্ছে, তাদের নামও উল্লেখ করুন। নিজের পিতা-মাতা এবং সকল আত্মীয়-স্বজন, আপন পীর ও মুর্শিদকেও ইসালে সাওয়াব করুন। (মৃতদের মধ্য থেকে যাদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তারা আনন্দিত হন) এবার যথারীতি দোয়া শেষ করে দিন। (যে সব খাবার ও পানি সামনে রাখা হয়েছিলো, সেগুলো পুনরায় খাবার ও পানির সাথে মিশিয়ে দিন)

সাওয়াবে আমাল কা মেরে তো পৌঁহছা সা'রী উম্মত কো
মুজে ভি বখশ ইয়া রব বখশ উন কি পিয়ারে উম্মত কো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রোযা

রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, ইবাদতের নিয়্যতে সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু পানাহার করা থেকে বিরত থাকা।

রোযার শরয়ী মর্যাদা

প্রশ্ন: রোযা রাখা কি ফরয?

উত্তর: জি হ্যাঁ! রোযা রাখা ফরয এবং কিছু কিছু অবস্থায় রোযা রাখা ওয়াজিব এবং নফলও।

প্রশ্ন: ফরয রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয এবং যদি কোন ব্যক্তি কোন অপারগতার জন্য এই মাসে রোযা রাখতে না পারে, তবে পরবর্তীতে ঐ রোযা সমূহ কাযা করাও ফরয। এছাড়াও কাফ্ফারার রোযা রাখাও ফরয।

প্রশ্ন: ওয়াজিব রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: যদি কেউ রোযার মান্নত করে, তবে মান্নত পূর্ণ হওয়ার পর রোযা রাখা ওয়াজিব।

প্রশ্ন: নফল রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: ফরয ও ওয়াজিব রোযা ছাড়া অবশিষ্ট প্রত্যেক রোযাই নফল হয়ে থাকে। যদিও এর মধ্যে কিছু রোযা সুন্নাত ও মুস্তাহাবও রয়েছে: যেমন ★... আশুরা অর্থাৎ দশই মুহাররমের রোযার সাথে ৯ই মুহাররমের রোযাও। ★... প্রত্যেক মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা। ★... আ'রাফা অর্থাৎ যিল হিজ্জাতুল হারামের ৯ তারিখের রোযা। ★... সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা। ★... ঈদুল ফিতরের ছয় রোযা। ★... একদিন বাদ দিয়ে রোযা রাখা।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: কোন দিন কি রোযা রাখা নিষেধও রয়েছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! দুই ঈদের দুই দিন এবং যিলহজ্জ মাসের আয়্যামে তাশরীক[১] এর ৩ দিন রোযা রাখা মাকরূহে তাহরিমী।

রোযা কার উপর এবং কখন ফরয হয়েছে?

প্রশ্ন: রমযানের রোযা কার উপর এবং কখন ফরয হয়েছে?

উত্তর: তাওহীদ ও রিসালতের ঘোষনা করা এবং দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উপর ঈমান আনার পর যেমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে রমযান শরীফের রোযাও প্রত্যেক মুসলমান (নারী পুরুষ) সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়স্কের উপর ফরয করা হয়েছে আর এই রোযা ১০ই শাবানুল মুয়ায্‌যম ২য় হিজরীতে ফরয হয়েছে।

প্রশ্ন: কোরআন মজীদে রোযা ফরয হওয়ার হুকুম কোন আয়াতে মুবারাকায় রয়েছে?

উত্তর: কোরআন মজীদে রোযা ফরয হওয়ার হুকুম সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে রয়েছে। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা খোদাভীরুতা অর্জন করতে পারো।

প্রশ্ন: রোযা কি পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিলো?

উত্তর: জি হ্যাঁ! রোযা পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিলো, কিন্তু তা আমাদের রোযা থেকে ভিন্ন ছিলো। বর্ণনা সমূহ থেকে জানা যায় যে,

★... হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام (প্রত্যেক ইসলামি মাসের) ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রাখতো। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সওম, ৪/২৫৮, হাদীস নং- ২৪১৮৮)

---

১. দশই যিলহজ্জের পরের ৩ দিনকে (১১, ১২, ১৩) আইয়্যামে তাশরীক বলে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫)

www.dawateislami.net

★... হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام সর্বদা রোযাদার থাকতেন।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সওম, ২/৩৩৩, হাদীস নং- ১৭১৪)

★... হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام সর্বদা রোযা রাখতেন, কখনো ছাড়তেন না।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সওম, ৪/৩০৪, হাদীস নং- ২৪৬২৪)

★... হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيۡهِ السَّلَام একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন।

(মুসলিম, কিতাবুস সওম, ৫৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৭{১১৫৯})

★... হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام عَلَيۡهِ السَّلَام ৩ দিন মাসের প্রথমে, ৩ দিন মধ্যখানে ও ৩ দিন শেষে (অর্থাৎ মাসে ৯ দিন) রোযা রাখতেন।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সওম, ৪/৩০৪, হাদীস নং- ২৪৬২৪)

রোযা তাক্বওয়া ও পরহেযগারীতার নিদর্শন

প্রশ্ন: রোযা কি তাক্বওয়া ও পরহেযগারীতার নিদর্শন?

উত্তর: জি হ্যাঁ! রোযা পরহেযগারীতার নিদর্শন, কেননা প্রচন্ড গরমের দিনে যখন পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে যায়, ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং পানিও সামনে থাকে তবুও রোযাদার সেই দিকে তাকায়ও না। অনুরূপভাবে প্রচন্ড ক্ষুধার পরও রোযাদার খাবারের দিকে হাত বাড়ায় না। এ থেকে বুঝা যায় যে, রোযাদারের **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি কিরূপ পরিপূর্ণ ঈমান রয়েছে, কেননা সে জানে যে, তার কর্মকান্ড সাড়া দুনিয়া থেকে তো গোপন থাকবে কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট থেকে গোপন থাকতে পারে না। **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি তার এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস রোযার আমলী ফলাফল, কেননা অন্যান্য ইবাদত কোন না কোন প্রকাশ্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে আদায় করা হয়, কিন্তু রোযার সম্পর্ক হলো রূহানী। এর অবস্থা সম্পর্কে **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া আর কেউ জানে না, যদি সে লুকিয়ে পানাহার করেও নেয়, তবুও লোকজন মনে করবে যে, সে রোযাদার কিন্তু সে শুধু **খোদাভীতি**র কারণেই পানাহার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখছে আর এটাই হলো তাক্বওয়া ও পরহেযগারীতা।

প্রশ্ন: কতবছর বয়স থেকে রোযা রাখা শুরু করা উচিত?

উত্তর: ছোট মাদানী মুন্না-মুন্নীদেরও রোযা রাখার অভ্যাস করা উচিৎ, যেনো যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবে তখন রোযা রাখতে কষ্ট হবে না। যেমনটি

www.dawateislami.net

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শিশু যখনই আট বছরে পা রাখবে, তখন তার অভিভাবকের উপর আবশ্যক যে, তাকে নামায রোযার আদেশ দেয়া এবং তার বয়স যখন এগারো শুরু হবে তখন অভিভাবকের উপর ওয়াজিব যে, নামায ও রোযার জন্য প্রহার করা, তবে শর্ত হলো রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া এবং রোযা যেনো ক্ষতি না করে। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ১০/৩৪৫)

প্রশ্ন: কেউ কি কখনো দুধ পান করার বয়সে রোযা রেখেছে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! আমাদের গেয়ারভী শরীফের ধারক বাহক হুযুর গাউসে আযম দস্তগীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দুধ পান করার বয়সেই পবিত্র রমযান মাসে দিনের বেলায় তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের দুধ পান করতেন না যেনো রোযা অবস্থায় ছিলেন।

প্রশ্ন: রোযা রাখার কারণে কি মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়?

উত্তর: জি না! রোযা রাখার কারণে মানুষ অসুস্থ হয়না বরং স্বাস্থ্যবান হয়ে যায়, যেমনটি **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: صُوْمُوْا تَصِحُّوْا অর্থাৎ রোযা রাখো, স্বাস্থ্যবান হয়ে যাবে। (আল মু'জামুল আওসাত, ৬/১৪৬)

রোযা রাখা ও রোযা খোলার দোয়া

নিয়্যত মনের ইচ্ছার নাম, মুখে বলা শর্ত নয়, কিন্তু মুখে বলা মুস্তাহাব। অতএব যদি রাতে (অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পূর্বে) রোযার নিয়্যত করে, তবে এভাবে বলুন:

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هٰذَا۔

অনুবাদ: আমি নিয়্যত করলাম যে, **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য কাল এই **রমযানে**র ফরয রোযা রাখবো।

আর যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করে, তবে এভাবে বলুন:

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ۔

অনুবাদ: আমি নিয়্যত করলাম যে, **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য আজকের এই **রমযানে**র ফরয রোযা রাখবো। (বাহারে শরীয়ত, ১/৯৬৮)

রোযার প্রকৃতি

প্রশ্নঃ রোযাদারের দিক থেকে রোযা কতো প্রকার?

উত্তরঃ রোযাদারের দিক থেকে রোযা তিন প্রকার:

১.... **সাধারণের রোযাঃ** রোযার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্বইচ্ছায় পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে আর এটাই হচ্ছে সাধারণ মানুষের রোযা।

২.... **বিশেষ ব্যক্তির রোযাঃ** পানাহার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে বিশেষ ব্যক্তির রোযা।

৩.... **একান্ত বিশেষ ব্যক্তির রোযাঃ** নিজেকে সমস্ত কর্মকান্ড থেকে বিরত রেখে শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি মনোনিবেশ করা, এটাই হচ্ছে একান্ত বিশেষ ব্যক্তির রোযা।

প্রশ্নঃ রোযার প্রকৃতি কিরূপ?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: রোযার বস্তবতা হচ্ছে বিরত থাকা আর বিরত থাকার অনেক শর্ত রয়েছে: যেমন; পাকস্থলীকে পানাহার থেকে বিরত রাখা, চোখকে প্রবৃত্তির দৃষ্টি থেকে বিরত রাখা, কানকে গীবত শুনা থেকে, জিহ্বাকে অনর্থক কথাবার্তা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলা থেকে এবং শরীরকে **আল্লাহ তায়ালার** নির্দেশের বিরোধীতা থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে রোযা। যখন বান্দা এই সকল শর্তাবলী অনুসরন করবে, তখনই সে প্রকৃত রোযাদার হবে।

(কাশফুল মাহজুব, ৩৫৩ ও ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর বাণী দ্বারা কি বুঝা যায়?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর বাণী দ্বারা জানতে পারলাম যে, আমাদের ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণাত্ব থাকার পাশাপাশি

www.dawateislami.net

শরীরের অন্যান্য অঙ্গসমূহ যেমন; চোখ, কান, মুখ, হাত এবং পায়েরও রোযা রাখা উচিৎ।

চোখের রোযা

প্রশ্ন: চোখের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: চোখের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, চোখ যখনই দেখবে তখন শুধুমাত্র জায়িয কার্যাবলীর প্রতিই দেখবে। অর্থাৎ আপন চোখকে সিনেমা, নাটক দেখা, কারো প্রতি কু-দৃষ্টি দেয়া থেকে বিরত রেখে তা দ্বারা মসজিদ ও কোরআনে পাক, পিতা-মাতা ও উস্তাদগণ, আপন পীর ও মুর্শিদ, ওলামায়ে কিরাম এবং আউলিয়া কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام মাজার সমূহ দেখুন আর সৌভাগ্য নসীব হলে, দয়া হয়ে গেলে তবে সবুজ গম্বুজের নূর এবং বায়তুল্লাহ শরীফের উজ্জলতা দেখুন।

কানের রোযা

প্রশ্ন: কানের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: কানের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, শুধুমাত্র জায়িয কথাবার্তাই শুনা অর্থাৎ নিজের কানকে গীবত, চুগলী, গান-বাজনা ও সঙ্গীত, অশ্লীল গল্প, নির্লজ্জ কথাবার্তা এবং আড়িপেতে কারো দোষক্রুটি শুনা থেকে বিরত থেকে আযান ও ইকামত, কোরআনের তিলাওয়াত ও নাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও দ্বীন ইসলামের সুন্দর সুন্দর আলোচনা সমূহ শুনুন।

জিহ্বার রোযা

প্রশ্ন: জিহ্বার রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: জিহ্বার রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, জিহ্বা শুধুমাত্র নেক ও জায়িয কথাবার্তার জন্যই নড়াচড়া করবে। অর্থাৎ নিজের জিহ্বাকে মিথ্যা, গীবত, চুগলী, গালি গালাজ করা, অশ্লিল, অপ্রয়োজনীয় এবং কোন মুসলমানের মনে

www.dawateislami.net

কষ্ট প্রদানকারী কথাবার্তা বলা, গান গাওয়া, অশ্লীল গল্প শুনা থেকে বিরত থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করা, নাত শরীফ পড়া, সত্য কথা বলা, আযান ও ইকামত দেয়া, নামায পড়া, কোরআনে পাক তিলাওয়াত করা, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং ভালো ভালো কথাবার্তায় ব্যবহার করা।

হাতের রোযা

প্রশ্ন: হাতের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: হাতের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, যখন হাত উঠাবে, শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠা অর্থাৎ নিজের হাতকে কারো প্রতি অত্যাচার করা, ঘুষ নেয়া, তাস, লুডু এবং অন্যান্য অহেতুক খেলা, চুরি করা এবং মিথ্যা লিখা থেকে বিরত থেকে কোরআনে পাক স্পর্শ করা, মুসলমান ভাই, ওলামায়ে কিরাম, মাশায়িকে এযামের সাথে মুসাফাহা করা, যাকাত ও সদকা, খয়রাত করা, হালাল রুজির জন্য পরিশ্রম করা এবং দ্বীনের প্রিয় প্রিয় বিষয়াবলী লিখার জন্য ব্যবহার করা।

পায়ের রোযা

প্রশ্ন: পায়ের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: পায়ের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, পা উঠালে শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠা অর্থাৎ নিজের পা-কে সিনেমা হল, নাট্যমঞ্চ, খারাপ বন্ধুদের আসরে, দাবা, লুডু, তাস, ক্রিকেট, ফুটবল, ভিডিও গেমস ইত্যাদি খেলা বা দেখার জন্য অগ্রসর না করা বরং মসজিদ ও আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও নেকীর দাওয়াত, মাদানী কাফেলা ও মদীনার সফরের জন্য অগ্রসর করা।

রোযা রাখার ফযীলত

১.... প্রত্যেক জিনিসের একটি দরজা থাকে আর ইবাদতের দরজা হলো রোযা।

(জামেউস সগীর, ১৪৬, হাদীস নং- ২৪১৫)

www.dawateislami.net

২.... যে রোযা অবস্থায় ইন্তেকাল করলো, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব দান করবেন। (ফিরদৌসুল আখবার, ২/২৭৪, হাদীস নং- ৫৯৬৭)

৩.... যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো এবং এর সীমাবদ্ধতাকে ছিনলো আর যে বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকা উচিৎ, তা থেকে বিরত ছিলো, তবে যা (কিছু গুনাহ) পূর্বে হয়েছিলো, তার কাফফারা হয়ে গেলো।

(আল ইহসান বে তারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম অংশ, ৪/১৮২, হাদীস নং- ৩৪২৪)

৪.... যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা**র পথে একদিন রোযা রাখে, **আল্লাহ তায়ালা** তার চেহেরাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।

(বুখারী, কিতাবুজ জিহাদ ওয়াস সেয়র, ২/২৬৫, হাদীস নং- ২৮৪০)

৫.... কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য স্বর্ণের দস্তরখানা বিছানো হবে, যা থেকে সে আহার করবে, অথচ লোকেরা (হিসাব নিকাশের) অপেক্ষায় থাকবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সওম, ৮/২১৪, হাদীস নং- ২৩৬৪০)

রোযা না রাখার শাস্তি

১.... যে ব্যক্তি রমযানের এক দিনের রোযা কোন কারণ ব্যতীত ও অসুস্থতা ব্যতীত রাখলো না, তাহলে সারা জীবনের রোযাও এর কাযা হতে পারে না, যদিও পরবর্তীতে রাখেও। (তিরমিযী, কিতাবুস সওম, ২/১৭৫, হাদীস নং- ৭২৩)

২.... ঐ ব্যক্তির নাক ধূলায় মলিন হোক, যে রমযান মাস পেলো, অতঃপর তার মাগফিরাতের পূর্বেই তা অতিবাহিত হয়ে গোলো।

(মুসনাদে আহমদ, ৩/৬১, হাদীস নং- ৭৪৫৫)

সেহেরী সম্পর্কে কিছু মৌলিক বিষয়াবলী

প্রশ্ন: সেহেরী দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: সেহেরী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই খাবার, যা রমযানুল মুবারকে রাতের শেষ অংশ থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রোযা রাখার জন্য খাওয়া হয়।

প্রশ্ন: সেহেরী কতক্ষণ পর্যন্ত করতে পারবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: সেহেরীতে দেরী করা মুস্তাহাব এবং দেরীতে সেহেরী করাতে অধিক সাওয়াব অর্জন হয়, কিন্তু এতটুকুও দেরী না করা যে, সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হতে থাকে।

প্রশ্ন: সেহেরীতে দেরী করা দ্বারা কোন সময়কে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর: সেহেরীতে দেরী করা দ্বারা রাতের ৬ষ্ঠ অংশকে বুঝায়।

প্রশ্ন: রাতের ৬ষ্ঠ অংশ সম্পর্কে কিভাবে জানা যাবে?

উত্তর: সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়সীমাকে রাত বলে। যেমন; কোন দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সূর্য অস্ত গেলো এবং তারপর ভোর চারটার সময় সুবহে সাদিক হলো। এভাবে সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে যে নয় ঘন্টা অতিবাহিত হলো তাকেই রাত বলা হয়। এখন রাতের এই ৯ ঘন্টাকে সমান ছয়ভাগে ভাগ করুন। প্রতিটি ভাগ দেড় ঘন্টা করে হলো, এখন রাতের শেষ দেড় ঘন্টা (অর্থাৎ রাত আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত) সময়ের মধ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে সেহেরী করাই দেরীতে সেহেরী করা হলো।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পর ফজরের আযান হওয়ার সময় পানাহারে লিপ্ত থাকে, তার সম্পর্কে বিধান কি?

উত্তর: যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পর ফজরের আযান হওয়ার সময় পানাহাওে লিপ্ত থাকে তার রোযা হবে না, কেননা সেহেরী বন্ধ করার সম্পর্ক ফজরের আযানের সাথে নয় বরং সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার সাথেই। অতএব সুবহে সাদিকের পূর্বেই পানাহার বন্ধ করা আবশ্যক।

হে আমাদের দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা**! আমাদেরকে তোমার পছন্দনীয় রোযাদার বানিয়ে মদীনায় রোযাদার অবস্থায় **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমে মৃত্যু এবং জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন নসীব করো। আমিন

www.dawateislami.net

যাকাত

যাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: যাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: যাকাত শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ঐ সম্পদকে বলে, যা নিজের সকল প্রকার সুবিধা নিঃশেষ করার পর **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য এমন কোন ফকিরকে দিয়ে দেয়া, যে না স্বয়ং হাশেমী বংশীয়, না হাশেমী বংশের আযাদকৃত গোলাম। (দূররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২০৩-৬)

প্রশ্ন: হাশেমী দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আলী ও জাফর ও আকীল এবং হযরত আব্বাস ও হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن এর বংশধরগণ। তাঁরা ব্যতিত যাদেরকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহায্য করেননি, যেমন; আবু লাহাব, যদিও সেই কাফিরও হযরত আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান ছিলো, কিন্তু তার বংশধরগণ বনী হাশেম গোত্রে গন্য হবেনা। (বাহারে শরীয়ত, ১/৯৩১)

প্রশ্ন: যাকাত কার উপর ফরয?

উত্তর: যাকাত দেয়া ঐ সকল সজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্বাধীন মুসলমানের উপর ফরয, যে পুরোবছর **নিসাবের মালিক** হলো এবং ঐ নিসাব তার অধীন হওয়ার পাশাপাশি তার **মৌলিক চাহিদা** (অর্থাৎ জীবন অতিবাহিত করার প্রয়োজনিয় বিষয়াবলী) হতে অতিরিক্ত হয়। তাছাড়া এরূপ ঋণও না থাকে যে, যদি সেই ঋণ আদায় করে, তবে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে না। (বাহারে শরীয়ত, যাকাতের বর্ণনা, ১/৮৭৫-৮৮০)

প্রশ্ন: নিসাবের মালিক হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: নিসাবের মালিক হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, ঐ ব্যক্তির নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্য বা ঐ সমপরিমাণ সম্পদের টাকা অথবা ঐ পরিমাণ টাকার ব্যবসায়িক মাল থাকা।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: মৌলিক চাহিদা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: মৌলিক চাহিদা ঐ জিনিসকে বুঝায়, যা স্বভাবতই মানুষের প্রয়োজন হয় এবং তা ছাড়া জীবন অতিবাহিত করা অতি কষ্টের ও কঠিন মনে হয়, যেমন; বাসস্থান, পরিধানের কাপড়, বাহন, ইলমে দ্বীন সম্পর্কিত কিতাবাদী এবং পেশার সাথে সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। (হেদায়া, কিতাবুয যাকাত, ১/৯৬)

প্রশ্ন: যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বছর অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে আরবী মাস হিসাব করবে নাকি ইংরেজী মাস?

উত্তর: যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বছর অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে আরবী মাসই হিসাব করবে, ইংরেজী মাস নয়, বরং ইংরেজী মাস হিসাব করা হারাম।

(ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ১০/১৫৭)

প্রশ্ন: কি পরিমাণ যাকাত দেয়া ফরয?

উত্তর: নিসাব পরিমাণ সম্পদের ৪০ ভাগের একভাগ (অর্থাৎ ২.৫%) যাকাত হিসেবে প্রদান করা ফরয।

প্রশ্ন: যাকাত কখন ফরয হয়েছিলো?

উত্তর: যাকাত ২য় হিজরীতে রোযার পূর্বে ফরয হয়েছিলো।

(দূররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২০২)

প্রশ্ন: যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি কি কোরআন ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ? যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
(১ম পারা, সূরা বাক্বারা, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নামায কায়েম রাখো এবং যাকাত দাও।

সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে উল্লেখ করেন: এই আয়াতে নামায ও যাকাত ফরয হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে।

◈... **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইয়েমেনের দিকে প্রেরণ করেন তখন ইরশাদ করেন: তাদেরকে জানাবে যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয

www.dawateislami.net

করেছেন, যা তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে নিয়ে গরিবদেরকে দেয়া হবে। (তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, ২/১২৬, হাদীস নং- ৬২৫)

প্রশ্ন: যদি কেউ যাকাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তবে তার সম্পর্কে বিধান কি?

উত্তর: যদি কেউ যাকাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির সাব্যস্থ হবে। (আলমগীরি, কিতাবুয যাকাত, ১/১৭০)

প্রশ্ন: যাকাত প্রদানে কি সম্পদ কমে যায়?

উত্তর: জি না! যাকাত প্রদানে সম্পদ কমে না বরং সম্পদ পূর্বের চেয়েও বৃদ্ধি পায়, অতএব যাকাত প্রদানকারীর এই বিশ্বাস রেখে সন্তুষ্টি চিত্তে যাকাত প্রদান করা উচিৎ যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে উত্তম প্রতিদান দান করবে। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সদকার দ্বারা সম্পদ কমে না। (আল মুজামুল আওসাত, ১/৬১৮, হাদীস নং- ২২৭০) যদিওবা প্রকাশ্যভাবে সম্পদ কমে যায় বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন গাছের পঁচে যাওয়া ডালপালা কাটার ফলে প্রকাশ্যেভাবে গাছকে দেখতে ছোট মনে হয়, কিন্তু এই কর্তন তার ক্রম-বিকাশের অন্যতম উপায়। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যাকাত প্রদানকারীর সম্পদ প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এটা পরীক্ষিত, যে কৃষক মাঠে বীজ বপন করে আসে, সে প্রকাশ্যভাবে বস্তা খালি করে ফেলে, কিন্তু আসলে এর লাভসহ ভর্তি করে নেয়। ঘরের বস্তাসমূহ ইঁদুর, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির আক্রমনে নষ্ট হয়ে যায় বা উদ্দেশ্য এটাই যে, যে সম্পদ থেকে সদকা বের হতে থাকে, তা থেকে ব্যয় করতে থাকো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে, কূপের পানি নিতে থাকে, তবে ভরে যাবেই। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৯৩)

প্রশ্ন: যাকাত দেয়ার উপকারীতা কি?

উত্তর: যাকাত দেয়ার উপকারীতা দুই ধরনের, কিছু হলো, যা কোরআনে পাকে বর্ণিত হয়েছে আর কিছু হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে। যেমনটি

www.dawateislami.net

কোরআনে পাকে বর্ণিত কিছু উপকারীতা

কোরআনে পাকে বর্ণিত কিছু উপকারীতা হলো:

১.... যাকাত প্রদানকারীর উপর **আল্লাহর** রহমত মুষলধারে বর্ষন হতে থাকে। সূরা আরাফে রয়েছে:

وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

(৯ম পারা, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমার দয়া প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে, সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি নিয়ামত সমূহ তাদের জন্যই লিপিবদ্ধ করে দেবো, যারা ভয় করে, যাকাত দেয়।

২.... যাকাত প্রদানে খোদাভীরুতা অর্জিত হয়। কোরআনে পাকে মুত্তাকীদের নিদর্শন হতে একটি নিদর্শন এটাও বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۟ۙ

(১ম পারা, সূরা বাক্বারা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমার প্রদত্ত জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে।

৩.... যাকাত প্রদানকারী সফল ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। কোরআনে পাকে সাফল্যে উপনীতদের একটি কাজ যাকাতও গন্য হয়েছে। যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَ الَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿۴﴾

(১৮তম পারা, সূরা মু'মিনুন, আয়াত ১-৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ, যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত নম্র হয় এবং যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করেনা এবং যারা যথাযথ যাকাত প্রদান করে।

৪.... **আল্লাহ তায়ালা** যাকাত আদায়কারীদের সাহায্য করে থাকেন। যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ﴿۴۰﴾ اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۱﴾

(১৭তম পারা, সূরা হজ্জ, আয়াত ৪০-৪১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং নিশ্চয়ই **আল্লাহ** সাহায্য করবেন তারই, যে **তাঁর** দ্বীনের সাহায্য করবে, নিশ্চয়ই **আল্লাহ** শক্তিমান পরাক্রমশালী। সেসব লোক যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম রাখবে, যাকাত দেবে সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখবে এবং **আল্লাহর**ই জন্য সমস্ত কর্মের পরিণাম।

৫.... যাকাত আদায় করা **আল্লাহ তায়ালার** ঘর অর্থাৎ মসজিদকে পূর্ণকারীদের গুণ। যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَی الزَّكٰوةَ وَلَمْ یَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤی اُولٰٓئِكَ اَنْ یَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ﴿۱۸﴾

(১০ম পারা, সূরা তাওবা, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ **আল্লাহর** মসজিদ সমূহ তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় করেনা, সুতরাং এটাই সন্নিকটে যে, এসব লোক সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

৬.... যাকাত প্রদানকারীর সম্পদ কমে না বরং দুনিয়া ও আখিরাতে বৃদ্ধি পায়। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ﴿۳۹﴾

(২২তম পারা, সূরা সাবা, আয়াত ৩৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যে বস্তু তোমরা **আল্লাহর** পথে ব্যয় করো, তিনি তার পরিবর্তে আরো অধিক দেবেন এবং তিনি সর্বপেক্ষা অধিক রিযিকদাতা।

www.dawateislami.net

অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۲﴾

(৩য় পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬১-২৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তাদের উপমা যারা আপন সম্পদ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে, সেই শস্য বীজের ন্যায় যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা এবং **আল্লাহ** তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান, আর প্রাচুর্য্যময়, জ্ঞানময়, ঐসব লোক যারা স্বীয় সম্পদ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করার পর না খোঁটা দেয় না ক্লেশ দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং না আছে কোন আশংকা, না আছে কোন দু:খ।

হাদীসে মোবারাকায় বর্ণিত কিছু উপকারীতা

১.... তোমাদের ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়া এটাই যে, তোমরা তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করো। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সদকাত, ১/৩০১, হাদীস নং- ১২)

২.... নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করো, কেননা তা হলো পবিত্রকারী, তোমাকে পবিত্র করে দিবে। (মুসনাদে আহমদ, ৪/২৭৩, হাদীস নং- ১২৩৯৭)

৩.... যে ব্যক্তি আপন সম্পদের যাকাত আদায় করলো, এতে সম্পদের অনিষ্ট দূর হয়ে যায়। (আল মু'জামুল আওসাত, ১/৪৩১, হাদীস নং- ১৫৭৯)

৪.... যাকাত ইসলামের সেতু বন্ধন। (আল মু'জামুল আওসাত, ৬/৩২৮, হাদীস নং- ৮৯৩৭)

যাকাত না দেয়ার কুফল

১.... যে জাতি যাকাত আদায় করে না, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের অভাবে লিপ্ত করে দিবেন। (আল মু'জামুল আওসাত, ৩/২৭৫, হাদীস নং- ৪৫৭৭)

২.... জলে ও স্থলে যে সম্পদ নষ্ট হয়, তা যাকাত না দেয়ার ফলেই নষ্ট হয়।
(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৮, হাদীস নং- ১৬)

৩.... যে সম্পদের যাকাত প্রদান করা হলো না, কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদ বৃহৎ সাপ হয়ে মালিককে তাড়া করবে। (মুসনাদে আহমদ, ৩/৬২৬, হাদীস নং- ১০৮৫৭)

www.dawateislami.net

সদকায়ে ফিতর

প্রশ্ন: সদকায়ে ফিতর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: সদকায়ে ফিতর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সদকা, যা রমযানুল মুবারকের পর ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে দেয়া হয়ে থাকে।

সদকায়ে ফিতরের শরয়ী মর্যাদা

প্রশ্ন: সদকায়ে ফিতরের শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তর: সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। (দূররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬২) সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের উপর সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন। (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, ১/৫০৭, হাদীস নং- ১৫০৩)

প্রশ্ন: সদকায়ে ফিতর কার উপর ওয়াজিব?

উত্তর: সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক ঐ স্বাধীন মুসলমানের উপর ওয়াজিব, যারা নিসাবের অধিকারী আর তাদের নিসাব মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত। (দূররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৫) নিসাবের মালিক পুরুষেরা নিজের, নিজের ছোট সন্তানদের আর যদি কোন মানসিক প্রতিবন্ধী (পাগল) সন্তান থাকে (সে প্রাপ্তবয়স্ক হোক না কেন) তবে তার পক্ষ থেকেও সদকায়ে ফিতর আদায় করবে।

তবে হ্যাঁ! যদি সেই সন্তান বা পাগল স্বয়ং নিসাবের মালিক হয়, তবে তার সম্পদ থেকে ফিতরা আদায় করে দিবে। (আলমগীরি, কিতাবুয যাকাত, ১/১৯২)

প্রশ্ন: সদকায়ে ফিতর কখন ওয়াজিব হয়ে থাকে?

উত্তর: সদকায়ে ফিতর ঈদের দিন সুবহে সাদিক শুরু হতেই ওয়াজিব হয়ে যায়।

(আল মারজিউস সা'বিক)

প্রশ্ন: সদকায়ে ফিতর কখন ওয়াজিব হয়েছিলো?

উত্তর: ২য় হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হয় এবং ঐ বছরই ঈদের দু'দিন পূর্বে সদকায়ে ফিতরের আদেশ দেয়া হয়েছিলো। (দূররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬২)

প্রশ্ন: সদকায়ে ফিতরের আলোচনা কি কোরআনে পাকেও এসেছে?

www.dawateislami.net

উত্তর: জি হ্যাঁ! সদকায়ে ফিতরের আলোচনা ৩০তম পারার সূরা আ'লায় করা হয়েছে। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই আয়াতে করীমা (قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌছেছে, যে পবিত্র হয়েছে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে নামায পড়েছে।) (পারা ৩০, সুরা আ'লা, আয়াত ১৪, ১৫) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই আয়াতটি সদকায়ে ফিতর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৪/৯০, হাদীস নং- ৩৯৭)

সদকায়ে ফিতর আদায় করার হিকমত

প্রশ্ন: সদকায়ে ফিতর কেন দেওয়া হয়ে থাকে?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রোযাকে অনিচ্ছাকৃত ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং গরীবদের আহার করাতে সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন। (আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, ২/১৫৭, হাদীস নং- ১৬০৯) হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: ফিতরা ওয়াজিব করার ২টি হিকমত রয়েছে। একে তো রোযাদারের রোযার ত্রুটি সমূহের মার্জনা। রোযা অবস্থায় প্রায় রাগ বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তখন অযথাই ঝগড়া করে থাকে, কখনো মিথ্যা গীবত ইত্যাদিও হয়ে যায়, **রব তায়ালা** এই ফিতরার বরকতে ঐ ভুলত্রুটি সমূহ ক্ষমা করে দেন, কেননা নেকীর দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। অপরটি হলো গরীবদের উপার্জনের ব্যবস্থা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৪৩)

প্রশ্ন: সদকায়ে ফিতরের জন্য রমযানের রোযা রাখা কি শর্ত?

উত্তর: জি না! সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য রমযানের রোযা রাখা শর্ত নয়, অতএব কোন কারণ ছাড়া বা কোন অপারগতা যেমন; সফর-রত অবস্থা, অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখতে না পারলেও সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। (দুররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৬৭)

www.dawateislami.net

হজ্ব

হজ্বের উদ্দেশ্য

প্রশ্ন: হজ্ব কাকে বলে?

উত্তর: হজ্ব হচ্ছে ইহরাম বেঁধে যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ আরাফাতের ময়দানে[১] অবস্থান করা এবং কাবা শরীফ তাওয়াফ করা। এর জন্য একটি বিশেষ সময় নির্ধারিত, এতেই এই কাজগুলো করাই হলো হজ্ব। (বাহারে শরীয়ত, হজ্বের বর্ণনা, ১/১০৩৫)

হজ্বের শরয়ী মর্যাদা

প্রশ্ন: হজ্বের শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তর: হজ্ব করা ফরয।

প্রশ্ন: হজ্ব করা কি প্রত্যেকের উপর ফরয?

উত্তর: জি না! প্রত্যেকের উপর ফরয নয় বরং শুধুমাত্র ঐ লোকদের উপর ফরয, যারা এর সামর্থ্য রাখে। যেমনটি **আল্লাহ্ তায়ালার** বাণী হচ্ছে:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ

(৪র্থ পারা, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ**রই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ্ব করা (ফরয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে।

প্রশ্ন: যদি কোন ব্যক্তি সামর্থ্যবান হয় তবে কি তার উপর প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয?

উত্তর: জি না? হজ্ব শুধুমাত্র জীবনে একবার ফরয, যখন একবার হজ্ব করে নিয়েছেন তবে এখন প্রতি বছর সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও তার উপর ফরয নয়।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করে না, তার ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করে না তার সম্পর্কে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যাকে হজ্ব করা হতে না ধন সম্পদ

---

১. মীনা থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে একটি ময়দান রয়েছে, যেখানে ৯ যিলহজ্ব সকল হাজী সাহেবগণ একত্রিত হন। (বাহারে শরীয়ত, পরিভাষা, ১/৬৮)

www.dawateislami.net

বিরত রেখেছে না অত্যাচারী শাসক, না এরকম কোন রোগ, যা তাকে বাঁধাগ্রস্থ করেছে। অতঃপর হজ্ব করা ব্যতিত মারা গেলো, তবে চাইলে ইহুদি হয়ে মরুক বা খ্রীষ্টান হয়ে। (দারামী, কিতাবুল মানাসিক, ২/৪৫, হাদীস নং- ১৭৮৫)

প্রশ্ন: হজ্ব কোন হিজরীতে ফরয হয়েছে?

উত্তর: হজ্ব ৯ম হিজরীতে ফরয হয়েছে, এর ফরয হওয়াটা অকাট্য, যে এর ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

হজ্বের ফযীলত সম্বলিত হাদীসে মুবারাকা

১.... হজ্ব দূর্বলদের জন্য জিহাদ। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল হজ্ব, ৩/৪১৪, হাদীস নং- ২৯২০)

২.... হজ্ব ঐ সমস্ত গুনাহকে দূর করে দেয়, যা পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২১)

৩.... যে ব্যক্তি হজ্ব করলো এবং অশ্লীল কথাবার্তা বললো না আর পাপ করলো না তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে গেলো, যেমন সেই দিনের ন্যায়, যেদিন মায়ের গর্ব থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। (বুখারী, কিতাবুল হজ্ব, ১/৫১২, হাদীস নং-১৫২১)

৪.... হজ্ব ও ওমরা অভাব এবং গুনাহ সমূহকে এমনভাবে দূরীভূত করে, যেমনিভাবে চুল্লী লোহা, রৌপ্য এবং স্বর্ণের ময়লাকে দূরীভূত করে দেয় এবং মকবুল হজ্বের সাওয়াব হচ্ছে জান্নাতই। (তিরমিযী, কিতাবুল হজ্ব, ২/২১৮, হাদীস নং- ৮১০)

হজ্বের প্রকারভেদ

প্রশ্ন: হজ্ব কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর: হজ্ব তিন প্রকার ১.. হজ্বে ক্বিরান, ২.. হজ্বে তামাত্তু, ৩.. হজ্বে ইফরাদ।

প্রশ্ন: হজ্বে ক্বিরান দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: হজ্বে ক্বিরান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, হাজীগণ ওমরা ও হজ্ব উভয়ের ইহরাম এক সাথে বাঁধবে।

প্রশ্ন: হজ্বে তামাত্তু দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

www.dawateislami.net

উত্তর: হজ্বে তামাত্তু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, হাজীগণ হজ্বের মাসে ওমরা করে, অতঃপর ঐ বছরই হজ্বের ইহরাম বাঁধে বা ওমরা সম্পন্ন না করে, শুধু ৪টি চক্কর দিয়েই হজ্বের ইহরাম বাঁধে।

প্রশ্ন: হজ্বে ইফরাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: হজ্বে ইফরাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, হাজীগণ হজ্বের মাসে শুধুই হজ্ব করবে।

প্রশ্ন: সবচেয়ে উত্তম হজ্ব কোনটি?

উত্তর: সবচেয়ে উত্তম হজ্ব হলো হজ্বে ক্বিরান এরপর তামাত্তু অতঃপর ইফরাদ।

হজ্বের মাস ও দিন

প্রশ্ন: হজ্বের দিনগুলো কখন?

উত্তর: হজ্বের সময় শাওয়াল হতে যুল হিজ্জাতুল হারামের দশ তারিখ পর্যন্ত, অর্থাৎ দুইমাস দশ দিন এর পূর্বে হজ্জের কার্যক্রম শুরু হতে পারেনা।

(বাহারে শরীয়ত, হজ্বের বর্ণনা, ১/১০৩৬)

যিলহজ্বের ৮ তারিখের কাজ সমূহ

প্রশ্ন: হজ্বের সময় যিলহজ্বের ৮ তারিখে কি কাজ করা হয়ে থাকে?

উত্তর: হজ্বের সময় যিলহজ্বের ৮ তারিখ নিম্ন লিখিত কাজগুলো করা হয়ে থাকে:

◈.... যদি ইহরাম[১] অবস্থায় না হয়, তবে সর্বপ্রথম ইহরাম বাঁধা হয়, কেননা ইহরাম ব্যতিত হজ্ব হবে না।

◈.... অতঃপর সূর্যোদয়ের পর **মিনার**[২] দিকে যাত্রা করা হয়।

◈.... **মিনায়** যোহরের নামাযের সময় পৌঁছে পরদিন সকালে ফজরের নামায পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়।

---

১. যখন হজ্ব বা ওমরার বা উভয়টির নিয়্যত করে তলবিয়া পাঠ করা হয়, তখন কিছু হালাল জিনিসও হারাম হয়ে যায়, তাই একে ইহরাম বলা হয় আর রূপকভাবে সেই সেলাই বিহীন চাদরকেও ইহরাম বলা হয়, যা ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। **(বাহারে শরীয়ত, পরিভাষা, ২/৬৪)**

২. মসজিদুল হারাম হতে পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি উপত্যকা রয়েছে, যেখানে হাজী সাহেবগণ অবস্থান করেন। **(বাহারে শরীয়ত, পরিভাষা, ১/৬৮)**

www.dawateislami.net

যিলহজ্বের ৯ তারিখের কাজ সমূহ

প্রশ্ন: যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ কি কাজ করা হয়ে থাকে?

উত্তর: যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ নিম্ন লিখিত কাজগুলো করা হয়ে থাকে:

◈... ফজরের নামায মিনায় আদায় করার পর আরাফাতের ময়দানের দিকে যাত্রা করা হয়।

◈... যখন যোহরের নামাযের সময় হয়ে যায় তখন আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করা হয়[১] কিন্তু এর কিছু শর্তও রয়েছে।

◈... আরাফাতের ময়দানে কমপক্ষে একটি মুহুর্ত অবস্থান করা হজ্বের প্রথম রুকন (অর্থাৎ ফরয) সুতরাং ৯ যিলহজ্বের দ্বি-প্রহর ঢলে পড়া থেকে শুরু করে ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের মধ্যবর্তী সময়ে যেই ব্যক্তি ইহরাম সহকারে এক মুহুর্তের জন্যও আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ করলো, সে হাজী হয়ে গেলো।

◈... অতঃপর সূর্যাস্তের পর আরাফাতের ময়দান থেকে মুজদালিফার[২] দিকে রওনা হয়ে যাবে।

◈... মুযদালিফা শরীফে মাগরিব এবং ইশার নামায উভয়টি একত্রে আদায় করবে।

প্রশ্ন: মুযদালিফা শরীফে মাগরিব এবং ইশার নামায উভয়টি একত্রে কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর: মুযদালিফা শরীফে একই আযান এবং ইকামতের পর প্রথমে মাগরিবের নামাযের তিন রাকাত ফরয আদায় করে নিন, অতঃপর সালাম ফিরিয়েই দ্রুত ইশারের ফরয আদায় করুন অতঃপর মাগরিবের সুন্নাত, নফল (আওয়াবীন) এরপর ইশার সুন্নাত, নফল এবং বিতির ও নফল সমূহ আদায় করুন।

(রফিকুল হারামাঈন, ১৮২)

---

১. আপনারা নিজ নিজ তাবুতে যোহরের নামায যোহরের সময় এবং আসরের নামায আসরের সময়ে জামাআত সহকারে আদায় করুন। **(রফিকুল হারামাঈন, পাদটিকা, ১২২)**

২. মিনা থেকে আরাফাতের দিকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি উপত্যাকা রয়েছে, যেখানে আরাফাত থেকে ফিরার সময় রাত্রি যাপন করতে হয়। এখানে সুবহে সাদিক এবং সূর্যোদয়ে মধ্যবর্তী সময়ে কমপক্ষে এক মুহুর্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। **(বাহারে শরীয়ত, পরিভাষা, ১/৬৪)**

www.dawateislami.net

যিলহজ্বের ১০ তারিখের কাজ সমূহ

প্রশ্ন: যিলহজ্বের ১০ তারিখ কি কাজ করা হয়ে থাকে?

উত্তর: যিলহজ্বের ১০ তারিখে নিম্ন লিখিত কাজ সমূহ করা হয়ে থাকে:

◈... ১০ তারিখ রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং হাজীদের কমপক্ষে এক মুহুর্ত সেখানে অবস্থান করা ওয়াজিব।

◈... অতঃপর মুযদালিফায় ফজরের নামায আদায় করার পর **মিনা**র দিকে যাত্রা করতে হয়।

◈... **মিনায়** পৌঁছে **জামরাতুল আকাবাহ** অর্থাৎ বড় শয়তানকে ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

◈... পাথর নিক্ষেপ করার পর কুরবানী করা হয়।

◈... কুরবানী করার পর পুরুষেরা হলক অথবা কছর করাবে[১] আর মহিলারা শুধুমাত্র কছর করবে।[২]

◈... হলক করানোর পর ইহরামের বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে যাবে।

◈... এবার সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা যাবে।

◈... এখন হজ্বের শেষ ফরয তাওয়াফে যিয়ারত করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: তাওয়াফে যিয়ারত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: ১০ যিলহজ্ব হতে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র কাবার তাওয়াফ করা হজ্বের ২য় বৃহত্তম রুকন (ফরয), একে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। এরপর হজ্ব পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাওয়াফে যিয়ারত সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করেই করা হয়ে থাকে, কেননা কুরবানী ও হলকের পর হাজীরা ইহরামের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

---

১. ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্য হেরেমের সীমানার মধ্যেই সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডান করাকে হলক এবং মাথার এক চতুর্থাংশের চুল কমপক্ষে আঙ্গুলে গিরা পরিমাণ কাটাকে কছর বলে। **(রফিকুল হারামাঈন, ৬০)**

২. ইসলামী বোনদের জন্য মাথা মুন্ডানো হারাম, তারা শুধুমাত্র চুল কাটাবে। এর সহজ পদ্ধতি হলো, নিজের মাথার ঝুটির চুলকে আঙ্গুলের সাথে পেচিঁয়ে নিয়ে ততটুকু অংশ কেটে নেয়া, তবে এতে এই সতর্কতা অবশ্যই করতে হবে যে, কমপক্ষে মাথার এক চুতুর্থাংশের চুল যেনো এক গিরা সমপরিমাণ কাটা হয়। **(রফিকুল হারামাঈন, ১০৬)**

www.dawateislami.net

যিলহজ্বের ১১ ও ১২ তারিখের কাজসমূহ

প্রশ্নঃ যিলহজ্বের ১১ ও ১২ তারিখে কি কি কাজ করা হয়ে থাকে?

উত্তরঃ যিলহজ্বের ১১ ও ১২ তারিখে নিম্ন লিখিত কাজ সমূহ করা হয়ে থাকে:

◈... **তাওয়াফে যিয়ারতে**র পর ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্বের তিন রাত মিনা শরীফে অতিবাহিত করা সুন্নাত।

◈... ১১ ও ১২ তারিখে তিনটি শয়তান কে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

প্রশ্নঃ তিনটি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ ১১ ও ১২ তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রথমে ছোট শয়তানকে অতঃপর মেঝ শয়তানকে এবং সর্বশেষ বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করবে।

কুরবানী

কুরবানী দ্বারা উদ্দেশ্য

প্রশ্নঃ কুরবানী দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তরঃ কুরবানী দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ নির্দিষ্ট প্রাণীকে নির্দিষ্ট দিনে (অর্থাৎ ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ্বে) **আল্লাহ**র নৈকট্য অর্জনের নিয়্যতে জবাই করা। আবার ঐ পশুকেও উৎসর্গিত ও কুরবানী বলা হয়ে থাকে, যা জবাই করা হয়।

(বাহারে শরীয়ত, কুরবানির বর্ণনা, ৩/৩২৭)

কুরবানীর শরয়ী মর্যাদা

প্রশ্নঃ কুরবানীর শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তরঃ কুরবানী প্রত্যেক ঐ প্রাপ্তবয়স্ক স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমান নর-নারী উপর ওয়াজিব, যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক।

(আলমগীরি, কিতাবুল আদহিয়্যা, ১ম অধ্যায়, ৫/২৯২)

www.dawateislami.net

কুরবানীর পশু

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর বয়স কত হওয়া চাই?

উত্তর: উট ৫ বৎসর, গরু ও মহিষ ২ বৎসর, ছাগল, দুম্বা ও ভেড়া ১ বৎসর। এর চেয়ে কম বয়সী হলে কুরবানি জায়িয হবে না। বেশী হলে জায়িয বরং উত্তম। তবে দুম্বা কিংবা ভেড়ার ৬ মাস বয়সী বাচ্চা এত বড় যে, যদি দূর থেকে দেখতে এক বছর বয়ষ্ক মনে হয়, তবে তা দ্বারা কুরবানি জায়িয।

(দূররে মুখতার, কিতাবুল আদহিয়্যা, ৯/৫৩৩)

প্রশ্ন: কুরবানীর পশু কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: কুরবানীর পশু ত্রুটিমুক্ত হওয়া আবশ্যক। বর্ণিত রয়েছে যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "৪ ধরনের পশু কুরবানীর জন্য জায়িয নেই: ১.. **অন্ধ:-** যার অন্ধত্ব প্রকাশ্য দেখা যায়। ২.. **অসুস্থ:-** যার অসুস্থতা প্রকাশ্যে বুঝা যায়। ৩.. **খোঁড়া:-** যার খোঁড়া হওয়াটা প্রকাশ্যে দেখা বুঝা যায়। ৪.. এতই দূর্বল যে হাড়ের ভিতর মগজই নেই।" (মুসনাদে আহমদ, ৬/৪০৭, হাদীস নং- ১৮৫৩৫) তবে যদি সামান্য ত্রুটি থাকে (যেমন; কান ছিঁড়া বা কানে ছিদ্র থাকা) তবে কুরবানী হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে আর যদি ত্রুটি বেশি হয় তবে একেবারেই কুরবানী হবে না। (বাহারে শরীয়ত, কুরবানীর পশুর বর্ণনা, ৩/৩৪০)

কুরবানীর পদ্ধতি

প্রশ্ন: পশু জবাই করার পদ্ধতি কি?

উত্তর: পশু জবাই করার সুন্নাত হলো যে, জবাইকারী এবং পশু উভয়েরই কিবলামূখী হওয়া, আমাদের এখানে (অর্থাৎ ভারত উপমাহদেশে) কিবলা পশ্চিম দিকে, তাই পশুর মাথা দক্ষিণমূখী হওয়া চাই, যাতে পশুকে বাম পাজরে শোয়ালে তার পিঠ পূর্ব দিকে হয় আর তার মুখ কিবলামূখী হয়ে যায় এবং জবাইকারী যদি নিজের মুখ বা পশুর মুখ কিবলামূখী করা বর্জন করে তবে মাকরূহ। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২০/২১৬) অতঃপর পশুর গর্দানের নিকট একপাশে নিজের ডান পা রেখে اَللّٰھُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسۡمِ اللهِ اَللهُ اَكۡبَرُ পড়ে ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত জবাই করে দিন।

www.dawateislami.net

পশু জবাই করার সময় পড়ার দোয়া

প্রশ্ন: কুরবানীর পশু জবাই করার পূর্বে কোন দোয়া পড়তে হয়?

উত্তর: কুরবানীর পশু জবাই করার পূর্বে এই দোয়াটি পড়া হয়:

اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ عَلٰی مِلَّةِ اِبۡرَاهِیۡمَ حَنِیۡفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِكِیۡنَ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُكِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ لَا شَرِیۡكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرۡتُ وَاَنَا مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ

প্রশ্ন: জবাই করার পর কি কোন দোয়া পড়তে হয়?

উত্তর: জি হ্যাঁ! কুরবানী যদি নিজের পক্ষ থেকে হয়, তবে জবাই করার পর এই দোয়া পাঠ করতে হয়”

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلۡ مِنِّیۡ كَمَا تَقَبَّلۡتَ مِنۡ خَلِیۡلِكَ اِبۡرَاهِیۡمَ عَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ وَ حَبِیۡبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

আর যদি অন্য কারো পক্ষ থেকে হয়, তবে مِنِّیۡ শব্দের স্থলে مِنۡ বলে তার নাম উচ্চারণ করবে। (ঘোড়ার আরোহী, ১৬)

কুরবানী সম্পর্কিত অন্যান্য মাদানী ফুল

প্রশ্ন: কুরবানীর পশু কি নিজের হাতে জবাই করা উচিৎ?

উত্তর: জি হ্যাঁ! কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবাই করা সুন্নাত এবং জবাই করার সময় আখিরাতের সাওয়াবের নিয়্যতে সেখানে উপস্থিত থাকাও সুন্নাত।

প্রশ্ন: গরু, মহিষ এবং উট দ্বারা কতটি কুরবানী হতে পারে?

উত্তর: গরু, মহিষ এবং উট দ্বারা সাতটি কুরবানী হতে পারে।

প্রশ্ন: যার উপর কুরবানী ওয়জিব, সে যদি কুরবানীর পরিবর্তে সে পরিমাণ অর্থ সদকা করে দেয়, তবে কি তার জন্য এরূপ করা জায়িয?

www.dawateislami.net

উত্তর: জি না! কুরবানীর পশু বা এর মূল্য সদকা করা দ্বারা কুরবানী আদায় হবে না, কেননা কুরবানীর সময়ে কুরবানীই করা আবশ্যক, অন্য কোন কিছুই এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। (বাহারে শরীয়ত, কুরবানীর বর্ণনা, ৩/৩৩৫)

প্রশ্ন: কুরবানীর সময় তামাশা দেখা কেমন?

উত্তর: কুরবানীর সময় আনন্দের জন্য জবাইকৃত পশুর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়ানো, এর চিৎকার ও ছটফট করা দেখে আনন্দ লাভ করা, হাসা, অট্টহাসি দেয়া এবং একে হাসি তামাশার বস্তু বানানো একেবারেই নিবুদ্ধিতারই নিদর্শন। জবাই করার সময় বা নিজের পশু কুরবানী দেওয়ার সময় তথায় উপস্থিত থাকাতে সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে হওয়া চাই।

প্রশ্ন: কুরবানীর সময় সুন্নাত আদায়ের নিয়্যত ব্যতীত আর কি কি নিয়্যত করা যেতে পারে?

উত্তর: কুরবানীর সময় সুন্নাত আদায়ের নিয়্যত ব্যতিত নিম্ন লিখিত নিয়্যতও করা যেতে পারে:

◈... আমি **আল্লাহ তায়ালা**র পথে আজ যেভাবে কুরবানী দিচ্ছি, প্রয়োজনে নিজের প্রাণও উৎসর্গ করে দিব।

◈... পশু জবাইয়ের মাধ্যমে নিজের নফসে আম্মারাকেও জবাই করে দিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে গুনাহ হতে বেঁচে থাকবো।

প্রশ্ন: জবাই করার সময় পশুর উপর দয়া করাটা কেমন?

উত্তর: জবাইকৃত পশুর উপর দয়া করুন এবং চিন্তা করুন যে, যদি ঐ স্থানে আমাকে জবাই করা হতো, তবে আমার কি অবস্থা হতো! জবাই করার সময় পশুর উপর দয়া করাটা সাওয়াবের কাজ। যেমনটি এক সাহাবী **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো। **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ছাগল জবাই করতে আমার খুব করুণা হয়। তখন **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তার প্রতি করুণা করো তবে **আল্লাহ**ও তোমাকে দয়া করবেন। (মুসনাদে আহমদ, ৫/৩০৪, হাদীস নং- ১৫৫৯২)

www.dawateislami.net

বাহারে শরীয়তের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিভাষার ব্যাখ্যা

মু'জিযা: নবী থেকে নবুওয়ত ঘোষনার পর বিবেক ও প্রচলিতরীতি বহির্ভূত প্রকাশ হওয়া বিষয়, যা দ্বারা সকল অস্বীকারকারীরা বিনম্র হয়ে যায়, তাকে মু'জিযা বলে।

ইরহাছ: নবী হতে নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে প্রচলিতরীতি বহির্ভূত যে বিষয়াবলী প্রকাশ হয়েছে, তাকে ইরহাছ বলে।

কারামত: ওলী হতে প্রচলিতরীতি বহির্ভূত যে কার্যাবলী প্রকাশিত হয়, তাকে কারামত বলে।

মাউনাত: সাধারণ মু'মিন হতে প্রচলিতরীতি বহির্ভূত যে কার্যাবলী প্রকাশিত হয়, তাকে মাউনাত বলে।

ইসতিদরাজ: প্রকাশ্য গুনাহগার বা কাফির হতে যে কার্যাবলী তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ হয়, তাকে ইসতিদরাজ বলে।

ইহানাত: প্রকাশ্য গুনাহগার বা কাফির হতে যে কার্যাবলী তাদের অনিচ্ছায় প্রকাশ পায়, তাকে ইহানাত বলে।

বিদআত: ঐ বিশ্বাস বা ঐ আমল যা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবদ্দশায় ছিলোনা পরবর্তীতে উদ্ভাবন হয়েছে।

বিদআতে সাইয়্যা: যে বিদআত ইসলাম পরিপন্থি বা কোন সুন্নাতকে রহিতকারী হয়, তাই হলো বিদআতে সাইয়্যা।

বিদআতে মাকরুহা: ঐ নতুন কাজ যার দ্বারা কোন সুন্নাত বাদ পড়ে যায়, যদি সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা বাদ পড়ে যায় তাহলে এটা বিদআতে মাকরুহে তানযিহী। আর যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বাদ পড়ে যায়, তাহলে এটা বিদআতে মাকরুহে তাহরীমি।

বিদআতে হারাম: ঐ নতুন কাজ যার দ্বারা কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়, অর্থাৎ ওয়াজিবকে রহিতকারী হয়।

www.dawateislami.net

বিদআতে মুস্তাহাব্বাহ: ঐ নতুন কাজ যা শরীয়তে নিষেধ নয় এবং সাধারণ মুসলমান এটাকে সাওয়াবের কাজ হিসাবে জানে বা কোন ব্যক্তি এটাকে ভাল নিয়্যতে করে, যেমন মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি।

বিদআতে জায়িয (মুবাহ): প্রত্যেক ঐ নতুন কাজ, যা শরীয়তে নিষেধ নয় এবং কোন কল্যানের নিয়্যত ছাড়াই করা হয়, যেমন বিভিন্ন প্রকারের খাবার খাওয়া ইত্যাদি।

বিদআতে ওয়াজিব: ঐ নতুন কাজ যা শরীয়তে নিষেধ নয় এবং তা বাদ পড়াতে দ্বীনের ক্ষতি সাধন হয়, যেমন; কোরআনে হরকত প্রদান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা এবং ইলমে নাহু ইত্যাদির শিখা।

তাকলীদ: কারো বাণী ও কর্মকে নিজের উপর শরয়ীভাবে আবশ্যক হিসেবে জানা যে, তার বাণী এবং তার কর্ম আমাদের জন্য দলীল, কেননা তিনি শরয়ী মুহাককীক, যেমন; আমরা শরয়ী মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী ও কর্মকে আমাদের জন্য দলীল মনে করি এবং শরয়ী দলীলের প্রতি দৃষ্টি দিই না।

তাকলীদের বিভিন্ন অবস্থা: শরয়ী মাসয়ালা তিন প্রকারের: (১) **আকায়িদ:** এতে কারো তাকলীদ (অনুস্বরন) জায়িয নেই। (২) ঐসকল বিধান যা স্পষ্টভাবে কোরআনে পাক ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, ইজতিহাদের (উদ্ভাবনা) প্রয়োজন নেই, এতেও কারো তাকলীদ (অনুস্বরন) জায়িয নেই। যেমন; পাঁচ ওয়াক্ত নামায, নামাযের রাকাত, ত্রিশ রোযা ইত্যাদির। (৩) ঐসকল বিধান যা কোরআনে পাক বা হাদীস শরীফ হতে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়, এতে গাইরে মুজতাহিদ এর উপর অনুস্বরন করা ওয়াজিব।

www.dawateislami.net

ফরয: যা অকাট্য দলীল[১] দ্বারা প্রমাণিত, অর্থাৎ এমন দলীল যাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফরযে কেফায়া: যা কিছু লোকের আদায় করাতে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় আর কেউ আদায় না করলে তবে সবাই গুনাহগার হয়। যেমন; জানাযার নামায ইত্যাদি।

ওয়াজিব: যার প্রয়োজনীয়তা ধারণা ভিত্তিক দলীল[২] দ্বারা প্রমাণিত হয়।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা: যা **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা করেছেন, তবে বৈধতার সুযোগ রাখার জন্য কখনো কখনো বাদও দিয়েছেন।

সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা: ঐ আমল, যা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা করেননি এবং তা করার জন্য জোড়ও দেননি, কিন্তু শরীয়ত তা বর্জন করাকে অপছন্দ করে এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই আমল কখনো করেছেন।

মুস্তাহাব: যা শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় কিন্তু বর্জন করা অপছন্দনীয়ও নয়, হোক তা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই পালন করেছেন বা এর উৎসাহ দিয়েছেন অথবা উলামায়ে কিরাম পছন্দ করেছেন, যদিওবা হাদীস মুবারাকায় এর আলোচনাও করা হয়নি।

মুবাহ: যা করা এবং না করা একই।

অকাট্য হারাম: যার নিষেধ হওয়াটা অকাট্য দলীল দ্বারা আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত, এটা ফরযের বিপরীত।

মাকরূহে তাহরীমি: যার নিষেধ হওয়াটা ধারণা ভিত্তিক দলীল দ্বারা আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত, এটা ওয়াজিবের বিপরীত।

ইসায়াত: ঐ শরয়ী নিষেধ, যা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হারাম এবং মাকরূহে তাহরীমির মতো তো নয় কিন্তু এটা করা দোষণীয়, এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদার বিপরীত।

মাকরূহে তানযিহী: ঐ আমল যাকে শরীয়ত অপছন্দ করে কিন্তু আমলের জন্য শাস্তির ঘোষণাও নাই। এটা সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদার বিপরীত।

খিলাফে আওলা: ঐ আমল, যা না করা উত্তম, এটা মুস্তাহাবের বিপরীত।

---

১. অকাট্য দলীল হলো, যার প্রমাণ কোরআনে পাক বা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত। (ফতোয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত, ১/২০৪)

২. দলীলে যন্নি বা ধারণা ভিত্তিক দলীল হলো, যার প্রমাণ কোরআনে পাক বা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা হয় না বরং হাদীসে আহাদ বা শুধুমাত্র আয়িম্মায়ে কেরামের বাণীর মাধ্যমে হয়। (ফতোয়ায়ে ফকীহে মিল্লাত, ১/২০৪)

www.dawateislami.net

এক নযরে চতুর্থ অধ্যায়

আপনারা কি বদরী সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক রেখে ইবাদত সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত নিম্নবর্ণিত ৩১৩টি প্রশ্নোত্তর জেনে নিয়েছেন?

১. পবিত্রতার উদ্দেশ্য কি?

২. পবিত্রতা কত প্রকার?

৩. নাপাকী কত প্রকার ও কি কি?

৪. অপ্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাকে হুকমিয়্যা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৫. অপ্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হুকমিয়্যা) থেকে পাক হওয়ার পদ্ধতি কি?

৬. প্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাকে হাকীকীয়্যা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৭. প্রকাশ্য নাপাকী (নাজাসাতে হাকীকীয়্যা) থেকে পাক হওয়ার পদ্ধতি কি?

৮. বড় নাপাকীর (নাজাসাতে গলীজা) হুকুম কি?

৯. বড় নাপাকীর (নাজাসাতে গলীজা) পরিমাণ দিরহাম বা তা হতে কম বা বেশী হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

১০. কোন কোন জিনিস বড় নাপাকী (নাজাসাতে গলীজা)?

১১. ছোট নাপাকীর (নাজাসাতে খফীফা) বিধান কি?

১২. কোনটি কোনটি ছোট নাপাকী (নাজাসাতে খফীফা)?

১৩. শরীর বা কাপড় অপবিত্র হয়ে গেলে তা পাক করার পদ্ধতি কি?

১৪. গোসলের ফরয কয়টি? এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

১৫. গোসলের পদ্ধতি বলুন।

১৬. গোসল করার সময় কোন বিষয়সমূহের প্রতি সজাগ থাকা চাই?

১৭. নাপাকী অবস্থায় কোন কোন কাজ করা যাবে না?

১৮. নাপাকী অবস্থায় কোন কোন কাজ করাতে ক্ষতি নেই?

১৯. তায়াম্মুম কি?

২০. অযু এবং গোসলের তায়াম্মুমে কি কোন পার্থক্য আছে?

www.dawateislami.net

২১. যদি কারো উপর গোসল ফরয হয়, তবে সে কি গোসলের তায়াম্মুম করে নামায ইত্যাদি পড়তে পারবে নাকি নামাযের জন্য আলাদা অযুর তায়াম্মুম করা আবশ্যক?

২২. তায়াম্মুমের আলোচনা কি কোরআন মজীদেও আছে?

২৩. তায়াম্মুমের ফরয কয়টি?

২৪. তায়াম্মুমে নিয়্যত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৫. তায়াম্মুমে সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করার সময় কোন বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা উচিৎ?

২৬. তায়াম্মুমে কনুইসহ মাসেহ করার সময় কোন বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ?

২৭. তায়াম্মুমের সুন্নাত কয়টি?

২৮. তায়াম্মুম কিভাবে করতে হয়? পদ্ধতি বলুন।

২৯. আযান দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩০. আযান দেয়ার পদ্ধতি কি?

৩১. আযান প্রদানকারীকে কি বলে?

৩২. আযান শ্রবণকারীরা কি করবে?

৩৩. যে ব্যক্তি আযানের সময় কথাবার্তা বলতে থাকে তার সম্পর্কে বিধান কি?

৩৪. আযানের উত্তর প্রদান করা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩৫. ইকামাত কাকে বলে?

৩৬. আযান ও ইকামাতের মধ্যে পার্থক্য কি?

৩৭. ইকামাতের উত্তর কিভাবে প্রদান করবে?

৩৮. ইকামাতের শর্ত কয়টি?

৩৯. ইমামতের জন্য সবচেয়ে বেশী হকদার কে?

৪০. যে ইমামের আক্বীদা বিশুদ্ধ নয়, তার পেছনে কি নামায হয়ে যাবে?

৪১. ইকতিদার ১৩ টি শর্ত হতে যে কোন ৭ টি শর্ত বলুন।

৪২. তারাবীহ কি ফরয?

৪৩. তারাবীর জামায়াত কি ওয়াজিব?

www.dawateislami.net

৪৪. মসজিদ ব্যতিত ঘরে বা অন্য কোন স্থানে জামায়াত সহকারে তারাবীহ আদায় করার বিধান কি?

৪৫. তারাবীহ কি বসে পড়া যাবে?

৪৬. তারাবীর সময় কতক্ষন?

৪৭. যদি তারাবীহ ছুটে যায়, তবে এর কাযা কখন করবে?

৪৮. তারাবীর নামায কতো রাকাত?

৪৯. তারাবীর (২০) রাকাতগুলো আদায় করার পদ্ধতি কি?

৫০. নাবালিগ ইমামের পেছনে কি তারাবীহ পড়া যাবে?

৫১. তারাবীতে পুরো কোরআনে মজীদ পড়া বা শুনার শরয়ী মর্যাদা কি?

৫২. যদি তারাবীতে কোন কারণে কোরআন খতম করা সম্ভব না হয়, তকে কি করা উচিত?

৫৩. তারাবীতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উচ্চস্বরে পড়াবে নাকি নিম্নস্বরে?

৫৪. যদি তারাবীহ শুধু শেষ দশটি সূরা দ্বারা পড়া হচ্ছে, তখনও কি একবার উচ্চস্বরে بِسْمِ اللهِ শরীফ পড়া সুন্নাত?

৫৫. তারাবীতে খতমে কোরআনে করীম কিভাবে করা উচিৎ?

৫৬. খতমে কোরআনের পর অবশিষ্ট দিনগুলোতে কি তারাবীহ ছেড়ে দেয়া যাবে?

৫৭. তারাবীহ নামাযে কোরআনে মজীদ দ্রুত পড়বে নাকি ধীরে ধীরে?

৫৮. আজকালকার খুবই দ্রুত পাঠকারী হাফিয সম্পর্কে হুকুম কি?

৫৯. যদি দ্রুত পড়ার কারণে হাফিয সাহেব কোরআনে মজীদ হতে কোন শব্দ চিবিয়ে ফেলে, তবে কি খতমে কোরআনের সুন্নাত আদায় হবে?

৬০. যদি কোন আয়াতে কোন হরফ চিবিয়ে ফেলা হয় বা মাখরাজ থেকে বের না হয় তখন কি করা উচিৎ?

৬১. যদি কোন কারণে তারাবীহ নামায ভঙ্গ হয়ে যায় তখন কি করা উচিৎ?

৬২. যদি ইমাম সাহেব ভূল করে কোন আয়াত বা সূরা বাদ দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে যায়, তখন কি করবে?

৬৩. তারাবীহ নামাযে দুই রাকাতের পর বসতে ভূলে গেলে, তখন কি করবে?

www.dawateislami.net

৬৪. তারাবীহ্ নামাযে যদি কেউ রাকাতের সংখ্যা ভূলে যায়, তবে কি করবে?
৬৫. তারভীহা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
৬৬. তারভীহার সময় কি করা বা পড়া উচিত?
৬৭. তারাবীহ পড়িয়ে পারিশ্রমিক নেয়া কেমন?
৬৮. যদি তারাবীর নামায পড়ানোর জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ না হয় এবং লোকজন বা পরিচালনা কমিটি কোন কিছু উপহার স্বরূপ ব্যবস্থা করে, তবে কি তা নেয়া জায়িয?
৬৯. যদি হাফিয সাহেব পারিশ্রমিক না নেয় কিন্তু নিজের দক্ষতা দেখানো, সুন্দর কন্ঠের বাহবা পাওয়া এবং নাম কামানোর জন্য কোরআনে পাক পড়ে, তবে কি সে সাওয়াব পাবে?
৭০. যদি কেউ পৃথক পৃথক মসজিদে তারাবীহ্ পড়ে, তকে কি তার এরূপ করা সঠিক?
৭১. কিছু লোক ইমামের রুকুতে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে, তাদের সম্পর্কে বিধান কি?
৭২. ইশার ফরয নামায এক ইমামের পেছনে এবং তারাবীহ্ অন্য ইমামের পেছনে কি পড়া যাবে?
৭৩. বিতর নামায পড়া কি ফরয?
৭৪. ফরয নামাযের মতো কি বিতর নামাযেরও কাযা আদায় করতে হয়?
৭৫. বিতর নামায কোন সময় পড়া হয়ে থাকে?
৭৬. যদি কেউ ইশার নামাযের পূর্বে বিতর নামায পড়ে নেয়, তবে কি হয়ে যাবে?
৭৭. বিতর নামায কতক্ষণ পর্যন্ত পড়া যাবে?
৭৮. বিতর নামায পড়ার উত্তম সময় কোনটি?
৭৯. বিতর নামায কি জামাআত সহকারে পড়া যাবে?
৮০. বিতর নামায কত রাকাত এবং তা পড়ার পদ্ধতি কি?
৮১. দোয়া কুনূত পড়া কি ফরয?
৮২. দোয়া কুনূত কি কোন বিশেষ দোয়ার নাম?

www.dawateislami.net

৮৩. অন্যান্য দোয়ার ন্যায় কি দোয়ায়ে কুনূতের পর দরূদ শরীফ পড়া যাবে?

৮৪. যদি কেউ দোয়ায়ে কুনূত না জানে, তবে সে কি পড়বে?

৮৫. যদি কেউ দোয়ায়ে কুনূত পড়তে ভূলে যায়, তখন কি করবে?

৮৬. বিতর নামায জামায়াত সহকারে পড়ছে এবং ইমাম মুক্তাদীর দোয়ায়ে কুনূত শেষ হওয়ার পূর্বেই রুকুতে চলে গেলো, তখন মুক্তাদী কি করবে?

৮৭. সাহু সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৮৮. যদি কেউ ইচ্ছা করে ওয়াজিব বর্জন করে, তবে কি সাহু সিজদা দ্বারা ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে?

৮৯. সিজদায়ে সাহুর শরয়ী মর্যাদা কি?

৯০. যদি কেউ সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার পরও না করে, তবে তার সম্পর্কে শরয়ী বিধান কি?

৯১. এমন কোন ওয়াজিব কি আছে, যা বাদ পরলেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না?

৯২. যদি কোন ফরয বাদ পড়ে যায়, তবে কি সিজদায়ে সাহু দ্বারা তার ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে?

৯৩. যদি সুন্নাত বা মুস্তাহাব সমূহ বাদ পড়ে যায়, তবে কি এই অবস্থায়ও সিজদায়ে সাহু করে নিতে হবে?

৯৪. যদি একের অধিক ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়, তবে কি প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা সাহু সিজদা করতে হবে?

৯৫. যদি ইমামের নামাযের মধ্যে কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়, তবে কি মুক্তাদির উপরও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে?

৯৬. যদি মুক্তাদির ইকতিদা অবস্থায় কোন ভূল হয়ে যায়, তবে কি এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে?

৯৭. সিজদায়ে সাহু কি শুধু ফরয নামাযেরই ওয়াজিব নাকি অন্যান্য নামাযেও ওয়াজিব?

৯৮. কয়েকটি অবস্থা সম্পর্কে বলুন, যাতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়?

www.dawateislami.net

৯৯. সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি কি?

১০০. তিলাওয়াতে সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

১০১. কোরআনে পাকে মোট কতটি সিজদার আয়াত আছে?

১০২. সিজদার আয়াতের শরয়ী মর্যাদা কি?

১০৩. যদি কেউ সিজদার আয়াতের অনুবাদ পাঠ করে বা শ্রবণ করে তবে কি এতেও সিজদা দেয়া আবশ্যক?

১০৪. যদি কেউ সিজদার পুরো আয়াত না পড়ে বরং কিছু অংশ পড়ে বা শুনে তবে এ সম্পর্কে শরয়ী বিধান কি?

১০৫. সিজদার আয়াত পাঠ করা বা শ্রবণ করার সাথে সাথেই কি সিজদায়ে সাহু দেয়া আবশ্যক নাকি পরেও দেয়া যাবে?

১০৬. মাদরাসার ছাত্ররা কোরআনে করীম মুখস্ত করার জন্য একই আয়াত একই জায়গায় বসে বারবার পড়ে থাকে, তবে কি সিজদার আয়াত বারবার পাঠ করা এবং শুনার কারণে বারবার সিজদা দিতে হবে?

১০৭. যদি কেউ পুরো সূরা তিলাওয়াত করলো, কিন্তু সিজদার আয়াত পড়লো না, তবে এই সম্পর্কে বিধান কি?

১০৮. সিজদা করার সুন্নাত পদ্ধতি কি?

১০৯. তিলাওয়াতে সিজদায় এই নিয়্যত করা কি আবশ্যক যে, এটা অমুক আয়াতের সিজদা?

১১০. তিলাওয়াতে সিজদায় কি اَللّٰہُ اَکۡبَرۡ বলার সময় হাত দ্বারা কান স্পর্শ করতে হয়?

১১১. যদি কেউ সিজদার সমস্ত আয়াত একসাথে পড়ে তবে এর ফযীলত কি?

১১২. সিজদার আয়াত সমূহ কোরআনে পাকের কোন পারায় ও কোন সূরায় রয়েছে এবং তা কি বিস্তারিত বর্ণনা করুন?

১১৩. জুমা ধারা উদ্দেশ্য কি?

১১৪. জুমার শরয়ী বিধান কি?

১১৫. যদি কেউ জুমা না পড়ে, তবে তার ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?

www.dawateislami.net

১১৬. যদি কেউ জুমা ফরয হওয়াটা অস্বীকার করে, তবে তার ব্যাপারে বিধান কি?

১১৭. জুমার সূচনা কখন ও কোথায় হয়েছে?

১১৮. সর্বপ্রথম জুমা কে পড়িয়েছিলেন?

১১৯. সর্বপ্রথম জুমার নামায কি মসজিদে নববীতে আদায় করা হয়েছিলো?

১২০. যে মসজিদে জুমা হয়, তাকে কি বলে?

১২১. **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বপ্রথম জুমা কখন এবং কোথায় আদায় করেছিলেন?

১২২. **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** পবিত্র জাহেরী জীবনে সর্বমোট কতটি জুমা আদায় করেছিলেন?

১২৩. জুমার আলোচনা কি কোরআনে করীমেও রয়েছে?

১২৪. যে ব্যক্তি জুমার দিন বা জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত) মারা যায়, তার সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি ইরশাদ করেছেন?

১২৫. জুমার দিন কি প্রত্যেক দোয়া কবুল হয়ে থাকে?

১২৬. ঐ মুহূর্ত কোনটি যখন প্রত্যেক দোয়া কবুল হয়?

১২৭. তখন কি দোয়া করা উচিৎ?

১২৮. এটা কি সঠিক যে, জুমার দিন নেকীর সাওয়াব ও গুনাহের শাস্তি সত্তরগুণ বৃদ্ধি হয়ে যায়?

১২৯. জুমার দিন কি কাজ করা উচিৎ?

১৩০. জুমার দিন গোসল করার ফযীলত বলুন।

১৩১. জুমার দিন সুন্নাত অনুযায়ী সৌন্দর্য্য বর্ধন করে নামাযের জন্য যাওয়া সম্পর্কে কি কোন ফযীলত বর্ণিত আছে?

১৩২. ক্ষৌরকর্ম এবং নখ কাটার কাজ জুমার পূর্বে করবে নাকি জুমার পরে?

১৩৩. জুমার দিন পাগড়ি শরীফ পরিধান করার ফযীলত বলুন।

১৩৪. জুমার দিন অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে কোন রেওয়ায়াত বর্ণনা করুন।

www.dawateislami.net

১৩৫. জুমার দিন দ্রুত জামে মসজিদে যাওয়ার কি কোন ফযীলত বর্ণিত আছে?

১৩৬. যদি কেউ জুমার দিন আসর বা মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে, তবে তার জন্য কিরূপ প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে?

১৩৭. জুমার দিন কবর যিয়ারতের উত্তম সময় কোনটি?

১৩৮. যদি কারো পিতা-মাতা উভয়েই বা কোন একজন মারা যায়, তবে জুমার দিন তাদের কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে কি কোন রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে?

১৩৯. জুমার দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করার ফযীলত বলুন।

১৪০. এমন ৫টি কাজ সম্পর্কে বলুন, যা জুমার দিন করাতে বান্দা জান্নাতের অধিকারী হতে পারে?

১৪১. জুমার নামায আদায় করার শর্ত সমূহ বর্ণনা করুন।

১৪২. জুমার দিন খুৎবা চলছে এবং এক ব্যক্তি কথা-বার্তার মধ্যে লিপ্ত, তবে তার সম্পর্কে বিধান কি?

১৪৩. খুৎবা শ্রবণ করা কি ওয়াজিব?

১৪৪. খুৎবা শ্রবণকারীরা কি দরূদ শরীফ পড়তে পারবে?

১৪৫. খুৎবার ৭টি মাদানী ফুল বর্ণনা করুন।

১৪৬. জুমার খুৎবা শুনান।

১৪৭. বছরে ঈদ কয়টি?

১৪৮. এই দু'টি ঈদ কখন এবং কোন মাসে পালন করা হয়?

১৪৯. এই দুই ঈদে মুসলমানরা কি করে?

১৫০. এই দুই ঈদ ছাড়াও কি অন্য কোন দিনকে ঈদ বলা হয়েছে?

১৫১. এই দুই ঈদ ছাড়াও কি আর কোন দিন আছে, যাতে মুসলমানরা খুশি উদযাপন করে থাকে?

১৫২. ঈদে মিলাদের সময় মুসলমানরা কি করে?

১৫৩. ঈদদ্বয়ের নামায পড়া কি ফরয?

১৫৪. ঈদদ্বয়ের নামায পড়া কি সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব?

১৫৫. জুমার নামায আদায়ের মতো কি ঈদদ্বয়ের নামায আদায়েও কোন শর্ত আছে?

www.dawateislami.net

১৫৬. জুমা ও ঈদদ্বয়ের নামায আদায়ে কি কোন পার্থক্য আছে?

১৫৭. ঈদদ্বয়ের নামায এবং সাধারণ নামায আদায়েও কি কোন পার্থক্য আছে?

১৫৮. ঈদের নামাযের পদ্ধতি কি?

১৫৯. জানাযার নামাযের পূর্বে মৃতের জন্য কি বিশেষ কোন কিছুর ব্যবস্থা করা হয়?

১৬০. তাযহীয ও তাকফীন (গোসল ও কাফন) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

১৬১. মৃতের গোসলের ফরয সমূহ বলুন?

১৬২. মৃতের গোসল দেয়ার পদ্ধতি বলুন?

১৬৩. পুরুষ ও মহিলার সুন্নাত অনুযায়ী কাফন কিরূপ?

১৬৪. হিজড়াদেরকে কি পুরুষের ন্যায় সুন্নাত অনুযায়ী কাফন দিবে নাকি মহিলাদের ন্যায়?

১৬৫. পুরুষ ও মহিলাদের কাফন পরিধানের পদ্ধতি বলুন?

১৬৬. গোসল ও কাফন এবং জানাযার নামায পড়ার কি কোন ফযীলত বর্ণিত আছে?

১৬৭. জানাযার নামাযের শরয়ী মর্যাদা কি?

১৬৮. জানাযার নামাযের জন্য কি জামাআত শর্ত?

১৬৯. যদি কেউ জানাযার নামায ফরয হওয়াকে না মানে, তবে তার সম্পর্কে বিধান কি?

১৭০. জানাযার নামায বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত সমূহ বলুন?

১৭১. নামাযীর সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ কি?

১৭২. মৃতের সাথে সম্পৃক্ত শর্তসমূহ কি?

১৭৩. জানাযার নামাযের ফরয ও সুন্নাত সমূহ বলুন।

১৭৪. জানাযার নামাযের পদ্ধতি বলুন।

১৭৫. প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার জানাযার দোয়া কোনটি?

১৭৬. অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের জানাযার দোয়া শুনান।

১৭৭. অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের জানাযার দোয়া শুনান।

১৭৮. জানাযার লাশবাহী খাট কাঁধে নেওয়া কি সাওয়াবের কাজ?

www.dawateislami.net

১৭৯. **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি কোন জানাযা কাঁধে নেয়ার প্রমাণ আছে?

১৮০. জানাযা কাঁধে নেয়ার পদ্ধতি কি?

১৮১. জুতা পরিহিত অবস্থায় কি জানাযার নামায আদায় করা যাবে?

১৮২. জানাযার নামাযে কতটি কাতার হওয়া উচিৎ?

১৮৩. জানাযার নামাযে সবচেয়ে উত্তম কাতার কোনটি?

১৮৪. প্রাপ্তবয়স্কের জানাযার নামাযের পূর্বে কিরূপ ঘোষণা করা উচিৎ?

১৮৫. মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর জন্য কবরের কোন পাশে রাখা উচিৎ?

১৮৬. মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর জন্য কতজন লোক থাকা উচিৎ?

১৮৭. মহিলার লাশ কবরে নামানোর সময় কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ?

১৮৮. মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় কোন দোয়াটি পড়া উচিৎ?

১৮৯. মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোয়ানোর সময় কি করা উচিৎ?

১৯০. কবরে মাটি দেয়ার পদ্ধতি বলুন?

১৯১. কবরের উপর কতটুকু মাটি দেয়া উচিৎ?

১৯২. কবর কিরূপ তৈরী করা উচিত?

১৯৩. কবর মাটি থেকে কতটুকু উঁচু হওয়া উচিৎ?

১৯৪. দাফনের পর কি করা উচিৎ?

১৯৫. তালক্বীনের শরয়ী মর্যাদা কি?

১৯৬. তালক্বীন কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

১৯৭. তালক্বীনের পদ্ধতি কিরূপ?

১৯৮. তালক্বীনের উপকারিতা কি?

১৯৯. যদি কোন মৃতের মায়ের নাম জানা না থাকে, তবে তালক্বীনের সময় কি বলবে?

২০০. ইসালে সাওয়াব দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২০১. ইসালে সাওয়াবের আলোচনা কি কোন হাদীসে পাকেও বর্ণিত রয়েছে?

২০২. ইসালে সাওয়াবের জন্য কি দিন ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা জায়িয? যেমন; তৃতীয় দিবস, দশম দিবস, চেহলাম এবং বার্ষিক ফাতেহা ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

২০৩. ইসালে সাওয়াব কি শুধুমাত্র মৃতদের জন্যই করা যায়?

২০৪. বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নিয়াজ এবং তাবারুক ইত্যাদি খাওয়া কেমন?

২০৫. বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নিয়াজ কি ধনীরাও খেতে পারবে?

২০৬. ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি কিরূপ?

২০৭. ফাতিহার পদ্ধতি কিরূপ?

২০৮. ইসালে সাওয়াবের জন্য দোয়া করার পদ্ধতি বলুন।

২০৯. রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২১০. রোযা রাখা কি ফরয?

২১১. ফরয রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২১২. ওয়াজিব রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২১৩. নফল রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২১৪. কোন নির্দিষ্ট দিন কি রোযা রাখা নিষেধ?

২১৫. রমযানের রোযা কখন এবং কার উপর ফরয হয়েছিলো?

২১৬. কোরআন মজীদে রোযা ফরয হওয়ার হুকুম কোন আয়াতে মুবারাকায় রয়েছে?

২১৭. রোযা কি পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিলো?

২১৮. রোযা কি তাকওয়া ও পরহেযগারীতার নিদর্শন?

২১৯. কত বছর বয়স থেকে রোযা রাখা শুরু করা উচিৎ?

২২০. কখনো কি কেউ দুধ পান করার বয়সে রোযা রেখেছে?

২২১. রোযা রাখার কারণে কি মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়?

২২২. রোযা রাখার ও রোযা খোলার দোয়া শুনান।

২২৩. রোযাদারের দিক থেকে রোযা কতো প্রকার?

২২৪. রোযার বাস্তবতা কি?

২২৫. হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর উক্তি দ্বারা কি জানা যায়?

২২৬. চোখের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

www.dawateislami.net

২২৭. কানের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২২৮. জিহ্বার রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২২৯. হাতের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৩০. পায়ের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৩১. রোযা রাখার ফযীলত সম্বলিত চারটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করুন।

২৩২. রোযা না রাখার শাস্তি বর্ণনা করুন।

২৩৩. সেহেরী দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৩৪. সেহেরী কতক্ষণ করা যাবে?

২৩৫. সেহেরীতে দেরী করা দ্বারা কোন সময়কে বুঝানো হয়েছে?

২৩৬. রাতের ৬ষ্ঠ অংশ কিভাবে বুঝা যাবে?

২৩৭. যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পর ফজরের আযান হচ্ছে এমতাবস্থায় পানাহারে লিপ্ত, তার সম্পর্কে বিধান কি?

২৩৮. যাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৩৯. হাশেমী দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৪০. যাকাত কার উপর ফরয?

২৪১. নিসাবের মালিক হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৪২. মৌলিক চাহিদা (হাজতে আছলিয়্যা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৪৩. যাকাত ফরয হওয়ার জন্য বছর অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে হিজরী মাস হিসাব করবে নাকি ইংরেজী মাস হিসাব করবে?

২৪৪. কতটুকু যাকাত দেয়া ফরয?

২৪৫. যাকাত কখন ফরয হয়েছিলো?

২৪৬. যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি কি কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

২৪৭. যদি কেউ যাকাত ফরয হওয়াকে না মানে, তবে তার ব্যাপারে বিধান কি?

২৪৮. যাকাত প্রদানের ফলে কি সম্পদ কমে যায়?

২৪৯. কোরআন ও হাদীস দ্বারা যাকাত প্রদানের ফযীলত এবং না দেয়ার ক্ষতিসমূহ বর্ণনা করুন।

www.dawateislami.net

২৫০. সদকায়ে ফিতর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
২৫১. সদকায়ে ফিতরের শরয়ী মর্যাদা কি?
২৫২. সদকায়ে ফিতর কার উপর ওয়াজিব?
২৫৩. সদকায়ে ফিতর কখন ওয়াজিব হয়?
২৫৪. সদকায়ে ফিতর কখন ওয়াজিব হয়েছিলো?
২৫৫. সদকায়ে ফিতরের আলোচনা কি কোরআনেও রয়েছে?
২৫৬. সদকায়ে ফিতর কেন দেয়া হয়ে থাকে?
২৫৭. সদকায়ে ফিতরের জন্য কি রমযানের রোযা রাখা শর্ত?
২৫৮. হজ্ব কাকে বলে?
২৫৯. হজ্বের শরয়ী মর্যাদা কি?
২৬০. হজ্ব আদায় করা কি প্রত্যেকের উপর ফরয?
২৬১. যদি কোন ব্যক্তি সামর্থ্যবান হয় তবে কি তার উপর প্রতি বছর হজ্ব করা ফরয হবে?
২৬২. যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করে না, তার ব্যাপারে বিধান কি?
২৬৩. হজ্ব কোন হিজরীতে ফরয হয়েছে?
২৬৪. হজ্বের ফযীলত সম্বলিত যে কোন তিনটি হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করুন।
২৬৫. হজ্ব কত প্রকার?
২৬৬. **হজ্বে কিরান** দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
২৬৭. **হজ্বে তামাত্তু** দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
২৬৮. **হজ্বে ইফরাদ** দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
২৬৯. সবচেয়ে উত্তম হজ্ব কোনটি?
২৭০. হজ্বের দিনসমূহ কখন?
২৭১. হজ্বের সময় যিলহজ্বের ৮ তারিখ কি কাজ করা হয়ে থাকে?
২৭২. যিলহজ্বের ৯ তারিখ কি কাজ করা হয়ে থাকে?
২৭৩. মুযদালিফা শরীফে মাগরিব এবং ইশা উভয় নামায একসাথে কিভাবে পড়া হয়?

www.dawateislami.net

২৭৪. যিলহজ্বের ১০ তারিখ কি কাজ করা হয়ে থাকে?

২৭৫. তাওয়াফে যিয়ারত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৭৬. যিলহজ্বের ১১ এবং ১২ তারিখ কি কাজ করা হয়ে থাকে?

২৭৭. তিনটি শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার পদ্ধতি কিরূপ?

২৭৮. কুরবানী দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

২৭৯. কুরবানীর শরয়ী মর্যাদা কি?

২৮০. কুরবানীর পশুর বয়স কত হওয়া উচিৎ?

২৮১. কুরবানীর পশু কেমন হওয়া উচিৎ?

২৮২. পশু জবাই করার পদ্ধতি কি?

২৮৩. কুরবানীর পশু জবাই করার পূর্বে কোন দোয়া পাঠ করা হয়?

২৮৪. জবাই করার পর কি কোন দোয়া পড়তে হয়?

২৮৫. কুরবানীর পশু কি নিজ হাতে জবাই করা উচিৎ?

২৮৬. গরু, মহিষ এবং উট দ্বারা কতটি কুরবানী হতে পারবে?

২৮৭. যে ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব, সে যদি কুরবানীর পরিবর্তে সেই পরিমাণ অর্থ সদকা করে দেয়, তবে কি তার জন্য এরূপ করা জায়িয?

২৮৮. কুরবানীর সময় তামাশা দেখা কেমন?

২৮৯. কুরবানীর সময় সুন্নাত আদায়ের নিয়্যত ব্যতিত আর কি কি নিয়্যত করা যেতে পারে?

২৯০. জবাই করার সময় পশুর প্রতি দয়া করা কেমন?

২৯১. নবী হতে নবুওয়তের ঘোষণার পূর্বে প্রচলিতরীতি বহির্ভূত যে বিষয়াবলী প্রকাশিত হয়, তাকে কি বলে?

২৯২. নবী হতে নবুওয়তের ঘোষণার পর প্রচলিতরীতি বহির্ভূত যে বিষয়াবলী প্রকাশিত হয়, তাকে কি বলে?

২৯৩. ওলী হতে প্রচলিতরীতি বহির্ভূত যে কার্যাবলী প্রকাশিত হয় তাকে কি বলে?

২৯৪. সাধারণ মু'মিন হতে প্রচলিতরীতি বহির্ভূত যে কার্যাবলী প্রকাশিত হয় তাকে কি বলে?

www.dawateislami.net

২৯৫. প্রকাশ্যে গুনাহগার বা কাফির হতে যে সকল কার্যাবলী তাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকাশ পায়, তাকে কি বলে?

২৯৬. প্রকাশ্যে গুনাহগার বা কাফির হতে যে কার্যাবলী তাদের অনিচ্ছায় প্রকাশ পায়, তাকে কি বলে?

২৯৭. বিদআত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৯৮. বিদআতে সাইয়্যা, মাকরূহা এবং বিদআতে হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

২৯৯. বিদআতে মুস্তাহাব্বা, মুবাহ এবং বিদআতে ওয়াজিব দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩০০. তাকলীদ (অনুস্বরন) কাকে বলে?

৩০১. তাকলীদের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করুন?

৩০২. কোন কিছুর ফরয হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩০৩. ফরযে কিফায়া দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩০৪. ওয়াজিব কাকে বলে? (

৩০৫. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩০৬. সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩০৭. মুস্তাহাবের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন।

৩০৮. মুবাহ কাকে বলে?

৩০৯. অকাট্য হারাম দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩১০. মাকরূহে তাহরীমি কাকে বলে?

৩১১. মাকরূহে তানযীহি কাকে বলে?

৩১২. ইসায়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

৩১৩. খিলাফে আওলা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

www.dawateislami.net

পঞ্চম অধ্যায়

সুন্নাত ও আদব

এই অধ্যায়ে আপনারা পাবেন

ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর ফযীলত, কোরআনে মজীদের তেলাওয়াত করা ও শিখার ফযীলত, বিভিন্ন কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যতের বর্ণনা যেমন; খাবার খাওয়া, পানি ও চা পান করা, সুগন্ধ লাগানোর নিয়্যত ছাড়াও বিভিন্ন কাজের সুন্নাত ও আদব

www.dawateislami.net

ইলমে দ্বীন

ইলম (জ্ঞান) এমন এক দুষ্প্রাপ্য সম্পদ, যা টাকা-পয়সা দ্বারা অর্জন করা যায় না, বরং এটা তো **আল্লাহ তায়ালার** এক বিশেষ দয়া, **তিনি** যাকে ইচ্ছা এই সম্পদ দ্বারা ধন্য করেন। ইলমে দ্বীন অর্জনের অসংখ্য ফযীলত ও বরকত কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং কেন এমন হলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটা দল বের হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো।

ইলম সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ১৪টি বাণী

প্রিয় মাদানী মুন্না! ইলমে দ্বীন অর্জনকারী সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে কি বলব! তাদের উপর **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও অনুগ্রহ রহমতের বৃষ্টি হয়ে রিমঝিম বৃষ্টি বর্ষন হয়ে থাকে। নিম্ন লিখিত বর্ণনা সমূহ পড়ে সহজেই এর অনুমান করা যাবে।

১.... যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কোন রাস্তা দিয়ে চলে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (মুসলিম, ১৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮{২৬৯৯})

২.... যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হলো, তবে যতক্ষন পর্যন্ত ফিরে আসবেনা **আল্লাহ তায়ালার** পথেই থাকে।

(তিরমিযী, ৪/২৯৪, হাদীস নং- ২৬৫২)

৩.... **আল্লাহ তায়ালা** যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

(মারজিউস সাবিক, হাদীস নং-২৬৫৪)

৪.... রাতের একটি মুহুর্ত পড়া, পড়ানো সারা রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।

(দারেমী, ১/১৫৭, হাদীস নং- ৬১৪)

৫.... মু'মিন কখনোই কল্যাণ (অর্থাৎ জ্ঞান) দ্বারা পরিপূর্ণ হয় না, তা শুনতে অর্থাৎ অর্জন করতেই থাকে, এমনকি জান্নাতে পৌঁছে যায়। (তিরমিযী, ৪/৩১৪, হাদীস নং- ২৬৯৫)

www.dawateislami.net

৬.... ইলমকে অধিকহারে প্রসার করো এবং মানুষের নিকট বসো, যেনো অজ্ঞরা জ্ঞানার্জন করে, কেননা যতক্ষন জ্ঞানকে গোপন করা হবে না, জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে না। (বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৫৪)

৭.... যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করে, অতঃপর তা অর্জন করতে সফল হয়ে যায়, তবে তার জন্য দুই গুন প্রতিদান। যদি অর্জন করতে না পারে, তবে একটি প্রতিদান । (দারেমী, ১/১০৮, হাদীস নং- ৩৩৫)

৮.... যার মৃত্যু এই অবস্থায় আসে যে, সে ইসলামকে জীবিত করার জন্য ইলম অর্জণ করছে, তবে জান্নাতে তার এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর মাঝে একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে। (দারেমী, ১/১১২, হাদীস নং- ৩৫৪)

৯.... তোমরা কি জানো যে, বড় দানশীল কে? আরয করা হলো: اَللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗ اَعۡلَمُ অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিক জানেন। ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ তায়ালাই** বড় দাতা,, অতঃপর আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই বড় দানশীল এবং আমার পর ঐ ব্যক্তিই বড় দানশীল, যে ইলম শিখে এবং তা প্রসার করে, তারা কিয়ামতের দিন দলবদ্ধ ভাবে আসবে।

(শুয়াবুল ঈমান লিল বায়াহাক্বী, ২/২৮১, হাদীস নং- ১৭৬৭)

১০.... مَنۡ طَلَبَ الۡعِلۡمَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِرِزۡقِهٖ যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে থাকে, **আল্লাহ তায়ালা** তার রিযিকের জামিনদার। (তা'রিখে বাগদাদ, ৩/৩৯৭, হাদীস নং- ১৫৩৫)

১১....অল্প ইলম অধিক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৫০, হাদীস নং- ৫)

১২....ইলম অন্বেষণকারীর এই অবস্থায় মৃত্যু হলো যে, সে ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত, তবে সে শহীদ। (জামে বয়ানুল ইলমি ওয়া ফাদ্বলাহ, ৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৪)

১৩....উত্তম সদকা এটাই যে, কোন মুসলমান ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, অতঃপর আপন মুসলমান ভাইকেও শিক্ষা দেয়। (ইবনে মাজাহ, ১/১৫৮, হাদীস নং- ২৪৩)

১৪....**আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক সাহাবীর সাথে আলাপচারীতায় লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় ওহী অবতীর্ণ হলো: সেই সাহাবীর জীবনের আর একটি মুহূর্ত (অর্থাৎ ঘন্টা খানেক) বাকী আছে। এটা আসরের সময় ছিলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই কথা ঐ সাহাবীকে

www.dawateislami.net

জানানো হলো, তখন তিনি বিচলিত হয়ে আরয করলেন: “**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলুন, যা এই সময় আমার জন্য সবচেয়ে উত্তম।” তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “ইলম অর্জনে ব্যস্ত হয়ে যাও।” সুতরাং সেই সাহাবী ইলম অর্জনে লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং মাগরিবের পূর্বেই তার ইন্তিকাল হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন যে, যদি ইলম হতে উত্তম কোন জিনিস থাকতো, তবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তারই নির্দেশ দিতেন।

(তাফসীরে কবীর, ১ম পারা, সূরা বাক্বারা, ৩০ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/ ৪১০)

আসহাবে সুফফা

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن ইলমে দ্বীন অর্জনের অনেক আগ্রহ পোষণ করতেন, এর অনুমান এভাবে করুন যে, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অভ্যাস ছিলো যে, জীবনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার পাশাপাশি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে ইলমে দ্বীনও অর্জন করতেন, কিন্তু বিভিন্ন এলাকার ৬০, ৭০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এরূপ ছিলেন যে, যারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে পরেই থাকতেন এবং **তাঁর** সহচর্যে ইলমে দ্বীন শিখার পাশাপাশি **আল্লাহ**র পথে সফর করে কাফিরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে শরয়ী বিধি-বিধান শিখাতেন। তাঁদের বাসস্থান মসজিদে নববীর সাথেই সংযুক্ত একটি চত্বর ছিলো, যার উপর ছাদ বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো, আরবী ভাষায় যেহেতু চত্বরকে সুফফা বলা হয়, তাই এই সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হয়ে থাকে। সবচেয়ে বেশি হাদীস শরীফ বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُও এই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আসহাবে সুফফাদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পরও অনেক মুসলমান ঐ সম্মানিত ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুস্বরণ করে চলছেন এবং নিজের এলাকা এবং ঘর ইত্যাদি ছেড়ে কোন মাদরাসা বা জামেয়ায় একত্রিত হয়ে ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে থাকে এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে থাকে।

www.dawateislami.net

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! দুনিয়ার উন্নতির পাশাপাশি যখন দিন দিন নতুন নতুন আবিষ্কার হতে লাগলো, তখন অধিকাংশ লোক ইলমে দ্বীন অর্জন করাকে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াবী ইলম ও বিদ্যা শিখতে বুঝতে এবং এর মাধ্যমে নিজের জীবনকে আরাম আয়েশে অতিবাহিত করার সন্ধানে লেগে গেছে। এটাই কারণ যে, এই ফিতনার যুগে আজকের মুসলমানরা ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণার প্রতি অজ্ঞ এবং অনেক দূরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদি কিছু লোক সৌভাগ্যক্রমে ইলমে দ্বীনের পথে মুসাফির হয়ে যায়, তখন নফস ও শয়তান তাদেরকে নিজের বেষ্টনীতে আবদ্ধ করে নেয়, কেননা যেভাবে প্রত্যেক মূল্যবান জিনিসের প্রতি চোরের আকর্ষণ থাকে, তেমনিভাবে প্রত্যেক ঐ বস্তুর প্রতি শয়তানের বিশেষ মনোযোগ থাকে যা পরকালিন দিক দিয়ে মূল্যবান। এই কারণেই যে, ইলমে দ্বীনের পথে পদচারণকারী মুসলমান নফস ও শয়তানের মনযোগের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

ইলমে দ্বীনের পথের মুসাফির অর্থাৎ ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীরা শয়তানের জন্য কিরূপ ভয়ঙ্কর তার অনুমান এই বর্ণনা দ্বারা জানা যায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ সত্ত্বার শপথ যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ! একজন আলিম শয়তানের নিকট হাজারো আবিদ (ইবাদত কারী) হতে অধিক ভয়ঙ্কর। **(কানযুল উম্মাল, ৫/৭৬, হাদীস নং- ২৮৯০৪)** আর হযরত সায়্যিদুনা ওয়াছেলা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ঐ আলিমের চেয়ে বেশি শয়তানের কোমড় ভঙ্গকারী আর কোন জিনিস নেই, যে নিজের গোত্রে প্রকাশ হয়েছে।

(কানযুল উম্মাল, ৫/৬৪, হাদীস নং- ২৮৭৫১)

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! শয়তান চারিদিক থেকে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের উপর একের পর এক আক্রমন করতে থাকে এবং তাকে সর্বশেষ পরকালিন সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করে দেয়াকে নিজের সফলতা মনে করে। এরই ধারাবাহিকতায় শয়তানের সর্বপ্রথম চেষ্টা এটাই হয়ে থাকে যে, কেউ যেনো এই মহান পথের মুসাফির হতে না পারে আর যদি কেউ মুসাফির হতে সফল হয়ে যায়, তবে সে ঐ শিক্ষার্থীর নিয়্যতকে অসৎ, নিরাশ, আত্মম্ভীরতা, অহংকার, অলসতা

www.dawateislami.net

এবং লালসার মতো ধ্বংসযজ্ঞতায় লিপ্ত করে দিয়ে ইলমে দ্বীনের সুফল হতে বঞ্চিত করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে প্রার্থনা যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে শয়তানের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ করুক এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن পদাঙ্ক অনুস্বরন করে চলে ইলমে দ্বীন অর্জন করার এবং তা অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

❁------❁------❁

কোরআনে মজীদের তিলাওয়াত

কোরআনে মজীদ **আল্লাহ তায়ালার** প্রিয় কালাম। এর তেলাওয়াত করা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে যে, **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়াবাসীর উপর শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু যখন শিশুদের কোরআনে পাক পাঠ করতে শুনেন, তখন শাস্তি থামিয়ে দেন।

(দারেমী, ২/৫৩০, হাদীস নং- ৩৩৪৫)

হো করম আল্লাহ! হাফিযে মাদানী মুন্নো কে তোফাইল
জগমগাতে গুম্বদে হাযারা কি কিরনো কে তোফাইল

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আপনারা সবাই অনেক সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ তায়ালার** পবিত্র কালাম কোরআনে মজীদের শিক্ষা অর্জন করছেন, আর অনেক শিশু এমনও আছে, যারা অলিগলিতে ভবঘুরের মতো ঘোরাফেরা করে এবং কোরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এরূপ শিশুদের সিনেমার গান তো মুখস্ত থাকে, ইংরেজি ছড়াও মুখস্ত থাকে, কিন্তু আফসোস! কোরআনে পাকের কোন সূরা মুখস্ত থাকে না। দোয়া করুন যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাদেরকেও কোরআনে মজীদের নূর দ্বারা আলোকিত করুক। আমিন।

www.dawateislami.net

শয়তানের আক্রমন

অনেক সময় শয়তান মাদানী মুন্নাদেরকে কোরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন করা থেকে বিরত রাখার জন্য খেলাধুলায় লাগিয়ে দেয়, আপনারা তার প্ররোচনায় আসবেন না। মনে রাখবেন! আমরা দুনিয়ায় খেলাধুলার জন্য আসিনি, সুতরাং খেলাধুলায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে গভীর মনোযোগ সহকারে কোরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন করুন।

অনুরূপভাবে শয়তান মাদানী মুন্নাদের মন কোরআনে পাকের শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে যে, এটা কি! তুমি সারাক্ষণ "ا۔ ب ۔ ت" পড়তে থাকো? যখনই আপনার এরূপ কুমন্ত্রনা আসবে, তখন ঐ কুমন্ত্রনাকে সাথেসাথেই দূর করে দিন, কেননা শয়তান এভাবেই আমাদেরকে নেকী থেকে দূরে রাখতে চায়। হাদীসে পাকে আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **কিতাবুল্লাহ**র একটি হরফ পড়লো, তার জন্য এর প্রতিদান স্বরূপ একটি নেকী এবং একটি নেকীর সাওয়াব ১০ গুণ হয়ে থাকে। আমি এটা বলছিনা যে, "الٓمّٓ" একটি হরফ বরং "الف" আলিফ একটি হরফ, "لام" একটি হরফ এবং "میم" একটি হরফ। **(তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলে কোরআন, ৪/৪১৭, হাদীস নং- ২৯১৯)**

আলোকিত প্রদীপ

কোরআনে পাক যতোবারই পড়া হবে সাওয়াবই সাওয়াব, সুতরাং মাদ্রাসায় পড়া ছাড়াও ঘরেও পাঠ মুখস্ত করা এবং কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা উচিৎ, কেননা এতে আমাদের জন্য রহমত আর রহমতই রয়েছে।

বর্ণিত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ ইবনে হুযাইব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একরাতে সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করছিলেন, হঠাৎ নিকটেই বাঁধা তাঁর ঘোড়া লাফাতে লাগলো। তিনি চুপ হয়ে গেলে ঘোড়াও থেমে গেলো, তিনি আবারও পড়া শুরু করলেন, তখন ঘোড়াও আবারো লাফাতে লাগলো, তিনি চুপ হয়ে গেলেন, এভাবে যখন তিনি পড়তে থাকেন তখন ঘোড়াকে লাফাতে দেখে আবার চুপ হয়ে

www.dawateislami.net

যেতেন। কেননা তাঁরই শাহজাদা হযরত ইয়াহইয়া ঘোড়ার নিকটেই ঘুমাচ্ছিলেন, তাই তাঁর ভয় ছিলো যে, ঘোড়া যেন বাচ্চাকে কষ্ট না দেয়। সুতরাং যখন তিনি ঘরের আঙিনায় এসে আসমানের দিকে তাকালেন, তখন দেখলেন যে, মেঘের মতো কোন বস্তু যার মধ্যে অনেক আলোকিত প্রদীপ আলো ছড়াচ্ছে। তিনি সকালে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এটা ফিরিশতাদের পবিত্র দল ছিলো, যারা তোমার কিরাতের কারণে আসমান হতে তোমার ঘরের দিকে নেমে এসেছিলো, যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে, তবে ফিরিশতারা পৃথিবীর এতই নিকটবর্তী হয়ে যেত যে, সমস্ত মানুষের সাথে তাদের দীদার হয়ে যেত।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৩৯৮, হাদীস নং- ২১১৬)

বুযুর্গানে দ্বীন এবং তিলাওয়াতে কোরআন

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কোরআনে পাকের তিলাওয়াতে অনেক আগ্রহ রাখতো, অনেক বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن প্রতিদিন চারটি, অনেকে দু'টি এবং অনেকে একটি কোরআনে পাকের খতম করতেন। অনুরূপভাবে অনেকে দুই দিনে কোরআনে পাকের খতম আদায় করতেন, অনেকে তিন দিনে, অনেকে পাঁচ দিনে এবং কেউ কেউ সাত দিনে কোরআনে পাকের খতম করতেন আর সাত দিনে কোরআনে পাকের খতম করা অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অভ্যাস ছিলো। সুতরাং আপনিও যতটুকু সম্ভব হয় কোরআনে পাকের তিলাওয়াতকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিন। তাছাড়া নিজের পাঠ পুনরাবৃত্তিও করতে থাকুন কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখবেন যে, দ্রুত পড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ভূল না হওয়া চাই, কেননা সাওয়াব শুদ্ধভাবে পড়াতেই রয়েছে, শুধু দ্রুত পড়াতে নয়।

পিতা-মাতার সৌভাগ্য

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আপনারা যেরূপ সৌভাগ্যবান যে, কোরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন করছেন, তেমনিভাবে আপনাদের পিতা-মাতারাও বড়ই সৌভাগ্যবান।

www.dawateislami.net

কেননা তারা আপনাকে দ্বীনের শিক্ষার অলংকার দ্বারা সজ্জিত করছেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাদের জন্য আপনারা এক মহান সাওয়াবে জারীয়ার উপলক্ষ হবেন।

কবর থেকে শাস্তি উঠে গেলো

বর্ণিত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, সেই মৃতের উপর শাস্তি হচ্ছে। অতঃপর যখন তিনি عَلَیْہِ السَّلَام পূণরায় সেখান দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন দেখলেন যে, সেই কবরে নূর আর নূর এবং সেখানে **আল্লাহ**র রহমত বর্ষিত হচ্ছে। তিনি عَلَیْہِ السَّلَام খুবই আশ্চার্য হলেন এবং **আল্লাহ**র দরবারে আরয করলেন যে, আমাকে এর রহস্য বলুন। সুতরাং ইরশাদ হলো: **হে রূহুল্লাহ!** সে খুবই গুনাহগার ও বদকার ছিলো, এই কারণে আযাবের শিকার ছিলো। তার ইন্তিকালের পর তার একটি ছেলে জন্মগ্রহন করলো আর আজ তাকে মকতবে পাঠানো হয়েছে, শিক্ষক তাকে بِسْمِ الله শরীফ পড়ালো। আমার লজ্জা হলো যে, মাটির ভেতরে ঐ ব্যক্তিকে আযাব দিবো, যার সন্তান মাটির উপর আমার নাম নিচ্ছে। (তাফসীরে কবীর, ১/১৫৫)

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আপনারা দেখলেন তো, যে ব্যক্তির সন্তানে শুধু بِسْمِ الله শরীফ পড়েছে আর এর বরকতে তার ক্ষমা হয়ে গেছে, তবে যে সৌভাগ্যবান পিতা-মাতার সন্তানরা সম্পূর্ণ **কালামুল্লাহ**র শিক্ষা অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তবে তাদের শান কিরূপ উচ্চ হবে। এরূপ সৌভাগ্যবান পিতা-মাতাকে নিঃসন্দেহে কাল কিয়ামতের দিন এমন মুকুট পরানো হবে, যার আলোক ছটা সূর্যের চেয়েও বেশি হবে।

কিয়ামতের দিন হাফিযের পিতা-মাতাকে মুকুট পরানো হবে

হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায জুহানী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোরআন পড়লো এবং যা কিছু এতে রয়েছে, তার উপর আমল করলো, তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন মুকুট পরানো হবে, যার আলোক ছটা ঐ সূর্য হতে অধিক হবে, যা দুনিয়ায়

www.dawateislami.net

তোমাদের ঘরের ভেতরে আলো ছড়াতো, তবে স্বয়ং এর আমলকারী সম্পর্কে তোমাদের কিরূপ মনে হয়। (আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, ২/১০০, হাদীস নং- ১৪৫৩)

নেককার সন্তান সদকায়ে জারীয়া স্বরূপ

পিতা-মাতার উচিৎ যে, নিজের সন্তানকে কোরআনে পাকের শিক্ষা দ্বারা সুসজ্জিত করা, এতে তাদের নিজের উপকারীতা রয়েছে, কেননা নেককার সন্তান পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারীয়া স্বরূপ হয়ে থাকে। সাধারণত দেখা যায়, যে সন্তান দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে, সে পিতা-মাতাকে অনেক সম্মান করে, এই অবস্থা তো পিতা-মাতার জীবদ্দশায়, তাদের মৃত্যুর পরও এই সন্তান কাজে আসে, কেননা যতক্ষণ সে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে থাকবে এবং নেককাজ সমূহ করতে থাকবে, তাদের পিতা-মাতাও প্রতিদান ও সাওয়াব পেতে থাকবে। এটাকে এই উদাহরণ দ্বারা বুঝে নিন যে, যদি কোন ব্যক্তির দুইটা সন্তান আছে, একজনকে শুধু দুনিয়াবী শিক্ষা দিয়ে ডিগ্রিধারী ডাক্তার বানিয়েছে, অপরজনকে প্রথমে হাফিযে কোরআন বানিয়েছে, অতঃপর অন্যান্য শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর ইসালে সাওয়াবের দিক থেকে কে পিতা-মাতার জন্য উপকারে আসবে? ডিগ্রিধারী ডাক্তার নাকি হাফিযে কোরআন? বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আহ! আপনারা কোরআনে কারীমের শিক্ষার গুরুত্বকে অনুধাবন করুন এবং কোরআন ও সুন্নাতের শিক্ষাকে গভীর মনোযোগ সহকারে শিখুন। আহ! এমন মাদানী পরিবেশ হয়ে যাক যে, প্রত্যেক শিশুর জন্য কোরআন শিক্ষা আবশ্যক হয়ে যেতো এবং প্রত্যেক পিতা-মাতা নিজের প্রতিটি সন্তানকে কোরআন ও সুন্নাত শিক্ষার অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করতো।

ইয়েহী হে আরযু তা'লীমে কুরআঁ আম হো জা'য়ে
হার ইক পরচম সে উঁচা পরচম ইসলাম হো জা'য়ে

www.dawateislami.net

ভালো ভালো নিয়্যত সমূহ

নেক আমল সমূহ কবুল হওয়ার জন্য আমাদের নিজের নিয়্যতে একনিষ্ঠতা সৃষ্টি করতে হবে। আসুন! জেনে নিই যে, নিয়্যত কাকে বলে? এবং ভালো ভালো নিয়্যতের মাধ্যমে আমরা কিরূপ পরকালিন সাওয়াবের ভান্ডার জমা করতে পারি।

নিয়্যত কাকে বলে?

নিয়্যত শাব্দিকভাবে অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছাকে বলে এবং শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের ইচ্ছাকে নিয়্যত বলা হয়ে থাকে। (নুযহাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী, ১/২২৪)

নিয়্যত যতো সাওয়াবও ততো

একটি আমলের মধ্যে যতো বেশি নিয়্যত হবে, ততোগুলো নেকীর সাওয়াব অর্জিত হবে। যেমন; কোন দরিদ্র আত্মীয়কে সাহায্য করার ক্ষেত্রে যদি নিয়্যত শুধু সদকারই হয়, তবে একটি নিয়্যতের সাওয়াব পাবে এবং যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক (অর্থাৎ বংশীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করার) নিয়্যতেও করে তবে দুই গুণ সাওয়াব পাবে। (আশয়াতুল লুমআত, ১/৩৬) অনুরূপভাবে মসজিদে নামাযের জন্য যাওয়াও একটি আমল, এতে অনেক নিয়্যত করা যায়, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ ফতোয়ায়ে রযবিয়ার ৫ খন্ডের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় এর জন্য ৪০টি নিয়্যত বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন: নিশ্চয় যে নিয়্যতের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত, সে এক একটি কাজে নিজের জন্য অনেক নেকী অর্জিত করে নিতে পারে। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ৫/৬৭৩) বরং মুবাহ কাজেও ভালো নিয়্যত করার দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায়। যেমন; সুগন্ধি লাগানোর মধ্যে সুন্নাতের অনুস্বরন, মসজিদের সম্মান, প্রশান্ত মন এবং ইসলামী ভাই হতে অপছন্দনীয় দুর্গন্ধ দূর করার নিয়্যত থাকলে, তবে প্রত্যেকটি নিয়্যতের জন্য আলাদা সাওয়াব পাবে। (আশয়াতুল লুমআত, ১/৩৭)

www.dawateislami.net

প্রত্যেক কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! নিঃসন্দেহে ভালো নিয়্যত করা এমন একটি আমল, যা পরিশ্রমের বিবেচনায় খুবই সহজ, কিন্তু প্রতিদান ও সাওয়াবের বিবেচনায় অনেক মহান। তাই আমাদের উচিত যে, প্রত্যেক নেক কাজ শুরু করার পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করে নেয়া, এমনকি খাওয়া, পান করা, পোশাক পরিধান করা এবং শয়ন করা ইত্যাদিতেও ভালো ভালো নিয়্যত অন্তর্ভূক্ত করা। যেমন; পানাহারে **আল্লাহ তায়ালার** আনুগত্য করতে শক্তি অর্জনের নিয়্যত করা। পোশাক পরিধান করার সময় এই নিয়্যত করা যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে নিজের গোপন অঙ্গ লুকানোর আদেশ দিয়েছেন আর **আল্লাহ তায়ালার** নিয়ামতকে প্রকাশ করার নিয়্যত করা। শোয়ার সময় এই উদ্দেশ্য হওয়া যে, যেই ইবাদত **আল্লাহ তায়ালা** ফরয করেছেন, তা আদায় করার ক্ষেত্রে সাহায্য অর্জিত হবে।[১]

ভালো নিয়্যতের পাঁচটি ফযীলত

১.... মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।
(আল মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

২.... সত্যিকারের নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেউল আহাদিস, ২/১৯, হাদীস নং- ৩৫৫৪)

৩.... ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। (কানযুল উম্মাল, ৩/১৬৯)

৪.... **আল্লাহ তায়ালা** পরকালের নিয়্যতের উপর দুনিয়া দান করে থাকেন কিন্তু দুনিয়ার নিয়্যতের উপর আখিরাত দান করেন না। (কানযুল উম্মাল, ৩/৭৫, হাদীস নং- ৬০৫৩)

৫.... ভাল নিয়্যত আরশের সাথে লেগে যায়, অতএব যখন কোন বান্দা নিজের নিয়্যতকে বাস্তবায়ন করে, তখন আরশ দুলতে থাকেম, অতঃপর সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তা'রীখে বাগদাদ, ২/৪৪৩, হাদীস নং- ৬৯২৬)

---

১. ভালো ভালো নিয়্যত সম্পর্কে নির্দেশনার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট "নিয়্যত কা ফল" এবং নিয়্যত সম্পর্কে তাঁর সঙ্কলিত কার্ড মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন শাখা হতে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন।

www.dawateislami.net

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য নিজের নিয়্যতে একনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। আসুন! কিছু ভালো ভালো নিয়্যত শিখার পাশাপাশি বিভিন্ন সুন্নাত এবং তার আদবও শিখে নিই:

খাওয়ার ৪০টি নিয়্যত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত

(১)... খাওয়ার পূর্বে এবং (২)... পরে ওযু করবো। (অর্থাৎ হাত ও মুখের অগ্রভাগ ধোয়া ও কুলি করা) (৩)... ইবাদত (৪)... তিলাওয়াত (৫)... পিতা-মাতার সেবা (৬)... ইলমে দ্বীন অর্জন (৭)... সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর (৮)... মাদানী দাওরায় অংশগ্রহণ (৯)... আখিরাতের কাজ ও (১০)... প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা করার শক্তি অর্জন করবো।

(এই নিয়্যতগুলো তখনই ফলপ্রসু হবে, যখন ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া হবে, পেট ভরে খাওয়াতে উল্টো ইবাদতে অলসতা সৃষ্টি হয়, গুনাহের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ও পেটে বিভিন্ন গন্ডগোল সৃষ্টি হয়)

(১১)... মাটির উপর (১২)... সুন্নাতের অনুসরনে দস্তরখানা বিছিয়ে (১৩)... সুন্নাত অনুযায়ী বসে (১৪)... খাওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং (১৫)... অন্যান্য দোয়া সমূহ পাঠ করে (১৬)... তিন আঙ্গুলে (১৭)... ছোট ছোট গ্রাস বানিয়ে (১৮)... ভাল ভাবে চিবিয়ে খাবো। (১৯)... প্রত্যেক লুকমায় يَا وَاجِدُ পাঠ করবো (২০)... যেসব খাবার পড়ে যাবে তা তুলে খেয়ে নেবো। (২১)... রুটির প্রত্যেকটি অংশ তরকারীর পাত্রের উপর ছিঁড়বো, যাতে রুটির ক্ষুদ্র অংশগুলো ঐ পাত্রেই পড়ে। (২২)... হাঁড় ও গরম মসলা ইত্যাদি উত্তম রূপে পরিষ্কার করে এবং চেটে খাওয়ার পরই ফেলবো। (২৩)...ক্ষুধা থেকে কম খাবো। (২৪)... পরিশেষে সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে থালা এবং (২৫)... তিনবার আঙ্গুল চাটবো। (২৬)... খাবারের পাত্র ধুঁয়ে পানি পান করে একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব অর্জন করবো।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/৮)

www.dawateislami.net

(২৭)... যতক্ষণ পর্যন্ত দস্তরখানা তুলে নেয়া না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনা প্রয়োজনে উঠবো না। (২৮)... খাওয়ার পর সুন্নাত দোয়া পাঠ করবো। (২৯)... খিলাল করবো।

একত্রে খাওয়ার নিয়্যত

(৩০)... দস্তরখানায় যদি কোন আলিম কিংবা বয়স্ক লোক উপস্থিত থাকেন তাহলে তাদের পূর্বে খাওয়া শুরু করবো না।

(৩১)... মুসলমানদের নৈকট্যের বরকত অর্জন করবো।

(৩২)... তাদেরকে মাংসের টুকরো, কদু শরীফ, মিষ্টি দ্রব্য ও পানি ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের মন-খুশী করবো।

(৩৩)... তাদের সামনে মুচকি হেসে সদকা করার সাওয়াব অর্জন করবো।

(৩৪)... খাবার খাওয়ার নিয়্যতসমূহ এবং (৩৫)... সুন্নাতসমূহ বলবো।

(৩৬)... সুযোগ পেলে খাওয়ার পূর্বের ও (৩৭)... পরের দোয়াগুলো পড়াবো।

(৩৮)... খাবারের উত্তম অংশ যেমন; মাংসের টুকরো ইত্যাদি নিজে খাওয়ার লোভ থেকে বিরত থেকে অন্যের জন্য ঈসার করবো।

(৩৯)... তাদেরকে খিলাল উপহার হিসাবে প্রদান করবো।

(৪০)... খাবারের প্রতি গ্রাসে যদি সম্ভব হয়, তবে এই নিয়্যতে উচ্চ স্বরে يَاوَاجِدُ পাঠ করবো, যেন অন্যান্যদেরও স্মরণে এসে যায়।

www.dawateislami.net

পানি পান করার ১৫ টি নিয়্যত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত

(১)... ইবাদত (২)... তিলাওয়াত (৩)... পিতা-মাতার সেবা (৪)... ইলমে দ্বীন অর্জন (৫)... সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর (৬)... মাদানী দাওরায় অংশ গ্রহণ (৭)... আখিরাতের কাজ এবং (৮)... প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা করার শক্তি অর্জন করবো।

(এই নিয়্যতগুলো তখনই ফলপ্রসু হবে যখন ফ্রিজ বা বরফের খুব ঠান্ডা পানি হবে না, এরূপ পানি অনেক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।)

(৯)... বসে (১০)... بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে (১১)... আলোতে দেখে (১২)... চুষে চুষে (১৩)... তিন নিঃশ্বাসে পান করবো। (১৪)... পানি পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বলবো (১৫)... অবশিষ্ট পানি নষ্ট করবো না।

চা পান করার ৬টি নিয়্যত

(১)...بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে পান করবো (২)... অলসতা দূর করে ইবাদত (৩)... তিলাওয়াত (৪)... দ্বীনি লেখালেখি এবং (৫)... ইসলামী কিতাব পাঠ করার শক্তি অর্জন করবো (৬)... চা পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বলবো।

সুগন্ধি লাগানোর নিয়্যত সমূহ

(১)... **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, তাই সুগন্ধি লাগাবো (২)... লাগানোর পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ (৩)... লাগানোর সময় দরূদ শরীফ এবং

www.dawateislami.net

(৪)... লাগানোর পর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলবো (৫)... ফিরিশতা এবং (৬)... মুসলমানদেরকে আনন্দ প্রদান করবো (৭)... জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে শরীয়তের নির্দেশনাবলী মুখস্ত করা ও সুন্নাত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য শক্তি অর্জন করবো (৮)... পোষাক ইত্যাদি থেকে দুর্গন্ধ দূর করে মুসলমানদেরকে গীবতের গুনাহ থেকে রক্ষা করবো।

অবস্থা অনুযায়ী এ নিয়্যতও করা যেতে পারেঃ

(৯)... নামাযের জন্য সাজ-সজ্জা করবো।

(১০)... মসজিদ (১১)... তাহাজ্জুদের নামায (১২)... জুমা

(১৩)... সোমবার শরীফ (১৪)... রমযানুল মুবারক (১৫)... ঈদুল ফিতর

(১৬)... ঈদুল আযহা (১৭)... মিলাদের রাত (১৮)... ঈদে মিলাদুন্নবী

(১৯)... মিলাদের জুলুস (২০)... শবে মেরাজ (২১)... শবে বরাত

(২২)... গিয়ারভী শরীফ (২৩).... ইয়াওমে রযা[১] (২৪)... দরসে কোরআন

(২৫)... দরসে হাদীস (২৬)... ওযীফা সমূহ (২৭)... তিলাওয়াত

(২৮)... দরূদ শরীফ (২৯)... দ্বীনি কিতাব অধ্যায়ন

(৩০)... ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন (৩১)... ইলমে দ্বীনের শিক্ষা প্রদান

(৩২)... ফতোওয়া লিখন (৩৩)... দ্বীনি পুস্তক প্রণয়ন ও সংকলন

(৩৪)... সুন্নাতে ভরা ইজতিমা (৩৫)... ইজতিমায়ে যিকির ও

(৩৬)... নাত (৩৭)... কোরআন খানী (৩৮)... ফয়যানে সুন্নাতের দরস

(৩৯)... মাদানী দাওরা (৪০)... সুন্নাতে ভরা বয়ান করার সময়

(৪১)... আলিম (৪২).. মাতা (৪৩)... পিতা (৪৪)... নেককার মু'মিন

(৪৫)... পীর সাহেব (৪৬)... দাড়ি মুবারকের যিয়ারত

(৪৭)... মাযার শরীফে উপস্থিতির সময় ও সম্মান প্রদর্শনের নিয়্যতে সুগন্ধি লাগানো যেতে পারে।

---

১. আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র ওরশের দিন।

www.dawateislami.net

সুগন্ধি লাগানোর মাদানী ফুল

সুগন্ধি লাগানো খুবই প্রিয় একটি সুন্নাত, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধি খুবই পছন্দ করনে এবং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা সুবাশিত থাকতেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকহারে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, যেনো গোলামরাও সুন্নাত আদায়ের নিয়্যতে সুগন্ধি লাগায়, অন্যথায় এই বিষয়ে কারও সংশয় ও সন্দেহ নেই যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারক হতে কুদরতী ভাবে সুবাস ছড়াতে থাকতো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম মুবারক স্বয়ং পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি।

মুশক ও আম্বার কিয়া করোঁ? এ্যয় দোস্ত খুশবু কে লিয়ে
মুঝ কো সুলতানে মদীনা কা পসীনা চা'হিয়ে

হযরত সায়্যিদুনা জাবের ইবনে সামুরাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন যে, একবার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন নূরানী হাত মুবারক আমার চেহারায় বুলালেন, আমি তা এমন শীতল ও সুগন্ধময় বাতাসের মতো পেয়েছি, যা কোন আতর বিক্রেতার আতরের পাত্র থেকে বের হয়। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, ১২৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮০ {২৩২৯})

উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উৎকৃষ্ট ও উত্তম মানের সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন এবং দুর্গন্ধ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উন্নত মানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং তা লোকদেরকেও শিক্ষা দিতেন।

মাথায় সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র অভ্যাস ছিলো যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "মুশক" মাথা মুবারক এবং দাড়ি মুবারকে লাগাতেন।

(ওয়াসায়িলুল উসূল, ২য় অধ্যায়, ৮৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সুগন্ধির উপহার গ্রহন করা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **সুবাশিত আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খেদমতে যখন সুগন্ধি উপহার স্বরূপ উপস্থাপন করা হতো তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা ফিরিয়ে দিতেন না। (শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮)

কে কিরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করবে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পুরুষালি সুগন্ধি হলো, যার সুগন্ধি প্রকাশ পাবে কিন্তু রং প্রকাশ পাবে না এবং মেয়েলী সুগন্ধি হলো, যার রং প্রকাশ পাবে কিন্তু সুগন্ধি প্রকাশ পাবে না। (তিরমিযী, কিতাবুল আদব, ৪/৩৬১, হাদীস নং- ২৭৯৬)

সুগন্ধি পুড়িয়ে ধোঁয়া নেয়া সুন্নাত

হযরত সায়্যিদুনা না'ফে رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا মাঝে মাঝে খাঁটি উদ (অর্থাৎ আগর কাঠ) এর ধোঁয়া নিতেন। অর্থাৎ উদ এর সাথে অন্য কোন জিনিস মিশ্রণ করতেন না এবং মাঝে মাঝে উদ এর সাথে কাপুর মিশিয়ে ধোঁয়া নিতেন এবং বলতেন যে, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও অনুরূপভাবে ধোঁয়া নিতেন।

(মুসলিম, ১২৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১{২২৫৪})

হে আমাদের দয়ালু আল্লাহ! আমাদেরকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় মদীনায়ে মুনাওয়ারার সুবাশিত পরিবেশে এবং সুরভিত হাওয়ার নিঃশ্বাস নেওয়ার সৌভাগ্য নসীব করো আর সেই সুবাশিত পরিবেশে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়ায় নিরাপত্তার সহিত ঈমান সহকারে মৃত্যু নসীব করো এবং জান্নাতুল বক্বীর সুবাসিত মাটিতে দাফন নসীব করো।

কিঁজীয়ে গা না মা'ইয়ুস মাহে মুবীঁ আপ কে ওয়াসতে কোয়ী মুশকিল নেহী
ব্যস বক্বীয়ে মুবারক মে দু'গজ যমীঁ হাম কো ইয়া সায়্যিদুল আম্বিয়া চাহিয়ে
টুঠ জা'য়ে দম মদীনে মে মেরা ইয়া রব্ব বক্বী
কাশ! হো জা'য়ে মুয়াচ্ছর সবজে গম্বুজ দেখ কর

মিসওয়াক শরীফের মাদানী ফুল

মিসওয়াকের শরয়ী মর্যাদা

প্রশ্ন: মিসওয়াকের শরয়ী মর্যাদা কি?

উত্তর: ওযুর পূর্বে মিসওয়াক শরীফ করা **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান সুন্নাত আর যদি মুখে দূর্গন্ধ হয়, তবে তখন মিসওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

মিসওয়াক পুরুত্ব ও দৈর্ঘ্য

প্রশ্ন: মিসওয়াক কতটুকু মোটা ও লম্বা হওয়া চাই?

উত্তর: মিসওয়াক মোটায় কনিষ্ট আঙ্গুলের সমান এবং লম্বায় এক বিঘত থেকে যেন বেশি না হয়, অন্যতায় এতে শয়তান বসে।

প্রশ্ন: মিসওয়াকের আঁশ কেমন হওয়া চাই?

উত্তর: মিসওয়াকের আঁশ নরম হওয়া চাই, কেননা আঁশ শক্ত হলে দাঁত ও মাঁড়িতে ফাঁক সৃষ্টির কারণ হয় এবং মিসওয়াক তাজা হলে ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে নরম করে নিন। এর আঁশ দৈনিক কাঁটতে থাকুন, কেননা এর আঁশ ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী, যতক্ষণ এর তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে।

মিসওয়াক করা এবং ধরার পদ্ধতি

◈....দাঁতের প্রস্থে মিসওয়াক করুন। ◈....যখনই মিসওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করবেন। ◈....প্রতিবার ধুঁয়ে নিন। ◈....মিসওয়াক ডান হাতে এভাবে ধরুন, যেন কনিষ্ঠ আঙ্গুল এর নিচে, মাঝখানের তিন আঙ্গুল উপরে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মিসওয়াকের মাথায় থাকে। ◈....প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে তারপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে অতঃপর ডান দিকের নিচের অংশে, তারপর বাম দিকের নিচের অংশে মিসওয়াক করুন।

www.dawateislami.net

মিসওয়াকের সাবধানতা

◈....উপুড় হয়ে শুয়ে মিসওয়াক করাতে প্লীহা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

◈....মুষ্টিবদ্ধ করে মিসওয়াক করাতে অশ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

◈....ব্যবহৃত মিসওয়াকের আঁশ যখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন তা ফেলে দিবেন না, কেননা এটা সুন্নাত পালনের উপকরণ। কোন জায়গায় সতর্কতার সহিত রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন অথবা নদীতে ডুবিয়ে দিন।

হে আমাদের দয়ালু আল্লাহ! আমাদেরকে সুন্নাত অনুযায়ী মিসওয়াক করার সামর্থ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পাগড়ি শরীফের মাদানী ফুল

পাগড়ির শরয়ী মর্যাদা

পাগড়ি শরীফ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক প্রিয় একটি সুন্নাত। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা মাথা মুবারকে আপন টুপি মুবারকের উপর পাগড়ি শরীফ সাজিয়ে রাখতেন। অতএব বর্ণিত রয়েছে যে, একবার **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাগড়ির দিকে ইঙ্গিত পূর্বক ইরশাদ করেন: "ফিরিশতাদের মুকুট এমনই হয়ে থাকে।" (কানযুল উম্মাল, ৮/২০৫, হাদীস নং- ৪১৯০৬) তাই আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: পাগড়ি সুন্নাতে মুতওয়াতিরা ও দায়িমা (সার্বজনীন ও চিরস্থায়ী সুন্নাত)। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ৬/২০৯)

পাগড়ি শরীফের ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাতটি বাণী

১.... পাগড়ি সহকারে দুই রাকাত নামায, পাগড়ি বিহীন ৭০ রাকাত থেকে উত্তম। (ফিরদৌসুল আখবার, ১/৪০১, হাদীস নং- ৩০৫৪)

২.... পাগড়িসহ জামাআত সহকারে নামায আদায় করা এক হাজার নেকীর সমান। (ফিরদৌসুল আখবার, ২/৩১, হাদীস নং- ৩৬৬১)

৩.... নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর** ফিরিশতারা জুমার দিন পাগড়ি পরিধানকারীর উপর দরূদ প্রেরণ করেন। (আল জামেউস সগীর, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮১৭)

www.dawateislami.net

৪.... টুপির উপর পাগড়ি পরিধান করা আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য। কিয়ামতের দিন পাগড়ির প্রতিটি প্যাঁচের পরিবর্তে মুসলমানদেরকে একটি করে নূর প্রদান করা হবে। (মিরকাত, ৮/১৪৭, ৪৩৪০ নং হাদীসের পাদটিকা)

৫.... পাগড়ি পরিধান করো, তোমাদের নম্রতা বৃদ্ধি পাবে।

(মুস্তাদরাক, কিতাবুল লিবাস, ৫/২৭২, হাদীস নং- ৭৪৮৮)

৬.... পাগড়ি মুসলমানদের মাহাত্ম্য এবং আরববাসীদের সম্মান, যখন আরববাসীরা পাগড়ি খুলে ফেলবে, তখন নিজেদের সম্মানও হারিয়ে ফেলবে।

(ফিরদৌসুল আখবার, ২/৯১, হাদীস নং- ৪১১১)

৭.... পাগড়ি সহকারে একটি জুমা, পাগড়ি ছাড়া ৭০(সত্তর) টি জুমার সমান।

(ফিরদৌসুল আখবার, ১/৩২৮, হাদীস নং- ২৩৯৩)

পাগড়ির আদব

১.... পাগড়ি সাত হাত অর্থাৎ সাড়ে তিন গজের ছোট না হওয়া এবং বারো হাত অর্থাৎ ছয় গজের বড় না হওয়া। (মিরকাত, কিতাবুল লিবাস, ৮/১৪৮, ৪৩৪ নং হাদীসের পাদটিকা)

২.... পাগড়ির শিমলা কমপক্ষে চার আঙ্গুল পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ এতটুকু হওয়া যে, বসলে যেন মাটিতে না লাগে। (বাহারে শরীয়ত, পাগড়ীর বর্ণনা, ৩/৪১৮)

৩.... পাগড়ি কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁধা উচিৎ।

৪.... পাগড়ি খোলার সময়ও একটি একটি করে প্যাঁচ খোলা উচিৎ।

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে পাগড়ির সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❁-----❁-----❁

অতিথি আপ্যায়নের মাদানী ফুল

অতিথি আপ্যায়ন খুবই সুন্দর একটি সুন্নাত। যেমনটি

◈....হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه হতে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই ঘরে অতিথি রয়েছে, সেই ঘরে কল্যাণ ও বরকত এভাবে দ্রুত গতিতে আসতে থাকে, যেভাবে ছুরি উটের কুঁজের উপর বরং এর চেয়েও দ্রুত গতিতে আসতে থাকে।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৫১, হাদীস নং- ৩৩৫৬)

www.dawateislami.net

◈....অতিথি তার রিযিক নিয়েই আসে এবং যাওয়ার সময় বাড়ির মালিকের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার উপলক্ষ্য হয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কোন অতিথি কারো নিকট আসে তখন নিজের রিযিক নিয়েই আসে এবং যখন সে ঐখান থেকে চলে যায় তখন বাড়ির মালিকের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার উপলক্ষ্য হয়।" **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪১, হাদীস নং- ৩৭১১)**

◈....১০জন ফিরিশতা সারা বছর ঘরে রহমত ছড়াতে থাকে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা বারাআ বিন মালিক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: হে বারাআ! মানুষ যখন তার ভাইকে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য আপ্যায়ন করে এবং এর কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চায় না তবে **আল্লাহ তায়ালা** সেই ঘরে দশজন ফিরিশতাকে প্রেরণ করে দেন, যারা এক বছর পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালার** তাসবীহ ও তাহলিল এবং তাকবীর পাঠ করতে থাকে আর তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে, যখন বছর পূর্ণ হয়ে যায় তখন এই ফিরিশতাদের সারা বছরের ইবাদতের সমান তার আমল নামায় ইবাদত লিখে দেয়া হয় এবং **আল্লাহ তায়ালার** দয়াময় দায়িত্ব যে, তাকে জান্নাতের সুস্বাধু খাবার জান্নাতুল খুলদ এবং অবিনশ্বর বাদশাহীতেই খাওয়ানো। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল যিয়াফত, ৫/১১৯, হাদীস নং- ২৫৯৭২)**

◈....অতিথিদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া সুন্নাত। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন যে, **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সুন্নাত হচ্ছে যে, মানুষের অতিথিকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার জন্য যাওয়া।" **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইমা, ৪/৫২, হাদীস নং-৩৩৫৮)**

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে আনন্দচিত্তে অতিথি আপ্যায়নের তৌফিক দান করো এবং বারবার প্রিয় মদীনার সুবাশিত পরিবেশে **প্রিয় মাদানী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতিথি হওয়ার সৌভাগ্যও নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❁-----❁-----❁

www.dawateislami.net

চলার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জিন্দেগীর প্রতিটি পর্যায় আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে। যেমনটি মুসলমানের চলাফেরাও আলাদা হওয়া উচিৎ। জামার বোতাম খুলে, গলায় শিকল সাজিয়ে, বুক ফুলিয়ে, পায়ের আওয়াজ করে করে চলা নির্বোধ ও অহংকারীদের রীতি। মুসলমানদের মধ্যম পন্থা এবং মর্যাদাপূর্ণ ভাবে চলা উচিত। যেমনটি

◈.... **লম্পটের মতো জামার বোতাম খুলে সদর্পে কখনো চলাফেরা করবেন না,** কেননা এটা নির্বোধ ও অহংকারীদের রীতি বরং দৃষ্টিকে নত রেখে মর্যাদাময় পন্থায় চলাফেরা করুন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত যে, যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পথ চলতেন তখন ঝুঁকে চলছেন মনে হতো। (আবু দাউদ, ৪/৩৪৯, হাদীস নং- ৪৮৬৩)

◈.... **পথ চলার সময় এদিক সেদিক তাকানো হতে বিরত থাকুন** এবং সড়ক পাড়াপাড় হওয়ার সময় গাড়ির দিকে তাকিয়ে সড়ক পাড় হবেন। যদি গাড়ি এসে পরে তবে দিকবিদিক দৌঁড় দিবেন না বরং দাঁড়িয়ে যান, কেননা এতেই অধিক নিরাপত্তা।

◈.... রাস্তায় এদিক সেদিক তাকাবেন না বরং মাথা ঝুকিয়ে ভদ্রতার সহিত চলুন।

❁-----❁-----❁

সূরা নাজমের ফযীলত

সূরা নাজম মক্কী, এতে ৩টি রুকু, ৬২টি আয়াত, ৩৬০টি বাক্য এবং ১৪০৫টি বর্ণ আছে। এটিই সর্বপ্রথম সূরা, যা **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘোষণা করেছিলেন এবং হেরেম শরীফের মধ্যে মুশরিকদের সামনা সামনি পাঠ করেছিলেন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ২৭ পারা, আন নাজম, টিকা নং-১, ৯৮২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সফরের মাদানী ফুল

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! প্রায় আমাদের সফরের প্রয়োজন পরে, সুতরাং আমরা চেষ্টা করে সফরেরও কিছু না কিছু সুন্নাত ও আদব শিখে নিই, যাতে এর উপর আমল করে আমরা আমাদের সফরকেও সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম বানাতে পারি।

প্রশ্ন: সফর করতে হলে তবে তা কোন দিন শুরু করা উচিৎ?

উত্তর: সম্ভব হলে তবে বৃহস্পতিবার সফর করা উচিৎ, কেননা বৃহস্পতিবার সফর শুরু করা সুন্নাত। (আশইয়াতুল লুমআত, ৩/৩৮৯)

প্রশ্ন: সাধারণত সফর কোন সময় করা উচিৎ, রাতে নাকি দিনে?

উত্তর: যদি সম্ভব হয় তবে রাতে সফর করুন, কেননা রাতের সফর তাড়াতাড়ি শেষ হয়। যেমননটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রাতে সফর করো, কেননা রাতে জমিনকে সংকুচিত করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ, ৩/৪০, হাদীস নং- ২৫৭১)

প্রশ্ন: যদি কয়েকজন ইসলামী ভাই কাফেলা বানিয়ে সফর করে, তবে তাদের কি করা উচিৎ?

উত্তর: যদি কয়েকজন ইসলামী ভাই মিলে কাফেলা বানিয়ে সফর করে, তবে কোন একজনকে আমীর (নেতা) বানিয়ে নিবে, কেননা আমীর বানানো সুন্নাত। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত যে, **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি তিনজন ব্যক্তি সফরে যাত্রা করে, তবে তারা নিজেদের মধ্যে একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে। (আবু দাউদ, ৩/৫১, হাদীস নং- ২৬০৯)

প্রশ্ন: সফরে যাত্রা করার সময় কি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হতে ভূল ত্রুটির ক্ষমা চাওয়া উচিৎ?

উত্তর: জি হ্যাঁ! যাওয়ার সময় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে ভূল ত্রুটির ক্ষমা করিয়ে নেয়া উচিত এবং যাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হচ্ছে তাদের উপর আবশ্যক যে, তারা যেন অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেয়। যেমনটি

www.dawateislami.net

বর্ণিত রয়েছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার নিকট তার ভাই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আসে, তখন সে যেন তার প্রার্থনা কবুল করে নেয়, যদিও সে সত্য হোক বা ভূল। যে এরূপ করবেনা সে আমার হাউযে আসবে না। (মুসতাদরাক, ৫/২১৩, হাদীস নং- ৭৩৪)

প্রশ্ন: সফরে যাত্রা করার সময় পরিবারের নিরাপত্তার জন্য কি করা উচিৎ?

উত্তর: সফরে যাত্রা করার সময় পরিবারের নিরাপত্তার জন্য নিম্ন লিখিত দু'টি কাজ করা উচিৎ:

◈....সফরের পোষাক পরিধান করে যদি মাকরূহ সময় না হয় তবে ঘরেই চার রাকাত নফল নামায পড়ে বের হবেন এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা শরীফের পর একবার সূরা ইখলাস শরীফ পড়ুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই নামাযই ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার ও সম্পদের রক্ষনাবেক্ষন করবে।

◈....যখনই সফরে যাত্রা করবেন, তখন নিজের পরিবারকে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সমর্পণ করে যান। **আল্লাহ তায়ালাই** সবচেয়ে উত্তম নিরাপত্তা প্রদানকারী বরং সম্ভব হলে নিজের পরিবারকে এই বাক্য বলেই সফরে যাত্রা করুন: اَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِىْ لَا يُضِيْعُ وَدَآئِعَهٗ- অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সমর্পণ করছি, **যিনি** আমানত সমূহ বিনষ্ট করেন না। (ইবনে মাজাহ, ৩/৩৭২, হাদীস নং- ২৮২৫)

প্রশ্ন: যানবাহনে আরাম করে বসার পর কোন দোয়া পড়া হয়?

উত্তর: যানবাহনে আরাম করে বসার পর এই দোয়াটি পড়া হয়:

◈....اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য, **তাঁর**ই পবিত্রতা, **যিনি** এই বাহনকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন আর এটা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে ছিলোনা। নিশ্চয় আমাদেরকে আপন **রবের** দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(আবু দাউদ, ৩/৪৯, হাদীস নং- ২৬০২)

প্রশ্ন: সফরে কি করা উচিৎ?

উত্তর: সফরে নিম্ন লিখিত কার্যাবলীর উপর আমল করা উচিৎ:

www.dawateislami.net

◈....সফরে **আল্লাহ**র যিকির করতে থাকুন, রেলগাড়ি বা বাস ইত্যাদিতে بِسۡمِ الله, اَللّٰهُ اَكۡبَر ও سُبۡحٰنَ الله তিনবার করে এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله একবার পাঠ করুন।

◈....মুসাফিরের উচিত যে, তারা যেন দোয়া করা থেকে উদাসীন না থাকে, কেননা যতক্ষণ তারা সফর অবস্থায় রয়েছে, তাদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে বরং যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া কবুল হয়। বর্ণিত রয়েছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিন প্রকারের দোয়া কবুলই হয়ে থাকে। তা কবুলের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই: (১) মজলুমের (অত্যচারিত) দোয়া (২) মুসাফিরের দোয়া (৩) নিজের সন্তানের জন্য পিতার দোয়া। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৮০, হাদীস নং- ৩৪৫৯)

◈....সফরে যদি কোন অভাবগ্রস্থকে পাওয়া যায়, তবে তার অভাব পূরণ করা উচিৎ। اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এতে সাওয়াব বেশি হবে।

◈....যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবেন বা উঁচু জায়গার দিকে যাবেন অথবা বাস ইত্যাদি কোন এরূপ সড়ক অতিক্রম করে যা উপরের দিকে যাচ্ছে, তখন اَللّٰهُ اَكۡبَر বলা সুন্নাত আর যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নামবেন তখন سُبۡحٰنَ الله বলা সুন্নাত।

◈....যখন কোন জায়গায় অবস্থান করবেন, তখন মাঝে মাঝে এই দোয়া পড়ুন, اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সমস্ত বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবেন:

اَعُوۡذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থাৎ আমি **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের সহিত সকল সৃষ্টি জীবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (কানযুল উম্মাল, ৩/৩০১, হাদীস নং- ১৭৫০৮)

◈....যদি শত্রুর ভয় হয়, তখন সূরা কোরাইশ পাঠ করে নিন, اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে। (আল হাসানুল হাসিন, ৮০ পৃষ্ঠা)

◈....যখন কোন বিপদে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে হাদীসে পাকে রয়েছে যে, এভাবে তিনবার আহ্বান করা: يَا عِبَادَ اللهِ! اَعِيۡنُوۡنِيۡ অর্থাৎ হে **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দা! আমাকে সাহায্য করো। (আল হাসানুল হাসিন, ৮২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: সফর থেকে ফিরার সময় কি করা উচিৎ?

উত্তর: সফর থেকে ফিরার সময় নিম্ন লিখিত কার্যাবলীর উপর আমল করা উচিৎ:

◈....সফর থেকে ফিরার সময় পরিবারের জন্য কোন উপহার নিয়ে আসুন, কেননা এটা সুন্নাতে মোবারাকা। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন সফর থেকে কেউ ফিরে আসে, তখন পরিবারের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসবে, যদিওবা নিজের থলেতে করে পাথরই নিয়ে আসে।

(কানযুল উম্মাল, ৩/৩০১, হাদীস নং- ১৭৫০৮)

◈....সফর হতে ফিরে এসে নিজেদের মসজিদে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা সুন্নাত। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সফর হতে ফিরে আসতেন, তখন প্রথমেই মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং সেখানে বসার পূর্বে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।

(বুখারী, ২/৩৩৬, হাদীস নং- ৩০৮৮)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ তায়ালা! আমরাও যখন সফর করবো, তখন সম্পূর্ণ সফর সুন্নাত অনুযায়ী করার তৌফিক দান করো এবং আমাদেরকে বারবার হারামাইনে তৈয়্যেবাইনের মুবারক সফর, তাছাড়া আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❁------❁------❁

কথাবার্তা বলার মাদানী ফুল

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আমাদের প্রায়ই কথাবার্তা বলার প্রয়োজন হয় বরং আমরা বিনা প্রয়োজনেও প্রায় বলতে থাকি, অথচ এই অপ্রয়োজনীয় কথা বলা অনেক ক্ষতিকর, প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম, যেমনটি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِين বাণী সমূহ হতে গৃহীত কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব এবং চুপ থাকার ফযীলত ইত্যাদি বর্ণনা করা হচ্ছে:

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথাবার্তা বলার ধরণ সম্পর্কে কিছু বলুন।

www.dawateislami.net

উত্তর: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথাবার্তা এতই আন্তরিকতার সহিত ধীরে ধীরে বলতেন যে, শ্রবণকারীরা সহজেই মুখস্ত করে নিতে পারতো। যেমনটি উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলতেন এবং প্রত্যেক শ্রবণকারী তা মুখস্ত করে নিতো। (মুসনদে আহমদ, ১০/১১৫, হাদীস নং- ২৬২৬৯)

প্রশ্ন: কথাবার্তা বলার সময় কোন বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা উচিৎ?

উত্তর: কথাবার্তা বলার সময় নিম্ন লিখিত মাদানী ফুলের প্রতি সজাগ থাকা উচিৎ:

◈....মুচকি হেসে প্রফুল্লতার সহিত বথাবার্তা বলুন।

◈....ছোটদের সাথে সৌহাদ্যপূর্ণ এবং বড়দের সাথে ভক্তিপূর্ণ ভাব রাখুন, اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয়ের নিকট আপনি সম্মানিত হবেন।

◈....**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে স্বল্পভাষী এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির নেয়ামত দান করেছেন, তখন তার নিকট অবশ্যই বসবে, কেননা তাঁর প্রতি প্রজ্ঞা অবতীর্ণ হয়। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪২২, হাদীস নং- ৪১০১)

◈....হাদীসে পাকে রয়েছে: "যে চুপ রইলো, সে মুক্তি পেলো।"

(তিরমিযী, ৫০তম অধ্যায়, ৪/২২৫, হাদীস নং- ২৫০৯)

◈....যখন কারো সাথে কথাবার্তা বলবেন, তখন এর কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যও থাকা উচিৎ আর সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত, যেমন বলা হয় যে: كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ অর্থাৎ মানুষের সাথে তার জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলো। এর একটি অর্থ এটাও যে, এমন কথা না বলা, যা অপরের বুঝে আসবে না। বাক্যও সংযত ও স্পষ্ট হওয়া, কঠিন শব্দও ব্যবহার না করা, কেননা এতে সম্বোধিত ব্যক্তির মধ্যে আপনার জ্ঞানের প্রভাব তো পরবে, কিন্তু তার তা বুঝে আসবে না যে, আপনি কি বলতে চান।

প্রশ্ন: কথাবার্তা বলার সময় কোন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ?

উত্তর: কথাবার্তা বলার সময় নিম্ন লিখিত কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ:

www.dawateislami.net

◈....চিৎকার করে কথা বলা, যেমনটি আজকাল অকপটে বন্ধুদের সাথে করা হয়, তা দোষনীয়।

◈....কথাবার্তা বলার সময় একে অপরের হাতে তালি দেয়া ঠিক নয়।

◈....অপরের সামনে বারবার নাক বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানো, থুথু নিক্ষেপ করতে থাকা ভাল কাজ নয়। এতে অপরের ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

◈....যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করবেন না।

◈....কেউ তোৎলিয়ে কথা বললে, তবে তাকে নকল করবেন না, কেননা এতে সে মনে কষ্ট পেতে পারে।

◈....বেশি কথা বলা এবং বারবার অট্টহাসি দেয়াতে গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্টহাসি দেননি। (ওয়াসায়িলুল উসূল, ৯৩ পৃষ্ঠা)

◈....জিহ্বাকে সর্বদা অশ্লিল কথাবার্তা বলা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, কেননা জিহ্বার সঠিক বা ভূল ব্যবহারের ফলে যা কিছু লাভ বা ক্ষতি হয়, তা সমস্ত শরীরেরই হয়ে থাকে। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে যে, যখন মানুষ সকালে উঠে তখন তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে বলেঃ আমাদের ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করো! তুমি যদি ঠিক থাকো তবে আমরাও ঠিক থাকবো আর যদি তুমি বিগড়ে যাও তবে আমরাও বিগড়ে যাবো। (মুসনাদে আহমদ, ৪/১৯০, হাদীস নং- ১১৯০৮)

◈....নিজেদের মাঝে হাসি ঠাট্টার অভ্যাসে কখনো কখনো চরম মূল্য দিতে হয়। যেমনিট হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করোনা, এভাবে (ঠাট্টায় ঠাট্টায়) মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং অসৎ কাজের ভিত্তি অন্তরে দৃঢ় হয়ে যায়।

(কিমিয়ায়ে সা'দাত, ২/৫৬৩)

◈....অশ্লীল এবং নির্লজ্জ কথাবার্তা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন, গালি-গালাজকে এড়িয়ে চলুন আর মনে রাখবেন যে, আপন ভাইকে গালি দেয়া হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২১/১২৭) আর অশ্লিল বাক্যালাপকারী দূর্ভাগার উপর জান্নাত

www.dawateislami.net

হারাম, **হুযুর তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে অশ্লীল বাক্যালাপ দ্বারা কাজ আদায় করে।"

(মওসুআতুল ইমাম ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭/২০৪, হাদীস নং- ৩২৫)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদবের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাবরী চুল রাখার মাদানী ফুল

প্রশ্ন: চুল রাখার সুন্নাত কি?

উত্তর: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সুন্নাত হলো যে, **তাঁর** মাথা মুবারকের চুল শরীফ কখনো অর্ধ কান মুবারক পর্যন্ত কখনোবা কান মুবারকের লতি পর্যন্ত থাকতো আর কখনো কখনো **তাঁর** চুল মুবারক বৃদ্ধি পেয়ে **তাঁর** গর্দান মুবারককে দুলে দুলে চুম্বন করতো। চুল যেহেতু বাড়ন্ত জিনিস, তাই যেই সাহাবী যেমন দেখেছেন তেমনই বর্ণনা করেছেন। যেমনটি:

অর্ধ কান পর্যন্ত: হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক কানের অর্ধাংশ পর্যন্ত ছিলো। (শামায়িলে মুহাম্মদীয়া, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮)

কানের লতি পর্যন্ত: হযরত সায়্যিদুনা বারা'আ বিন আ'যিব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারক পবিত্র কানের লতিকে চুম্বন করতো। (আল মারজিউস সাবিক, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫)

গর্দান পর্যন্ত: উম্মুল মু'মিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন যে, **আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারকের যে চুল মুবারক ছিলো, তা কান মুবারকের লতি হতে সামান্য নিচে এবং গর্দান মুবারক হতে সামান্য উপরেই ছিলো।

(আল মারজিউস সাবিক, ৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: মাথার মধ্যখানে সিঁথি করা কি সুন্নাত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! মাথার মধ্যখানে সিঁথি করা সুন্নাত। যেমনটি বাহারে শরীয়তে রয়েছে: অনেকে ডানে বা বামে সিঁথি করে থাকে, এটা সুন্নাতের পরিপন্থি। সুন্নাত হলো যে, যদি মাথায় চুল থাকে তবে মধ্যখানে সিঁথি করা আর অনেকে সিঁথি করে না বরং চুলকে সোজা রেখে দেয়, এটা রহিত কৃত সুন্নাত এবং ইহুদি খ্রীষ্টানদের পদ্ধতি। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৮৭)

এই সমস্ত হাদীসে মুবারাকা থেকে জানতে পারলাম যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা আপন মাথা মুবারকে পরিপূর্ন চুল রেখেছেন, বর্তমানে যে ছোট ছোট চুল রাখা হয়, এরূপ চুল রাখা সুন্নাত নয়, সুতরাং বিভিন্ন ধরনের কাট ছাট সম্বলিত চুল রাখার পরিবর্তে আমাদের উচিৎ যে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় নিজের মাথার চুল কানের অর্ধাংশ পর্যন্ত, কানের লতি পর্যন্ত বা এতো বড় চুল রাখুন, যাতে গর্দান ছুঁয়ে যায়।(১)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের সকল মুসলমানদেরকে সুন্নাত পরিপন্থি চুল রাখা এবং রাখানোর ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্তি দিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় চুল রাখার "**মাদানী মন-মানসিকতা**" দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রোগীকে দেখতে যাওয়ার মাদানী ফুল

যখন আমাদেরকোন মুসলমান ভাই অসুস্থ হয়ে যায়, তখন আমাদের সময় বের করে সেই ইসলামী ভাইকে দেখার জন্য অবশ্যই যাওয়া উচিৎ, কেননা কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যাওয়াও অনেক বড় প্রতিদান ও সাওয়াবের উপায়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا হতে বর্ণিত যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে এমন কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে

১. **মাদানী পরামর্শ:** ছোট মাদানী মুন্নাদের মাথা মুন্ডন করাও যাবে আর যদি সুন্নাতের নিয়্যতে চুল রাখতে চায়, তবে কানের অর্ধাংশের চেয়ে বড় রাখবেন না।

www.dawateislami.net

দেখতে গেলো, যার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসেনি এবং ৭ বার এই বাক্য বললো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে এই অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দান করবেন: اَسْئَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ অর্থাৎ আমি মহত্ববান, আরশের মালিক **আল্লাহ তায়ালার** নিকট তোমার জন্য রোগ মুক্তি কামনা করছি। (আবু দাউদ, ৩/২৫১, হাদীস নং- ৩১০৬)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী পাঞ্জেসূরায় রোগী দেখতে যাওয়ার সময়ের এই দোয়াও উল্লেখ করেছেন: لَابَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللهُ ط (বুখারী, ২/৫০৫, হাদীস নং- ৩৬১৬) অর্থাৎ কোন সমস্যা নেই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই রোগ গুনাহ থেকে পবিত্রকারী।

রোগীকে দেখতে যাওয়া সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী

১.... যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তবে আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে: "আনন্দিত হয়ে যাও যে, তোমার এই চলা ধন্য এবং তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো।" (ইবনে মাজাহ, ২/১৯২, হাদীস নং- ১৪৪৩)

২.... অসুস্থদের দেখতে যাও এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করো, এটা তোমাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। (মুসনাদে আহমদ, ৪/৪৭, হাদীস নং- ১১১৮০)

৩.... যে উত্তম পদ্ধতিতে ওযু করলো এবং সাওয়াবের আশায় আপন কোন অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে গেলো, তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্ব পর্যন্ত দূরে করে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, ৩/২৪৮, হাদীস নং- ৩০৯৭)

৪.... অসুস্থ ব্যক্তি যতক্ষণ সুস্থ হবেনা, ততক্ষণ তার কোন দোয়া রহিত হয় না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১৬৬, হাদীস নং- ১৯

৫.... যখন তুমি কোন অসুস্থ ব্যক্তির নিকট আসবে, তখন তাকে তোমার জন্য দোয়া করার আবদেন করো, কেননা তার দোয়া ফিরিশতাদের দোয়ার মতোই হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ, ২/১৯১, হাদীস নং- ১৪৪১)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে রোগী দেখার সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

❁-----❁-----❁

www.dawateislami.net

এক নযরে পঞ্চম অধ্যায়

আপনারা কি পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত নিম্ন লিখিত ৫৪টি প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছেন।

১. কোরআন ও সুন্নাত দ্বারা ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর ফযীলত বর্ণনা করুন।

২. ইলম হতেও কি উত্তম কোন বিষয় হতে পারে? যদি না থাকে তবে হাদীসে পাক দ্বারা প্রমাণ করুন।

৩. আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা বিশেষ করে সাহাবায়ে কিরামও কি ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ পোষণ করতেন?

৪. এই ফিৎনা-ফ্যাসাদের যুগে আজকালকার মুসলমানগণ কেন ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণায় পিছিয়ে?

৫. এটা কি সঠিক যে, ইলমে দ্বীনের পথের মুসাফির অর্থাৎ ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীরা শয়তানের জন্য আতঙ্ক স্বরূপ?

৬. এই বিষয়টি কি সঠিক যে, **আল্লাহ তায়ালা** শিশুদের কোরআন পাঠ করার কারণে দুনিয়াবাসীদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেন?

৭. শয়তান শিশুদেরকে কোরআনে কারীমের শিক্ষা অর্জন করা হতে বিরত রাখার জন্য কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করে? কয়েকটি পদ্ধতি বলুন।

৮. মাদরাসা ছাড়াও ঘরেও কি কোরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা আমাদের জন্য কি রহমত লাভের উপলক্ষ?

৯. আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা দৈনিক কতবার কোরআন তিলাওয়াত করতেন?

১০. আসলেই কি সন্তানের কোরআন পাঠ করা তাদের পিতা-মাতার গুনাহ ক্ষমা হওয়ার উপলক্ষ হতে পারে।

১১. এটা কি সঠিক যে, হাফিযে কোরআনের পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন মুকুট পরানো হবে?

১২. নেক সন্তান কি আসলেই সদকায়ে জারীয়া স্বরূপ?

১৩. নিয়্যত কাকে বলে?

www.dawateislami.net

১৪. যদি কোন আমল করার সময় একের অধিক নিয়্যত করে নেয়া হয়, তবে কি প্রত্যেক নিয়্যতের সাওয়াব পাওয়া যাবে?

১৫. নিয়্যতের ফযীলত সম্বলিত ৩টি বর্ণনা শুনান।

১৬. একা খাবার খেলে, তখন কিরূপ ভালো ভালো নিয়্যত করা যেতে পারে?

১৭. যদি একত্রে খাবার খায়, তবে কয়টি ভালো ভালো নিয়্যত করা যেতে পারে?

১৮. পানি পান করার পূর্বে কিরূপ ভালো ভালো নিয়্যত করা যেতে পারে?

১৯. চা পান করার নিয়্যত সমূহ বলুন।

২০. সুগন্ধি লাগানোর সময় কিরূপ ভালো ভালো নিয়্যত করা যেতে পারে?

২১. আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুগন্ধিকে কেন এতো বেশি পছন্দ করতেন?

২২. উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি লাগানো কি সুন্নাত?

২৩. মাথায়ও কি সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত?

২৪. যদি কেউ সুগন্ধি উপহার দেয়, তবে কি করা উচিৎ?

২৫. কার কিরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিৎ?

২৬. সুগন্ধি ধোঁয়া নেয়া কি সুন্নাত?

২৭. মিসওয়াকের শরয়ী মর্যাদা কি?

২৮. মিসওয়াক কতটুকু মোটা ও লম্বা হওয়া উচিৎ?

২৯. মিসওয়াকের আঁশগুলো কেমন হওয়া উচিৎ?

৩০. মিসওয়াক করা এবং ধরার পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন।

৩১. মিসওয়াক করার সময় কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ?

৩২. পাগড়ি শরীফের শরয়ী মর্যাদা কি?

৩৩. পাগড়ি শরীফের ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শুনান।

৩৪. পাগড়ি বাঁধার সময় কোন আদবের প্রতি সজাগ থাকা চাই?

৩৫. অতিথির আগমনে কি ঘরে কল্যাণ ও বরকত অবতীর্ণ হয়?

www.dawateislami.net

৩৬. এটা কি সঠিক যে, অতিথি আসার সময় নিজের রিযিক সাথে নিয়ে আসে আর যাওয়ার সময় বাড়ির কর্তার গুনাহ্ ক্ষমা হওয়ার উপলক্ষ্য হয়?

৩৭. ঐ হাদীস শরীফ শুনান, যাতে রয়েছে যে, ১০জন ফিরিশতা সারা বছর আপ্যায়ন কারীর ঘরে রহমত বন্টন করতে থাকে?

৩৮. অতিথিকে কি যাওয়ার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া কি সুন্নাত?

৩৯. চলাফেরার সুন্নাত এবং আদব বর্ণনা করুন।

৪০. সফর করতে হলে তখন তা কোন দিন থেকে শুরু করা উচিৎ?

৪১. সাধারণত সফর কোন সময় করা উচিৎ, রাতে নাকি দিনে?

৪২. যদি কয়েকজন ইসলামী ভাই মিলে কাফেলা আকারে সফর করে, তবে তাদের কি করা উচিৎ?

৪৩. সফরে যাত্রা করার সময় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে কি ভূল-ত্রুটির ক্ষমা চাওয়া উচিৎ?

৪৪. সফরে যাত্রা করার সময় পরিবারের নিরাপত্তার জন্য কি করা উচিৎ?

৪৫. যানবাহনে আরাম করে বসার পর কোন দোয়া পাঠ করা হয়?

৪৬. সফরের সময় কি করা উচিৎ?

৪৭. সফর থেকে ফিরে আসার পর কি করা উচিৎ?

৪৮. **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথাবার্তা বলার ধরণ সম্পর্কে কিছু বলুন।

৪৯. কথাবার্তা বলার সময় কোন বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা চাই?

৫০. কথাবার্তা বলার সময় কোন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ?

৫১. চুল রাখার সুন্নাত কি?

৫২. মাথার মাঝখানে সিঁথি করা কি সুন্নাত?

৫৩. যদি আমাদেরকোন মুসলমান ভাই অসুস্থ হয়ে যায়, তখন আমাদের কি করা উচিৎ?

৫৪. রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলত সম্পর্কে যেকোন ৩টি বর্ণনা শুনান।

www.dawateislami.net

ষষ্ঠ অধ্যায়

নৈতিকতা

এই অধ্যায়ে আপনারা পাবেন

মুসলমানদের সম্মানের মধ্যে পিতা-মাতা, বড় ভাই, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের সম্মান, অন্যদের মনে কষ্ট দেয়া ও রিয়াকারী থেকে বেঁচে থাকা, একনিষ্ঠতা অবলম্বন, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, হিংসা এবং বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভয়াবহতা থেকে দূরে থাকা সম্পর্কিত মৌলিক বিষয় সমূহ

www.dawateislami.net

মুসলমানের সম্মান

প্রশ্ন: মুসলমানদের সম্মান করার প্রেরণা উদ্বেলিত করতে আমাদের কি করা উচিৎ?

উত্তর: পূর্বেকার বুযুর্গগণের মাঝে ইহতিরামে মুসলিম তথা মুসলমানের প্রতি সম্মানের প্রেরণা পরিপূর্ণভাবে ভরা ছিলো। কোন অচেনা মুসলমান ভাইকে হঠাৎ কোন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের ক্ষতি মেনে নিতেন আর আজকাল তো ভাই ভাইকে লুন্টন করতেই ব্যস্ত। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** পূর্বেকার বুযুর্গদের কর্মকে চাঙ্গা করতে চায়। **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** হিংসা-বিদ্বেষ নিশ্চিহ্ন করে এবং ভালোবাসার সুধা পান করিয়ে থাকে। আমাদের উচিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় ইহতিরামে মুসলিম তথা মুসলমানের সম্মানের প্রেরণা জাগ্রত হবে। যদি এমন হয়ে যায় তবে আমাদের সমাজ আবারো একবার মদীনা মনুওয়ারার মন মাতানো সৌরভ, সুবাশিত ও সদা সতেজ রঙ বেরঙের ফুলের সমারোহে অপরূপ সাজে সজ্জিত মনোরম সুন্দর বাগানে পরিণত হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

তায়বাহ কে সেওয়া সব বাগ পা'মালে ফানা হোঙ্গে
দেখো গে ছমন ওয়ালো জব আ'হদে খাযাঁ আয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদানকারী জান্নাত হতে বঞ্চিত

প্রশ্ন: পিতা-মাতাকে সম্মান করার পরিবর্তে তাঁদের কষ্ট দেয়া কেমন?

উত্তর: পিতা-মাতা ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য রক্তের সম্পর্ক আত্মীয়রা সমাজে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ও সদ্যবহারের অধিকারী হয়ে থাকেন, কিন্তু আফসোস যে, এদিকে এখন ধ্যানই কম দেয়া হচ্ছে। অনেকে মানুষের সামনে যদিওবা খুবই বিনয়ী ও মিশুক প্রকৃতির ভাব দেখায়, কিন্তু নিজের ঘরে বিশেষকরে

www.dawateislami.net

পিতামাতার হকের ব্যাপারে শুধুই বদ মেজাজ ও অনৈতিক হয়ে থাকে। এমন লোকদের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য আরয করছি যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি হাদীসে পাকে যে তিন ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, তারা জান্নাতে যাবে না, তাদের মধ্য থেকে একজন হচ্ছে পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদানকারী। (মুসনাদে আহমদ, ২/৩৫১, হাদীস নং- ৫৩৭২)

বড় ভাইয়ের সম্মান

প্রশ্ন: আমাদের উপর কি বড় ভাইয়ের সম্মান করা আবশ্যক?

উত্তর: জি হ্যাঁ! মা-বাবার পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন; ভাই-বোনের প্রতিও সজাগ থাকা উচিত। পিতার পর দাদাজান ও বড় ভাইয়ের মর্যাদা, কেননা বড় ভাই পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বড় ভাইয়ের হক্ব ছোট ভাইয়ের উপর এমন, যেমন পিতার হক্ব সন্তানের উপর। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২১০, হাদীস নং- ৭৯৩৯)

আত্মীয়-স্বজনের সম্মান

প্রশ্ন: আত্মীয়-স্বজনের সাথে আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত?

উত্তর: সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে আমাদের সদ্ব্যবহার করা উচিত। যেমনটি বর্ণিত আছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার এটা পছন্দ যে, দীর্ঘায়ু ও রিযিকে প্রশস্ততা হোক এবং অপমৃত্যু দূর হয়ে যাক, সে যেনো **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে।"

(মুস্তাদরাক হাকেম, ৫/২২২, হাদীস নং- ৭৩৬২)

প্রতিবেশীর সম্মান

প্রশ্ন: প্রতিবেশীর সাথে আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত?

উত্তর: প্রত্যেকেরই উচিত প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং শরয়ী কোন কারণ ছাড়া তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কার্পন্য না করা। আফসোস! বর্তমানে প্রতিবেশীদের খবরই কেউ নেয় না। অথচ প্রতিবেশীর গুরুত্বের জন্য এটাই

www.dawateislami.net

যথেষ্ট, মানুষ যদি এটা জানতে চায় যে, সে অমুক কাজটা কি ভালো করেছে নাকি মন্দ, তখন দেখবে যে, তার কাজ সম্পর্কে প্রতিবেশীরা কি বলে? যেমনটি এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করলো: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এটা কিভাবে বুঝবো যে, আমি ভালো কাজ করেছি নাকি খারাপ? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তুমি প্রতিবেশীদেরকে এরূপ বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো কাজ করেছো, তবে নিশ্চয় তুমি ভাল কাজ করেছো আর যখন এরূপ বলতে শুনবে যে, তুমি মন্দ কাজ করেছো, তবে নিশ্চয় তুমি মন্দ কাজ করেছো।" **(ইবনে মাজাহ, ৪/৪৭৯, হাদীস নং- ৪২২৩)**

বন্ধু-বান্ধব ও সফর সঙ্গীদের সম্মান

প্রশ্ন: বন্ধু-বান্ধব ও সফর সঙ্গীদের সাথে আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর: ট্রেন বা বাস ইত্যাদিতে যদি সিট কম হয়, তবে এরূপ হওয়া উচিৎ নয় যে, কেউ বসে থাকবে আর কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সফর করবে। বরং এটা হওয়া উচিৎ যে, সবাই পালাক্রমে বসবে এবং কষ্ট করে দাঁড়িয়ে সাওয়াব অর্জন করবেঅ যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: বদর যুদ্ধে প্রতি উটের বিপরীতে তিনজন ব্যক্তি ছিলো, সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আবু লুবাবা ও হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহনের সাথে শরীক ছিলেন। উভয় ব্যক্তিত্বের বর্ণনা হচ্ছে যে, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো তখন আমরা উভয়ে আরয করতাম যে, **হুযুর**! আপনিই আরোহন রত থাকুন, **হুযুরে**র পরিবর্তে আমরা পায়ে হেঁটে চলবো। ইরশাদ করলেন: "তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও আর তোমাদের মতো আমিও সাওয়াবের অপ্রত্যাসিত নই।" **(শরহুস সুন্নাহ, ৫/৫৬৫, হাদীস নং- ২৬৮০)** (অর্থাৎ আমারও সাওয়াব প্রয়োজন, তবে আমিও কেন পায়ে হেঁটে চলবো না)

www.dawateislami.net

অপরকে সাহায্য করা

প্রশ্ন: মুসলমান হিসাবে কি আমাদের অপরের দুঃখ কষ্টে সাহায্য করা উচিত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা**র কোটি কোটি দয়া যে, **তিনি** আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় আঁচল দান করেছেন। সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা আপন মুসলমান ভাইয়ের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করা এবং আপন ইসলামী ভাইকে সাহায্য করা। যেমনটি

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করে দিবে, আমি তার মিযানের নিকট দাঁড়িয়ে যাবো, যদি ওজন বেশী হয়ে যায় তবে তো ঠিক আছে, অন্যথায় আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৮৯, হাদীস নং- ৯০৩৮) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের চাহিদা পূরণে বের হয়, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে **আল্লাহ তায়ালা** ৭০টি নেকী লিখে দিবেন এবং ৭০টি গুনাহ মুছে দিবেন আর যদি ঐ অভাবগ্রস্থ মুসলমানের অভাব তার মাধ্যমে পূরণ হয়ে যায়, তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যেমন সেই দিন ছিলো, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো। যদি সে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/২৬৪, হাদীস নং- ১৩)

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আপন মুসলমান ভাইকে সাহায্যকারীরা কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমাদেরও উচিত যে, আমরা যেনো আমাদের ইসলামী ভাইদের সাহায্য করতে থাকি।

www.dawateislami.net

মনকষ্ট দেয়া

প্রশ্ন: মুসলমান হিসাবে কি আমাদের অপরকে মনে কষ্ট দেয়া উচিত?

উত্তর: জি না! কখনোই আমাদেরকোন ইসলামী ভাইয়ের মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। কেননা পরিপূর্ণ মুসলমান সেই, যার মুখ ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমান সেই, যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫ {৪১})

প্রশ্ন: অপরের মনে কষ্ট দেয়া কি জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! অপরের মনে কষ্ট দেয়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "দোযখবাসীদেরকে চুলকানীতে লিপ্ত করিয়ে দেয়া হবে, তা এত বেশি চুলকাবে যে, তাদের চামড়া খসে পড়ার কারণে হাঁড়সমূহ দেখা যাবে, তখন তারা বলবে: ইয়া **আল্লাহ**! কোন কারণে আমরা এই বিপদে লিপ্ত? তখন তাদের উত্তর দেয়া হবে: তোমরা মুসলমানদের মনে কষ্ট দিতে।"

(দূররে মনসুর, ২২ পারা, সূরা আহযাব, ৬/৬৫৭, ৫৮ নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রশ্ন: অপরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা কি আমাদের জান্নাতের অধিকারী করতে পারে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! অপরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, আমাদেরকে জান্নাতের অধিকারী বানাতে পারে। সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেনো আমাদের মুসলমান ভাইকে মুখ বা হাত কোন কিছু দ্বারা কষ্ট না দিই বরং তাকে প্রত্যেক প্রকারের কষ্ট থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে চলাফেরা করতে দেখেছি, যে রাস্তা থেকে এমন একটি গাছ কেটে দিয়েছে, যা মুসলমানদের কষ্টের কারণ ছিলো।" (মুসলিম, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৭ {১৯১৪}) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

www.dawateislami.net

করেন: যে মুসলমানদের রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য নেকী লিখে দিবেন এবং যার নেকী কবুল হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী, ১৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৩)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপন মুসলমান ভাইয়ের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর কিরূপ ফযীলত যে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য নেকী লিখে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করাটা সহজ করে দেন। আমাদেরও উচিত যে, আমরা যেনো আমাদের ইসলামী ভাইদেরও কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করা, যাতে **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় আর যদি কেউ আমাদের কষ্ট দিয়ে থাকে, তবে আমাদেরও তাকে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্ষমা করে দেয়া উচিত, কেননা আপন মুসলমান ভাইদের ক্ষমা করারও অনেক ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। যেমনটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ক্ষমা করে দেয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** মানুষের সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।"

(মুসলিম, ১৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯ {২৫৮৮})

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আমাদেরও আপন মুসলমান ভাইদেরকে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্ষমা করে দেয়া উচিত, হতে পারে যে, আমাদের এই আমলই **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কবুল হয়ে যায় আর **আল্লাহ তায়ালা** কাল কিয়ামতের দিন আমাদের ত্রুটিসমূহও ক্ষমা করে আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

লৌকিকতা

লৌকিকতার সংজ্ঞা

প্রশ্ন: লৌকিকতা (রিয়া) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: লৌকিকতা (রিয়া) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লোক দেখানো, অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত বা নেক আমলের মাধ্যমে মানুষের নিকট নিজের সম্মান ও প্রসিদ্ধির

www.dawateislami.net

আশা করা যে, আমার এই আমল দেখে লোকজন আমাকে বাহবা দিক, লোকজন আমাকে ভালো ও নেককার মনে করুক। লোক দেখানো ইবাদতকারীকে "লৌকিকতাকারী" (রিয়াকারী) বলা হয়।

লৌকিকতাকারীর হতাশা

প্রশ্ন: লৌকিকতা (রিয়া) কি জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো আমলের অন্তর্ভূক্ত?

উত্তর: জি হ্যাঁ! লৌকিকতা (রিয়া) জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো আমলের অন্তর্ভূক্ত। যেমনটি কিয়ামতের দিন কিছু লোককে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে, এমনকি যখন তারা জান্নাতের নিকটে পৌঁছে এর সুঘ্রাণ নিবে এবং এর প্রাসাদ সমূহ ও জান্নাতবাসীর জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র প্রস্তুতকৃত নেয়ামত সমূহ দেখে নিবে, তখন ঘোষণা করা হবে: তাকে ফিরিয়ে দাও, কেননা জান্নাতে তার কোন অংশ নাই। তখন সে এতই হতাশাগ্রস্থ হয়ে ফিরে যাবে, যেভাবে পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা পায়নি, অতঃপর সে আরয করবে: **হে আল্লাহ**! যদি তুমি ঐ নেয়ামত দেখানোর পূর্বেই আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিতে, যা তুমি তোমার প্রিয় বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করেছো, তা আমার জন্য অধিক সহজ হতো। তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: দূর্ভাগা! আমি ইচ্ছা করেই তোমার সাথে এরূপ করেছি, যখন তুমি একাকী থাকতে তখন আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আর যখন মানুষের সামনে থাকতে তখন আমার দরবারে নম্রতার সহিত উপস্থিত হতে, তাছাড়া লোকজনকে দেখানোর জন্য আমল করতে আর তোমার অন্তরে আমার সম্পর্কে এর একেবারেই বিপরীত অবস্থা হতো, মানুষকে ভালবাসতে আর আমাকে ভালবাসতে না, মানুষকে সম্মান করতে আর আমাকে সম্মান করতে না, মানুষের জন্য আমল ছেড়ে দিতে কিন্তু আমার জন্য মন্দ কাজ ছাড়তে না, আজ আমি তোমাকে আপন সাওয়াব হতে বঞ্চিত করার পাশাপাশি আমার লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির মজা বুঝাবো। (আল মু'জামুল আওসাত, ৪/১৩৫, হাদীস নং- ৫৪৭৮)

www.dawateislami.net

লৌকিকতা ও লৌকিকতাকারী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী

আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাওয়া

লোক দেখানোর জন্য ইবাদতকারীর আমল নষ্ট হয়ে যায়। কোরআনে মজীদে ইরশাদ হচ্ছে:

يَآيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُبۡطِلُوۡا صَدَقٰتِكُمۡ بِالۡمَنِّ وَالۡاَذٰى ۙ كَالَّذِىۡ يُنۡفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমাদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিওনা খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আপন ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে।

দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দানকারী দূর্ভাগাদের আমলসমূহ নষ্ট হওয়া সম্পর্কে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

مَنۡ كَانَ يُرِيۡدُ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا وَزِيۡنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيۡهِمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فِيۡهَا وَهُمۡ فِيۡهَا لَا يُبۡخَسُوۡنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِيۡهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۶﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১৫,১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও সাজ-সজ্জা কামনা করে, আমি তাতে তাদের (কৃতকর্মের) পূর্ণ-ফল দিয়ে দিবো এবং এর মধ্যে কম দেয়া হবে না, এরা হচ্ছে ঐ সব লোক, যাদের জন্য পরলোকে কিছুই নেই, কিন্তু আগুনই এবং নিষ্ফল হয়েছে, যা কিছু ওখানে করতো এবং বিলীন হয়েছে যা তাদের কৃতকর্ম ছিলো।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا বলেন: এই আয়াতে মুবারাকা লৌকিকতাকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১২ পারা, সূরা হুদ, ৪/১০৮, ১৫ নং পাদটিকা)

শয়তানের বন্ধু

মানুষের মাঝে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয়কারী লৌকিকতাকারীকে শয়তানের বন্ধু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনটি ৫ম পারা, সূরা নিসায় ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যারা আপন ধন-সম্পদ মানুষ কে দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং ঈমান আনেনা **আল্লাহ**র উপর আর না কিয়ামতের উপর এবং যার সঙ্গী হয়েছে তবে সে কতই মন্দ সাথী।

লৌকিকতাকারীদের স্থান

লোক দেখানো নামায আদায়কারী দূর্ভাগার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যেমনটি ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴿۵﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ﴿۶﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿۷﴾

(পারা ৩০, সূরা মাউন, আয়াত ৪-৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং ঐ নামাযীর জন্য অনিষ্ট রয়েছে, যারা আপন নামায থেকে ভূলে বসেছে ঐ সব ব্যক্তি যারা লোক দেখানো ইবাদত করে এবং প্রয়োজনীয় ছোট খাট সামগ্রী চাইলে দেয় না।

লৌকিকতা ও লৌকিকতাকারী সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী

১.... আমার তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশী 'শিরকে আসগর' অর্থাৎ লোক দেখানোতে লিপ্ত হওয়ার ভয় হয়, **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন কিছু লোককে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার সময় ইরশাদ করবেনঃ ঐ লোকদের নিকট যাও, যাদের দেখানোর জন্য দুনিয়ায় তোমরা ইবাদত করেছিলে এবং দেখো! তোমরা তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কিনা।

(মুসনাদে আহমদ, ৯/১৬০, হাদীস নং- ২৩৬৯২)

২.... **আল্লাহ তায়ালা** ঐ আমল কবুল করেন না, যাতে সরিষার দানার পরিমাণও লৌকিকতা থাকে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৪৭, হাদীস নং- ৫৪)

৩.... **আল্লাহ তায়ালা** সকল লৌকিকতাকারীর জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

(জামেউল আহাদীস, ২/৪৭৬, হাদীস নং- ৬৭২৫)

৪.... যে **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কাউকে দেখানো জন্য ইবাদত করলো, বাস্তবে সে **আল্লাহ তায়ালা**র দয়াময় দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেলো।

(আল মু'জামুল কবীর, ২২/৩১৯, হাদীস নং- ৮০৫)

www.dawateislami.net

৫.... কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহীদের বিচার হবে, যখন তাকে ডাকা হবে, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আপন নেয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন, সে নেয়ামত সমূহের কথা স্বীকার করবে, তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "তুমি এই নিয়ামত সমূহের পরিবর্তে কি করেছো?" সে আরয করবে: "আমি তোমার পথে জিহাদ করেছি, এমন কি শহীদ হয়েছি।" তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি এজন্যই জিহাদ করেছো যে, তোমাকে বাহাদুর বলা হবে এবং তা তোমাকে বলা হয়েছে।" অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** তার ব্যাপারে, জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিবেন, তখন তার অধঃমুখে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, যে **ইলম শিখে, শিখায় এবং কোরআনে করীম পড়ে,** সে আসলে তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাকেও আপন নেয়ামত সমূহের স্মরণ করিয়ে দিবেন, সেও নেয়ামত সমূহের কথা স্বীকার করবে, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "তুমি এই নিয়ামত সমূহের পরিবর্তে কি করেছো?" সে আরয করবে: "আমি ইলম শিখেছি, শিখিয়েছি এবং তোমার জন্য কোরআনে করীম পড়েছি।" **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি ইলম এই জন্য শিখেছো, যেনো তোমাকে আলিম বলা হয় এবং কোরআনে করীম এই জন্য পড়েছো, যেনো তোমাকে ক্বারী বলা হয় আর তা তোমাকে বলা হয়েছে।" অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে, তখন তাকেও অধঃমুখে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। অতঃপর এক ধণী ব্যক্তিকে আনা হবে, যাকে **আল্লাহ তায়ালা** অনেক সম্পদ দান করেছিলেন, তাকে এনে নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করানো হবে, সেও নেয়ামত সমূহের কথা স্বীকার করে নিবে, অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "তুমি এই নেয়ামত সমূহের পরিবর্তে কি করেছো?" সে আরয করবে: "আমি তোমার পথে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে ব্যয় করেছি।" তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি তা এজন্যই করেছো, যেনো তোমাকে দানশীল

www.dawateislami.net

বলা হয়, আর তা বলা হয়েছে।” অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে, তখন তাকেও অধঃমুখে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। (মুসলিম, ১০৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫২ {১৯০৫})

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! মানুষের নিকট তিনটি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান বস্তু থাকে, যাকে সে অনেক বেশী ভালবাসেঃ (১) প্রান (২) সময় (অর্থাৎ জীবন) এবং (৩) সম্পদ। এই হাদীসে পাকে ঐ তিনটি জিনিসকেই উৎসর্গ করা হয়েছে অর্থাৎ শহীদ নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে, আলিম ও ক্বারী সারা জীবন ইলম ও কোরআন শিখা শিখানোর জন্য উৎসর্গ করেছে এবং দানশীল ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন লৌকিকতার কারণে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে এসব আমল কবুল হবেনা বরং তাদের অধঃমুখে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

লোক দেখানো নামায

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মাদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ কিমীয়ায়ে সা'দাতে উদ্ধৃতি করেন যে, এক বুযুর্গ বলেনঃ আমি ত্রিশ বছরের নামায কাযা আদায় করেছি, যা আমি সর্বদা প্রথম কাতারে আদায় করতাম। এর কারণ হলো যে, একদিন কোন কারণে আমার দেরী হয়ে গেলো, তখন শেষ কাতারে জায়গা পেলাম। আমি আমার অন্তরে এই বিষয়ে লজ্জা অনুভব করেছি যে, লোকে কি বলবে, সে আজ এতো দেরী করে এলো? তখনই আমি বুঝলাম যে, এসব কিছু লোক দেখানোর জন্যই ছিলো যে, তারা যেনো আমাকে প্রথম কাতারেই দেখে। সুতরাং আমি এই সকল নামায পূনরায় পড়লাম। (কিমীয়ায়ে সা'দাত, ২/৮৭৬)

www.dawateislami.net

একনিষ্ঠতা

প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে, সে যেনো **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত ও নেক আমলের মধ্যে লৌকিকতার মতো গুনাহকে অন্তর্ভূক্ত না করে বরং যা-ই নেক আমল করে বিশেষ করে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালাকে** সন্তুষ্ট করার জন্যই করে, কেননা একনিষ্ঠতা একেই বলা হয় আর মনে রাখবেন যে, একনিষ্ঠতা সম্পন্ন নেকীই **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে গৃহীত হয়ে থাকে।

একনিষ্ঠতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী

একনিষ্ঠ মু'মিনের উদাহরণ

কোরআনে পাকে একনিষ্ঠ মু'মিনের উদাহরণ এই শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে:

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۶۵﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ **আল্লাহর** সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় ব্যয় করে এবং নিজেদের আত্মা দৃঢ় করণার্থে সেই বাগানের ন্যায়, যা কোন উচ্চ ভূমির উপর (অবস্থিত) সেটার উপর প্রবল ভারিপাত না হয়, তবুও শিশিরই যথেষ্ট এবং **আল্লাহ** তোমাদের কর্ম প্রত্যেক্ষ করেছেন।

সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফানে এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় লিখেন: এটা একনিষ্ঠ মু'মিনের আমলের একটা উদাহরণ, কেননা যেভাবে উচ্চ ভূমির উর্বর জমির বাগানে সর্বাবস্থায় অধিক ফসল ফলে, চাই বৃষ্টি কম হোক কিংবা বেশী! অনুরূপভাবে একনিষ্ঠ মু'মিনের সদকা ও **আল্লাহর** পথে ব্যয়, হোক তা কম বা বেশী, **আল্লাহ পাক** তা বৃদ্ধি করে দেন এবং **তিনি** তোমাদের নিয়্যত ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে অবগত।

www.dawateislami.net

একনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী

১.... যে দুনিয়া হতে এই অবস্থায় গেলো যে, **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য নিজের সকল আমলে একনিষ্ঠ ছিলো এবং নামায, রোযা যথাযথ ভাবে আদায় করতো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর সন্তুষ্ট। (মুস্তাদরাক, কিতাবুত তাফসীর, ৩/৬৫, হাদীস নং- ৩৩৩০)

২.... **আল্লাহ তায়ালা** ঐ আমলই পছন্দ করেন, যা একনিষ্ঠতার সহিত **তাঁর** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়ে থাকে। (নাসায়ী, ৫১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১৩৭)

৩.... হে লোকেরা! **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য একনিষ্ঠতার সহিত আমল করো, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ঐ আমলই কবুল করেন যা **তাঁর** জন্য একনিষ্ঠতার সহিত করা হয়ে থাকে এবং এটা বলো না যে, আমি এই কাজ **আল্লাহ তায়ালা** এবং আত্মীয়-স্বজনের কারণেই করেছি। (দারে কুতনী, ১/৭৩, হাদীস নং- ১৩০)

৪.... নিজের দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে যাও, অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট। (মুস্তাদরাক, ৫/৪৩৫, হাদীস নং- ৭৯১৪)

৫.... যখন শেষ জামানা আসবে, তখন আমার উম্মত তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি দল একনিষ্ঠ ভাবে **আল্লাহ তায়ালা**রই ইবাদত করবে, আরেকটি দল লোক দেখানোর জন্য **আল্লাহ**র ইবাদত করবে এবং তৃতীয় দলটি এই জন্যই ইবাদত করবে, যেনো তারা মানুষের সম্পদ গ্রাস করে নিতে পারে। যখন **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাদে কে উঠাবেন, তখন লোকদের সম্পদ গ্রাসকারীকে বলবেন: আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমার ইবাদত দ্বারা তুমি কি চাইতে? তখন সে আরয করবে: তোমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমি তো শুধু মানুষের সম্পদ গ্রাস করতে চাইতাম। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: তুমি যা কিছু জমা করেছো, তা তোমাকে কোন উপকার দেয়নি। একে দোযখে নিক্ষেপ করো। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** লোক দেখানো ইবাদতকারীকে বলবেন: আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমার ইবাদত দ্বারা তোমার কি ইচ্ছা ছিলো? সে আরয করবে: তোমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! মানুষকে দেখানো। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: এর

কোন নেকী আমার দরবারে কবুল হয়নি, তাকে দোযখে নিক্ষেপ করো। অতঃপর একনিষ্ঠভাবে আপন ইবাদতকারীকে বলবেন: আমার সম্মান ও আমার মহত্ত্বের শপথ! আমার ইবাদত দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি ছিলো? সে আরয করবে: তোমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তো তুমিই আমার চেয়ে অধিক জানো, আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: আমার বান্দা সত্য বলেছে, একে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও। (আল মুজামুল আওসাত, ৪/৩০, হাদীস নং- ৫১০৫)

❁------❁------❁

মিথ্যা

প্রশ্ন: মিথ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: ঘটনার বিপরীত কথা বলাকে মিথ্যা বলে। (হাদীকাতুন নাদীয়া, ২/২০০)

প্রশ্ন: সর্বপ্রথম মিথ্যা কে বলেছিলো?

উত্তর: সর্বপ্রথম মিথ্যা বলেছিলো শয়তান, মিথ্যা বলে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে গন্দুমে দানা খাইয়েছিলো।

প্রশ্ন: মিথ্যা বলার মতো কি মিথ্যা লিখাও গুনাহ?

উত্তর: জি হ্যাঁ! মিথ্যা লিখাও গুনাহ।

প্রশ্ন: এপ্রিল ফুল পালন করা কেমন?

উত্তর: এপ্রিল ফুল পালন করা গুনাহ এবং এটা বোকা ও নির্বোধদের রীতি। পহেলা এপ্রিল লোকজনকে মিথ্যা কথা বলে বা মিথ্যা সংবাদ লিখে হাসি ঠাট্টা করা হয়ে থাকে, যা নাজায়িয ও গুনাহ, সুতরাং এই নাজায়িয ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা খুবই প্রয়োজন।

প্রশ্ন: অনেক শিশু কথায় কথায় শপথ করে থাকে, এই ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: কথায় কথায় শপথ করা মন্দ অভ্যাস, কেননা অধিকহারে শপথ করা মিথ্যুকের নিদর্শন।

প্রশ্ন: মিথ্যা শপথ করা কেমন?

www.dawateislami.net

উত্তর: মিথ্যা শপথ করা নাজায়িয, গুনাহ ও শয়তানের কাজ, আমাদের এই গুনাহ থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন: মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কৌতুক শুনানো কেমন?

উত্তর: মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কৌতুক শুনানোও নাজায়িয ও গুনাহ, এসব কারণে **আল্লাহ তায়ালা** অসন্তুষ্ট হন। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ধ্বংস তার জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস। (তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৪২, হাদীস নং-২৩২২) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে বান্দা শুধুমাত্র এই জন্যই কথা বলে যে, মানুষকে হাসাবে, তবে এই কারণে সে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তি দূরত্ব থেকেও বেশী দূরে (জাহান্নামে) গিয়ে পরবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২১৩, হাদীস নং- ৪৮৩২)

প্রশ্ন: অনেক শিশু কৌতুক এবং মিথ্যা গল্প কাহিনীর বই পড়ে থাকে, এর ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: এমন বই পড়া ঠিক নয়, কেননা এমন বিষয় শিশুদের মাঝে উদাসীনতা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন: ঠাট্টা করে কি মিথ্যা কথা বলা যাবে?

উত্তর: জি না! ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলা হারাম।

প্রশ্ন: অনেক পিতা-মাতা শিশুদের ভয় দেখানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে থাকে যে, অমুক জিনিস আসছে বা মন ভোলানোর জন্য বলে থাকে যে, এদিকে আসো, আমি তোমাকে অনেক কিছু দিবো, কিন্তু আসলে এরূপ কিছুই দেয়না, এর বিধান কি?

উত্তর: এটাও মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত এবং হারাম ও গুনাহ।

প্রশ্ন: অনেক শিশু মিথ্যা স্বপ্নের গল্প শুনাতে থাকে, এর ব্যাপারে বিধান কি?

উত্তর: মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা কঠোর হারাম এবং গুনাহ। এরূপ মিথ্যুকদের কিয়ামতের দিন 'যব' এর দুটি দানার মধ্যে গিট্টু লাগানোর মতো কষ্ট দেয়া হবে আর সে কখনোই গিট্টু লাগাতে পারবে না এবং এইভাবে শাস্তি পেতে থাকবে। (তিরমিযী, ৪/১২৫, হাদীস নং- ২২৯০)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: এই বিষয়টি কি সঠিক যে, মিথ্যুকের মুখ হতে দূর্গন্ধ বের হয়?

উত্তর: জি হ্যাঁ! মিথ্যুকের মুখ হতে এমন খারাপ দূর্গন্ধ বের হয় যে, ফিরিশতারা এক মাইল দূরে চলে যায়। (তিরমিযী, ৩/৪০০, হাদীস নং- ২০০০)

প্রশ্ন: মিথ্যা বলার প্রভাব কি অন্তরেও পরে থাকে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! মিথ্যা বলাতে অন্তর কালো হয়ে যায়, সুতরাং মিথ্যা বলা হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন: মিথ্যুক পরকালে কি শাস্তি ভোগ করবে?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে মিথ্যুকের এই শাস্তি দেখানো হয়েছে যে, তাকে উপুড় করে শোয়ানো হলো এবং এক ব্যক্তি লোহার দন্ড নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে ছিলো আর এক দিক থেকে তার গাল চিমটি দিয়ে ধরে পেছনের দিক পর্যন্ত কেটে নেয়া হয়, অনুরূপভাবে চোখ এবং নাকের ছিদ্রে লোহার দন্ড ঢুকিয়ে কেটে পেছনের দিক পর্যন্ত নিয়ে যায়। যখন এক পার্শ্বে এই কাজ সম্পন্ন হয় তখন অপর পার্শ্বে চলে আসে আর এই কাজই করত, এই সময়ে পূর্বের স্থান আসল অবস্থায় ফিরে আসে, অতঃপর পূর্বের স্থানকে এভাবেই কেটে ফেলা হলো।। মিথ্যুকের এই শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। (বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, ১/৪৬৭, হাদীস নং- ১৩৮৬)

প্রশ্ন: শিশুদের মিথ্যা বলার কয়েকটি উদাহরণ দিন।

উত্তর: শিশুদের মিথ্যা বলার কয়েকটি উদাহরণ হলো:

❁... যদি আম্মাজান সকালে মাদরাসায় যাওয়ার জন্য ঘুম থেকে উঠায় তখন মিথ্যা বাহানার আশ্রয় নেয় যে, আমার শরীর ভালো না, আমার মাথা ব্যাথা করছে, আমার পেট ব্যাথা করছে।

❁... অনুরূপভাবে যখন তাদের মাদরাসার পড়া শিখার জন্য বলা হয় তখন মিথ্যা বাহানা উপস্থাপন করে দেয় যে, আমার ঘুম আসছে, আমার অমুক ব্যাথা করছে।

❁... এমনিভাবে যখন এক শিশু আরেক শিশুর সাথে লড়াই-ঝগড়া করে বা কাউকে মারে তখন জিজ্ঞাসা করাতে মিথ্যা বলে দেয় যে, আমি তো মারিনি।

www.dawateislami.net

❋... সাধারণত পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ক্ষতিকারক জিনিস খেতে নিষেধ করেন এবং মহল্লার অসৎ ছেলের সাথে চলাফেরা করতেও নিষেধ করেন, কিন্তু শিশুরা তা মানে না এবং পিতা-মাতা যখন জিজ্ঞাসা করে তখন মিথ্যা বলে দেয়।

প্রশ্ন: মিথ্যা বলার কয়েকটি ক্ষতি বর্ণনা করুন।

উত্তর: মিথ্যা বলার কয়েকটি ক্ষতি হলো:

❋... মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ ❋... মিথ্যার কারণে নেকী নষ্ট হয়ে যায়।

❋... মিথ্যা মুনাফিকের নিদর্শন। ❋...মিথ্যা বলাতে গুণাহ বৃদ্ধি পায়।

❋... মিথ্যা জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল।

❋... মিথ্যা বলাতে রিযিক কমে যায়। ❋...মিথ্যার কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়।

❋... **আল্লাহ তায়ালা** মিথ্যুকের উপর অভিশাপ বর্ষন করেছেন।

❋... মিথ্যা বলা কাফের, মুনাফিক এবং ফাসিকদের অভ্যাস।

❋... মিথ্যুককে পরকালে ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করা হবে যে, চিমটি দিয়ে তার গাল, চোখ এবং নাক কেটে দেয়া হবে।

❋... মিথ্যুককে **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একেবারেই পছন্দ করেন না।

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! সত্য অন্তরে তাওবা করে নিন যে, আগামীতে কখনোই কারো সাথে মিথ্যা বলবো না। মিথ্যা শপথও করবো না, মিথ্যা কৌতুক শুনবোও না শুনাবোও না, মিথ্যা কাহিনী এবং মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবো না আর ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলবো না। ব্যস সর্বদা সত্য কথা বলবো, কেননা সত্যই হচ্ছে জান্নাতের পথ এবং **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে মিথ্যার গুনাহ হতে নিরাপদ ও মুক্ত রাখো, আমাদেরকে সর্বদা সত্য বলার তৌফিক দান করো এবং আমাদের মুখের সকল বিপদাপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুখের কুফলে মদীনা লাগানোর তৌফিক দান করো।

বো'লো না ফুযুল আউর রহি নিচি নেগাহে
আ'খো কা যবান কা দে খোদা কুফলে মদীনা

❋-----❋-----❋

www.dawateislami.net

গীবত

গীবতের সংজ্ঞা এবং এর শরয়ী বিধান

প্রশ্ন: গীবত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: গীবত করা নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এর উদ্দেশ্য নিচের তিনটি বাণী দ্বারা বুঝুন:

❁... একবার আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কি জানো গীবত কি?" আরয করা হলো: **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালো জানেন। ইরশাদ করলেন: (গীবত হলো যে) তোমার আপন ভাইয়ের আলোচনা এমনভাবে করা, যা সে অপছন্দ করে। আরয করা হলো: যদি সেই বিষয়টি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে? ইরশাদ করলেন: "যে বিষয়টি তোমরা বলছো যদি তা তার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তবে তোমরা তার গীবত করেছো আর যদি তা তার মাঝে না থাকে, তবে তোমরা তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছো।

(মুসলিম, ১৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭০ {২৫৮৯})

❁... বাহারে শরীয়তে রয়েছে: গীবতের অর্থ এটাই যে, কোন ব্যক্তির গোপন ত্রুটিকে (যা সে অপরের সামনে প্রকাশ হওয়াটা অপছন্দ করে) তার মন্দ আলোচনা হিসেবে উল্লেখ করা। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৩২)

❁... ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: মানুষের এমন কোন দোষ ত্রুটি উল্লেখ করা, যা তার মাঝে রয়েছে, তবে তাকে গীবত বলা হয়, সেই দোষ ত্রুটি হোক তার দ্বীন, দুনিয়া, বংশ, চরিত্র, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, খাদেম, গোলাম, পাগড়ি, পোশাক, আচরণ, বাসস্থান, মুচকি হাসি, উম্মত্ততা, অভদ্রতা এবং ভদ্রতা ইত্যাদি যেকোন এমন বিষয়ে হওয়া, যা তার সাথে তার সম্পর্কিত।

শরীরের সাথে সম্পৃক্ত গীবতের উদাহরণ: অন্ধ, ল্যাংড়া, টাকলু, খাটো, লম্বা, কালো এবং হলদে বর্ণের বলা।

www.dawateislami.net

দ্বীনি বিষয়ে গীবতের উদাহরণঃ ফাসেক, চোর, বিশ্বাস ঘাতক, অত্যাচারী, নামাযে অলসতাকারী এবং পিতা-মাতার অবাধ্য ইত্যাদি বলা। বলা হয়ে থাকে যে, গীবতে খেজুরের মিষ্টতা এবং মদের মতো তীক্ষ্মতা ও আনন্দ থাকে। **আল্লাহ তায়ালা** এই আপদ থেকৈ আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করো।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/২৪ ও ২৫)

মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া

প্রশ্নঃ কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পারে?

উত্তরঃ জি না! এমন কেই নেই, যে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করে। তবে! অনেক অপরিণামদর্শী (ঐ লোক যাদের নিজের পরকাল সম্পর্কে চিন্তা নেই) গীবতের মতো ঘৃণিত গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেনো নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খেয়ে চলছে। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর একে অপরের গীবত করো না, কেউ কি এ বিষয়টি পছন্দ করবে যে, সে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তুতঃ এটা তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে না।

গীবতের ধ্বংসলীলা

গীবতের অসংখ্য ক্ষয়-ক্ষতি থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

❁... গীবত এবং চুগলখোরী ঈমানকে এমনভাবে ঝড়িয়ে দেয়, যেমনিভাবে রাখাল গাছ (এর পাতা) ঝাড়ে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৩৩২, হাদীস নং- ২৮)

❁... গীবতকারী জাহান্নামে বানরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে।

(তাম্বীহুল মুগতারীন, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

❁... মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গমন এমন এক গোত্রের নিকেট দিয়ে হয়েছিলো, যারা নিজেদের চেহেরা এবং বক্ষকে তামার নখ দ্বারা আছড়াচ্ছিলো। জিজ্ঞাসা করাতে জানলাম যে, এরা মৃত মানুষের মাংস খেতো (অর্থাৎ গীবত করতো)। (আবু দাউদ, ৪/৩৫৩, হাদীস নং- ৪৮৭৮)

www.dawateislami.net

মুখ থেকে মাংস বের হলো

প্রশ্ন: এরূপ কোন ঘটনা বর্ণিত আছে কি, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গীবতকারীরা আসলেই মৃত ভাইয়ের মাংস খায়?

উত্তর: জি হ্যাঁ! হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان একদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: যতক্ষন পর্যন্ত আমি অনুমতি দিবো না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্য থেকে কেউও ইফতার করবে না। লোকেরা রোযা রাখলো। যখন সন্ধ্যা হলো তখন সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এক এক করে বরকতময় দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করতে লাগলো: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি রোযা রেখেছি, আমাকে অনুমতি দিন, যেনো আমি ইফতার করতে পারি। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অনুমতি দিয়ে দিতেন। এক সাহাবী উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে এবং তারা **আপনার** দরবারে উপস্থিত হতে লজ্জাবোধ করছে, তাদেরকে অনুমতি দিন, তারাও যেনো ইফতার করে নেয়। **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর থেকে চেহেরা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন। তিনি আবারো আরয করলেন, **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবারও চেহেরা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন, তিনি আবারো একই কথা বলতে লাগলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবারো চেহেরা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন, অতঃপর **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করে) ইরশাদ করেন: তারা দুজনই রোযা রাখেনি, তারা কিভাবে রোযাদার, তারা তো সারাদিন মাংস খেয়েছে! যাও, তাদের দু'জনকে নির্দেশ দাও যে, যদি তারা রোযাদার হয় তবে যেনো বমি করে দেয়। সেই সাহাবী তাদের নিকট গমন করলেন এবং তাদেরকে **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহী ফরমান শুনালেন। দরবারে পুনঃরায় উপস্থিত হয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত বা অবহিত করলেন। তারা উভয়ে বমি করলো, তখন বমির সাথে জমাট বাঁধা রক্ত বের হলো। সেই

www.dawateislami.net

সাহাবী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে উপস্থিত হয়ে অবস্থা বর্ণনা করলেন। **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ঐ সত্ত্বার শপথ! যার কুদরতি হাতে আমার জীবন! যদি তা তাদের পেটে অভশিষ্ট থাকতো, তবে তাদের দু'জনকেই আগুন খেতো। (কেননা তারা গীবত করেছিলো) (যাম্মুল গীবাতি লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই সাহাবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন তিনি সামনে এসে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তারা দু'জনই পানির পিপাসায় মরতে বসেছে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নির্দেশ দিলেন: তাদের দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এসো,। তারা দু'জনেই উপস্থিত হলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বাটি আনতে বললেন এবং তাদের মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলেন: এতে বমি করো! সে রক্ত, পুঁজ এবং মাংস বমি করলো, এমনকি আধা বাটি পূর্ণ হয়ে গেলো। অতঃপর **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপর জনকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমিও এতে বমি করো! সেও অনুরূপ বমি করলো, এমনকি বাটি পূর্ণ হয়ে গেলো। **আল্লাহ তায়ালার** **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই দু'জন **আল্লাহ তায়ালার** হালালকৃত বস্তু (অর্থাৎ পানাহার) থেকে তো রোযা রেখেছে কিন্তু যে বস্তু সমূহ (রোযা ছাড়াও) হারাম করেছেন, তা (হারাম বস্তু) দ্বারা রোযার ইফতার করে নিয়েছে! এমন হলো যে, একে অপরের নিকট বসে গেলো এবং উভয়েই মিলে মানুষের মাংস খেতে (অর্থাৎ গীবত করতে) লাগলো।

(মুসনদে আহমদ, ১/১৬৫, হাদীস নং- ২৩৭১৪)

www.dawateislami.net

চুগলখোরী

মানুষের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি করার জন্য একজনের কথা অপরকে বলা হচ্ছে চুগলখোরী করা। চুগলখোরী করা হারাম। (হাদীকাতুন নাদীয়া, ২/৪২৭) যেমনটি চুগলখোরীর নিন্দা বর্ণনা করতে গিয়ে **রব তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿۱۰﴾
هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ১০, ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং এমন কারো কথা শুনবেন না, যে বড় বড় শপথকারী লাঞ্ছিত, খুব নিন্দুক এ দিকের কথা ও দিকে লাগিয়ে বিচরণকারী।

চুগলখোরী সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী

১.... চুগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী **আল্লাহ তায়ালার** নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। (মুসনদে আহমদ, ৬/২৯১, হাদীস নং- ১৮০২০)

২.... আমার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় লোক হলো চুগলখোর, যে বন্ধুদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং পূণ্যবান লোকদের দোষ-ত্রুটি খোঁজতে থাকে।
(মাজমাউয জাওয়ায়িদ, ৮/৪৭, হাদীস নং- ১২৬৬৮)

৩.... لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّات অর্থাৎ চুগলখোর জান্নাতে যাবে না। (বুখারী, ৪/১১৫, হাদীস নং- ৬০৫৬)

৪.... গীবতকারী, চুগলখোর এবং নেককার লোকদের প্রতি অপবাদ প্রদানকারীদের হাশর কুকুরের আকৃতিতে হবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/৩৩৫, হাদীস নং- ১০)

৫.... যে মানুষের মাঝে চুগলখোরী করে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য আগুনের জুতা বানাবেন, যার দ্বারা তার মস্তিষ্ক সিদ্ধ হতে থাকবে।
(তানযীহুস শরীয়া, ২/৩১৩, হাদীস নং- ১০১)

www.dawateislami.net

হিংসা

হিংসার সংজ্ঞা

এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যে, কারো নেয়ামত তার থেকে চলে গিয়ে আমার নিকট চলে আসুক, একে হিংসা বলা হয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৪২) অর্থাৎ কারো নিকট কোন নেয়ামত দেখে আকাঙ্ক্ষা করা যে, আহ! তার থেকে এই নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে, আমার অর্জিত হয়ে যেতো, এটাই হিংসা। যেমন; কারো প্রসিদ্ধি বা সম্মানকে ঘৃণা করে আকাঙ্ক্ষা করা যে, সে কোন ভাবেই অপমানিত হয়ে যাক এবং তার স্থানে আমার সম্মান অর্জিত হয়ে যাক, তাছাড়া কোন ধনীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আকাঙ্ক্ষা করা যে, তার কোনভাবে ক্ষতি হয়ে যার আর সে গরীব হয়ে যাক এবং আমি তার স্থলে ধনী হয়ে যাই। এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা হলো হিংসা।

হিংসার শরয়ী বিধান

হিংসা করা সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। (আল মারজিউস সাবেক) কিন্তু যদি এটা আকাঙ্ক্ষা করা যে, ঐ গুণ আমারও অর্জিত হয়ে যতো আর তারও থাকবে, তবে একে ঈর্ষা করা বলে এবং এটা জায়িয।

হিংসা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী

যখন **আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুওয়তের ওসিলায় ঈমানদারদেরকে সাহায্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সম্মান ইত্যাদি নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, তখন ইহুদিরা তাঁদেরকে হিংসা করতে লাগলো। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা** ৫ম পারা, সূরা নিসার ৫৪ নং আয়াতে ইহুদিদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

اَمۡ یَحۡسُدُوۡنَ النَّاسَ عَلٰی مَاۤ اٰتٰىہُمُ اللّٰہُ مِنۡ فَضۡلِہٖ (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অথবা মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সেটারই উপর, যা **আল্লাহ** তাদের কে নিজ অনুগ্রহ থেকে দিয়েছেন।

৩০তম পারা, সূরা ফালাকের ৫নং আয়াতে রয়েছে:

وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۟﴿۵﴾ (পারা ৩০, সূরা ফালাক, আয়াত ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে আমার প্রতি হিংসা পরায়ন হয়।

www.dawateislami.net

হিংসা সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী

১..... হিংসা ঈমানকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয়, যেভাবে আলভা (অর্থাৎ একটি তিক্ত গাছের জমানো রস) মধুকে নষ্ট করে দেয়। (কানযুল উম্মাল, ২/১৮৬, হাদীস নং- ৭৪৩৭)

২..... হিংসা হতে বেঁচে থেকো, কেননা হিংসা নেকী সমূহকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়িকে খেয়ে নেয়। (আবু দাউদ, ৪/৩৬০, হাদীস নং- ৪৯০৩)

৩..... হিংসুক, চুগলখোর এবং যাদুকরের নিকট গমনকারীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই আর না আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে।
(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/১৭২, হাদীস নং- ১৩১২৬)

৪..... লোকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে হিংসা করবে না, সর্বদা কল্যাণে থাকবে। (মু'জামুল কবীর, ৮/৩০৯, হাদীস নং- ৮১৫৭)

৫..... ইবলিশ (তার অনুসারীদেরকে) বলে: মানুষের মাঝে অত্যাচার এবং হিংসামূলক কাজ করাও, কেননা এই উভয় কাজ **আল্লাহ তায়ালার** নিকট শিরকের সমান।
(জামেউল আহাদীস, ৩/৬০, হাদীস নং- ৭২৬১)

৬..... **আল্লাহ তায়ালার** নেয়ামতেরও শত্রু রয়েছে। আরয করা হলো: সে কে? ইরশাদ করলেন: সে লোকদেররক এ জন্যই হিংসা করে যে, **আল্লাহ তায়ালা** আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় তাকে নেয়ামত দান করেছেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২৬৩)

হিংসা মন্দ মৃত্যুর কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এক শিষ্যের অন্তিম মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন আর নিকটে বসে সূরা ইয়াসিন শরীফ পড়তে লাগলেন। তখন তাঁর শিষ্য বললো: সূরা ইয়াসিন পড়া বন্ধ করে দিন। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে কলমা শরীফ স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। সে বললো: আমি কখনোই এই কলেমা পড়বো না, আমি এর উপর অসন্তুষ্ট। ব্যস এই বাক্য বলার পরেই তার মৃত্যু হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন শিষ্যের মন্দ মৃত্যুতে খুবই আঘাত পেলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে কান্না করেছিলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বপ্নে দেখলেন যে,

www.dawateislami.net

ফিরিশতারা ঐ শিষ্যকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: **আল্লাহ তায়ালা** কি কারণে তোমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়েছে? আমার শিষ্যদের মধ্যে তোমার স্থান তো অনেক উর্ধ্বে ছিলো! সে উত্তর দিলো: তিনটি দোষের কারণে: (১) চুগলী, আমি আমার বন্ধুদের কিছু বলতাম এবং আপনাকে অন্য কিছু বলতাম এবং (২) হিংসা, আমি আমার বন্ধুদেরকে হিংসা করতাম। (৩) মদ্যপান করা, একটি রোগ হতে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ডাক্তারের পরামর্শে প্রত্যেক বছর এক গ্লাস মদ্য পান করতাম। (মিনহাজুল আবেদীন, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

❁------❁------❁

সূরা কাহাফের ফযীলত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **মাদানী পাঞ্জেসূরায়** সূরা কাহাফের ফযীলত সম্পর্কে উল্লেখ করেন: (১) যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শুরু এবং শেষ থেকে তিলাওয়াত করবে তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শুধু নূর আর নূরই হবে এবং যে ব্যক্তি এটি পরিপূর্ণ তিলাওয়াত করবে তার জন্য আসমান ও জমিনের মাঝখানে নূর হবে। (মুসনাদে আহমদ, ৫/৩১১, হাদীস নং ১৫৬২৬) (২) যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করে, তার জন্য দুই জুমার মধ্যখানে একটি নূর আলোকিত করে দেয়া হয়। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে) পাঠ করে, তবে তার এবং বায়তুল্লাহ শরীফের মাঝখানে একটি নূর আলোকিত করে দেয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৪৭৪, হাদীস নং- ২৪৪৪) (৩) যে সূরা কাহাফের প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্ত করে নিবে, সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদে থাকবে এবং অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে: যে সূরা কাহাফের শেষ ১০টি আয়াত মুখস্ত করে নিবে, সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮০৯)

www.dawateislami.net

ঘৃণা ও বিদ্বেষ

যখন মানুষের রাগ আসে এবং সে তা বাস্তবায়ন করার সুযোগ না পাওয়ার কারণে হজম করে নেয়, তখন ঐ রাগ অন্তরে ঘৃণা এবং বিদ্বেষে রূপ নেয়। অতঃপর এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফলাফল এরূপ হয়ে থাকে যে, বান্দা স্বয়ং যার উপর রাগ আসে তাকে হিংসা করতে থাকে অর্থাৎ তার থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে সেই নেয়ামত দ্বারা নিজে উপকার লাভ করতে চায় বা তার কষ্টে আনন্দ প্রকাশ করে। তার সাথে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। যদি সে তার নিকট কোন প্রয়োজনে এসে যায়, তখন তার মুখ ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে হারাম কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যায় আর সে তাকে হাসি-ঠাট্টা করে এবং অন্তরে কষ্ট দেয়ার কারণ হয়ে থাকে। এই সমস্ত কাজ কঠোর গুনাহ ও হারাম।

শিশুদের যেহেতু মনের ধারনা ভালো ও খারাপের জ্ঞান নেই, তাই তারা মনে যা আসে তাই করে বসে এবং অপরের নিকট নিজের মনের অনুভূতিও প্রকাশ করে দেয়। এরূপ অনেক কমই হয়ে থাকে যে, তাদের অন্তরে কারো প্রতি বিদ্বেষ অর্থাৎ কারো প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেহেতু ভালো জিনিস নয়, তাই শিশুদেরও সম্পর্কে জানা আবশ্যক। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মু'মিন ঘৃণা পোষনকারী হয় না। **(কাশফুল খফা, ২/২৬২, হাদীস নং- ২৬৮৪)**

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দার আমল প্রতি সপ্তাহে দু'বার (**আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে) উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, সোমবার ও বৃহস্পতিবার। ব্যস প্রত্যেক বান্দার ক্ষমা হয়ে যায়, তবে যারা নিজের কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তারা ছাড়া, তাদের সম্পর্কে আদেশ দেয়া হয় যে, এই দু'ধরনের ব্যক্তিদের ছেড়ে দাও (অর্থাৎ ফিরিশতারা তাদের গুনাহকে মুছে দিও না) যতক্ষণ না তারা নিজেদের শত্রুতা থেকে বিরত হবে।

(মুসলিম, ১৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬ {২৫৬৫})

www.dawateislami.net

এক নযরে ষষ্ঠ অধ্যায়

আপনারা কি ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত নিম্ন লিখিত ৪৫টি প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছেন?

১. মুসলমানদের সম্মানের প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য আমাদের কি করা উচিৎ?
২. পিতা-মাতাকে সম্মান করার পরিবর্তে তাদের কষ্ট দেয়া কেমন?
৩. আমাদের উপর কি বড় ভাইয়ের সম্মান করা আবশ্যক?
৪. আত্মীয়-স্বজনদের সথে আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত?
৫. প্রতিবেশীর সাথে আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত?
৬. বন্ধু-বান্ধব ও সফর সঙ্গীদের সাথে আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত?
৭. মুসলমান হিসাবে কি আমাদের অপরের বিপদে-আপদে সাহায্য করা উচিত?
৮. মুসলমান হিসাবে কি আমাদের অপরের মনে কষ্ট দেয়া উচিত?
৯. অপরকে মনে কষ্ট দেয়া কি জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হতে পারে?
১০. অপরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো কি আমাদেরকে জান্নাতের অধিকারী বানাতে পারে?
১১. লৌকিকতা (রিয়া) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
১২. লৌকিকতা (রিয়া) করা কি জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো আমলের অন্তর্ভূক্ত?
১৩. লৌকিকতা ও লৌকিকতাকারী সম্পর্কে কমপক্ষে দু'টি **আল্লাহ তায়ালার** বাণী কানযুল ঈমানের অনুবাদসহ শুনান।
১৪. লৌকিকতা ও লৌকিকতাকারী সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কমপক্ষে দু'টি বাণী বর্ণনা করুন।
১৫. লৌকিকতা (রিয়া) সম্পর্কে ঐ হাদীসে পাক পরিপূর্ণ শুনান, যাতে কিয়ামতের দিন এক শহীদ, ক্বারী এবং ধনী ব্যক্তিকে লৌকিকতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ হবে? তাছাড়া এই হাদীসে পাক হতে আমরা কি শিখতে পারলাম তাও বলুন।

www.dawateislami.net

১৬. লৌকিকতা (রিয়া) হতে বাঁচার জন্য কি করা উচিৎ?
১৭. কোরআনে পাকে উল্লেখিত একনিষ্ঠ মু'মিনের উদাহরণ কানযুল ঈমানের অনুবাদ ও খাযাইনুল ইরফানের তাফসীর সহ বর্ণনা করুন।
১৮. একনিষ্ঠতার ফযীলত সম্পর্কে কমপক্ষে তিনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনান।
১৯. মিথ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
২০. সর্বপ্রথম মিথ্যা কথা কে বলেছিলো?
২১. মিথ্যা বলার মতো কি মিথ্যা লিখাও গুনাহ?
২২. এপ্রিল ফুল পালন করা কেমন?
২৩. অনেক শিশু কথায় কথায় শপথ করে থাকে, এই ব্যাপারে বিধান কি?
২৪. মিথ্যা শপথ করা কেমন?
২৫. মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কৌতুক শুনানো কেমন?
২৬. অনেক শিশু কৌতুক এবং মিথ্যা গল্প কাহিনীর বই পড়ে থাকে, এ ব্যাপারে বিধান কি?
২৭. ঠাট্টা করে কি মিথ্যা বলা যাবে?
২৮. অনেক পিতা-মাতা শিশুকে ভয় দেখানোর জন্য মিথ্যা বলে থাকে যে, অমুক জিনিস আসছে বা মন ভোলানোর জন্য বলে থাকে যে, এদিকে আসো, আমি তোমাকে এই জিনিসটি দিবো, কিন্তু তা দেয়া হয় না, এর বিধান কি?
২৯. অনেক শিশু বানোয়াট স্বপ্নের গল্প শুনতে থাকে, এ ব্যাপারে বিধান কি?
৩০. এটা কি সঠিক যে, মিথ্যুকের মুখ হতে দূর্গন্ধ বের হয়?
৩১. মিথ্যা বলার প্রভাব কি অন্তরেও পরে থাকে?
৩২. মিথ্যুকের পরকালে কিরূপ শাস্তি হবে?
৩৩. শিশুদের মিথ্যা বলার কয়েকটি উদাহরণ বর্ণনা করুন।
৩৪. মিথ্যা বলার কয়েকটি ক্ষতি বর্ণনা করুন।
৩৫. গীবত দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
৩৬. কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পারে?

www.dawateislami.net

৩৭. গীবতের কয়েকটি ক্ষতি বর্ণনা করুন।

৩৮. এরূপ কি কোন ঘটনা বর্ণিত আছে, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গীবতকারীরা আসলেই মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষন করে?

৩৯. চুগলী দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এর শরয়ী বিধান বর্ণনা করুন।

৪০. চুগলীর নিন্দা সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী বর্ণনা করুন।

৪১. হিংসা কাকে বলে?

৪২. হিংসার শরয়ী বিধান বর্ণনা করুন।

৪৩. হিংসার নিন্দা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের (কমপক্ষে একটি আয়াত ও তিনটি হাদীসে মুবারাকা) আলোকে বর্ণনা করুন।

৪৪. এটা কি সঠিক যে, হিংসা মন্দ মৃত্যুর কারণ হতে পারে?

৪৫. ঘৃণা ও বিদ্বেষ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: আমি **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করতে শুনেছি: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর **আয়াতুল কুরসী** পাঠ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোন কিছুই বাধা দেয় না আর যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর সময় এটা পাঠ করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে, তার ঘরকে এবং আশেপাশের ঘরগুলোকে নিরাপত্তা দান করবেন। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৪৫৮, হাদীস নং- ২৩৯৫)

www.dawateislami.net

সপ্তম অধ্যায়

দা'ওয়াতে ইসলামী

এই অধ্যায়ে আপনারা পাবেন

নেকীর দাওয়াত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বাহার, ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেওয়ার পদ্ধতি, ৪০ টি মাদানী ইনআমাত এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষা

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াত

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐসব উম্মতের মধ্যে যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে, সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো, আর **আল্লাহ**র উপর ঈমান রাখছো।

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আপনারা শুনলেন তো, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত এই জন্য বলা হয়নি যে, এই উম্মতের মধ্যে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বুদ্ধিমান এবং ধনী ব্যক্তি থাকবে। নয় নয় বরং আমাদেরকে তো শ্রেষ্ঠ উম্মত এই কারণেই বলা হয়েছে যে, এই উম্মত নিজেদের মধ্যে নেকীর দাওয়াত দেয় অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক যুগে এমন একজন বান্দা সৃষ্টি করেন, যে **আল্লাহ তায়ালা**র দয়ায় নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে থাকে, এই সকল নেক বান্দাদের মধ্যে একটি নাম হলো শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। তিনি যিলকদ্ব ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর মহান উদ্দেশ্যে অরাজনৈতিক সংগঠন **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেখতে দেখতেই নেকীর দাওয়াতের এই মহান সংগঠনটি পৃথিবীর ২০০টির অধিক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

এই মাদানী সংগঠন সর্বস্তরের ব্যক্তিদের অন্তরে এই মহান প্রেরণাকে জাগ্রত করে দিয়েছে, **যে আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে**। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে এবং নেকীর দাওয়াত

www.dawateislami.net

প্রসার করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অসংখ্য মাদানী কাফেলা **আল্লাহ**র পথে ঘরে ঘরে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, দেশ থেকে দেশে সফর করে বেনামাযীকে নামাযী, অলসদেরকে জাগ্রত করা, অজ্ঞদেরকে জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার, গুনাহগারদেরকে তাকওয়ার, অসৎকে কল্যাণের এবং অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজে সদা ব্যস্ত রয়েছে।

سُبْحٰنَ اللہِ عَزَّوَجَلَّ ঐ সকল লোক কিরূপ সৌভাগ্যবান, যারা আপন মুসলমান ভাইদের নেকীর দাওয়াত দেয়। এই সৌভাগ্যবানদের জন্য **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে মজীদে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۳۳﴾

(পারা ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম যে **আল্লাহ**র প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে।

যখন কোন মুসলমান নেকীর দাওয়াত দেয়, তখন **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতে জোশ চলে আসে। যেমনটি ইমাম গাযালী عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي বলেন: যে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: ইয়া **আল্লাহ তায়ালা!** যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে নেকীর আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, তার প্রতিদান কি? ইরশাদ করেন: আমি তার প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা)

নেকীর দাওয়াত প্রসার করার এই মূল প্রেরণার অধীর আমীরে আহলে সুন্নাত আপন মুরীদ, ভালবাসা পোষণকারী, সম্পৃক্তদের এবং নিজের প্রিয় সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে একটি মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন:

আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

আসুন আমরা সবাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে মিলে সারা দুনিয়ায় নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার

(১) দোয়ায়ে মদীনার বরকত

মরকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) এক ইসলামী ভাই নিজের তাওবা সম্পর্কে বলেন: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে অনেক বিকৃত স্বভাবের মানুষ ছিলাম। ঝগড়া-বিবাদ করা, কোন কারণ ছাড়া অপরকে কষ্ট দেয়া আমার পছন্দনীয় কাজ ছিলো। আমার মন্দ অভ্যাসের কারণে আমার পরিবার এবং এলাকাবাসী সবাই আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলো, কিন্তু আমার এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলো না, এমনকি পিতা-মাতার কথাও শুনতাম না। আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে ভবঘুরেদের মতো কবর ও পরকাল হতে উদাসীন হয়ে ব্যস নিজের আনন্দ ফুর্তিতে নিমজ্জিত হয়ে মূল্যবান জীবন উদ্দেশ্য ছাড়াই নষ্ট করছিলাম, একদিন মসজিদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় পানির পিপাসা আমাকে মসজিদে নিয়ে গেলো। আমার মসজিদে যাওয়াটাই আমার জীবনের এক মহান পরিবর্তন সাধিত হলো, আমার পিপাসা তো দূর হয়ে গেলো, কিন্তু আমি **আল্লাহ তায়ালা**র রহমতের রিমঝিম বর্ষণে ভিজে সব সময়ের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র দয়ার পিপাসায় পিপাসার্ত হয়ে গেলাম। ঘটনাটা এমন যে, পানি পান করার সময় হঠাৎ এক হৃদয়কড়া আওয়াজ আমার কানের পর্দায় এসে লাগলো। কেউ **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে এইভাবে দোয়া করছিলো: **আল্লাহ মুঝে হাফিযে কোরআন বানাদে**। এটি বাক্য ছিলো নাকি ধনুক থেকে তীর বের হয়ে এসে আমার বুকে বিদ্ধ হলো, চিন্তা চেতনায় এক ধরনের উতাল-পাতাল শুরু হয়ে গেলো, আমার নিজের খারাপ অভ্যাসের কারণে যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র শাস্তি চোখের সামনে ভেসে আসতে লাগলো, অবশেষে অনুতাপের অশ্রু মনের আবর্জনা ধৌত করতে শুরু করলো, তখন চেতনার মরুদ্যান হতে এই আওয়াজ ভেসে এলো, আমাকে এবার নিজের মন্দ অভ্যাসকে পিছু ছাড়াতে হবে। আমি সেখানেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিলাম যে, আমিও হাফিযে কোরআন হবো। সুতরাং এই নেক প্রেরণা নিয়ে ঘরে পৌঁছলাম

www.dawateislami.net

এবং মা-বাবার নিকট আমার এই নেক ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলাম, তখন তা তাদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না, হয়তো এই কারণেই খুশি হয়ে অনুমতি দেয়ার পরিবর্তে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিলেন। আমার খুবই আফসোস হলো, কিন্তু আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম এবং অবশেষে অনেক কষ্টে মানিয়ে নিলাম এবং আমাকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদরাসাতুল মদীনা**য় ভর্তি করিয়ে দিলেন। এখন আমি প্রতিদিন গভীর উৎসাহ নিয়ে পড়তে লাগলাম। এখানে এসে আসল জীবনের অনুভূতি হতে লাগলো, ছাত্রদের চরিত্র ও আচরণ এবং শিক্ষকগণের সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণের বরকতে আমার দৈনন্দিন জীবনে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে লাগলো। চরিত্র ও স্বভাবে এক পরিচ্ছন্নতা এসে গেলো, নিয়মিত নামাযি হয়ে গেলাম, পিতা-মাতার কথা পূর্বে একেবারেই শুনতাম না আর এখন পিতা-মাতার পায়ে চুমু দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলাম। কাল পর্যন্ত পিতা-মাতা এবং মহল্লাবাসীরা আমার খারাপ আচরণের কারণে বিরক্ত ছিলো, আজ আমার চরিত্র ও স্বভাবের প্রশংসা করতে লাগলো। এসব **মাদরাসাতুল মদীনা**য় হওয়া প্রশিক্ষণের বরকতই ছিলো, যার ফলে আমি কিছুদিনের মধ্যেই ঘরে এবং এলাকাবাসীর চোখের মণিতে পরিণত হলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই লেখাটি লেখা পর্যন্ত হালকা মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার হিসেবে সুন্নাতের খেদমতে সচেষ্টা রয়েছি।

(২) ভবঘুরে মানসিকতার গন্তব্য মিলে গেলো

মদীনাতুল আউলিয়ার (মুলতান শরীফ, পাঞ্জাব) এলাকা হাইওয়ালার এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো যে, আমি ছোটবেলায় খারাপ সহচর্যের কারণে গুনাহের অন্ধকার উপত্যকায় ঘুরছিলাম, অসৎ বন্ধুর সঙ্গ আমার চরিত্র ও স্বভাবকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো, সিনেমা দেখার এতই আসক্ত ছিলাম যে, সিনেমা দেখা ছাড়া না শান্তি পেতাম, না সময় কাটতো। আমার আচরণে অন্যের মনে কষ্ট পাচ্ছে নাকি সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, তাতে আমার কিছু ভ্রুক্ষেপ ছিলো না, এই গুনাহ ভরা জীবনের জন্য ছিলো না কোন হতাশা আর ছিলো না কোন আফসোস। নফস শয়তানের ইশারায় জীবনের প্রতিটি ক্ষণ ডানা লাগিয়ে নষ্ট করে যাচ্ছিলাম। সম্ভবত

www.dawateislami.net

উদাসিনতা, খেলা-ধুলা এবং হাসি-তামাশায় অন্যের খাবারে হাত পরিষ্কার করেই জীবন চলতে লাগলো। একদিন আমার উপর আমার **আল্লাহ্ তায়ালার** বিশেষ দয়া হলো, উপায়টা কিছুটা এরূপ যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাই সম্মানিত পিতাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করেন যে, আপনি আপনার সন্তানকে **মাদরাসাতুল মদীনা**য় ভর্তি করিয়ে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার চরিত্র ও স্বভাব ভালো হয়ে যাবে। সম্মানিত পিতা সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলেন এবং আমার সংশোধনের উৎসাহে আমাকে **মাদরাসাতুল মদীনা**য় ভর্তি করে দিলেন। আমার জন্য এটা এক আলাদা পরিবেশ ছিলো, বিশেষ করে মাদানী মুন্নাদের উন্নত চরিত্র এবং ভালো স্বভাবে আমি প্রভাবিত না হয়ে পারলাম না। মোটকথা এখানকার সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের সুবাশে আমার মন ও মনন সুবাসিত হতে লাগলো। **মাদরাসাতুল মদীনা**র আলোকময় পরিবেশে আসার পূর্বে আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে অতিবাহিত করতাম আর এখন কোরআনে মজীদ তিলাওয়াত করার মাধ্যমে অতিবাহিত হতে লাগলো। খেলা-ধুলা এবং অসৎ বন্ধুদের প্রতি মন বিরক্ত হয়ে গেছে, অন্তরে **আল্লাহ**র ভয় ও নবী প্রেমের প্রদীপ প্রজ্বল্লিত হয়ে ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অন্তরে একটি মৃদু জ্বালাময় অবস্থা অনুভব করতে লাগলাম, আমার কারণে সর্বদা অন্যের চোখে অশ্রু ছিলো কিন্তু কখনো আমার চোখ অশ্রুর স্বাদ গ্রহন করেনি, এখন এই চোখই **খোদাভীতি**র কারণে অশ্রুধারার ঝর্ণার প্রতি এমন পরিচিত হয়েছে যে, ব্যস এই অপেক্ষায় থাকি যে, কখন তা বর্ষনের কোন সুযোগ আসবে, প্রতিদিন ফিকরে মদীনার রিসালা পূরণ করার দ্বারা আমার অহেতুক চিন্তাভাবনা দূর হয়ে গেলো, আমার **ভবঘুরে মানসিকতার গন্তব্য মিলে গেলো** এবং আমি সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এসব **মাদরাসাতুল মদীনা**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের ফয়যান, যেখানে আমাকে কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহনকারী সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই লেখাটি লেখা পর্যন্ত জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিযামী (আলিম কোর্স) করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

www.dawateislami.net

(৩) চোখে লজ্জার কুফলে মদীনা লেগে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) লান্ডি এলাকার এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো যে, মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন ফ্যাশন এবং কু-দৃষ্টি ও অশ্লীলতার রেকর্ড গড়তে ব্যস্ত ছিলাম। নামায আদায় করার কথা তো কখনো ভাবিওনি, এভাবে দিন-রাত গুনাহের চোরাবালিতে ধ্বসে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার সৌভাগ্যের যাত্রা শুরু হলো এবং আমি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আমার এক স্কুলের বন্ধুর উৎসাহে ধীরে ধীরে নামায পড়তে লাগলাম, অনেক ইনীফরাদী কৌশিশের পর আমি **মাদরাসাতুল মদীনায়** ভর্তি হয়ে কোরআনের আলোয় আলোকিত হওয়া সৌভাগ্যবান ছাত্রদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলাম। এখানকার মনমাতানো সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের মাদানী রঙ আমার মাঝে ছড়াতে লাগলো, পাগড়ি শরীফের মুকুট এবং সাদা মাদানী পোষাক যেনো আমার শরীরের অংশে পরিণত হয়ে গেলো, নিয়মিত নামায আদায়ের পাশাপাশি তাহাজ্জুদের সৌভাগ্যও অর্জিত হতে লাগলো আর সবচেয়ে বড় এই পরিবর্তন আমার জীবনে নতুন দিক উম্মোচিত হয়েছে যে, কু-দৃষ্টিতে অভ্যস্ত আমার **চোখের উপর লজ্জার কুফলে মদীনা লেগে গেলো**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শিক্ষকদের স্নেহ ও প্রশিক্ষণের বরকতে আমি মনোযোগ সহকারে কোরআনে পাক হিফয করতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। অবশেষে দিন-রাতের চেষ্টা সুফল বয়ে আনলো এবং আমি ১৫ মাসের সামান্য সময়ে পরিপূর্ণ হাফিযে কোরআন হয়ে গেলাম।

(৪) পুরো পরিবার সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেলো

গুজরাট জেলার (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের লিখিত বর্ণনার সারমর্ম কিছুটা এরূপ যে, আমাদের পুরো পরিবার মন্দ আমলের শিকার ছিলো, কেউই নামায পড়তো না, যার ফলে এক আশ্চর্য পরিবেশে পরিণত থাকতো, সারাক্ষণ সিনেমা নাটকের আওয়াজ থামার নামও নিতো না, কারো নিজের পরকালের চিন্তা ছিলো না, এর প্রতিও ভ্রুক্ষেপ ছিলো যে, তাকে মরত হবে এবং অন্ধকার কবরে নেমে নিজের মন্দ আমলের ফল ভোগ করতে হবে। এটাই বাস্তবতা যে, যখন পরিবারের বড়রাই নামায এবং নেক কাজ থেকে দূরে থাকে তখন ছোটদের

www.dawateislami.net

সংশোধন অনেক দূরে থাকে। আমার ভাগ্য ভালো ছিলো যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাইয়ের উৎসাহে আমি **মাদরাসাতুল মদীনায়** ভর্তি হয়ে গেলাম। শিক্ষকদের সংশোধন মূলক প্রশিক্ষণ এবং বাআমল ছাত্রদের সহচর্যের বরকতে সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা আমার অন্তরে সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং আমি নিয়মিত নামায আদায় করা শুরু করে দিলাম, এর বরকতে পরিবারের সবাই আমার চরিত্র ও আচরণে প্রভাবিত হতে লাগলো আর আমাকে দেখে পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যরাও নামায পড়তে শুরু করলো। সম্মানিত পিতা দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলেন, পরিবারের গুনাহ ভরা পরিবেশ বিদায় নিলো আর এখন সিনেমা নাটকের জায়গা নাতে মুস্তফা এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ানই দখল করে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এভাবেই **মাদারাসাতুল মদীনায়** হওয়া চারিত্রিক প্রশিক্ষণের বরকতে আমার পুরো পরিবারই সুন্নাতের নীড়ে পরিণত হলো এবং সবাই আত্তারী হয়ে গেলো।

(৫) দেখে শুনে মাদরাসায় ভর্তি হোন

বাবুল মদীনার (করাচী) রানচুর লাইন এলাকার এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, আমি বদ-মাযহাবীদের একটি প্রতিষ্ঠানে পড়তাম, তা থেকে মুক্তির উপায় কিছুটা এরূপ ছিলো যে, একবার রবিউল আওয়াল মাসের মুবারক সময়ে যখন চারিদিকে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় জন্মের আলোচনা হচ্ছিলো, অলি-গলি সাজানো হচ্ছিলো, ঘরে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছিলো, বিভিন্ন স্থানে যিকির ও নাতের মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো, কিন্তু আমার মাদরাসা কর্তৃপক্ষ না সেখানকার দেয়াল সাজিয়েছে, না কোন প্রকারের লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে তাছাড়া তারা ১২ই রবিউল আওয়ালের মুবারক দিনে শিশুদেরকে জুলুসে মিলাদে অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখার জন্য মাদরাসা বন্ধ না দিয়ে খোলা রেখেছে, তখন আমার সম্মানিত পিতা চিন্তায় পরে গেলো যে, এরা কেমন লোক, যারা না নিজেরাই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের দিন খুশি উদযাপন করে আর না অপরকে উদযাপন করতে দেয়। সুতরাং আমাকে দ্রুত এই প্রতিষ্ঠান থেকে এনে মিলাদ শরীফ উদযাপনকারী আশিকানে রাসূলের প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ **মাদরাসাতুল**

www.dawateislami.net

মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **মাদরাসাতুল মদীনার** চারিত্রিক প্রশিক্ষণের বরকতে আমার জীবনে বসন্ত এসে গেলো এবং আমি সুন্নাতের প্রেমিক হয়ে গেলাম। এই লেখাটি লেখা পর্যন্ত তানযিমী ভাবে যেলী মুশাওয়ারাতের খাদেম হিসেবে দ্বীনে মতীনের খেদমতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

(৬) অল্প বয়স্ক মুবাল্লিগ

লান্ডির (বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারমর্ম হলো: এটা ঐ সময়ের কথা যখন আমি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। আমাদের ক্লাসে একজন ছাত্র এমন ছিলো, যে অবসর সময়ে আমাকে ভালো ভালো কথা বলতো এবং এর উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করতো। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এতো সুন্দর সুন্দর কথা কোথায় শিখেছেন? এতে সেই অল্প বয়সী মুবাল্লিগ বললো যে, আমি আমার এলাকার মসজিদে নামায পড়তে যাই, সেখানে প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর **"ফয়যানে সুন্নাত"** হতে দরস দেয়া হয়, আমি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করি এবং এই সুন্দর সুন্দর কথাগুলো সেখান থেকেই শিখেছি। এই উত্তর শুনে আমি খুবই প্রভাবিত হলাম আর আমিও আমার এলাকার মসজিদে যাওয়া শুরু করে দিলাম, মাগরিবের নামাযের পর সেখানেও **"ফয়যানে সুন্নাতে"**র দরস হতো, আমি এতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা দরসের বরকতে আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো এবং আমি সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে গেলাম। যখন থেকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, আমি শুধু নিয়মিত নামায আদায় নয় বরং আমার সব কাজই সুন্দর ভাবে সজ্জিত হয়ে গেছে। মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে আমি শিক্ষার্থী হিসেবে খুবই দূর্বল ছিলাম, কিন্তু মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে আমিও পজিশন হোল্ডার হয়ে গেলাম। এখন আমি একটি প্রাইভেট ফার্মে ডিপুটি ম্যানেজার পদে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি এবং নিজের অফিসের সময়ে (বিরতির সময়) আমার অধিনস্ত ইসলামী ভাইদের **ফয়যানে সুন্নাতে**র দরস দেয়ার জন্য চেষ্টা করছি।

www.dawateislami.net

(৭) ভুলে সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসলে তখন!

হায়দারাবাদের (সিন্ধু প্রদেশ) এক ইসলামী ভাই নিজের বাল্যকাল সম্পর্কে কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন যে, ১২ বছর বয়সে আমার ভালো কাজ করার ধুন চেপে বসেছিলো, কিন্তু ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে জানতাম না যে, কোন কোনটি ভালো কাজ। সৌভাগ্যক্রমে আমার মামাজান কোরআন হিফয করার নিয়্যতে নিজের সন্তানের সাথে আমাকেও **মাদরাসাতুল মদীনায়** ভর্তি করিয়ে দিলেন। এখানে দ্বীনি জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার, নামাযের প্রতি আগ্রহ এবং সুন্নাতের বরকত অর্জিত হয়েছে। মাথায় সবুজ রঙের পাগড়ি শরীফের মুকুট সাজলো, শরীর সাদা পোষাকে আবৃত হলো। এভাবে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত হতে লাগলো। দূর্ভাগ্যক্রমে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধদের বিদ্রুপ পূর্ণ কথাবার্তার কারণে আমার মন ভেঙ্গে গেলো, এমন সময় শয়তান তার পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে আঘাত করলো এবং আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে অসৎ বন্ধুর সহচর্যে নিক্ষেপ করলো, অনেকদিন এদিক সেদিক ঘুরলাম, নিজের আমলনামাকে গুনাহের কালিমায় লেপন করলাম। একদিন হঠাৎ এই বিষটি অনুভব হলো যে, আমার থেকে এতো প্রিয় নেকীতে ভরা মাদানী পরিবেশ কেন ছুটে গেলো। অতঃপর কিছু ইসলামী ভাইয়েরাও ইনফিরাদী কৌশিশ করলো। এভাবে আমি আবারো **মাদরাসাতুল মদীনায়** ভর্তি হয়ে গেলাম এবং মনোযোগ দিয়ে কোরআন পাক হিফয করতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হিফয শেষ করার পর অনেকদিন **মাদরাসাতুল মদীনায়** শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য অর্জন করি আর এ লেখাটি লেখা পর্যন্ত **মাদরাসাতুল মদীনার** নাযিম এর দায়িত্ব পালন করছি এবং একটি হালকা যিম্মাদার হওয়ার পাশাপাশি ইমামতির সৌভাগ্যও অর্জন করছি।

(৮) মাদানী মুন্নার দাওয়াত

মারকাযুল আউলিয়ার (লাহোর) নিউ ন্যাশনাল টাউনের এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারাংশ হচ্ছে যে, আমি একটি ওয়ার্কশপে চাকরি করতাম। একদিন আমার এক পুরানো বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কেননা আমার ঐ বন্ধু যে সর্বদা নিত্য নতুন ফ্যাশনের

www.dawateislami.net

আসক্ত এবং হাসি-ঠাট্টাকারী ছিলো, একেবারেই পরিবর্তন হয়ে গেলো। তার মাথায় সবুজ পাগড়ির মুকুট শোভা পাচ্ছিলো আর শরীরে সুন্নাত অনুযায়ী অর্ধ গোছা পর্যন্ত সাদা পোশাক, চেহেরায় এক মুষ্টি দাড়ি তার ব্যক্তিত্বকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়ে ছিলো। আমার চেহেরায় আশ্চার্য ভাব দেখে সে নিজের এই পরিবর্তনের রহস্য এভাবে প্রকাশ করলো যে, কিছুদিন পূর্বে আমার এমন এক যুবকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। তার চাল-চলন কিছুটা এমন মনকারা ছিলো যে, আমি তার সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করতে লাগলাম। এই আশিকে রাসূলের সহচর্যে আমি সংশোধনের সুন্দর সুন্দর মাদানী ফুল পেতে লাগলাম, অনেকবার তিনি আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিয়েছিলেন। অবশেষে একদিন আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হলো। তখন মরকাযুল আউলিয়ায় (লাহোর) সাপ্তাহিক ইজতিমা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার জামে মসজিদে হানাফীয়া (সোডিইওয়াল, মুলতান রোড) হতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইজতিমায় অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর এবং আশিকানে রাসূলের সহচর্য আমার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিলো। যাকে দেখে আপনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন। আপনার খেদমতে তো আমার মাদানী মাশওয়ারা হচ্ছে, আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে দেখুন, কিরূপ উৎফুল্লতা নসীব হয়ে থাকে। সেই ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে, আমি নিয়্যত তো করেছি কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে যেতে পারলাম না। আমার ছোট ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠিত **মাদরাসাতুল মদীনায়** কোরআনে পাক হিফয করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো। তাকে পাঠদানকারী উস্তাদ সাহেবের ১২ বছরের সন্তান, যে আমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে থাকে। সে বৃহস্পতিবার যখনই আমাদের ঘরে আসে তখন খুবই নম্রতার সহিত ইজতিমার দাওয়াত দিতো। আমি তাল বাহানা করতাম কিন্তু সে বৃহস্পতিবার চলে আসতো এবং জেদ করতো। অবশেষে সে একদিন সফল হয়ে গেলো এবং তার সাথে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলাম। আমি এই প্রথমবার এতোগুলো যুবককে সুন্নাতে ভরা পোশাক পরিহিত অবস্থায় সবুজ পাগড়ি দ্বারা সজ্জিত দেখেছি। তাদের মুচকি হাসি ও সৌহাদ্যপূর্ণ ব্যবহার আমি ভূলতে পারবো না। অতঃপর যখন সুন্নাতে ভরা

www.dawateislami.net

বয়ান শুনলাম এবং ভাব-গাম্ভির্য্য পূর্ণ দোয়ায় অংশগ্রহণ করি তখন আমার অন্ধকার মনে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বলে উঠলো, কিছুদিনের মধ্যে আমি শুধু চেহেরায় সুন্নাত অনুযায়ী দাড়ি সজ্জিত করিনি বরং সবুজ পাগড়ির মুকুট দ্বারা মাথাও সজ্জিত করে নিয়েছি। আমি সিলসিলায়ে নকশাবন্দীয়ার মুরিদ ছিলাম, আরো বেশি ফয়েয ও বরকত অর্জনের জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় তালিবও হয়ে গিয়েছি। **আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশের বরকতকে দুনিয়া জুড়ে প্রসার করো, যিনি আমার মতো গুণাহগার মানুষকে আমলের প্রেরণা দিয়েছে আর আমার ভাইয়ের বন্ধু **মাদানী মুন্না**র অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যার ইনফিরাদী কৌশিশে আমি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করি এবং আমার জীবন নেক আমলের নূর দ্বারা আলোকিত হয়ে গেলো।

(৯) রহমতের দরজা খুললো

বাবুল মদীনার (করাচী) কুকরা পাড় মালির তোচি কলোনী এলাকার ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: আমার উপর **আল্লাহ তায়ালা**র বড়ই অনুগ্রহ ও দয়া ছিলো, কেননা আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম আর আমি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও ছিলাম, এই কারণেই আমি নিয়মিত নামায রোযা আদায় করতাম, পাগড়ি, দাড়ি, সাদা পোশাক পরিহিত, শুধু সুন্নাতের ভালবাসা পোষণকারী ছিলাম না বরং সুন্নাতের অনুসরনকারী সমাজের একজন সৎচরিত্রবান মুসলমান হয়ে গেলাম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহন করতাম এবং শুধু তাই নয় বরং ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়া ও শুনানো আমার দৈনন্দিন অভ্যাস ছিলো। এলাকার কতোই না লোক ছিলো, যারা আমার ইনফিরাদী কৌশিশের দ্বারা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাতের চলন্ত অনুসারীতে

www.dawateislami.net

পরিণত হয়েছে। কিন্তু এরপরও যখন আমি আমার বড় ভাইকে দেখতাম তখন অনেক বিষন্ন হতাম, কেননা সে **আল্লাহ**র স্মরণ থেকে উদাসিন হয়ে দুনিয়ার আনন্দ ফুর্তিতে জীবন অতিবাহিত করছে। নামায, রোযা আদায় করা তো দূরের কথা, সে তো ঈদের নামাযও পড়তে চায় না বরং সিনেমা, নাটক এবং গান বাজনাতেই আগ্রহ পোষণ করতো। আমি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদান কৃত মহান মাদানী উদ্দেশ্য **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** এর আলোকে অনেকবার তার সংশোধনের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করেছি কিন্তু তার উপর আমার কথার বিশেষ কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি, একবার আমাদের ঘরের মধ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ানের ক্যাসেট **"কবরের চিৎকার"** চলছিলো, সেদিন বড় ভাইও তার ঘরে বসে বয়ান শুনছিলো, একজন ওলীয়ে কামিলের ব্যাথাভরা এবং প্রভাবময় বাক্য তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো, সে তার পূর্ববর্তী গুনাহ হতে তাওবা করলো এবং নামায রোযা আদায় করা শুরু করে দিলো। আমি তার মাঝে এই পরিবর্তন দেখে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার জন্য নিজের সাথে নিয়ে যেতে লাগলাম আর এভাবে ধীরে ধীরে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, মাথায় পাগড়ি শরীফের মুকুট, চেহেরায় সুন্নাত অনুযায়ী এক মুষ্টি দাড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলেন, সাদা মাদানী পোশাকও আপন করে নিলেন আর এভাবেই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়ানের বরকতে দেখতে দেখতেই আমাদের পুরো ঘর মাদানী রঙে রঙিন হয়ে গেলো। এই লেখাটি লেখা পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার তিন সন্তান কোরআনে করীমের হাফিয হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে নিয়েছে আর এদের মধ্যে তো একজন একের পর এক ৩বার ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফরও করেছে আর বড় মেয়ে এলাকা পর্যায়ের ইসলামী বোনদের যিম্মাদারের দায়িত্ব পালন করছে।

www.dawateislami.net

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার পদ্ধতি

তিনবার এভাবে বলুন: “কাছাকাছি এসে বসুন।”

পর্দার উপর পর্দা করে দু’যানু হয়ে বসে এভাবে শুরু করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এরপর এভাবে দরূদ সালাম পড়ান:

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

যদি মসজিদে দরস দেন, তাহলে এভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

অতঃপর এভাবে বলুন: **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু’জানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয়, তবে যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় সেভাবে বসে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়্যতে **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দরস শ্রবণ করুন। কেননা অমনোযোগী হয়ে এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে, জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক, শরীর, চুল কিংবা দাড়ি ইত্যাদি নড়াচড়া করতে করতে শুনলে এর বরকত সমূহ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানের শুরুতেও এভাবে তারগীব দিন এবং ভাল ভাল নিয়্যতও করান।) এরপর **ফয়যানে সুন্নাত** হতে দেখে দেখে দরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন। অতঃপর বলুন:

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান। আয়াত ও আরবী ইবারত সমূহের শুধুমাত্র অনুবাদই পড়ুন। নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না।

www.dawateislami.net

দরস শেষে এভাবে তারগীব দিবেন

(প্রত্যেক মুবাল্লিগের এটি মুখস্ত করে নেয়া উচিত। দরস ও বয়ানের শেষে কোনরূপ সংযোজন বিয়োজন ছাড়া হুবহু এভাবে তারগীব দিন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহণ করে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল।

আশিকানে রাসুলের **মাদানী কাফেলায়** সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী মানসিকতা গড়ে তুলুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফেলায়** সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ করম এ্যয়সা করে তুজপে জাহাঁ মে
আয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরি ধুম মাচি হোঁ

পরিশেষে বিনয় ও নম্রতার সহিত একাগ্রচিত্তে দোয়ার জন্য হাত উত্তোলনের আদব সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দোয়া করুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

ইয়া রব্বে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। **ইয়া আল্লাহ!** দরসের ভূল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করো। আমাদেরকে পরহেযগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও। **ইয়া**

www.dawateislami.net

আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার এবং তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকৃত আশিক বানিয়ে দাও। আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে মুক্তি দান করো। **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তারগীব দেয়ার উৎসাহ দান করো। **ইয়া আল্লাহ!** মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন পেরেশানি সমূহ থেকে মুক্তি দান করো। **ইয়া আল্লাহ!** ইসলামের উন্নতি দান করো এবং ইসলামের শত্রুদের অপদস্থ করো। **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান করো। **ইয়া আল্লাহ!** আমাদেরকে সবুজ গুম্বদের নীচে তোমার **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করো। **ইয়া আল্লাহ!** মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার উসিলায় আমাদের সকল জায়িয দোয়া সমূহ কবুল করো।

কেহতে রেহতে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে করদে পু'রি আ'রজু হার বে'কসুর মজবুর কি

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

এরপর এই আয়াত পাঠ করুন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা ২২, সুরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় **আল্লাহ** ও **তাঁর** ফিরিশতাগণ দরূদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্যবক্তা (নবীর) প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার প্রতি দরূদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

সবাই দরূদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾
وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা ২৩, সুরা সাফফাত, আয়াত ১৮০, ১৮১, ১৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা আপনার **রবে**র জন্য, মহা সম্মানিত **রবে**র জন্য তাদের উক্তিগুলো থেকে। এবং শান্তি বর্ষিত হোক পয়গাম্বরগণের প্রতি, এবং সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ**রই, যিনি সমগ্র জাহানের **রব**।

www.dawateislami.net

চল্লিশটি মাদানী ইনআমাত

প্রত্যেক ভাল কাজের নিয়্যত সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

🕮... আজ কি আপনি কিছু না কিছু কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করেছেন? তাছাড়া কমপক্ষে দু'জনকে উৎসাহ প্রদান করেছেন?

ইবাদত সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

🕮... পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সহিত জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করেন নাকি না?

🕮... আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ও শোয়ার সময় কমপক্ষে একবার আয়াতুল কুরসী এবং তাসবীহে ফাতিমা পাঠ করার অভ্যাস করেছেন নাকি না?

🕮... প্রতিদিন কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেন নাকি করেন না?

জ্ঞান অন্বেষণ সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

🕮... প্রতিদিন কমপক্ষে একঘন্টা আপনি ঘরে সবক মুখস্ত করেন নাকি করেন না?

🕮... প্রতিদিন দুইটি দরস (মসজিদ, ঘর, যেখানে সুবিধা হয়) দেন বা শুনেন নাকি দেননা বা শুনেন না?

🕮... আপনার কি ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাসসাল, ছয় কলেমা অনুবাদ সহ এবং কোরআনের শেষ দশটি সূরা মুখস্ত আছে? তা কি প্রতি মাসের প্রথম সোমবার পাঠ করে নেন নাকি করেন না?

নৈতিক চরিত্র সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

কারো নাম বিকৃত করা

🕮... কারো নাম বিকৃতি করা কোরআনী আদেশের পরিপন্থি। কাউকে (শরীয়তের বিনা অনুমতিতে) লম্বা, খাটো, মোটা ইত্যাদি তো বলেন না?

কাউকে নগন্য মনে করা

🕮... কোন বিষয়ে আপনি বেশি জানলে হতে পারে কম জানা লোকদের আপনার নিকৃষ্ট মনে হবে। এরূপ কুমন্ত্রণা আসা অবস্থায় আপনি নিজেকে **আল্লাহ তায়ালা** অমুখাপেক্ষীতাকে কি ভয় করেন নাকি করেন না?

www.dawateislami.net

তুই তুকারি করার অভ্যাস

📖... **আল্লাহ** না করুক, তুই তুকারীর অভ্যাস তো নেই? একদিনের শিশুকেও আপনি করে সম্বোধন করুন, অনুপস্থিতিতেও সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করুন। যেমন; যায়েদ এসেছে, যায়েদ বলে ছিল এর স্থানে যায়েদ এসেছেন, যায়েদ বলেছিলেন ইত্যাদি।

হাসার অভ্যাস

📖... আপনি কি আজ যথা সম্ভব অট্টহাসি দেয়া (অর্থাৎ হা হা করে হাসা) থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন? (প্রয়োজনে মুচকি হাসা সুন্নাত)

প্রতিশোধ নেয়া বা ক্ষমা করে দেয়া

📖... কারো উপর রাগ আসাবস্থায় রাগের চিকিৎসা করেছেন নাকি বলে উঠেছেন? (اَعُوْذُ بِاللّٰہِ ইত্যাদি পড়তে পারেন) এছাড়া ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন নাকি বদলা নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকেন?

📖... কেউ যদি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ (ওস্তাদ, পিতামাতা ইত্যাদির নিকট) করে বসলো, তখন আপনিও কি বদলা নেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন নাকি সঠিক অভিযোগের ক্ষেত্রে শুকরিয়া আদায় করেন আর মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রদর্শন করে সাওয়াবের ভান্ডার অর্জন করেন?

চাওয়ার অভ্যাস

📖... আপনার মাঝে অন্য কোন ইসলামী ভাই থেকে তার জিনিস চেয়ে ব্যবহার করার মন্দ অভ্যাস তো নেই? (অপরের কাছ থেকে কোন কিছু চাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন, প্রয়োজনীয় বস্তু চিহ্নিত করে নিজের কাছে হিফাযতে রাখুন)

গীবত, চুগলী এবং হিংসা

📖... আপনার কি গীবত, চোগলখুরী এবং হিংসার সংজ্ঞা জানা আছে? এসব পাপীষ্ঠতা এবং জিদ, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, হাসি-তামাথা থেকে আপনি বেঁচে থেকেছেন কি? (বাহারে শরীয়ত, ১৬তম খন্ড, থেকে গীবত, চোগলখুরী এবং হিংসার বর্ণনা পড়ে অথবা শুনে নিন।) কারো নিকট কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে তা তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা

www.dawateislami.net

করাকে গীবত বলে, যা কবীরা গুনাহ। কারও পোশাককে পিছন থেকে বেমানান, নোংরা ইত্যাদি বলা অথবা এরূপ বলা যে, তার কণ্ঠস্বর কোন কাজের নয়, এগুলো সব গীবতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যখন ঐ দোষ-ত্রুটি তার মধ্যে থাকে তা গীবত, আর যদি না থাকে তাহলে তা অপবাদ, গীবত থেকেও বড় গুনাহ। কারও স্মরণশক্তি ভাল হোক, ভাল আওয়াজে নাত শরীফ পড়ে তখন তার ব্যাপারে এই আশা করা যে, তার স্মরণশক্তি দূর্বল হয়ে যাক অথবা তার আওয়াজ খারাপ হয়ে যাক। এসব হিংসার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। হিংসা করা গুনাহ, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছেঃ "হিংসা নেকী সমূহকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে থাকে।" (আবু দাউদ, ৪/৩৬০, হাদীস নং- ৪৯০৩)

সত্য এবং মিথ্যা

📖... আপনি কি সর্বদা সত্য কথা বলেন? শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া 'তাওরীয়া' তো করে বসেননি? 'তাওরীয়া' অর্থাৎ শব্দের যে প্রকাশ্য অর্থ রয়েছে তা ভুল, কিন্তু সে অন্য একটি অর্থ উদ্দেশ্য করেছে যা শুদ্ধ। এরূপ করাটা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া জায়িয নেই। আর যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে জায়িয। তাওরীয়ার উদাহরণ এরূপ যে, আপনি কাউকে খেতে ডেকেছেন, আর সে বলল আমি খেয়ে নিয়েছি। এরূপ বলার প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে; সে এই বেলায় খাবার খেয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা সে অর্থ নিয়েছে সে গতকাল যা খেয়েছিল তা, এটা মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত। (আলমগিরী, ৫/৩৫২)

মনে কষ্ট দেয়া

📖... সবক শুনানোর সময় যদি কোন ইসলামী ভাই ভুল করে বসে তবে আপনি হেসে তার মনে কষ্টতো দেননি? যদি আপনি কখনো এরূপ ভুল করে বসেন, তবে নিজে ঐ ইসলামী ভাইকে (ক্ষমা চেয়ে) রাজী করিয়ে নিন। **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ 'যে ব্যক্তি (শরয়ী কারণ ছাড়া) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে মূলত আমাকেই কষ্ট দিলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিলো, সে **আল্লাহ তায়ালা**কে কষ্ট দিলো।

(আল মু'জামুল আওসাত, ২/৩৮৬, হাদীস নং- ৩৬০৭)

www.dawateislami.net

সালাম প্রসার করা

📖... ঘর, বাস, ট্রেন, মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে আসা যাওয়ার সময় এবং গলি দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসে থাকা মুসলমানদেরকে সালাম করার অভ্যাস গড়ে নিয়েছেন কি? (মাদ্‌রাসায় যে সব সুন্নাত শিখানো হয় ঘরের মধ্যেও তার উপর আমল চালু রাখুন)

পোষাক সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... সুন্নাত অনুযায়ী অর্ধ গোছা পর্যন্ত (সাদা) জামা, সামনের পকেটে প্রকাশ্য মিসওয়াক এবং গিরার উপর পাজামা, মাথায় বাবরী চুল, সারাদিন পাগড়ী শরীফ (ঘরেও এবং বাইরেও) পড়ার অভ্যাস আছে কি নাই?

📖... ফয়যানে সুন্নাত ১ম খন্ডে প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী (বাইরে এবং ঘরে) "পর্দার মধ্যে পর্দা" করার অভ্যাস গড়েছেন তো? (শোয়ার সময় পায়জামার উপর লম্বা একটি চাদর লুঙ্গীর মত বেঁধে নিন এবং আরেকটি চাদর উপর থেকে জড়িয়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ পর্দার মধ্যে পর্দা হয়ে যাবে)

চোখের কুফলে মদীনা সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... কারো সাথে কথা বলার সময় আপনার দৃষ্টি কি নত থাকে, নাকি (যার সাথে কথা হচ্ছে তার) চেহারার উপর থাকে? (কথা বলার সময় সামনের ব্যক্তির চেহারার উপর দৃষ্টি দেয়া সুন্নাত নয়) এমনকি আপনি কি আজ ঘরের বারান্দা থেকে অপ্রয়োজনে বাইরে এমনকি অন্য কারো দরজা ইত্যাদি দিয়ে তাদের ঘরের ভিতর উঁকি মারা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছেন?

📖... ঘর অথবা হোটেল ইত্যাদিতে টিভি বা ভিসিআর বা মোবাইল ইত্যাদিতে সিনেমা-নাটক তো দেখেননি? (সিনেমা-নাটক কখনো দেখবেন না। যে নিজের চক্ষুদ্বয়কে হারাম জিনিস দেখা দ্বারা পূর্ণ করে, কিয়ামতের দিন তার চোখের মধ্যে আগুন ভরে দেওয়া হবে। টিভি এবং ভিসিআর, সিনেমা এবং নাটক ইত্যাদি দেখার দ্বারা স্মরণশক্তি দূর্বল হয়ে যায়। সাধারণত অন্ধ শিশু খুব তাড়াতাড়ি হাফিজে কোরআন হয়ে যায়। কেননা, সে চোখের অপব্যবহার থেকে বেঁচে থাকে। তাই তার স্মরণশক্তি প্রখর হয়ে যায়। আপনিও চোখের অপব্যবহার থেকে বেঁচে থাকুন এবং চোখের কুফ্‌লে মদীনা লাগান)

www.dawateislami.net

মুখের কুফলে মদীনা সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... যতক্ষণ অন্য কেউ কথা বলতে থাকে ততক্ষণ আপনি মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনে থাকেন নাকি তার কথা কেটে আপনার কথা শুরু করে দেন? এছাড়া অনেকের অভ্যাস রয়েছে; কথা বুঝে আসার পরও স্বাভাবিক ভাবে "হ্যাঁ" বা "কি" এরূপ বলে অন্যদেরকে অযথা তার কথা পুনরায় বলার কষ্ট দিয়ে থাকে। আপনার মধ্যে এরকম কোন অভ্যাস নেই তো?

📖... মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার অভ্যাস ত্যাগ করা এবং চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা চালু রেখেছেন কি? এমনকি আপনি কিছু না কিছু ইশারায় এবং প্রতিদিন কমপক্ষে ৪বার লিখে কথাবার্তা বলেন কি? এছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা মুখ থেকে বের হয়ে যাওয়া অবস্থায় কাফ্‌ফারা স্বরূপ দ্রুত দরূদে পাক পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নিয়েছেন কি? (সাধারণত বোবা ব্যক্তি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। কেননা, সে মুখের অপব্যবহার থেকে নিরাপদ থাকে। আপনিও মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে নিন যাতে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বাঁচতে পারেন।)

খাবার খাওয়া সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... ঘরে (অথবা মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে) খাবার ধৈর্য ও শোকরের সাথে খেয়ে নেন নাকি পছন্দ না হলে **আল্লাহ**র পানাহ! অপছন্দের ভাব প্রকাশ করতে থাকেন? (খাবারের দোষ-ত্রুটি বের করা সুন্নাত নয় এবং মুখ বিকৃত করবেন না)

📖... খাবার যথাসম্ভব সুন্নাত অনুযায়ী খাওয়া, নিচে পতিত দানা ইত্যাদি উঠিয়ে খাওয়া, হাড্ডি, গরম মসলা ইত্যাদি এমনকি খাওয়ার পর সব আঙ্গুল ভালভাবে চেটে খাওয়া এবং থালা ধূয়ে পান করে নেন কি? (ধোয়া ঐ সময়ই বলা হবে, যখন খাবারের কোন চিহ্ন থালায় বাকী না থাকে) এছাড়া খাবার থেকে অবসর হওয়ার পর থালা উঠিয়ে নেওয়া, দস্তরখানা পরিষ্কার করা এবং থালা ইত্যাদি ধৌত করার জন্য অপরকে বলেননি তো? মাদ্‌রাসার পরিচালক মহোদয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে যেই নির্দেশ প্রদান করে থাকেন আপনি তার উপর আমল করেন কিনা?

www.dawateislami.net

শয়ন ও জাগরণের আদব সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... ইশার নামাযের পর (পড়ালেখা ইত্যাদি থেকে অবসর হয়ে) তাড়াতাড়ি শোয়ার অভ্যাস গড়ে নিয়েছেন তো? যখন আপনাকে নামাযের জন্য অথবা এমনি জাগানো হয় তখন তাড়াতাড়ি উঠে যান নাকি শুয়ে যান অথবা বসে বসে ঝিমাতে থাকেন? এভাবে কতবার হয়ে থাকে? যখন শোয়া থেকে উঠেন (চাই বারবার বিছানা ত্যাগ করতে হোক) প্রত্যেকবার বিছানা গুছিয়ে নেন কিনা? শোয়ার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিছানাকে গুছিয়ে তার জায়গায় রেখে দেন নাকি ওখানেই ফেলে রাখেন?

বড়দের আনুগত্য সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... মাদানী মারকায, নিগরান, ওস্তাদ এবং পিতামাতার (তারা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের পরিপন্থি কোন আদেশ না দেন) আনুগত্য করেন কিনা? এমনকি আজ আপনি একাগ্রতার সাথে ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজ আমলের হিসাব) করাবস্থায় যেসব মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল হয়েছে সেগুলো রিসালায় ঘর পূরণ করেছেন কি?

📖... প্রতিদিন কমপক্ষে কোন এক ওয়াক্ত নামাযের পর নিজের মা-বাবা এবং আপন ক্বারী সাহেবের জন্য ভালো ভালো দোয়া করেন কিনা? এমনকি আপনি কি আজ ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর মাদানী ফুল অনুযায়ী অনুকুল অবস্থায় আমল করেছেন? (পিতা-মাতা এবং ওস্তাদকে আসতে দেখলে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান, পিতা-মাতা এবং ওস্তাদের সামনে সর্বদা আওয়াজকে নিচু রাখুন। তাদের চোখে কখনও চোখ রাখবেন না। নিজের ওস্তাদ সাহেব বরং কারো পিছন থেকে নকল করবেন না।)

মাদরাসা ও শিক্ষক সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... ওস্তাদ এবং পরিচালকের কোন কথা যদি খারাপ লাগে তবে ধৈর্যধারণ করেন, নাকি **আল্লাহর** পানাহ! অপরকে তা প্রকাশ করে বোকামি করে বসেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা দূর্বলতার কথা পরিচালনা কমিটি ব্যতীত অন্য কাউকে বলা খুবই খারাপ কথা। এমনকি যদি কোন ইসলামী ভাইয়ের কোন কথা

www.dawateislami.net

আপনার ভালো না লাগে অথবা সে ভুল করে বসে তখন অপরেরের নিকট প্রকাশ করার পরিবর্তে উত্তম পদ্ধতিতে আপনি নিজে তার সংশোধন করে দিন।

📖... মাদ্‌রাসার সময়সূচী মেনে চলেছেন কি? সঠিক সময়ে পৌঁছে শেষ ঘন্টা পর্যন্ত ক্লাস করে থাকেন এবং পাঠ সমূহ পড়ে থাকেন নাকি অহেতুক কথাবার্তায় সময় নষ্ট করে থাকেন? কোন ঘন্টায় শিক্ষক মহোদয় অথবা পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত চুপে চুপে ঘর ইত্যাদিতে তো চলে যাননি? (আবাসিক ছাত্রদের জন্য দিন হোক বা রাত বাইরে যাওয়ার জন্য সবসময় অনুমতি নেওয়া আবশ্যক)

📖... আপনি কি এই মাসে (মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছুটি ব্যতিত) অনর্থক ও অপারগতা ব্যতীত কোন ছুটি করেননি তো?

📖... আপনি কি আপনার সম্মানিত শিক্ষককে **আল্লাহ**র পানাহ! পরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী করে থাকেন? তাছাড়া আপনার **আল্লাহ**র পানাহ! সুন্নী আলিমদের বিরোধীতা করার অভ্যাস নেই তো? (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যে ব্যক্তি সুন্নী আলিমকে নাজেহাল করে এবং তার দোষ-ত্রুটি বের করে, তার উপর আমি অসন্তুষ্ট। অতএব বিরোধীতাকারী চাই শিক্ষক হোক অথবা ছাত্র)

দা'ওয়াতে ইসলামী সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... আপনি আমলদার হাফিযে কোরআন অথবা আমলদার আলিম হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত আছেন। তাই আপনি আপনার পিতা ও অন্যান্যদেরকে সঙ্গে (বালিগ মাদানী মুন্না একাকী অথবা কাফেলার সাথে) সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু (তিলাওয়াতও নাত) থেকে নিয়ে (যিকির, দোয়া এবং হালকা) পর্যন্ত যথাসম্ভব দৃষ্টিকে নত রেখে শুনেন কিনা?

📖... আপনি কি একাকী বা ক্যাসেট ইজতিমায় কমপক্ষে একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার একটি অডিও/ভিডিও ক্যাসেট বসে শুনেছেন বা দেখেছেন বা মাদানী চ্যানেলে প্রতিদিন কমপক্ষে ১ঘন্টা ১২মিনিট সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান দেখেছেন?

www.dawateislami.net

📖... সপ্তাহে বয়ানের কমপক্ষে একটি ক্যাসেট বসে মনোযোগ সহকারে শুনেন নাকি শুনেন না? (যদি সম্ভব হয় তবে সাপ্তাহিক ক্যাসেট ইজতিমায় অংশগ্রহন করে নিন)

আচরণ উন্নত করা সম্পর্কীত মাদানী ইনআম

📖... আপনি কি এ মাসের প্রথম সোমবার শরীফে (অথবা বাদ যাওয়া অবস্থায় যে কোন সোমবার শরীফে) **"নিশ্চুপ শাহ্জাদা"** নামক রিসালাটি পাঠ করে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য **'কুফ্লে মদীনা দিবস'** উৎযাপন করেছেন? এছাড়া আপনি গত মাসের মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে ১০ তারিখের মধ্যে আপন যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়েছেন?

📖... আপনি আপনার আদর্শ (অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব) কাকে বানিয়েছেন? (আমীরে আহ্লে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আদর্শ (অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব) হলেন, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ)

📖... আপনি কি কোন একজন অথবা কয়েকজন মাদানী মুন্নার সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব রেখেছেন? নাকি সবার সাথে একই রকমের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন? (কথায় কথায় মুখভার করা, বারবার একই বন্ধুকে তোহফা দেওয়া, তার অসন্তুটির উপর অথবা তার না আসার কারণে কান্না করা, শুধুমাত্র তাকেই চিঠি লিখতে থাকা, তার মতই পোশাক ইত্যাদি পরিধান করা, সে ইজতিমায় এলে ইজতিমায় আসা আর না আসলে নিজেও না আসা ইত্যাদি এসব আচরণ সঠিক নয়)

📖... **আল্লাহ**র পানাহ! আপনার পোশাকে অথবা মাদ্রাসার দেয়াল ইত্যাদির উপর প্রাণীর ছবি অথবা জন্তুর স্টিকার নেই তো? (বিস্কিট, সুপারী অথবা চুইনগাম ইত্যাদির প্যাকেটের মধ্যে যে সমস্ত প্রাণীর ছবি সমৃদ্ধ স্টিকার পাওয়া যায় সেগুলোকে দরজা, দেয়াল ইত্যাদির উপর লাগাননি তো?)

📖... আপনার বিড়াল অথবা কুকুরকে কষ্ট দেওয়া অথবা পিঁপড়া মারার অভ্যাসতো নেই? (কুকুর অথবা বিড়াল ইত্যাদিকে মারবেন না, কষ্টও দিবেন না। কেননা জীবজন্তুর উপর জুলুম করা মুসলমানের উপর জুলুম করার চেয়েও বড় গুনাহ। এক হাদীস শরীফের মধ্যে এই ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে: "এক মহিলাকে এই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে যে, সে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছে। সে নিজে

www.dawateislami.net

সেটিকে কিছু খাওয়াইনি, মুক্তও করে দেয়নি যাতে বিড়ালটি কিছু খেয়ে নিতে পারে। অবশেষে অসহায় বিড়ালটি ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যুবরণ করে)

(বুখারী, ৬/৪০৮, হাদীস নং- ৩৩১৮)

📖... ফল-ফলাদী ইত্যাদির খোসা বেপরোয়া ভাবে গলীর মধ্যে ছুড়ে মারার অভ্যাসতো নেই? (কলা অথবা পেঁপের খোসা অথবা কাঁচ ইত্যাদি এমন জায়গায় ফেলবেন না যেখানে মানুষের কষ্ট পাওয়ার আশংকা রয়েছে। বরং এ ধরণের বস্তু রাস্তায় দেখলে তা ফেলে দেওয়া সাওয়াবের কাজ। (হাদীসে পাকের মধ্যে এই বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে: "এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থাকা কাঁটাযুক্ত ঢাল সরিয়ে ফেললো, যাতে মুসলমানের কষ্ট না হয়। **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট তার এই আমল পছন্দ হলো আর তাকে ক্ষমা করে দিলেন।) (মুসলিম, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯১৪)

দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিভাষা

ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের খেদমতে মাদানী পরামর্শ যে, তারা যেনো নিম্নে প্রদত্ত এই শব্দাবলী মনে গেঁথে নেয় এবং কথাবার্তা, বয়ান, লেখনি ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গায় ব্যবহার করে, যেনো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ততা প্রকাশ পায়। কথাবার্তার মাঝে বিশেষ শব্দ পরিভাষার ব্যবহার মানুষকে আলাদা করে তোলে।

এই বাক্য বলবেন না	এই বাক্য বলুন
এক বছরের কাফেলা	১২ মাসের মাদানী কাফেলা
মারকাযী ইসলামী ভাই	যিম্মাদার ইসলামী ভাই
আমি ৩০ দিন লাগিয়েছি	আমি ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি।
ভি.আই.পি	সখসিয়াত
এক মাসের কাফেলা	৩০ দিনের মাদানী কাফেলা
ক্যাম্প/রুম/দফতর	মাকতব/অফিস

কাফেলায় বের হও	কাফেলায় সফর করো
মিটিং/এজলাস	মাদানী মাশওয়ারা
চিন্তা করো	মানসিকতা তৈরি করো
মিটিং এর এজেন্ডা	মাদানী মাশওয়ারার মাদানী ফুল
দ্রুত	সাথে সাথে
রিপোর্ট	কার্যবিবরনী
কাফেলায় আগত মেহমান	আশিকানে রাসূল
ওয়ারকিং /শ্রম	মাদানী কাজ
কাফেলায় সফরকারীদের খাদেম	হিতাকাঙ্ক্ষী
ওয়ারকার	মাদানী কাজ সম্পাদনকারী
কাফেলায় সফরকারীদের খেদমত	খেরখোয়াহি/শুভ কামনা
সেটিং	প্রচেষ্টা
আলামী/ওয়াল্ড শুরা	মারকাযী মজলিশে শুরা
কনভেন্স করা/পটানো	বুঝানো/মানসিকতা তৈরি করা
জোন নিগরান	ডিভিশন মুশাওয়ারাত নিগরান
পরিশ্রম করুন	চেষ্টা করুন
শহরের নিগরান কমিটি	শহরের মজলিশে মুশাওয়ারাত
মানুষ, বান্দা, লোক, ভাই, ছেলে।	ইসলামী ভাই
যোগাযোগ কমিটি	যোগাযোগ মজলিশ
নারী, ভদ্র মহিলা, মহিলা, বোনগণ।	ইসলামী বোন/ইসলামী বোনেরা
দা'ওয়াতে ইসলামীর অমুক টিম/কমিটি	মজলিশ
মহিলাদের ইজতিমা	ইসলামী বোনদের ইজতিমা
মাহফিলে নাত/নাতের অনুষ্ঠান	ইজতিমায়ে যিকির ও নাত
খেতব, তাকরীর, লেকচার	বয়ান
মারকাযী নাত খাঁ	নাত খাঁ
স্টেজ	মঞ্চ
তাকরীর কারী /খতিব	**দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ
পরকালের জন্য চিন্তা করুন	পরকালের জন্য মানসিকতা তৈরী করা

www.dawateislami.net

জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনার জন্য পারিভাষিক শব্দ সমূহ

এই বাক্য বলবেন না	এই বাক্য বলুন
এসেম্বিলি	দোয়ায়ে মদীনা
জুনিয়র ছাত্র	নতুন ছাত্র
ক্লাস	দরজা
সিনিয়র ছাত্র	পুরনো ছাত্র
ক্লাস মনিটর	দরজা যিম্মাদার
বিদেশী ছাত্র	ভিনদেশী ছাত্র
পর্যবেক্ষণকারী	হিতাকাঙ্ক্ষী
অফিস	মাকতাব
আবাসিক ছাত্র	স্থায়ী ছাত্র
চেকার	মুফাত্তিশ
শহরের/অনাবাসিক ছাত্র	অস্থায়ী ছাত্র
আমাদের আল্লামা সাহেব	আমাদের উস্তাদ সাহেব
কেয়ার টেকার	রক্ষনা-বেক্ষনকারী
মাদরাসা কমিটি	মাদরাসা মজলিশ
কিচেন/রান্নাঘর	বাবুর্চি খানা

সূরা দুখানের ফযীলত

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মাদানী পাঞ্জে সূরায় সূরা দুখানের ফযীলত এভাবে লিখেন যে, (১) যে ব্যক্তি কোন রাতে সূরা দুখান পাঠ করবে, তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা সকাল হওয়া পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকবে। **(তিরমিযী, ৪/৪০৬, হাদীস নং- ২৮৯৭)** (২) যে ব্যক্তি (জুমার) দিন বা রাতে সূরা দুখান পাঠ করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। **(মু'জামুল কবীর, ৮/২৬৪, হাদীস নং- ৮০২৬)**

অষ্টম অধ্যায়

পরিসমাপ্তি

এই অধ্যায়ে আপনারা পাবেন

ওযীফা সমূহ, মানকাবাতে গাউসে আযম, সালাত ও সালাম, দোয়া এবং এর গুরুত্ব ও আদব

www.dawateislami.net

ওযীফা সমূহ

প্রত্যেক ওযীফার পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করে নিন, উপকারীতা প্রকাশ না হওয়া অবস্থায় অভিযোগ করার পরিবর্তে নিজের উদাসিনতারই প্রতিফল মনে করুন, **আল্লাহ তায়ালার** হিকমতের উপর দৃষ্টি রাখুন।

هُوَ اللّٰهُ الرَّحِيْمُ	যে প্রত্যেক নামাযের পর ৭বার পাঠ করে নিবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শয়তানের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু হবে।
يَا مَلِكُ	৯০বার যে গরীব ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি দৈনিক পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে অভাব থেকে মুক্তি পাবে।
يَا سَلَامُ	১১১বার পাঠ করে রোগীর উপর দম করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরোগ্য লাভ করবে।
يَا مُهَيْمِنُ	দৈনিক ২৯বার পাঠকারী اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।
يَا فَتَّاحُ	৭০বার যে ব্যক্তি দৈনিক ফরয নামাযের পর উভয় হাত বুকে রেখে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার অন্তরের মরিচা দূর হয়ে যাবে।
يَا رَافِعُ	২০ বার যে ব্যক্তি দৈনিক পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।
يَا جَلِيْلُ	যে ব্যক্তি ১০বার পাঠ করে নিজের ধন-সম্পদ ও টাকা পয়সা ইত্যাদির উপর দম করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তা চুরি থেকে রক্ষা পাবে।
يَا حَمِيْدُ	যে ব্যক্তির অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস যায় না, সে ৯০বার পাঠ করে কোন খালি পাত্রে বা গ্লাসে দম করবে। প্রয়োজন অনুসারে সেই পাত্রের পানি পান করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অশ্লীল কথা বলার অভ্যাস চলে যাবে। (কোন পাত্রে একবার ফুঁক দিয়ে সেটা পুরো বছর ব্যবহার করা যাবে।)

www.dawateislami.net

يَا مُحْيِىُ	৭ বার পাঠ করে নিজের উপর দম করুন। গ্যাস হোক বা পেটে কিংবা অন্য কোন স্থানে ব্যথা হোক বা কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় হোক اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। (সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অন্তত দৈনিক একবার এই আমল করুন)
يَا غَنِىُّ	মেরুদন্ডের হাঁড়, গোড়ালী, জোড়ায় জোড়ায় বা শরীরের যে কোন স্থানে যদি ব্যথা হয়, তবে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে এটা পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ব্যথা চলে যাবে।
يَا مُغْنِىُ	একবার পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে ব্যথার স্থানে মালিশ করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরাম পাওয়া যাবে।
يَا نَافِعُ	যে ব্যক্তি কোন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে ২০বার পাঠ করে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কাজ তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হবে।

ওলামায়ে কিরামের মর্যাদা

আল্লাহ তায়ালার মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতীরা জান্নাতে ওলামায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী হবে। এই কারণেই যে, তারা প্রত্যেক জুমায় **আল্লাহ তায়ালার** দিদার দ্বারা ধন্য হবে। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: تَمَنَّوْ عَلَيَّ مَاشِئْتُمْ অর্থাৎ আমার নিকট চাও, যা ইচ্ছা। সেই জান্নাতীরা ওলামায়ে কিরামের প্রতি ধাবিত হবে, আপন **রব তায়ালার** নিকট কি চাইবে জানতে? তারা বলবে: “এটা চাও, ওটা চাও।” যেমনিভাবে তারা দুনিয়ায় ওলামায়ে কিরামের মুখাপেক্ষী ছিলো, জান্নাতেও তাদের মুখাপেক্ষী থাকবে। (আল ফেরদৌস, রিমাছুরিল খাত্তাব, ১/২৩০, হাদীস নং- ৮৮০। আল জামেউস সগীর, ১৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২৩৫)

মানকাবাতে গাউসে আযম

মেরে খোয়াব মে আ'বী জা গাউসে আযম

মেরে খোয়াব মে আ'বী জা গাউসে আযম
পিলা জা'মে দীদার ইয়া গাউসে আযম

কভী তো গরীবোঁ কে ঘর কোয়ী পেহরা!
হামারী ভি কিসমত জাগা গাউসে আযম

কুছ এ্যয়সা পিলা দো শরাবে মুহাব্বাত
না উতরে কভী ভি নাশা গাউসে আযম

হে যেয়রে কদম গরদানেঁ আউলিয়া কি
তোমহারা হে ওহ মরতাবা গাউসে আযম

হে সা'রে ওলী তেরে যেয়রে নগী[1] অওর
হে তু সায়্যিদুল আউলিয়া গাউসে আযম

মদদ কী'জীয়ে আহ! চারো তরফ সে
মে আ'ফত মে হো গিরা গাউসে আযম

বাহার আয়ে মেরে ভি উজড়ে ছমন মে
চলা কোয়ী এ্যয়সি হাওয়া গাউসে আযম

রহে শাদ ও আ'বাদ মেরা ঘরা'না
করম আয পায়ে **মুস্তফা** গাউসে আযম

দমে নযয়াঁ শয়তাঁ না ঈমান লে লে
হেফাযত কি ফরমা দোয়া গাউসে আযম

মুরীদিন কি মওত তাওবা পে হো গী
হে ইয়া আপ হি কা কাহা গাউসে আযম

মেরী মওত ভি আয়ে তাওবা পে মুর্শিদ!
হোঁ মে ভি মুরিদ আপ কা গাউসে আযম

---

১ মা'তাহাত- অর্থাৎ অধীন

www.dawateislami.net

করম আ'প কা গর হুয়া তো ইয়াকিনান
না হুগা বুড়া খা'তিমা গাউসে আযম
মেরী কবর মে লা তাখাফ[১] কেহতে আ'ও
আন্ধেরা রাহা হে ডরা গাউসে আযম
গো আত্তার বদ হে বদোঁ কা ভি সরদার
ইয়ে তেরা হে তেরা, তেরা গাউসে আযম।[২]

মুনাজাত

আল্লাহ! মুজে হাফিযে কোরআন বানা দে[৩]

আল্লাহ মুঝে হাফিযে কোরআন বানাদে
কোরআন কে আহকাম পে ভি মুঝকো চালা দে
হো জায়া করে ইয়াদ সবক জলদ ইলাহী!
মওলা তু মেরা হাফিযা মজবুত বানা দে
সুসতী হো মেরী দূর উঠো জলদ সভেরে
তু মাদরাসে মে দিল মেরা **আল্লাহ**! লাগাদে
হো মাদরাসে কা মুঝছে না নুকসান কভি ভি
আল্লাহ! ইঁহা কে মুঝে আদাব শিখাদে
ছুট্টি না করোঁ ভূল কে ভি মাদরাসে কি মে
আওকাত কা ভি মুঝকো তো প'াবন্দ বানাদে
ওস্তাদ হো মওজুদ ইয়া বাহার কাহি মাসরুফ
আদত তু মেরী শোর মাছানে কি মিঠাদে
খাছলত হো মেরী দূর শারারাত কি **ইলাহী**!

১. লা তাখাফ- দ্বারা গাউসে পাকের বাণী: مُرِيْدِىْ لَا تَخَفْ، اللهُ رَبِّىْ (অর্থাৎ আমার মুরিদ ভয় করো না, আল্লাহ পাক আমার প্রতিপালক) এর প্রতি ইঙ্গিত।
২. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২৪ পৃষ্ঠা।
৩. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০১ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

সানজিদা বানাদে মুঝে সানজিদা বানাদে
ওস্তাদ কি করতা রহো হার দম মে ইতাআত
মা বাপ কি ইজ্জত কি ভি তাওফিক **খোদা** দে
কাপড়ে মে রাখো সাফ তো দিল কো মেরে কর সাফ
মওলা তু মদীনা মেরে সীনা কো বানাদে
ফিলমো সে ড্রামো সে দে নফরত তু **ইলাহী!**
বস শওক মুঝে না'ত ও তিলাওয়াত কা **খোদা** দে
মেয় সাথ জামাআত কে পড়ো সারে নামাযেঁ
আল্লাহ! ইবাদত মে মেরে দিল কো লাগাদে
পড়তা রহো কসরত সে দরূদ উনপে সদা মাই
অওর যিকির কা ভি শওক পায়ে গাওস ও রযা দে
হার কাম শরীয়ত মোতাবেক মেয় করো কাশ!
ইয়া রব! তু মুবাল্লিগ মুঝে সুন্নাত কা বানাদে
মেয় জুট না বোলো কভি গালী না নিকালো
আল্লাহ! মরয সে তু গুনাহো কে শিফা দে
মেয় ফালতু বাতো সে রহো দূর হামেশা
চুপ রেহনে কা **আল্লাহ!** সলিকা তু শিখা দে
আখলাখ হো আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুতরা
মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানাদে
ওস্তাদ হো মা বাপ হো, আত্তার ভি হো সাথ
ইঁয়ু হজ্ব কে চলে অওর মদীনা ভি দিখা দে

❁------❁------❁

www.dawateislami.net

সালাত ও সালাম[১]

এ্যয় মদীনে কে তাজেদারে তুঝে
আহলে ঈমাঁ সালাম কেহতে হে
তেরে ওশশাক তেরে দীওয়ানে
জানে জানাঁ সালাম কেহতে হে

জো মদীনে সে দূর রেহতে হে
হিজর ও ফুরকত কা রঞ্জ সেহতে হে
ওহ তলব গারে দীদ রো রো কর
এ্যয় মেরী জাঁ সালাম কেহতে হে

জিন কো দুনিয়া কে গম সাতাতে হে
টুকরেঁ দর বদর কী খা তে হে
গম নসীবোঁ কে চারা গর তুম কো
ওহ পেরেশাঁ সালাম কেহতে হে

দূর দুনিয়া কে রঞ্জ ও গম করদো
অওর সিনে মে আপনা গম ভর দো
উন কো চশমানে তর আতা করদো
জু ভি সুলতাঁ সালাম কেহতে হে

জু তেরে ইশক মে তরপতে হে
হাযেরী কে লিয়ে তরসতে হে

১. ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

ইযনে তৈয়্যবা কি আ'স মে আক্বা

ওহ পুর আরমাঁ সালাম কেহতে হে

তেরে রওযে কি জা'লিয়োঁ কে পাস

সাথ রহম ও করম কি লেকর আ'স

কিতনে দুখইয়ারে রো'য আ আ কে

শাহে যিশাঁ সালাম কেহতে হে

আরযু'য়ে হেরম হে সিনে মে

আব তু বুলওয়ায়ে মদীনে মে

তুঝ সে তুঝ হি কো মা'ঙ্গতে হে জু

ওহ মুসলমাঁ সালাম কেহতে হে

রুখ সে পরদে কো আব উঠা দি'জিয়ে

আপনে কদমো সে আব লাগা লি'জিয়ে

আহ! জো নেকীয়োঁ সে হি একসর

খালি দা'মাঁ সালাম কেহতে হে

আপ আত্তার কিউঁ পেরেশাঁ হে

বদ সে বদতর ভি যেরে দা'মাঁ হে

উন পে রহমত ওহ খাস করতে হে

জু মুসলমাঁ সালাম কেহতে হে

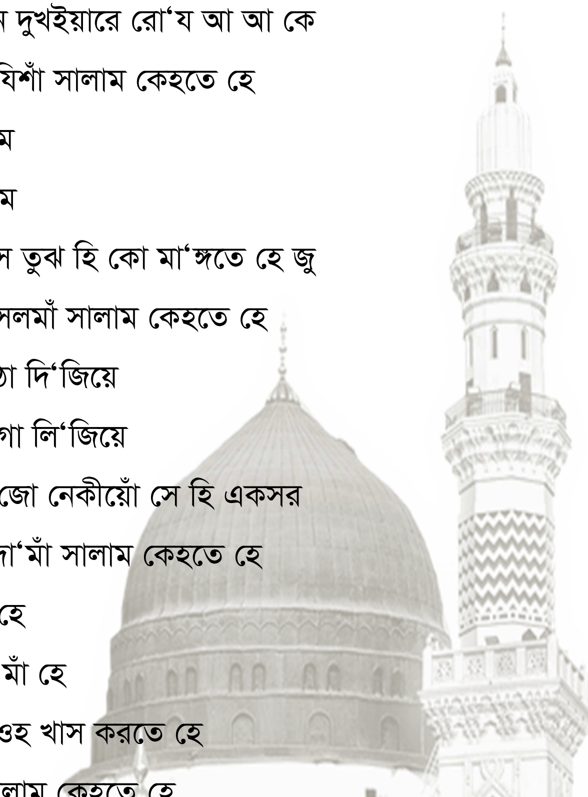

www.dawateislami.net

দোয়া

দোয়ার মর্যাদা

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! দোয়া যেমনিভাবে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট প্রার্থনা করা, **তাঁর** নৈকট্য অর্জন করা, **তাঁর** অনুগ্রহ ও নেয়ামতের অধিকারী হওয়া এবং ক্ষমা ও মার্জনার লাভের খুবই সহজ এবং পরীক্ষিত মাধ্যম। তেমনিভাবে দোয়া **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, **তাঁর** প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস এবং মূলত ইবাদত বরং ইবাদতের মগজ এবং গুনাহগার বান্দাদের জন্য **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে অনেক বড় এক নেয়ামত ও সৌভাগ্য।

কোরআনে করীম ও হাদীসে মুবারাকায় বিভিন্ন স্থানে দোয়া প্রার্থনার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

যেমনটি দোয়া সম্পর্কে কোরআনে করীমে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿۶۰﴾

(পারা ২৪, সূরা মু'মিন, আয়াত ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি গ্রহণ করবো, নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারে বিমুখ হয়, তারা অনতিবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।

অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন: :

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

(পারা ২, সূরা বাকরা, আয়াত ১৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং হে মাহবুব! যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই আছি প্রার্থনা গ্রহন করি আহ্বানকারীরা যখন আমাকে আহ্বান করে, সুতরাং তাদের উচিত যেন আমার নির্দেশ মান্য করে এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়।

www.dawateislami.net

প্রিয় মাদানী মুন্নারা! আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জন্মগ্রহন করতেই আপন উম্মতের জন্য এই দোয়া করেন: رَبِّ هَبْ لِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! আমার উম্মতদেরকে আমার ওসিলায় ক্ষমা করে দাও।

তাছাড়া **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায় বারবার দোয়া প্রার্থনা করার উৎসাহ দিয়েছেন। যেমনটি ইরশাদ করেন: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী, ৫/২৪৩, হাদীস নং- ৩৩৮২) আর প্রার্থনা না করা অবস্থায় **আল্লাহ তায়ালার** খুবই কঠোর আদেশও শুনিয়েছেন: مَنْ لَا يَدْعُوْنِيْ اَغْضِبُ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে আমার নিকট চাইবে না, আমি তার প্রতি রাগান্বিত হবো।

(জামেউস সগীর, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০৬৯)

দোয়ার আদব

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **খাযাইনুল ইরফানে** লিখেন: **আল্লাহ তায়ালা** বান্দাদের প্রার্থনা সমূহ আপন করুণা দ্বারা কবুল করেন এবং তা কবুল হওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে: (এক) দোয়া প্রার্থনায় ইখলাস বা নিষ্ঠা। (দুই) অন্তর অন্যদিকে রত না হওয়া। (তিন) সেই দোয়ায় কোন নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভূক্ত না হওয়া। (চার) **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। (পাঁচ) এ অভিযোগ না করা যে, 'আমি দোয়া প্রার্থনা করছি, কিন্তু তা কবুল হয়নি।' এই শর্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করার পর সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন উক্ত শর্তাবলী সহকারে দোয়া করা হয়, তখন তা কবুল হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, দোয়া প্রার্থনাকারীর দোয়া কবুল হয়, হয়তো তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দুনিয়াতে শীঘ্রই দেয়া হয় অথবা আখিরাতে তার জন্য জমা রাখা হয় অথবা তা দ্বারা তার গুনাহের কাফফারা করে দেয়া হয়। (খাযায়িনুল ইরফান, ২৪ পারা, সূরা মু'মিন, ৬০ নং আয়াতের পাদটিকা)

দোয়ার ৩টি উপকারীতা

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মুসলমান এরূপ দোয়া করে, যাতে গুনাহ ও অকাট্য হারামের কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত

www.dawateislami.net

না হয়, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাকে তিনটি বিষয় হতে কোন একটি অবশ্যই দান করেন:

১.... তার দোয়ার ফল দ্রুত তার জীবদ্দশায় প্রকাশ হয়ে যায়।

২.... **আল্লাহ তায়ালা** অনেক বিপদ সেই বান্দা থেকে দূর করে দেন।

৩.... তার জন্য পরকালে কল্যাণ জমা করে রাখেন।

অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, বান্দা যখন পরকালে নিজের দোয়ার সাওয়াব দেখবে, যা দুনিয়ায় কবুল হয়নি, তখন আকাঙ্ক্ষা করবেঃ আহ! দুনিয়ায় যদি আমার কোন দোয়াই কবুল না হতো। **(তিরমিযী, ৫/২৯৬, হাদীস নং- ৩৪৯০)**

❁------❁------❁

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার নিম্নলিখিত বরকতগুলো নসীব হবে। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ

১... সে মৃত্যুর পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২... সে শয়তান ও জিনের সকল ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

৩... যদি অভাবগ্রস্থ হয়, তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার অভাব ও দারিদ্রতা দূর হয়ে যাবে।

৪... যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এবং বিছানায় শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী ও এরপরের দু'টি আয়াত خٰلِدُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করেবে, সে চুরি, পানিতে ডুবে যাওয়া ও পুড়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

৫... যদি ঘরের কোন উচুঁ স্থানে লিখে তা বাইন্ডিং করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ সে ঘরে কখনো অভাব আসবে না বরং রুজি রোজগারে বরকত হবে এবং ঐ ঘরে কখনও চোর আসতে পারবে না।

(জান্নাতী যেওর, ৫৮৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

১	কোরআন মজীদ	**আল্লাহ তায়ালা**র কালাম	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
২	কানযুল ঈমান ফি তরজুমাতিল কোরআন	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
৩	তাফসীরুল তাবারী	ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জরীর তবারী, ওফাত ৩১০ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
৪	তাফসীরুল কবীর	ইমাম ফখর উদ্দীন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন হুসাইন রাযী, ওফাত ৬০৬ হিজরী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
৫	আল জামেলি আহকামিল কোরআন	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী, ওফাত ৬৭১ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
৬	তাফসীরে মাদারিখ	ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন মুহাম্মদ নাসাফী, ওফাত ৭১০ হিজরী	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
৭	তাফসীরে খাযিন	আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ বাগদাদী, ওফাত ৭৪১ হিজরী	আল মুতবাতুল মিয়ানিয়াত, মিশর
৮	তাফসীরে ইবনে কাসীর	ইমাদ উদ্দীন ইসমাঈল বিন ওমর ইবনে কাসীর দামেস্কী, ওফাত ৭৭৪ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
৯	দূররে মনসূর	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩ হিঃ
১০	আল ইতাবান ফি উলুমিল কোরআন	ইমাম জালাল উদ্দীন ইবনে আবু বকর সূয়ুতী, ওফাত ৯১১ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২৩ হিঃ
১১	তাফসীরে আহমদীয়া	শায়খ আহমদ বিন আবি সাঈদ মুল্লা জিয়ন জৌনপুরী, ওফাত ১১৩০ হিজরী	মিশর
১২	রুহুল বয়ান	মাওলার রুম শায়খ ইসমাঈল হক্কী বেরুসী, ওফাত ১১৩৭ হিজরী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
১৩	হাশিয়াতুস সাওয়ী আলা তাফসীরে জালালাইন	আহমদ বিন মুহাম্মদ সাওয়ী মালেকী হুলুফী, ওফাত ১২৪১ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৪	রুহুল মা'আনী	আবুল ফযল শিহাব উদ্দীন সৈয়্যদ মাহমুদ আলুসী, ওফাত ১২৭০ হিজরী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
১৫	খাযাইনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল মুফতি নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, ওফাত ১৩৬৭ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
১৬	তাফসীরে নঈমী	হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিজরী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
১৭	আনওয়ারুল ইরফান	মাওলানা ক্বারী জুহুরী আহমদ ফয়যী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স

১৮	কিতাবুত তাফসীর ফিল কিরাআতিস সাবী	ইমাম আবু ওমর ওসমান বিন সাঈদুদ দানী, ওফাত ৪৪৪ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
১৯	শরহুল আকায়েদ	আল্লামা মাসউদ বিন ওমর সাঈদুদ্দীন তাফতাযানী ওফাত ৭৯৩ হিজরী	বাবুল মদীনা করাচী
২০	আল মুসামারাত ফি শরহিল মাসাইরাত	কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল মা'রুফ ইবনে আবি শরীফ, ওফাত ৯০৬ হিজরী	মুতীয়াতুস সা'দাত, মিশর
২১	আল ইওয়াকিয়াতু ওয়াল জাওয়াহিব	আব্দুল ওয়াহাব ইবনে আহমদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ শাফেয়ী, ওফাত ৯৭৩ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিজরী
২২	আল নাবরাস	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল আযীয ফরহারী, ওফাত ১২৩৯ হিজরী	মদীনাতুল ইলমিয়া, মুলতান
২৩	আল মুউতাকিদুল মুনতাকিদ মায়া শরহাহুল মু'তামিদুল মুসতানাদ	আল্লামা ফযলুর রাসূল বাদায়ুনী ওফাত ১২৮৯ হিজরী	বরকতী পাবলিশ, করাচী, ১৪২০ হিঃ
২৪	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৭৯ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
২৫	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইবী, ওফাত ২৬১ হিজরী	দারুল ইবনে খুযাম, বৈরুত, ১৪১৯ হিজরী
২৬	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হিজরী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
২৭	সুনানে আবি দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস, আস সাজেস্তানী, ওফাত ২৭৫ হিজরী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
২৮	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ আল কুযবেনী, ওফাত ২২৭৩ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
২৯	সুনানে নাসায়ী	ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমদ বিন শোয়াইব বিন আলী আন নাসায়, ওফাত ৩০৩ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৬ হিঃ
৩০	সহীহ ইবনে খুযাইমা	ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক নিশাপুরী শাফেয়ী, ওফাত ৩১১ হিজরী	আল মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত
৩১	আল ইহসান বি তারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান	ইমাম হাফেয হাতেম মুহাম্মদ বিন হাব্বান বিন আহমদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৩২	সুনানে দারেমী	ইমাম হাফেজ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমী ওফাত ২৫৫ হিজরী	দারুল কুতুবিল আরাবীয়া, বৈরুত
৩৩	সুনানে দারে কুতনী	ইমাম আলী বিন ওমর দারে কুতনী, ওফাত ২৮৫ হিজরী	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান
৩৪	মুসনদে ইমাম আহমদ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, ওফাত ২৪১ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
৩৫	মুসনদে আবি ইয়ালা	শায়খুল ইসলাম আবু ইয়ালা আহমদ আল মাউসলী ওফাত ৩০৭ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
৩৬	আল মুজামুল কবীর	ইমাম সুলাইমান আহমদ তবরানী ওফাত ৩৬০ হিজরী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১৪২২হিঃ

www.dawateislami.net

৩৭	আল মুজামুল আওসাত	ইমাম সুলাইমান আহমদ তবরানী ওফাত ৩৬০ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
৩৮	আল মুজামুস সগীর	ইমাম সুলাইমান আহমদ তবরানী ওফাত ৩৬০ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২২ হিঃ
৩৯	আল মুসান্নিফে লি আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম হাফেজ আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুম্মাম, ওফাত ২১১ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
৪০	আল মুসান্নিফে লি ইবনে আবি শায়বা	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবি শাবি শায়বা, ২৩৫ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
৪১	আদাবুল মুফরাদ	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিজরী	তাশকান্দ, ইরান
৪২	মাওসুয়াতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া	ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল কুরশী, ওফাত ২৮১ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৪৩	নাওয়াদিরুল উসূল	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন হাকীম তিরমিযী, ওফাত ৩২০ হিজরী	মাকতাবাতে ইমাম বুখারী
৪৪	মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকেম, ওফাত ৪০৫ হিজরী	দারুল মারিফাত, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
৪৫	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
৪৬	মারেফাতুস সিনান ওয়াল আ'ছার	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
৪৭	ফেরদৌসুল আখবার	হাফেজ শাফিয়া বিন শদার বিন শাফিয়া দেলামী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
৪৮	শরহুস সুন্নাহ	ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ বাগভী, ওফাত ৫১৬ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২৪ হিঃ
৪৯	আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যাকিউদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাভী মানযুরী, ওফাত ৬৫৬ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
৫০	মিশকাতুল মাসাবিহ	আশ শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব আততীবরীয, ওফাত ৭৪১ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
৫১	মিশকাতুল মাসাবিহ	আশ শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব আততীবরীয, ওফাত ৭৪১ হিজরী	বাবুল মদীনা করাচী
৫২	মাজমাউয যাওয়ায়েদ	হাফেজ নূর উদ্দীন আলী বিন আবু বকর হায়তামী, ওফাত ৮০৭ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪২০ হিঃ
৫৩	জামেউস সগীর	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিজরী	দারুর কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৫ হিঃ
৫৪	জামেউল আহাদীস	ইমাম জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান সূয়ুতী শাফেয়ী, ওফাত ৯১১ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৫৫	কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলাউদ্দীন আলী আল মুত্তাকী আল হিন্দ, ওফাত ৯৭৫ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ

www.dawateislami.net

৫৬	উমদাতুল ক্বারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আইনী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৫৭	তানযিহুশ শরীয়াতিল মারফুয়াত	আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আরাকিল কানায়ি, ওফাত ৯৬৩ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
৫৮	মিরকাতুল মাফাতিহ	আল্লামা মোল্লা আলী বিন সুলতান কারী, ওফাত ১০১৪ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
৫৯	আশিয়াতুল লুমআত	শায়খ মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, ওফাত ১০৫২ হিজরী	কোয়েটা, ১৩৩২ হিজরী
৬০	মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিজরী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
৬১	নুযহাতুল ক্বারী	আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী ওফাত ১৪২০ হিজরী	ফরিদ বুক স্টল শেতালু, লাহোর
৬২	আশ শামায়িলিল মুহাম্মদীয়া	আল ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হিজরী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
৬৩	আশ শেফা বিতারিফে হাকীকিল মুস্তফা	কাযী আবুল ফযল আয়ায মালেকী, ওফাত ৫৪৪ হিজরী	মরকযে আহলে সুন্নাত, বরকত রেযা হিন্দ
৬৪	আল মাওয়াহিবে লাদুনিয়া	শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কস্তলানী, ওফাত ৯২৩ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৬ হিঃ
৬৫	শরহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিবী লাদুনিয়া	মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসূফ আয যুরকানী, ওফাত ১১২২ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৬ হিঃ
৬৬	আল খাসায়িসুল কোবরা	ইমাম জালাল উদ্দীন বিন আবি বকর সূয়ুতী, ওফাত ৯১১ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৬ হিঃ
৬৭	ওয়াসাছিলুল উসূল, ইলা শামাছিলুর রাসূল	ইমাম ইউসূফ ইসমাঈল নাবহানী, ওফাত ১৩৫০ হিজরী	দারুল মিনহাজ, বৈরুত
৬৮	আল হুসনুল হাসিন	শায়খ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আল জাযুরী শাফেয়ী, ওফাত ৮৩৩ হিজরী	মাকতাবাতুল আসরীয়া, বৈরুত
৬৯	হিলয়াতুল আউলিয়া	হাফেজ আবু নাঈম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ ইস্পাহানী শাফেয়ী, ওফাত ৪৩০ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
৭০	তারীখে বাগদাদী	হাফেজ আবু বকর আহমদ বিন আলী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
৭১	কুওয়াতুল কুলুব	শায়খ আবু তালেব মুহাম্মদ মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী, ওফাত ৩৮৬ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৬ হিঃ
৭২	ইহইয়াউ উলুম উদ্দীন	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ আল গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিজরী	দারুল সাদের, বৈরুত ২০০০ হিজরী
৭৩	ইত্তেহাযুস সাদাতুল মুত্তাকীন	সৈয়্যদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হুসাইনী যুবাইদী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
৭৪	কীমিয়ায়ে সা'দাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিজরী	ইনতিশারাত, গাঞ্জিনা, তেহরান

www.dawateislami.net

৭৫	কাশফুল মাহযুব	আলী বিন ওসমান হাজবেরী	নাওয়ায়ে ওয়াকত প্রিন্টার
৭৬	আল কওলুল বদী	আল হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আস সাহাওয়ী, ওফাত ৯০৬ হিজরী	মু'সাতুর রাইয়্যান, বৈরুত
৭৭	আফদালুস সালাতি আলা সায়্যিদিস সা'দাত	আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী, ওফাত ১৩৫০ হিজরী	দারুল সমর
৭৮	আল হাদীকাতুন নাদীয়া	আল্লামা আব্দুল গণী নাবলুসী হানাফী, ওফাত ১১৪১ হিজরী	পেশওয়ার
৭৯	আল মুফরিদাতু ফি গরীবিল কোরআন	আবুল কাসেম আল হুসাইন বিন মুহাম্মদ ইস্পাহানী, ওফাত ৫০২ হিজরী	দারুল কাসেম, দামেস্ক
৮০	আস মুস্তাদরাফ	শিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবি আহমদ আবিল ফাত্তাহ, ওফাত ৮৫০ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
৮১	ক্বসীদা নুসানিয়া মায়াল খায়রাতিল হাসান	ইমামে আযম আবু হানীফা নোমান বিন সাবেত, ওফাত ২৫০ হিজরী	মাকতাবাতুল হাকীকত, ইস্তাম্বুল
৮২	আল হেদায়া	বুরহান উদ্দীন আলী বিন আবি বকর মুরগীনীনী, ওফাত ৫৯৩ হিজরী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী বৈরুত
৮৩	কানযুদ দাকায়িক	ইমাম আবুল বরকত হাফেজুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ নাসাফী, ওফাত ৭১০ হিজরী	বাবুল মদীনা করাচী
৮৪	আল বাহরুর রায়েক	আল্লামা যইনুদ্দীন বিন নাজিম ওফাত ৯৭০ হিজরী	কোয়েটা, ১৪২০ হিঃ
৮৫	খুলাছাতুল ফাতাওয়া	আল্লামা তাহের বিন আব্দুর রাশেদ বুখারী	কোয়েটা
৮৬	ফাতাওয়ায়ে রমালী	আল্লামা খাইরুদ্দিন রমালী ওফাত ১০৮১ হিজরী	বাবুল মদীনা করাচী
৮৭	ফতহুল কাদীর	কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহেদ আল মারুফ বি ইবনে হুম্মাম, ওফাত ৬৮১ হিজরী	কোয়েটা
৮৮	শরহে বেকায়া	আল্লামা সদরুশ শরীয়াহ ওবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ ওফাত ৭৪৭ হিজরী	বাবুল মদীনা করাচী
৮৯	জামেউস রা'মুয	ইমাম শাসুদ্দীন মুহাম্মদ আল খোরাসানীল কাহাতানী, ওফাত ৯৫৩ হিজরী	বাবুল মদীনা করাচী
৯০	গুনয়াতুল মুতমালি	আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন হালবী, ওফাত ৯৫৬ হিজরী	সোহাইল একাডেমী, মারকাযুল আউঃ, লাহোর
৯১	তানবীরুল আবছার	শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হামরতাশী, ওফাত ১০০৪ হিজরী	দারুল মা'রিফাত, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
৯২	ফাতাওয়ায়ে তাতারখানীয়া	আল্লামা আলিম বিন আলায়া আনসারী দেহলভী, ওফাত ৭৮৬ হিজরী	বাবুল মদীনা করাচী, ১৪১৬ হিঃ
৯৩	দূররে মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দীন আল হাসকাফী, ওফাত ১০৮৮ হিজরী	দারুল মা'রিফাত, বৈরুত
৯৪	ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া	মোল্লা নেজাম উদ্দীন, ওফাত ১১৬১ হিঃ ও ওলামায়ে হিন্দ	কোয়েটা, পাকিস্তান

www.dawateislami.net

৯৫	রদ্দুল মুহতার	মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী, ওফাত ১২৫২ হিজরী	দারুল মা'রিফাত, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
৯৬	ফতোয়ায়ে রযবিয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
৯৭	মলফুযাতে আলা হযরত	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী
৯৮	বাহারে শরীয়ত	সদরুশ শরীয়া মুফতি আমজাদ আলী আযম, ওফাত ১৩৭৬ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী
৯৯	ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া	সদরুশ শরীয়া মুফতি আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৭৬ হিজরী	মাকতাবায়ে রযবিয়া, করাচী, ১৪১৯ হিঃ
১০০	জা'আল হক	হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিজরী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স লাহোর
১০১	সীরাতে মুস্তফা	শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী
১০২	জান্নাতি যেউর	শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী
১০৩	হামারা ইসলাম	মুফতি মুহাম্মদ খলিল খাঁন বরকতী, ওফাত ১৪০৫ হিজরী	ফরিদ বুক স্টল, লাহোর
১০৪	মাদানী পাঞ্জেসূরা	হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ
১০৫	ফয়যানে সুন্নাত	হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ
১০৬	**কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জবাব**	হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা, করাচী
১০৭	নামাযের আহকাম	হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাংলাদেশ
১০৮	ঘোড়ার আরোহী	হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাংলাদেশ
১০৯	হাদায়েকে বখশিশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
১১০	যওকে নাত	মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রযা খাঁন কাদেরী	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
১১১	ওয়াসায়েলে বখশিশ	হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

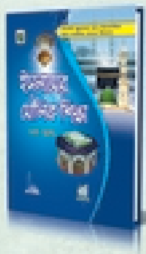

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৩৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net